মাসুদ রানা

কৃষ্ণপক্ষ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা
প্রকাশনী



দুইখণ্ড
একত্রে

মাসুদ রানা

কৃষ্ণপক্ষ

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃষ্ণপক্ষ-১

প্রতিভাবান কয়েকজন প্রবাসী বাঙালি বিজ্ঞানীর আবিষ্কার, লর্ডস এবং লর্ডস ডে সাবমেরিন ডিটেক্টর ও তার অ্যান্টিডোট। এই নিয়ে ঘোলা হলো পানি। একে একে উধাও হয়ে গেলেন বিজ্ঞানীরা।

কৃষ্ণপক্ষ-২

ইউএস জেট ফাইটারে সান ফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্ক পৌঁছল মাসুদ রানা। অথচ সকালে ঘুম ভেঙে দেখে সেণ্ট্রাল ভার্জিনিয়ায় রয়েছে ও।

এ কেমন কথা?

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

কৃষ্ণপক্ষ

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7221-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪
রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Masud Rana
KRISHNAPAKKHA
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনা

ছেষট্টি টাকা

কৃষ্ণপক্ষ-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

এক

ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তবে এখনও বেশ শক্ত সমর্থ। মাথায় চুল প্রায় নেই। যে ক'টা আছে, পেকে ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। বড়সড় মাথাটা জুড়ে চকচকে মসৃণ টাক।

পুরু কাঁচের চশমার ওপাশে বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। ভাবুক গোছের চেহারা। নিজ বাড়ির পিছনের লনে বসে বিকেলের পড়ন্ত রোদ উপভোগ করছেন বৃদ্ধ। ইউরোপিয়ান ফুটবল মাঠের মত চমৎকার চৌকো খোপ করে ছাঁটা লনের ঘাস। চারদিক থেকে লনটাকে ঘিরে রেখেছে নানা জাতের নানা বর্ণের ফুলের বেড, ঝাড়।

লনের শেষ সীমানার কয়েক গজ ওপাশে আকাশছোঁয়া সবুজ বনানী। গাছপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে চোখে পড়ে অনেক দূরের প্রশান্ত মহাসাগরের খানিকটা। সব মিলিয়ে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। সারি অথবা কেন্টের সঙ্গে প্রচুর মিল আছে এখানকার।

যদিও জায়গাটা ইংল্যান্ডের ধারেকাছেও নয়। এটা ভিক্টোরিয়া সিটি। অবস্থান ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ভ্যানকুভার আইল্যান্ডে। মনটা সুদূর অতীতে হারিয়ে গেছে বৃদ্ধের, সাত সাগর তেরো নদী পারের সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা তাঁর জন্মভূমিতে। আজকাল কি যেন হয়েছে বৃদ্ধের, হাতে কাজ না থাকলেই দেশের কথা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের কথা মনে পড়ে কেবলই। আর মনে পড়ে যৌবনের প্রিয় কয়েকটি গানের কলি।

একেক সময় ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে দেশে ফিরে যেতে। আর ভাল লাগে না। জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তো বিদেশের মাটিতে কাটল। সেই কবে দেশ ছেড়েছিলেন বিজ্ঞান সাধনা করতে। তারপর আর ফিরে যাওয়া হলো না। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল জীবন। কিন্তু আর নয়। দেশে ফিরে যাবেন এবার বৃদ্ধ। আয়ু আর যে ক'দিন আছে…।

চিন্তায় ছেদ পড়ল বৃদ্ধের। বাংলোর সামনের গেটে একটা গাড়ি থেমেছে বলে মনে হলো। স্টার্ট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেলেন তিনি পরিষ্কার। একটু পর মেইন ডোরবেল বেজে উঠল। হাউজকিপার আজই দু'দিনের ছুটিতে গেছে। তাই তাঁকেই উঠতে হলো। ধীর পায়ে এগোলেন বৃদ্ধ।

বারান্দায় পাশাপাশি দুই যুবক দাঁড়িয়ে। অপরিচিত। প্যাকস্ আর লিনেন জ্যাকেট পরা দু'জনেই। 'প্রফেসর হাসান?' প্রশ্ন করল একজন। সঙ্গীর তুলনায় বেশ লম্বা সে।

ওদের পিছনে, বাংলোর সামনে পার্ক করা গাড়িটার ওপর থেকে ঘুরে এল প্রফেসরের দৃষ্টি। প্রশ্নকারীর দিকে তাকালেন সরাসরি। মাথা দোলালেন। 'কি সাহায্য করতে পারি আপনাদের?'

'এসআইএস,' বলল দ্বিতীয়জন। দু'জনে একই সঙ্গে যার যার ল্যামিনেটেড আইডি কার্ড তুলে ধরল বৃদ্ধের চোখের সামনে।

কানাডিয়ান সিকিউরিটি অ্যাণ্ড ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের পরিচয়পত্র। এক পলক দেখেই বুঝলেন প্রফেসর হাসান, ওগুলো জাল নয়। খাঁটি। কর্মসূত্রে সংস্থাটির সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে তাঁর। ওদের অনেককেই চেনেন তিনি। তবে এই দুই এজেন্টকে আগে কখনও দেখেননি।

আবার মাথা দোলালেন প্রফেসর হাসান। 'কি সাহায্য করতে পারি আপনাদের?' পুনরাবৃত্তি করলেন একই ঢঙে।

'কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে, প্রফেসর,' বলল প্রথমজন। 'আপনার লর্ডস প্রজেক্ট...'

ভুরু কুঁচকে উঠল প্রফেসরের।

'ওহ্, ইট'স অল রাইট, স্যার,' দ্রুত তাঁকে আশ্বস্ত করল খাটো। 'আমরা দু'জনেই জানি আপনার প্রজেক্টের ব্যাপারটা। চীফ জানিয়েছেন আমাদের।'

'সমস্যাটা কি?' বিন্দুমাত্র আশ্বস্ত হননি প্রফেসর হাসান। এখনও কুঁচকে আছে ভুরু।

'চীফ আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন,' বলল প্রথমজন।

'লোকাল অফিসে আপনার অপেক্ষা করছেন চীফ,' যোগ করল সঙ্গী। 'আজই এসেছেন তিনি।'

নীরবে কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে প্রফেসরের। এক বিন্দুও বিশ্বাস করেননি তিনি এদের। বার দুয়েক এ পা থেকে ও পায়ে দেহের ভর চাপাল দুই আগন্তুক। অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

'ওখানে ফোন করলে নিশ্চই কিছু মনে করবেন না আপনারা?' প্রশ্নের মত শোনালেও প্রফেসরের দৃঢ় কণ্ঠ বুঝিয়ে দিল, মনে করুক আর নাই করুক, তিনি তাঁর কাজ করবেনই। ঘুরে ফোনের দিকে পা বাড়ালেন তিনি কথা শেষ করে।

'উঁহুঁ! ওটা উচিত হবে না, প্রফ...' দু'পা এগোল লম্বা। দুই হাতে ধরে জোর করে বৃদ্ধকে নিজের দিকে ঘোরাল। তাঁর কবজি চেপে ধরল অন্যজন চট করে। 'আমাদের সঙ্গে এলেই বরং ভাল করবেন, স্যার,' বলল সে। 'ঝামেলা করতে চাইলে আপনারই ক্ষতি হবে।'

ঝটকা মেরে হাত মুক্ত করে নিলেন প্রফেসর, চেঁচিয়ে ওঠার জন্যে মুখ খুলতে গেলেন। দড়াম করে এক থাবড়া মেরে বসল লম্বা তাঁর নাক-মুখ সই করে। তারপর দু'দিক থেকে দু'জন ঠেসে ধরে গাড়ির দিকে নিয়ে চলল বৃদ্ধকে। কিন্তু সহজ হলো না কাজটা। সমানে পা ছুঁড়ছেন প্রফেসর, গায়ের জোরে পিছনে টানছেন ওদের।

বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল লম্বু। হাতের কিনারা দিয়ে প্রফেসরের খুলি এবং

ঘাড়ের জয়েন্টে মাঝারি এক জুডো চপ বসিয়ে দিল। ঢলে পড়লেন বৃদ্ধ। চ্যাঙদোলা করে গাড়িতে তোলা হলো তাঁর অজ্ঞান দেহ। পিছনে ডানদিকের জানালা এবং সীটের কোণে হেলান দিয়ে আধশোয়া করে বসানো হলো প্রফেসরকে। লম্বু বসল তাঁর পাশে। দ্বিতীয়জন উঠে বসল চালকের আসনে। পরমুহূর্তে ঢাল বেয়ে নামতে আরম্ভ করল গাড়ি। শহর ছেড়ে চলল গ্রামের দিকে।

ওদিকে জ্ঞান হারানোর ভান করে পড়ে আছেন প্রফেসর হাসান। নড়াচড়া করলে পাছে আবার আঘাত আসে, এই ভয়ে। যতটা মনে হয়েছে, জুডো চপটা তার সিকি ভাগও কাহিল করতে পারেনি তাঁকে। বয়স হলেও গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখেন প্রফেসর। ব্যায়াম করেন নিয়মিত। লম্বুর আঘাত তাঁকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্থবির করে ফেলেছিল কেবল, আর কিছু নয়।

গাড়ি রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছেন তিনি। পড়ে পড়ে সুযোগের অপেক্ষা করছেন। এখন নড়াচড়ার চেষ্টা আরও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে, জানা আছে তাঁর। একটানা পনেরো মিনিট চলার পর থেমে দাঁড়াল গাড়ি।

'ওরা এখনও আসেনি মনে হয়!' বলে উঠল চালক।

'এসে পড়বে। আমরাই বরং আগে পৌঁছে গেছি।'

'তাও ভাল। দেরি করে ফেলেছি বলে এবার আর ধমকাতে পারবে না ওরা। প্রফেসরের খবর কি? জ্ঞান এখনও ফেরেনি?'

পাশে তাকাল লম্বু। 'আরও কিছুক্ষণ স্বপ্ন দেখবে মনে হয়। বিভোর।'

স্থানীয় কানাডিয়ানদের মত নয়, লক্ষ করলেন প্রফেসর হাসান, ওরা কথা বলছে নেটিভ ক্যালিফোর্নিয়ান অ্যাকসেন্টে। বাঁ চোখের পাতা ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ মেললেন প্রফেসর, ডোর হ্যাণ্ডেলের অবস্থান দেখে নিলেন। বসে আছে লোক দুটো চুপ করে, আপাতত গাড়ি থেকে নামার ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু তাঁর বসে থাকলে চলবে না। কাদের অপেক্ষায় আছে ওরা কে জানে। তারা এসে পড়লে দলে ভারি হয়ে যাবে এরা, তখন কিছু করা সম্ভব হবে না। কাজেই যা করার এখনই করতে হবে। আচমকা নড়ে উঠলেন প্রফেসর হাসান; লম্বু কিছু বুঝে ওঠার আগেই হ্যাণ্ডেলে হ্যাঁচকা এক টান মেরে খুলে ফেললেন দরজা। এবার ভাঁজ হয়ে পড়ে থাকা দু'পা তুলে লম্বুর পাঁজরে দড়াম করে জোড়া পায়ে লাথি মেরে বসলেন।

লোকটাকে ব্যথা দেয়ার জন্যে নয়, নিজের বেরিয়ে পড়ার সুবিধের জন্যে। এক কাজে দু'কাজ হলো। কুকুরের মত 'কেঁউ' করে ওপাশের দরজার ওপর আছড়ে পড়ল লম্বু। ব্যথায় চোখে আঁধার দেখছে। ওদিকে প্রফেসরও গদির ওপর দিয়ে সড়াৎ করে পিছলে বেরিয়ে গেলেন গাড়ি থেকে। রাস্তায় পড়েই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। জায়গাটা জনবসতিহীন, রাস্তার দু'পাশে ঘন জঙ্গল। বিন্দুমাত্র চিন্তা ভাবনা না করেই প্রাণপণে জঙ্গলের দিকে ছুটলেন প্রফেসর হাসান।

পিছন থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। শোনাল অনেকটা যেন,

'নো! নো!'

পরমুহূর্তে ওপর পিঠে, বৃদ্ধের দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে পর পর দুটো বুলেট বিদ্ধ হলো। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো দেহটা দু'বার। দুটো জ্বলন্ত লোহার শিক যেন পিছন দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে গেল বুক ফুঁড়ে। চোখের সামনে উজ্জ্বল সাদা আলো ঝলসে উঠল। প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন প্রফেসর হাসান।

দুই

ঘটনাস্থল থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে তখন মাসুদ রানা। শহরের কেন্দ্রস্থলে এমপ্রেস হোটেলের লাউঞ্জে বসে আছে। চেহারা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, কোন কারণে বিরক্ত।

চারদিন হয় ভিক্টোরিয়া এসেছে মাসুদ রানা। ছুটিতে আছে। সকালে নাশতা করে বের হয়। দুপুর পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায় ইচ্ছেমত, নয়ত শহরের গলফ্ ক্লাবে গিয়ে সঙ্গী জুটিয়ে খেলতে লেগে যায়। দুপুরে খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ে আবার। টো টো করা ছাড়া কাজ নেই কোন।

বিকেলে বের হওয়ার আগে চারদিন পর আজই প্রথম এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়েছিল রানা। সঙ্গে কিছু স্যাকস। ওগুলোই ওর বিরক্তির কারণ। এত নামকরা বনেদি এমপ্রেস হোটেলের চা যে এত জঘন্য কল্পনাই করেনি মাসুদ রানা। মুখে দিয়েই বিগড়ে গেছে চেহারা। এর আবার নাম দিয়েছে এরা ইংলিশ টি।

ওই এক চুমুকই। কাপটা রেখে দিল রানা। মেজাজ এমনই খাপ্পা হয়ে গেছে যে ওর সঙ্গে সার্ভ করা কয়েক পদের স্যাকসের দিকে ফিরেও তাকাল না। বিলে সই করে আসন ছাড়ল ও, পা বাড়াল ফয়েইয়ের দিকে। বাইরের হারবার ফ্রন্টে হাঁটাহাঁটি করবে আজ। জায়গাটা সত্যি চমৎকার।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। মেইন এন্ট্রান্সের বাইরে এসে থেমে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে। সামনের টার্নিং সার্কেলে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝকঝকে ডার্ক ব্লু রোলস রয়েস, ওর থেকে ত্রিশ গজ দূরে। পাশে দাঁড়িয়ে ইউনিফর্ম পরা শোফার। তার সামনে একজন নার্ভাস-চেহারার যুবক, কি যেন বলছে শোফারকে। রানার দিকে পিছন ফিরে আছে সে, মুখটা দেখা যায় না।

'এক্সকিউজ মি, স্যার!'

ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। এমপ্রেসের ডোরম্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ওকে খানিকটা সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত করল সে। দু'পা সরল রানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল দুই লোক। বেশভুষা দেখে বোঝা গেল ওরা বডিগার্ড। প্রফেশনাল।

একজনের কানে ইয়ারপিস রয়েছে–বুলেট ক্যাচার। অন্যজন পরেছে হাঁটু

পর্যন্ত ঝোলানো বুক খোলা রেইনকোট। উজি অথবা এইচ্ অ্যাণ্ড কে এমপি ফাইভ এ টু সাব-মেশিনগান আড়াল করার জন্যে ইউএস সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা পরে থাকে এই কোট। খানিকটা অবাক হলো মাসুদ রানা। কাকে পাহারা দিচ্ছে ওরা?

ওদের পিছন পিছন আরও তিনজন বেরোল ভেতর থেকে, পাশাপাশি এক সারিতে। এদের মাঝের জনই সে, বুঝল মাসুদ রানা, একেই পাহারা দিচ্ছে ওরা। ভাল করে লোকটাকে দেখল রানা। ছয় ফুট পাঁচ অথবা ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ। প্রশস্ত, ঢালু দু'কাঁধ। হাত দুটো হাঁটু ছুঁয়েছে প্রায়। তার ব্যায়াম পুষ্ট দেহের পেশীগুলো দামী ডবল ব্রেস্টেড স্যুটের ভেতর থেকেও পরিষ্কার দেখতে পেল যেন রানা।

পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা, দীর্ঘ নাক। চওড়া কপাল। তার বোন স্ট্রাকচার দেখে মনে হলো নিশ্চয়ই খাঁটি আমেরিকান ইণ্ডিয়ান রক্ত বইছে লোকটার ধমনীতে। যদিও চোখের রঙ ওদের মত নয়, বরং গাঢ় বাদামী; এবং আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট—অনেকটা চাইনিজদের মত।

মানুষটি যেই হোক, এক পলকের দর্শনই যথেষ্ট। জীবনে ভুলবার নয় এ চেহারা। গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল দীর্ঘ দেহটা। নার্ভাস যুবকের দিকে ঘুরে তাকাল। এগিয়ে গেল যুবক তার দিকে। দ্রুত কণ্ঠে কি যেন বলল, শোনা গেল না কিছুই। তবে এ মুহূর্তে দু'জনের চেহারাই দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা। কথা না শুনলেও ঠোঁট নড়া দেখেই বুঝে নিল কে কি বলছে ওরা।

'...বলল মারা গেছেন ভদ্রলোক,' বলল যুবক।

'গাধাগুলো গুলি করেছে ওকে?' কণ্ঠ চাপা হলেও ক্রোধ ঝলসে উঠল দীর্ঘদেহীর বাদামী চোখে।

মাথা দোলাল নার্ভাস যুবক। 'পায়ে গুলি করতে চেয়েছিল নাকি ওরা। কিন্তু...'

'ঠিক আছে। পরে দেখছি আমি,' দাঁতে দাঁত চাপল লোকটা। 'ওদের বোলো, আমার লর্ডস প্রজেক্ট ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এর ফলে। যদি তাই হয়, কাঁচা চিবিয়ে খাব সবগুলোকে।'

মাস ছয়েক আগে হংকঙে এক বিপজ্জনক মিশনে মারাত্মক জখম হয়েছিল মাসুদ রানা। ওখানেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় লিপ রিডিঙ শিখেছে ও রাহাত খানের নির্দেশে। ইন্দোনেশিয়ান এক মেয়ে এক্সপার্টকে এ কাজে নিয়োগ করেছিলেন বৃদ্ধ। খুব একটা সচেতনভাবে না হলেও এই প্রথম বিদ্যাটা কাজে লাগাল মাসুদ রানা।

কোর্টে দাঁড়িয়ে হলপ করে বলতে পারবে ও, লোক দুটো এইমাত্র অজানা এক হত্যাকাণ্ডের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। এবং এই হত্যাকাণ্ডের ফলে লর্ডস নামের কোন স্কীমের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ব্যাপারটা হজম হওয়ার আগেই রোলসের ব্যাক সীটে উঠে পড়েছে মহীরুহ। অস্ত্রধারী বডিগার্ড উঠল তার পাশে, অন্যজন সামনে। হালকা এক ঝলক সাদা ধোঁয়া বেরোল রোলসের এগযস্ট পাইপ দিয়ে, রওনা হয়ে গেল নিঃশব্দে।

'কে, ভদ্রলোক?' ডোরম্যানকে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'ওহ্, মিস্টার লি, স্যার। মিস্টার চ্যাঙ লি।' এমন শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে নামটা উচ্চারণ করল সে যেন লোকটা স্বয়ং ঈশ্বর, ধরায় নেমে এসে ধন্য করে গেছেন ওকে।

'চেক আউট করলেন নিশ্চই?'

'না, স্যার। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেয়ার প্রোগ্রাম আছে মিস্টার লি-র, ওখানে গেছেন।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। সন্ধে পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল হারবার ফ্রন্টে। কিন্তু মন দিয়ে দেখল না কিছুই। লি এবং নার্ভাস যুবকের আলোচনার বিষয়টা মন জুড়ে থাকল ওর সারাক্ষণ। কারা কাকে হত্যা করল? কোথায়? হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে চ্যাঙ লি-র কি সম্পর্ক?

লোকটা সম্পর্কে খানিকটা খোঁজ-খবর নেয়া দরকার, ভাবল রানা। হাতে সময় আছে লম্বা, তার কিছুটা এর পিছনে ব্যয় করবে ও। কারও কোন সন্দেহের উদ্রেক না করে যতটা জানা যায়, জানার চেষ্টা করবে। কিন্তু হোটেলে ফিরেই প্ল্যানটা আপাতত বাতিল করতে হলো রানাকে। ডেস্ক থেকে স্যুইটের চাবি সংগ্রহ করার সময় একটা খাম তুলে দিল রিসেপশনিস্ট ওর হাতে।

ল্যাউঞ্জে ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে বসল মাসুদ রানা। খামটা খুলল। ছোট একটা মেসেজ: ট্রাবল ওভার ইওর শেয়ারস্ ইন ফ্যামিলি বিজনেস স্টপ ইমপারেটিভ ইউ কাম টু সান ফ্রান্সিসকো ইমিডিয়েটলি স্টপ রূম রিজার্ভড অ্যাট ফেয়ারমন্ট হোটেল স্টপ প্লীজ ওয়েট দেয়ার ফর ফারদার মেসেজ স্টপ রিগার্ডস আর কে।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। গেল ছুটির বারোটা বেজে। স্যুইটে চলে এল ও। টেলিফোনে সান ফ্রান্সিসকোর ফার্স্ট অ্যাভেইলেব্‌ল ফ্লাইটের একটা টিকেট বুক করে গোছগাছের কাজে লেগে পড়ল। রানা বোঝে, রাহাত খানের মেসেজ মানেই ছুটি বাতিল। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে ওখানে। মারাত্মক কিছু। যে জন্যে ডাক পড়েছে ওর।

ছুটি গেছে যাক, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র আফসোস নেই মাসুদ রানার। কাজের ডাক এসেছে, ওটা পেলেই ও খুশি। কাজ না থাকলে সব কেমন পানসে মনে হয় রানার। বুকের ভেতর কেমন এক অনুভূতি। অজানা অ্যাসাইনমেন্টে পা বাড়াবার আগে সব সময় হয় ওর এমন।

পরদিন সকালের আগে কোন ফ্লাইট নেই। অতএব অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। প্রাইভেট এয়ার লাইনার হরাইজন-এর বোয়িঙে প্রথমে সিয়াটল পৌঁছল ও, সেখান থেকে আলাস্কা এয়ারওয়েজের কানেকটিঙ ফ্লাইটে সান ফ্রান্সিসকো। এসএফও ইন্টারন্যাশনালে যখন পৌঁছল বিমান, তখন সন্ধে হয়ে গেছে।

হালকা কুয়াশায় এরই মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে উপসাগর। আলো ঝলমলে গোল্ডেন গেট ব্রিজের তলা দেখা যায় না। ওপর থেকে মনে হলো, যেন তলিয়ে গেছে সাগরে, কেবল ভেসে আছে দু'দিকের দুই সুপারস্ট্রাকচার।

ট্যাক্সি নিয়ে ফেয়ারমন্ট রওনা হলো মাসুদ রানা। নানান রঙের নিয়ন বাতি

দিনের মত আলোকিত করে রেখেছে সেইন্ট ফ্রান্সিস শহর। দু'ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছে রানা। জনসংখ্যার চাপ যথেষ্ট বেশি এ শহরে, যার অর্ধেকই ট্যুরিস্ট। এদের জ্বালায় দিনে পথ চলাই দায়। এ মুহূর্তেও তার কোন কমতি নেই। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই কেবল ট্যুরিস্ট আর ট্যুরিস্ট।

হোটেলেও রানার জন্যে অপেক্ষা করছে আরেকটা মেসেজ। এক টুকরো কাগজে টাইপ করা এক মাইক্রো মেসেজ: রেস্ট। আর কে।

ভাবনায় পড়ল রানা। টাইপ করা যখন, তখন মনে হয় বুড়োও এখানেই কোথাও রয়েছে। অতএব সমস্যা যাই হোক, ভালই ঘোট পাকিয়েছে বোঝা যায়। নইলে রাহাত খান এখানে কেন?

ক্লান্তি দূর করার জন্যে বিশ মিনিট ধরে গোসল করল রানা। তারপর টেলিফোনে রুম সার্ভিসকে এক বোতল শ্যাম্পেন আর এগ বেনেডিকট পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে নিল। ডার্ক ব্রাউন প্যাকস এবং ইংল্যাণ্ডের জন সেডলি অ্যাণ্ড কোম্পানির তৈরি ওর প্রিয় সী আইল্যাণ্ড কটন রোলনেক পরল রানা। পায়ে দিল হংকঙের লিলি শুজ-এর তৈরি মোকাসিন।

গরম গরম বেনেডিকট আর আধ গ্লাস শ্যাম্পেন পেটে চালান করে দিয়ে বেশ চাঙ্গা বোধ হলো। এবার খানিকটা ঘুরে ফিরে আসা যাক, ভাবল মাসুদ রানা। বেশ অনেক দিন পর এ শহরে আসার সুযোগ হয়েছে। অনর্থক ঘরে বসে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। রোলনেকের ওপর খাটো একটা সোয়েড জ্যাকেট চাপাল রানা।

ওয়ালথারটা সঙ্গে নিল না ইচ্ছে করেই। যে কাজে যাচ্ছে তাতে ওটার প্রয়োজন পড়ার কোন চান্স নেই। হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে চলল মাসুদ রানা। চায়নাটাউনের দিকে।

দশ মিনিটের মধ্যে টের পেল, ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে।

কাউকে দেখেনি রানা। এ এক অনুভূতির ব্যাপার। আচমকা সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল ওর ঘাড়ের খাটো চুলগুলো। অকারণে এমনটা হয় না। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আপনাআপনিই টের পেয়ে যায় রানা এ ধরনের কিছু ঘটলে।

চায়নাটাউনের জনারণ্যে ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। এ আরেক বিস্ময়কর জগৎ—রাতের চায়নাটাউন। মোহনীয়, জমকালো নিওন বাতি ভেতরের রহস্যময় ভুবনের স্বরূপ উন্মুক্ত করে রেখেছে আগন্তুককে প্রলুব্ধ করার জন্যে। পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে আছে, হাঁটাহাঁটি করছে সব বয়সের বারবণিতা। ওদের পোশাক এতই সংক্ষিপ্ত যে তা পরা না পরা একই কথা।

কাছাকাছিই রয়েছে ওদের দালালেরা। লাইটপোস্ট বা বাড়িঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। দাঁতে নখ কাটছে। লক্ষ রাখছে 'সম্পত্তির' ওপর। পথিক দেখলেই এগিয়ে আসছে ভজাবার জন্যে। এদের সঙ্গে রয়েছে আরও একদল। মাদক বিক্রেতা। প্রতিটি ইন্টারসেকশনেই আছে ওরা।

ওদের কাউকে ভজাবার প্রয়োজন হয় না, বরং ক্রেতারাই তোয়াজ করে চলে। তাছাড়া ওদের ক্রেতা সীমাবদ্ধ, সার্কেলের বাইরে মাল বেচে না ওরা।

কিছুদূর দ্রুত এগোল মাসুদ রানা, বাঁয়ে একটা সরু গলি পেয়ে ঢুকে পড়ল সাঁৎ করে। গুণে গুণে দশ পা এগিয়ে অ্যাবাউট টার্ন করল ও, ফিরে এল গলি মুখে। অলস ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরিয়ে ডানে তাকাল।

দেখামাত্র লোকটাকে চিনে ফেলল মাসুদ রানা। দ্বিধান্বিত পায়ে এদিকেই আসছে সে মন্থর গতিতে। ঘন ঘন এদিক-ওদিক নজর বোলাচ্ছে। লোকটা ককেশিয়ান, মনে হলো রানার। বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। ক্লীন শেভড। মাঝারি গড়ন। হালকা লালচে চুল ব্যাক ব্রাশ করা। পরনে জিনস ও ডেনিম জ্যাকেট। পায়ে গ্রে লেদারের স্পেরি টপসাইডার শু।

ওর ডানে-বাঁয়ে তাকানোটা সন্দেহজনক, ভাবল মাসুদ রানা। হয়তো একা নয় লোকটা, সঙ্গে আরও কেউ থাকতে পারে। থেকে থেকে সঙ্গীদের খুঁজছে হয়তো। ওর জুতো জোড়া চিনে রাখো, নিজেকে বলল রানা। যদি সুশিক্ষিত হয়ে থাকে লোকটা বা লোকগুলো, তাহলে অবস্থান বদল করতে পারে। এরা কখনও কখনও এমনকি একজন আরেকজনের পোশাকও বদল করে পরতে পারে আত্মগোপনের সুবিধার্থে। তবে জুতো পাল্টাপাল্টি হয় না এ ক্ষেত্রে সাধারণত।

আবার পা বাড়াল মাসুদ রানা। মিনিট তিনেক পর আরেকটা বাঁ হাতি গলিতে ঢুকে কিছুটা এগিয়েই আবার ফিরে এল। আছে লোকটা। নানান রকম গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস। বারবণিতাদের সস্তা সেন্ট, পথের পাশের রেস্টুরেন্টগুলোর রান্নার ঝাঁঝাল গন্ধ, গারবেজ ক্যানে ফেলে দেয়া বাসি-পচা খাবারের গন্ধ, ঘামের গন্ধ, মদের গন্ধ, সব মিলিয়ে নরক গুলজার।

সঙ্গে শব্দ-কোরাস। পথচারীদের কথাবার্তা-হাসাহাসি, হকারদের হাঁকডাক, ক্লাব-রেস্টুরেন্ট থেকে উঁচু স্বরে ভেসে আসা মিউজিক ইত্যাদি। গাবতলি বাস স্ট্যাণ্ডও এর থেকে অনেক নিরিবিলি, ভাবল রানা। বিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে লোকটা ততক্ষণে। ঘুরে দাঁড়াল ও, কয়েক গজ পেরিয়ে জেব্রা ক্রসিঙে এসে লাল আলো জ্বলে ওঠার প্রতীক্ষায় থাকল।

রাস্তা পেরিয়ে সামনেই একটা চীনা হস্তশিল্পের বিশাল দোকান। চট করে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল মাসুদ রানা। জেড, আইভরি ও অন্যান্য পাথরের তৈরি ছোট-বড় বুদ্ধ আর প্যাগোডাই দখল করে রেখেছে ভেতরের প্রায় তিন ভাগ। ঘুরে ঘুরে দেখার ভান করতে লাগল রানা। আকর্ষণীয় চেহারার চিওংসাম পরা তিন সেলস গার্ল এগিয়ে এল একে একে ওকে সাহায্য করতে।

কিন্তু এক মিনিটও টিকল না কেউ। খদ্দেরের মেজাজ তিরিক্ষি দেখে পালিয়ে হাঁপ ছাড়ল মেয়েগুলো। রাস্তার পাশের এক জানালা ঘেঁষে রাখা বড় একটা কাঁচের শো-কেস দেখে সেদিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা। প্রাচীন চিনা রোব পরা এক যুবতীর বারো ইঞ্চি আইভরি মূর্তি রাখা আছে ভেতরে। ওটা দেখার ফাঁকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা।

আছে ব্যাটা। এক কিশোরী বারবণিতার সঙ্গে কথা বলছে। তবে এক চোখ সেঁটে আছে তার এই দোকানের প্রবেশপথে।

'এটা আপনার পছন্দ হয়েছে, স্যার?'

কানের পাশে রিনরিনে কণ্ঠ শুনে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। রঙচঙে একটা প্রজাপতি মনে হলো ওর মেয়েটিকে। এটি চার নম্বর। আগেরগুলোর তুলনায় বেশ স্মার্ট লাগল একে। মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল মাসুদ রানা।

'আপনি নিলে দাম অনেক কমিয়ে ধরব, স্যার,' মাথা দুলিয়ে বব্ ছাঁট চুল অহেতুক পিছনে নেয়ার ভঙ্গি করল মেয়েটি। ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসছে।

জ্যাকেটের পকেটে ডান হাত ঢোকাল মাসুদ রানা। তর্জনী খাড়া করে রাখল শক্ত করে, ফুলে থাকল পকেট। সেদিকে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে কঠিন গলায় বলল, 'আমি চাই না তুমি আহত হও। কিন্তু আমার কথা না শুনলে তাই ঘটবে।'

নিমেষে হাসি মুছে গেল প্রজাপতির। আতঙ্কে নীল হয়ে গেল চেহারা। ফাঁক হয়ে গেছে ঠোঁট। হয়তো চেঁচিয়ে উঠবে এখনই। 'না!' চাপা কণ্ঠে ধমক লাগাল রানা। 'চিৎকার করলেই মারা পড়বে। লক্ষ্মী মেয়ের মত তোমাদের রিয়ার এক্সিটে নিয়ে চলো আমাকে। ওই পথে বেরিয়ে যেতে চাই।'

'রিয়ার এক্সিট···?'

'হ্যাঁ। কুইক! দেরি করলে কেউ না কেউ জখম হবে, বুঝেছ?'

নিচের ঠোঁট কামড়ে মাথা দোলাল মেয়েটি চিন্তিত মুখে।

'গুড গার্ল। এবার হাসিটা রিজিউম করো এবং পথ দেখাও।'

'আসুন, স্যার,' ভয়ে ভয়ে বলল সে। ঘুরে পা বাড়াল।

অনুসরণ করল রানা। দোকানের পিছন দিকে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় এক কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল দুই চাইনিজ বডি বিল্ডার। পথ রোধ করে দাঁড়াল মেয়েটির। চোখমুখ কুঁচকে ক্যান্টনিজ ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করল মেয়েটিকে ওদের একজন। উত্তরে প্রায় খেঁকিয়ে উঠল সে। ইংরেজিতে বলল, 'সমস্যা বাড়াতে না চাইলে দূর হয়ে যাও সামনে থেকে!'

কাজ হলো, চট করে সরে দাঁড়াল লোক দুটো। আবার এগোল ওরা। পিছনের দরজার তিন-চার গজের মধ্যে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। হাত তুলে দরজাটা দেখাল রানাকে। 'সোজা চলে যান। ওটা দিয়ে বেরোলেই রাস্তা।'

বাহু ধরে তাকে কাছে টেনে আনল মাসুদ রানা, পাঁজরের সঙ্গে ঠেকাল অদৃশ্য তর্জনী। 'এত কষ্ট যখন করলেই এটুকুও করতে হবে তোমাকে, ডার্লিং। জলদি, সময় নষ্ট কোরো না। দরজা খোলো।'

ভয়ে চোখ কপালে উঠে গেছে মেয়েটির। ঘামছে একটু একটু। ঢোঁক গিলে সম্মতি জানাল। 'ঠিক আছে।'

'আর মনে রেখো, আমি বেরিয়ে গেলেই অ্যালার্ম বাজাবে বা পুলিসে ফোন করবে, ওসব চলবে না।'

'ওকে।'

'দরজা খোলো। বাইরেটা দেখতে চাই।'

কাঁপা হাতে নির্দেশ পালন করল যুবতী। এর সঙ্গে এত কঠোর না হলেও চলত, ভাবল মাসুদ রানা। ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে বেচারী, কাঁপছে ঠক ঠক করে। বাইরে সরু গলি। উঁকি দিয়ে দেখেশুনে নিশ্চিন্ত হলো রানা, কোন

রিসেপশন পার্টি অপেক্ষা করছে না ওর জন্যে।'

'শোনো, বিউটিফুল,' ওকে আরেকটু কাছে টানল মাসুদ রানা। 'আমাকে যদি ফিরে এসে তোমার এই সুন্দর মুখটা মেরামত করতে হয়, চেহারা বরবাদ হয়ে যেতে পারে চিরদিনের জন্যে। কারণ আমি পাস করা প্লাস্টিক সার্জন নই, হাতুড়ে। অতএব নাথিং ফুলিশ, ওকে?'

'ওকে, প্রমিজ। দোকানটা আমাদেরই। এখানে কোন ঝামেলা হোক চাই না আমি।'

'গুড গার্ল। আর ওই চিনা বাঁধাকপি দুটো যেন পিছনে না লাগে আমার সেটাও তোমাকে দেখতে হবে।'

ভয় কেটে গেল মেয়েটির। হেসে ফেলল ফিক করে। 'কোন চিন্তা নেই। ওরা আমার ভাই।'

হাসিটা মুছে যাওয়ার আগেই দরজা বন্ধ করে দিল মাসুদ রানা। এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নিল, নেই কেউ। ডানদিকে চলল ও। কিছুদূর গিয়ে ডানে ঘুরে আরেকটা অপেক্ষাকৃত চওড়া পথের সঙ্গে মিশেছে গলিটা। ওর শেষ প্রান্তে বড় রাস্তা, যেটা ধরে এসেছে ও। সাবধানে উঁকি দিল মাসুদ রানা। কিশোরীটি একা দাঁড়িয়ে আছে, লোকটি নেই। গেল কোথায়?

দেয়ালে পিঠ দিয়ে পিছনে তাকাল ও। ভয় হলো ও ব্যাটাও বোধহয় তার পথ অনুসরণ করেছে, এগিয়ে আসছে পিছন থেকে। কিন্তু না, তেমন কোন আলামত দেখা গেল না। আবার সামনে তাকাল রানা। এইবার দেখা গেল লোকটাকে, ব্যস্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসছে হস্তশিল্পের দোকান থেকে। রানাকে ভেতরে না পেয়ে মুখখানা হয়েছে দেখার মত।

হতভম্বের মত এদিক ওদিক তাকাল সে কয়েকবার। পাখি উড়ে গেছে বুঝেও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। এই সময় সেই বারবণিতা মেয়েটি এগিয়ে এসে কী যেন চট্ করে গুঁজে দিল তার হাতে। দিয়েই গায়েব হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। অবাক হয়ে গেল লোকটা। এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজল মেয়েটাকে। না পেয়ে হাতের জিনিসটা দেখল এক পলক। মনে হলো খুব অবাক হয়েছে লোকটা। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল হন হন করে। পিছু নিল রানা। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর চাই ওর। কেন অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে, এবং লোকটাকে কে লাগিয়েছে এ কাজে? ওই মেয়েটা কি দিয়ে গেল ওকে?

লম্বা লম্বা পা ফেলে এঁকেবেঁকে হাঁটছে লোকটা যাতে কারও সঙ্গে ধাক্কা না খেতে হয়। তাকাচ্ছে না কোনদিক, যেন খুব জরুরী কোন কাজে পড়ে আছে। বেশ দূর থেকে অনুসরণ করে চলেছে তাকে রানা। ভাব দেখে মনে হলো সোজা ফেয়ারমন্ট হোটেলের দিকেই যাচ্ছে লোকটা। সম্ভবত ওখানে বসেই অপেক্ষা করবে রানার জন্য।

তাই যদি হয়, তাহলে অনেক সহজ হয়ে যাবে রানার কাজ। ওর মুখ থেকে কথা আদায় করবে রানা। অ্যানাটমি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান আছে ওর, কোন কী-পয়েন্টে আঘাত করে মুখ খোলাতে হয় মানুষের, সে ব্যাপারে রীতিমত ওস্তাদ

মাসুদ রানা। লোকটাকে হঠাৎ ডানে ঘুরে যেতে দেখে ছুটল ও।

একটা গলি ওটা, প্রায় অন্ধকার। আলোকজ্জ্বল বড় রাস্তার পাশে একেবারেই বেমানান। ঢুকে পড়ল রানা আল্লার নাম নিয়ে। দূরে লোকটার কাঠামো দেখা যাচ্ছে, একই গতিতে এগোচ্ছে। তাকাচ্ছে না কোনদিকে। আবার বাঁক নিল লোকটা, এবার বাঁ দিকে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর ঘুরল রানাও, এবং থেমে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

সামনেই চওড়া একটা কোর্টইয়ার্ড। জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। লোকটার ভাব দেখে মনে হলো যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে, এগোবে না পিছিয়ে আসবে বুঝে উঠতে পারছে না। নড়ল না রানা। কেন যেন বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল ওর মনের ভেতর। মেইন রোডের বড়জোর ব্লকখানেক দূরের এই জায়গাটার সঙ্গে অশুভ কিছু একটা জড়িয়ে আছে বলে মনে হলো ওর। দাঁড়িয়েই থাকল মাসুদ রানা।

ওর সন্দেহ সত্য প্রমাণ করার জন্যেই আচমকা যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো দীর্ঘ দুটো কাঠামো, মানুষের। তারপর আরও দুটো···আরও দুটো। চারদিক থেকে ঘিরে ধরল ওরা লোকটাকে। শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। এখন আর ধারণা নয়, পরিষ্কার বুঝতে পারল খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছে লোকটার ভাগ্যে।

অন্ধকার সয়ে আসতে ভাল করে তাকাল রানা। ছয়জনই মাথায় ভাইজরড় ক্র্যাশ হেলমেট পরে আছে, হাতে একটা করে ভারি বেসবল ব্যাট। ব্যাট দোলাচ্ছে ওরা নীরবে, ভঙ্গিটা আক্রমণাত্মক। রানার ডান হাতটা আপনাআপনি উঠে গেল শোল্ডার হোলস্টারের দিকে, পরক্ষণেই নিজের মারাত্মক ভুলটা টের পেয়ে মনে মনে হায় হায় করে উঠল ও। অস্ত্র সঙ্গে আনেনি ও ইচ্ছে করেই। কাজেই লোকটাকে সাহায্য করার উপায় নেই এখন। বরং উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেলে বিপদে পড়বে রানা নিজেও। যা ঘটতে চলেছে তার কোন সাক্ষী ওরা রাখতে চাইবে না নিশ্চয়ই।

এক পা দু'পা করে এগোতে শুরু করল ওরা লোকটার দিকে। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে কি যেন বলল সে, চট করে একটা আইডি কার্ড বের করে মেলে ধরল অন্ধকারে। অন্য হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। পাত্তাই দিল না লোকগুলো, সমান তালে এগিয়ে আসছে চারদিক থেকে।

নিজেকে ভীরু, কাপুরুষ মনে হলো মাসুদ রানার। যাতে ও নিজে ধরা না পড়ে যায় লোকগুলোর চোখে, সেই ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে। পারলে দেয়ালের সঙ্গে মিশে নেই হয়ে যায়। বেরিয়ে গিয়ে সাহায্য চাইবে পুলিসের, সে সাহসও নেই। চায়নাটাউন সম্পর্কে ভালই ধারণা আছে ওর। কোন সাহায্যই করতে পারবে না পুলিস, উল্টে ওকেই ঝামেলায় ফেলে দেবে।

এভাবে কাজ হবে না বুঝে পিস্তল তুলল লোকটা। ট্রিগারে চাপ দেবে হয়তো এখনই, ভাবল রানা, এই সময় ব্যাট চালাল পিছনের একজন। পুরু, নিরেট কাঠের তৈরি জিনিসটার মসৃণ প্রান্তভাগ দিয়ে গায়ের জোরে দড়াম করে মেরে বসল তার ডান কানের সামান্য ওপরে। রোমহর্ষক 'ঠকাশ্' আওয়াজটা মুহূর্তে অসুস্থ করে তুলল রানাকে। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, ওই এক আঘাতেই

খুলি চৌচির হয়ে মগজের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে হতভাগ্য লোকটার।

হাত থেকে খসে গেল পিস্তল। পায়ের কাছেই ঠক ঠক আওয়াজ তুলে পড়ল ওটা। প্রথম আঘাতটা যেন অন্যদের জন্যে সঙ্কেত ছিল, পরমুহূর্তেই শুরু হয়ে গেল তাণ্ডব। ছয়টা বেসবল ব্যাট, বিদ্যুৎ বেগে শূন্যে উঠছে আর নামছে, উঠছে আর নামছে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা দলা পাকানো রক্তাক্ত স্তূপে পরিণত হলো জলজ্যান্ত মানুষটা।

ওদের হাতের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে, এই সময় সংবিৎ ফিরে পেল মাসুদ রানা। ঘেমে পুরোপুরি নেয়ে উঠেছে ততক্ষণে। সন্তর্পণে এক পা দু'পা করে পিছাতে শুরু করল ও। এক চোখ পিছনে, যাতে গলির ভেতর রাখা কোন গারবেজ ক্যান বা আর কিছুর ওপর গিয়ে না পড়ে। শব্দ না হয়। নিরাপদ দূরত্বে এসে ঘুরে দাঁড়াল রানা, তীরবেগে ছুটল বড় রাস্তার দিকে।

নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হচ্ছে ওর। কেন ওয়ালথারটা সঙ্গে আনল না ভেবে সবগুলো চুল উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। এর মধ্যেও লোকটাকে জেরা করতে না পারার আফসোস পীড়া দিতে লাগল রানাকে। কে ছিল সে? কে তাকে লাগিয়েছিল ওর পিছনে? কেন? কিসের আইডি কার্ড বের করেছিল লোকটা? সিআইএ, না এফবিআইয়ের?

প্রশ্নগুলো প্রায় সারারাত ঘুমাতে দিল না মাসুদ রানাকে। এপাশ ওপাশ করে আর ঘন ঘন দুঃস্বপ্ন দেখে কাটল ভোর পর্যন্ত। দেখল একটা কাটা মুণ্ডু দিয়ে ফুটবল খেলছে একদল চিনা। একই স্বপ্ন অসংখ্যবার দেখল ও। শেষ দিকে হালকা ঘুম হলো আধঘণ্টার জন্যে। তাও ভেঙে গেল আরেক দুঃস্বপ্ন দেখে।

হস্তশিল্পের দোকানের সেই প্রজাপতি রানার দিকে তাকিয়ে গ্রীবা উঁচু করে হাসছে। হাসতে হাসতে ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো আচমকা ক্ষুরধার হাঙরের দাঁতে পরিণত হলো তার। সেই সঙ্গে কোমরের ওপরের অংশ হাঙর হয়ে গেল মেয়েটির, ভয়ঙ্কর দাঁত দিয়ে রানাকে কামড়াতে আসছে হাঙরকন্যা। ঝটকা মেরে উঠে বসল ও বিছানায়।

চোখ পড়ল দেয়াল ঘড়ির ওপর। সাতটা বাজে। রুম সার্ভিসকে টোস্ট আর কফির অর্ডার দিয়ে বাথরুমে ঢুকল রানা। গোসল, শেভ সেরে বেরিয়ে এল। কফিতে চুমুক দেয়ার ফাঁকে গতরাতের ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে লাগল ও। হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা কি লোকাল পুলিসকে জানানো উচিত ছিল ওর? উত্তরটা পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। না।

রাহাত খান ওকে ডেকেছেন এখানে, নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন অফিশিয়াল কারণ আছে। এবং তা গোপনীয়। রিপোর্ট করতে গেলে নিজের পরিচয় জানাতে হত পুলিসকে, ওরা জেনে যেত বিসিআইয়ের একজন অপারেটর অবস্থান করছে সান ফ্রান্সিসকোয়। অবশ্য পরিচয় গোপন রেখে...।

ডোরবেলের আওয়াজে সচকিত হলো রানা। ভাবল হয়তো রুম সার্ভিস হবে, ট্রে নিয়ে যেতে এসেছে। এগিয়ে এসে দরজার সিকিউরিটি পীপহোল দিয়ে তাকাল রানা। চোখ কুঁচকে উঠল ওর দুই অপরিচিতকে দেখে। কমপ্লিট সুট পরা

দু'জনেই। একদৃষ্টে চেয়ে আছে বন্ধ দরজার দিকে।

'কে?'

'এফবিআই। দরজা খুলুন, মিস্টার মাসুদ রানা। না খুললে বলুন, ভেঙে ঢুকি।'

ওদের একজন পীপহোলের সামনে আইডি কার্ড তুলে ধরল। দেখেই বুঝল রানা ওটা খাঁটি।

'কামন, মিস্টার। সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকার মত সময় নেই আমাদের।'

আলতো করে দরজার সেফটি চেইন খুলল মাসুদ রানা। মেলে ধরল দরজা। ওর গা ঘেঁষে ভেতরে ঢুকে পড়ল লোক দুটো। বেশ আস্থাবান মনে হচ্ছে ওদের। ভাবখানা যেন আসামী ধরতে এসে ভুল করে আর কারও ঘরে ঢুকে পড়েনি, ঠিক জায়গাতেই এসেছে।

'আপনি মেজর মাসুদ রানা, বিসিআই, রাইট?' প্রশ্ন করল একজন। অন্যজন পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাচ্ছে বারবার। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি।

'রাইট।'

'সান ফ্রান্সিসকোয় কেন এসেছেন আপনি, মেজর?' জেরা করলেও লোকটির মধ্যে কোন উদ্ধত ভাব নেই।

'ছুটিতে বেড়াতে এসেছি। কেন জানতে চাইছেন?'

'প্রাইভেট ইনডিভিজ্যুয়াল হিসেবে?'

'হ্যাঁ।'

মাথা দোলাল লোকটা। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি বুঝিয়ে দিল রানার কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেনি সে। 'আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে কেউ কেউ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'যেমন?'

'প্রথমে ধরুন, আমাদের লোকাল ব্যুরো চীফ...'

'তিনিই সবচে' বেশি ব্যস্ত,' মাঝখান থেকে বলে উঠল দ্বিতীয় এফবিআই।

'কোন ব্যাপারে?' বিস্মিত হলো রানা।

'গতরাতের হত্যাকাণ্ডটির ব্যাপারে,' এবারও সে-ই উত্তর দিল। লোকটা বেশ রেগে আছে মনে হলো রানার।

'আমি তো সবে গতকাল রাতে এসেছি এখানে। আমি...'

'এবং এসেই তাজা বাতাস খেতে বেরিয়েছিলেন। চায়নাটাউনে গিয়েছিলেন,' বলল প্রথমজন।

'গিয়েছিলাম। কিন্তু...'

'ওসব ব্যুরো চীফকেই শোনাবেন, মিস্টার রানা। তিনি ওই হত্যাকাণ্ডের বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চান আপনার সঙ্গে। এজেন্ট প্যাট্রিক বেলিভিলকে যথেষ্ট ...'

'এজেন্ট?'

'ইয়েস। এফবিআই এজেন্ট। চায়নাটাউনের এমবারকাডেরোয় খুব সম্ভব বুলডোজারের নিচে ফেলে হত্যা করা হয়েছে তাকে। অন্তত লাশটা দেখে সেরকমই মনে হয়েছে। ঘটনাস্থলে আপনিও ছিলেন। আমরা জানি বেলিভিলের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আপনার।'

'কিন্তু...' শুরু করতে গিয়েও থেমে গেল মাসুদ রানা ওদের দু'জনকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে দেখে।

'দেরি করবেন না, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'আমরা চাই না সুন্দর সাজানো-গোছানো ঘরটার বারোটা বাজাতে।'

তিন

বেঁটে মোটা, বদ্‌রাগী চেহারার মানুষ এফবিআইয়ের ব্যুরো চীফ। শার্টের হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো, টাইয়ের ঢিলা নট্ মাঝ বুক বরাবর ঝুলছে। রানার মত সে-ও প্রথম দৃষ্টিতেই অপছন্দ করেছে ওকে। রাখঢাকের বালাই নেই। চোখ-মুখ বিশ্রী করে কুঁচকে দেখছে লোকটা রানাকে।

'মাসুদ রানা, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স!' প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লোকটা।

রানাও উত্তরবোধক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। গা জ্বলে গেছে লোকটার বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার দেখে।

'ওয়েল,' আঙুল চালিয়ে অবাধ্য চুলগুলোকে বাধ্য করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাল ব্যুরো চীফ কিছুক্ষণ। 'আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে আপনাকে আটক করে আপনার নিজের লোকদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য। তাদের অনুরোধেই আপনার ওপর নজর রাখার জন্যে লোক লাগিয়েছিলাম গতকাল। কিন্তু.... নিজের ওপরই খুব রাগ হচ্ছে আমার। বড় নির্মম মৃত্যু হয়েছে লোকটার।' একটা পাঁচ বাই চার ম্যাট ফটো ডেস্কের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল চীফ রানার দিকে। 'দেখুন তো, একে কখনও দেখেছেন বলে মনে পড়ে?'

এক পলক দেখেই বুঝল রানা এ কালকের সেই লোক। 'হ্যাঁ। গতরাতে দেখেছি একে আমি।'

'তাই? কোথায় দেখেছেন একটু বিস্তারিত বয়ান করবেন কি?'

ভেতরে ভেতরে রেগে উঠলেও মুখে তার ছায়া পড়তে দিল না রানা। এদের সঙ্গে চটাচটি করে লাভ নেই কোন। বলল রানা। ওর বক্তব্য মন দিয়ে শুনল ব্যুরো চীফ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল চোখের সামনে, অথচ কাউকেই তা জানাবার প্রয়োজন মনে করলেন না আপনি?'

'হ্যাঁ, মানে...'

'বিপদে তাকে সাহায্য করতেও এগিয়ে যাননি!'

'তাতে কোন লাভ হত না। ওরা ছিল ছয়জন। আমি নিরস্ত্র....'

লোকটাকে আসন ছাড়তে দেখে থামল মাসুদ রানা। উঠে পিছনের দেয়ালে ঝোলানো প্রকাণ্ড এক ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। সান ফ্রান্সিসকোর ডিটেইলড্ ম্যাপ ওটা। 'জায়গাটা সনাক্ত করতে পারবেন, কোথায় ঘটেছিল হত্যাকাণ্ডটা?'

মিনিটখানেকের ভেতর বের করে ফেলল রানা সেই জায়গা। 'এই যে,' কোর্টইয়ার্ডটার ওপর তর্জনী রাখল ও। 'ঠিক এখানে ঘটেছিল।'

'আর আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করলেন। কেমন?'

না শোনার ভান করল মাসুদ রানা। 'এই সেই জায়গা।'

'আপনার ওপর নজর রাখার সময় লোকটা মারা গেছে, মিস্টার মাসুদ রানা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ব্যুরো চীফ।

'ভাল কথা। কে পিছন থেকে আমার ওপর নজর রাখছে জানব কি করে আমি? তাছাড়া কেনই বা লোকটা নজর রাখছিল আমার ওপর?'

'টার্গেট বুঝে ফেললে সার্ভেইলেন্স আর সার্ভেইলেন্স থাকে না, মিস্টার।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ...'

চরকির মত লোকটাকে ঘুরে ওর মুখোমুখি হতে দেখে থেমে গেল মাসুদ রানা। রাগে চোখ দিয়ে রক্ত ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড়। শক্ত হয়ে গেল ও। পরিষ্কার বোঝা যায় সুযোগ খুঁজছে লোকটা। ছুতো পেলেই যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ঘাড়ে। সে-ক্ষেত্রে ব্যাপারটা যাতে একতরফা হয়ে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে আগে। পরেরটা পরে দেখা যাবে।

সামলে নিল ব্যুরো চীফ। স্বাভাবিক হয়ে এল চেহারা। 'আপনার গায়ে হাত তোলা নিষেধ আছে। মনে হয় ওপরতলার কেউ কেউ আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অধীর অপেক্ষায় আছেন।'

'দুঃখিত। বুঝলাম না আপনার কথা।'

উত্তর না দিয়ে দরজার দিকে মুখ করে হাঁক ছাড়ল লোকটা। করিডরে অপেক্ষমাণ সেই দুই এজেন্ট ভেতরে ঢুকল। একজন ম্যালোনি, অন্যজন রবার্ট। দু'জনেই এফবিআইয়ের ফিল্ড অফিসার। রানার দু'পাশে এসে দাঁড়াল ওরা।

'নিয়ে যাও একে!' খেঁকিয়ে উঠল চীফ। 'লকাপে ঢোকাও!'

'দেখুন,' শুরু করতে গিয়েই থেমে যেতে হলো রানাকে বাধা পেয়ে।

'আপনি-দেখুন, মিস্টার, এবং শুনুন,' বলল ম্যালোনি। 'আপনার মত সমস্যা কম হ্যাণ্ডেল করতে হয়নি আমাদের। জানি কি করে সোজা করা যায় আপনাকে। এ মুহূর্তে কোন ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না আপনার। চাইলে অবশ্য চেষ্টা করতে পারেন,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল লোকটার। 'কিন্তু সেক্ষেত্রে পরে আমাদের দোষারোপ করতে পারবেন না।'

রানার ইচ্ছে হলো এক চড়ে গাল ফাটিয়ে দেয় লোকটার। কিন্তু জোর করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল ও। এরকম মুহূর্তে চরম বোকামি হয়ে যাবে সেটা। তার চেয়ে আপাতত এদের ইচ্ছেমত চলাই ভাল। 'আমাকে কি গ্রেফতার করা হলো?'

'মোটেই না,' বলল রবার্ট। হাসল দাঁত বের করে। 'আপনাকে কেবল আইনের হেফাজতে নেয়া হলো। সময়মত নিজের লোকদের হাতে তুলে দেয়া হবে আপনাকে। তারাই ভাল বুঝবে আপনার মত নোংরা বিষ্ঠার থলে কোথায় ফেলতে হয়।'

সামনে ম্যালোনি পিছনে রবার্ট, পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল মাসুদ রানাকে। অফিস রুম থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে ডানে-বাঁয়ে এঁকেবেঁকে কিছুদূর এগিয়ে সামনে পড়ল গোটা ছয়েক মোটা গরাদের লক আপ। ওর একটায় রানাকে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়া হলো বাইরে থেকে। বাধা দিল না রানা। ভেবে পাচ্ছে না ওকে নিয়ে এসব কী ঘটছে, কেন ঘটছে।

উত্তর পেতে হলে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই, ভাবল ও। এবং এ মুহূর্তে অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার রাস্তাও নেই। কেন যেন মনে হচ্ছে রানার, শুধু এজেন্ট বেলিভিলের মৃত্যুর জন্যেই নয়, ওকে নিয়ে এফবিআইয়ের টানা হ্যাঁচড়ার আরও হয়তো কোন কারণ আছে। এজেন্ট দুটো বিদেয় হতে সেলের ও মাথার ওয়াল-টু-ওয়াল স্টীলের কটে এসে বসল মাসুদ রানা।

ওর পিছনে অফিশিয়াল সার্ভেইল্যান্স লাগিয়েছিল এফবিআই। লোকটার মৃত্যু হয়েছে এবং রানা তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, এই অপরাধে ওর সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করছে এফবিআই, কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে আরও কিছু আছে। ভাবছে রানা, আরও গভীর কিছু। ব্যাপারটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে।

এইবার বোধহয় আসল ধাক্কা আসছে, ভাবল রানা। হোটেলে যে দু'জন গিয়েছিল, শেষ সময়ে রীতিমত দুর্ব্যবহার করেছে তারা ওর সঙ্গে। অভদ্রের মত দেহ তল্লাশি করেছে রানার। কেড়ে নিয়েছে পিস্তল পাসপোর্ট ওয়ালেট ক্রেডিট কার্ড সব।

এক ঘণ্টা পর একটা ট্রে হাতে এল ম্যালোনি। ওর ওপর একটা পলিস্টাইরিন ব্যাগ। ভেতরে রয়েছে শুকনো খটখটে বার্গার, গোটা চারেক প্রন ফ্রাই, প্লাস্টিকের খুদে একটা ক্যাপসুলে খানিকটা টমেটো সস আর ডিসপোজেবল কাপে কফি। রানার দিকে তাকিয়ে মারফতি হাসি দিল লোকটা। 'খেয়ে নিন। ধোলাই শুরু হওয়ার আগে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে নিন, কাজে লাগবে।'

চাইলোই না রানা লোকটার দিকে। আর সব রেখে কেবল কফির কাপটা তুলে নিল। খাওয়ার রুচি নেই, খিদে মরে গেছে। ক্রমে দুপুর গড়িয়ে গেল। কারও কোন পাত্তা নেই। তিনটের দিকে আরেক দফা খাবার দিয়ে যাওয়া হলো। পড়ে থাকল সব, স্পর্শও করল না মাসুদ রানা। সকালের কফি মুখে দিয়ে আক্কেল হয়ে গেছে, ওটা কফি ছিল না ভাতের মাড়, বুঝতেই পারেনি।

'আর কতক্ষণ তোমাদের নোংরা সেলে থাকতে হবে আমাকে?' প্রশ্ন করল রানা বিরক্ত কণ্ঠে।

'তাই বুঝি? নোংরা সেল?' মুখে হাসি অথচ চাউনি হিংস্র হয়ে উঠেছে ম্যালোনির। 'আমাদের সেল নোংরা?' মনে হলো যেন আঁতে জোর ঘা লেগেছে।

'সরি, ভুল হয়ে গেছে। বলা উচিত ছিল তোমাদের ডাস্টবিনে কতক্ষণ থাকতে হবে আমাকে, ঠিক?'

দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দিতে চাইল লোকটা মাসুদ রানাকে। সম্ভবত একা বলে সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, সঙ্গে আরেকজন থাকলে নিঃসন্দেহে ঝাঁপিয়ে পড়ত রানার ওপর। প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ঝামটা মেরে মুখ ঘুরিয়ে নিল ম্যালোনি, প্রচণ্ড রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে বেরিয়ে গেল। 'ঘটাং' করে লেগে গেল লোহার দরজা। আবার সেই প্রতীক্ষা।

সন্ধের আগে কয়েকজোড়া পায়ের আওয়াজে মুখ তুলল মাসুদ রানা। কটে বসে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জুতো দিয়ে তাল ঠুকছিল ও ফ্লোরে। সামনে ব্যুরো চীফ, তার পিছনে ম্যালোনি ও রবার্ট ঢুকল সেলে।

'আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন এখন আপনি, মিস্টার রানা,' ব্যুরো চীফ বলল। 'তবে সতর্ক থাকবেন, অতি স্মার্টনেস দেখাবার চেষ্টা করবেন না। পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরেছেন আপনি এমন রিপোর্ট লেখার খুব একটা ইচ্ছে নেই আমার। যদি বাধ্য করেন, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

রানার ডান হাত ও রবার্টের বাঁ হাতে পরানো হলো একটা হ্যাণ্ডকাফ। 'সোজা ভদ্রলোকের মত হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠবেন। তিল পরিমাণ এদিক ওদিক হলেই ম্যালোনি আপনার ব্যবস্থা করবে। ওরা দু'জনেই খুব রেগে আছে আপনার ওপর। কাজেই বোকার মত ওদের কোন সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন না। নাউ মুভ!' দরজা ইঙ্গিত করল ব্যুরো চীফ।

এ-পথ ও-পথ ঘুরিয়ে ভবনের পিছন দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে আসা হলো রানাকে। পুরানো মডেলের একটা শেভি পার্ক করা আছে গলিতে। ওদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল ম্যালোনি, উঠে বসল ওটার ড্রাইভিং সীটে। রানাকে মাঝে নিয়ে পিছনের সীটে বসল ব্যুরো চীফ ও রবার্ট। লাফিয়ে উঠে ছুটল শেভি।

অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ড্রাইভ করছে ম্যালোনি, যেন গ্রাঁ প্রি প্রতিযোগিতার এক প্রতিযোগী। সরু গলি দিয়ে তীরের মত ছুটছে শেভি এঁকেবেঁকে। সান ফ্রান্সিসকোর রোড ম্যাপ সম্পর্কে অল্প স্বল্প জ্ঞান মাসুদ রানার, দু'মিনিটেই তাল হারিয়ে ফেলল ও। কোথায় চলেছে বুঝতে পারছে না কিছুই।

বিশ মিনিট পর হাতের ডানে আবছামত ট্রান্স আমেরিকা পিরামিড যেন চোখে পড়ল ওর মুহূর্তের জন্যে। এর পরপরই ওল্ড ফেরি বিল্ডিঙের সামনে নিজেকে আবিষ্কার করল মাসুদ রানা, সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাড লাইটের উজ্জ্বল আলোয় ঝলসে গেল দৃষ্টি। চোখ বুজে গেল ওর আপনাআপনি। কড়া ব্রেক কষে গাড়ি প্রায় জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফেলল ম্যালোনি।

পিট্‌ পিট্‌ করে তাকাল মাসুদ রানা। অচেনা এক হেলিপ্যাডে এসে থেমেছে ওরা। সামনেই প্রকাণ্ড এক এস-সিক্সটি ওয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছে। লেজে বড় করে লেখা NAVY। হঠাৎ করেই নিকষ অন্ধকারে ডুবে গেল জায়গাটা। কেবল প্যাডের চারদিকের নীল মার্কার লাইটগুলো জ্বলছে। চপারের র‍্যাম্পেও জ্বলছে একটা নীল আলো।

স্টার্ট নিল এস-সিক্সটি ওয়ান। প্রথমে অত্যন্ত মন্থর গতিতে কয়েকটা পাক খেলো বিশাল চারটে রোটর. তারপর দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল। হ্যাণ্ডকাফ খুলে ফেলল রবার্ট।

'ওকে, মাসুদ রানা,' বলল ব্যুরো চীফ। 'ওর ভেতরে কেউ একজন অপেক্ষায় আছেন আপনার,' চপার ইঙ্গিত করল সে। 'যান। আশা করি ওদের ট্রিটমেন্ট মন্দ লাগবে না। গুড বাই।'

নাকেমুখে হিম বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় দম বন্ধ হয়ে এল রানার। পিছন থেকে দুই তিন ধাক্কায় চপারের র‍্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছে দিল ওকে ম্যালোনি-রবার্ট। আরও খানিকটা এগোতে ওটার অন্ধকার দরজায় দাঁড়ানো একটা কাঠামোর ওপর চোখ পড়ল রানার। শেষ ধাক্কাটা দিয়ে ওকে র‍্যাম্পে তুলে দিল দুই এজেন্ট। তারপর কাঠামোটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল রবার্ট, 'ওর কাগজপত্র ওয়ালেট সব ওর ব্রিফকেসের ভেতর পাবেন, স্যার।'

মাথা দোলাল ছায়াটা, অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার সামনে থেকে। রানা চপারের ভেতরে এসে দাঁড়াতে এক ক্রু এগিয়ে এল, লাগিয়ে দিল দরজা। ইঙ্গিতে একটা আসন দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করল ওকে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বসে পড়ল রানা। চোখ খানিকটা সয়ে আসতে ডানে-বাঁয়ে তাকাল 'স্যারের' খোঁজে। এই সময় ঠিক ওর পাশ থেকেই বলে উঠল কেউ, 'রিল্যাক্স, মিস্টার মাসুদ রানা।'

গলাটা অপরিচিত। তবে বলার ভঙ্গি আন্তরিক। চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। সীট বেল্ট বেঁধে নিল রানা। পূর্ণ গতি পেয়েছে চপারের রোটর, উড়ি উড়ি ভাব।

'কোথায়…?'

'প্লীজ!' শুরুতেই থামিয়ে দিল ওকে লোকটা। 'জায়গামত চলুন, সব জানতে পারবেন। মাত্র দশ মিনিটের ব্যাপার। রিল্যাক্স করুন।'

ওর ডানদিকে বসেছে লোকটা জানালা ঘেঁষে। কাঁচের গায়ে বড়সড় একটা কাঠামো যতটা না দেখা যায়, তার চেয়ে বেশি অনুভব করা যায়। মানুষটি দীর্ঘদেহী, কপালের ওপরটা জানালা ছাড়িয়ে বাল্কহেডের গাঢ় ছায়ার সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। নাক-থুতনি অনুমান করা যায় কোনমতে। পিছনের হেড রেস্টে মাথা ঠেকে আছে তার।

হঠাৎ করেই মাটি ছাড়ল এস-সিক্সটি ওয়ান, কোনাকুনি উঠে যাচ্ছে দ্রুত। নিচে উন্মত্তের মত লাফঝাঁপ করছে সান ফ্রান্সিসকো।

মিনিট দশেক স্থায়ী হলো ওদের আকাশ ভ্রমণ। ট্রেজার আইল্যাণ্ডের ইউএস নেভাল বেসের একটি নিমিজ ক্লাস নিউক্লিয়ার এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ারের হেলিপ্যাডে অবতরণ করল এস-সিক্সটি ওয়ান। দরজা খোলা হলো। বাইরের ডেক লাইটিঙ ততক্ষণে নিভে গেছে। আবছা আলোয় খোলা জায়গায় অপেক্ষমাণ দু'জন মেরিনকে দেখা গেল।

পাশের দীর্ঘদেহীর ইশারায় তাদের অনুসরণ করল মাসুদ রানা। মিনিট দুয়েক কম্প্যানিয়নওয়ের গোলক ধাঁধায় মনে হলো যেন ঘুরপাক খেলো ও। তারপর একটা মেটাল স্টেয়ারওয়ে টপ্‌কে এক ফ্লোর ওপরে উঠল। একটা

ঝকঝকে পালিশ করা কাঠের দরজার সামনে থামল দুই মেরিন। একজন মৃদু নক করল দরজায়।

'কাম ইন।' দরজার ওপরে ফিট্ করা খুদে এক স্পীকার থেকে ভরাট কণ্ঠের নির্দেশ ভেসে এল।

দ্বিতীয় মেরিন হাত বাড়িয়ে খুলে দিল দরজা। মাথা দুলিয়ে রানার উদ্দেশে বলল, 'প্লীজ, গেট ইন।'

ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। বিশাল এক ডে-কেবিন। মাঝখানে ডিম আকৃতির বড় এক টেবিল। চারপাশে ওটাকে ঘিরে গোটা পনেরো চেয়ার, সবগুলোর পায়া ফ্লোরের সঙ্গে যুক্ত। টেবিলের এক মাথায় নানান রঙের কয়েকটি টেলিফোন সেট। ওগুলোর ওপাশে পুরু গদিমোড়া পিঠ উঁচু এক এক্সিকিউটিভ চেয়ারে বসে আছেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার, মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান। আরি বাপ্! ভাবল রানা, বুড়ো দেখছি····।

'বোসো,' নিজের মুখোমুখি একটা চেয়ারের দিকে চেয়ে আবছা ভ্রূ ভঙ্গি করলেন বৃদ্ধ।

টুপ্ করে বসে পড়ল মাসুদ রানা। নিজের চারপাশে দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল। বৃদ্ধের ঠিক মাথার পিছনে দেয়ালে ঝুলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ছবি। তাঁর ডানদিকের কোণে ক্রস্ স্ট্যাণ্ডে দুটো পতাকা–একটি আমেরিকার, অন্যটি ইউএস নেভির। এ ধরনের ডে-কেবিন নেভাল টাস্কফোর্স কম্যাণ্ডার-ইন-চীফরা কনফারেন্সের জন্যে ব্যবহার করে থাকেন, জানে মাসুদ রানা। বুড়ো এখানে কেন? ভাবল ও। তাঁর 'বোসোর' ভেতর বিরক্তির আভাস পরিষ্কার টের পেয়েছে রানা। কেন?

কয়েক সেকেণ্ড নীরবে পাইপ টানলেন রাহাত খান। 'হোটেলে পৌঁছে আমার নোট পাওনি কাল?'

'জ্বি, স্যার। পেয়েছিলাম।'

'ওতে তোমাকে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছিল, রানা।'

'জ্বি, স্যার। কিন্তু···'

'তা না করে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলে তুমি। যার ফলে একজন এফবিআই এজেন্টকে মরতে হলো,' বৃদ্ধের কণ্ঠে এখন বিরক্তি বা রাগের বিন্দুমাত্র আভাস নেই। যেন না বললে নয়, তাই বললেন কথাগুলো।

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। আবার মুখ খোলার চেষ্টা করলে দাবড়ি খেতে হতে পারে।

পাইপ নামালেন রাহাত খান। 'মৃত্যু মজার কোন ব্যাপার নয়। বিশেষ করে বেলিভিলকে যে ভাবে হত্যা করা হয়েছে শুনেছি···।' একেক সময় আমার মনে হয় কি জানো?' গল্প করছেন যেন বৃদ্ধ। 'মনে হয় নির্দেশ অমান্য করার একটা প্রবণতা সিন্দাবাদের ভূতের মত সব সময় কাঁধে চেপে থাকে তোমার।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। বৃদ্ধের এ ধরনের 'আলাপের' সঙ্গে পরিচিত নয় ও। বক্তব্যে মনে হয় যেন অভিযোগ করছেন তিনি, অথচ মুখ দেখে তেমন মনে

হয় না। মনে হয় অন্য কিছু। কিন্তু সেটা যে কি, বুঝতে পারছে না ও। ফলে অস্বস্তি লাগছে।

'ওই নোটে তোমাকে আমি হোটেলেই থাকার অনুচ্চারিত নির্দেশ দিয়েছিলাম, রানা। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ভুল করেছি, সরাসরি কথাটা জানালে বোধহয় একটা প্রাণ অকালে ঝরে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেত।'

'স্যার, আপনিও কি বেলিভিলের মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী ভাবছেন?' সাহস করে মুখ খুলল রানা। মরীয়া হয়ে উঠেছে।

যেন শুনতে পাননি, এমন ভাব করে আপনমনে বললেন রাহাত খান, 'এফবিআইয়ের কাছে তুমি এখন পারসোনা নন-গ্রাটা, রানা। ওদের ইচ্ছে যেন তোমাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি আমরা।'

'কিন্তু কেন, স্যার? আমার অপরাধ কি?'

পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগলেন বৃদ্ধ। ধোঁয়ার ফাঁকে তাঁর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির আভাস ফুটল যেন। 'তোমার অপরাধ সীমাহীন, মাসুদ রানা। অত্যন্ত গুরুতর। কুখ্যাতিতে এ অঞ্চলের সর্বকালের সেরা গ্যাঙস্টার, হুডলাম, ওয়ান ম্যান মাফিয়া হিসেবে পরিচিত একজনের সঙ্গে তোমার বিশেষ সম্পর্কের কথা জেনে ফেলেছে এফবিআই।'

'আচ্ছা!' রাগে পিত্তি জ্বলে উঠল রানার। এসব কি! বুড়োকে বাহাত্তুরে ধরেছে নাকি? 'ওরা কি করে তা জানল, স্যার?'

এবারও উত্তর এড়িয়ে গেলেন বৃদ্ধ। 'ওদের সন্দেহের কথা জানার পর এফবিআইকে আমি অনুরোধ করি যেন ওরা তোমাকে আমার হাতে তুলে দেয়। যাতে দেশে ফিরে তোমার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি আমি।'

কয়েক মুহূর্ত স্থির বসে থাকল মাসুদ রানা। তারপর ফোঁস করে দম ছাড়ল। বোঝা গেছে এর মধ্যে কোন গভীর রহস্য আছে। এবং রহস্যটা কি জানতে হলে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে ওকে। বুড়োকেও হেঁয়ালির ভূতে ধরেছে আজ, ওটা না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

'ভাল কথা, রানা,' হঠাৎ করে যেন কাজের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন রাহাত খান। 'তোমার ছুটি কিন্তু বাতিল করে দিয়েছি, দুঃখিত।'

'কি কারণে, স্যার?'

'কারণ লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে।'

'জ্বি?'

একটা টেলিফোনের রিসিভার তুললেন রাহাত খান। দুটো নাম্বার ঘোরালেন, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া গেল ও প্রান্ত থেকে। 'কমাণ্ডার বিল ট্যানারকে ডে-কেবিনে আসতে বলুন, প্লীজ,' বলেই রেখে দিলেন রিসিভার। সরাসরি তাকালেন রানার দিকে।

কেমন এক অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও বৃদ্ধের দিকে। মনে হাজারো প্রশ্নের ভীড়। হাতামাথা পাচ্ছে না কোন। যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই বললেন রাহাত খান, 'মনের প্রশ্নগুলো আপাতত মনেই চেপে রাখো। কেন

কি ঘটছে পরে জানতে পারবে সব।'

যাক, ভাবল মাসুদ রানা, তাও ভাল। মৃদু নক্ এবং দরজা খোলার আওয়াজে ঘুরে তাকাল ও। ছয় ফুট চার হবে মানুষটি। বিশাল বুকের ছাতি। চওড়া পেশীবহুল কাঁধ। সিভিলিয়ান পোশাকে আছে সে। বয়স হবে রানারই মত। মুখ দেখে মনে হয় সারাক্ষণ হাসছে। লোকটাকে পছন্দ হয়ে গেল রানার প্রথম দর্শনেই।

'রানা,' বললেন রাহাত খান। 'পরিচয় করিয়ে দিই। এ হচ্ছে কমাণ্ডার বিল ট্যানার, ইউএস নেভি ইন্টেলিজেন্স। কমাণ্ডার, দিস ইজ মাসুদ রানা।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল মাসুদ রানা। নিজের মস্ত থাবায় হাতটা পুরে নিল বিল ট্যানার। 'মাই প্লেজার। আপনাকে রানা ডাকলে মাইণ্ড করবেন না তো?'

'বি মাই গেস্ট।' সবার সঙ্গে এত সহজে আন্তরিক হতে পারে না মাসুদ রানা, কিন্তু এর আন্তরিক উষ্ণ করমর্দন আর মুখে শিশুসুলভ হাসি দেখেই বোঝা গেল সাদা মনের মানুষ কমাণ্ডার, ভেতরে প্যাঁচ নেই। মনে হলো যেন ওর কতকালের চেনা সে। 'আমি তাহলে কি বলে ডাকি আপনাকে, বিল?'

'অফকোর্স!' বলেই হাসল কমাণ্ডার। 'বোঝা যাচ্ছে আপনার সঙ্গে কাজ করে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যাবে।' ইশারায় রানাকে চেয়ার দেখিয়ে নিজেও বসল কমাণ্ডার। দু'জনেই তাকাল রাহাত খানের মুখের দিকে।

'এই অ্যাসাইনমেন্টে বিশেষ একটা কারণে আমেরিকানরা আমাদের বলতে পারো জড়িয়ে ফেলেছে,' রানার চোখে চোখ রেখে বললেন বৃদ্ধ।

'স্যার, অ্যাসাইনমেন্টটা কিসের তাই তো জানা হলো না এখনও।'

'ওই যে বললাম, লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে,' মুখ নয়, চোখ জোড়া আধ ইঞ্চি বাঁয়ে সরল রাহাত খানের। স্থির হলো বিল ট্যানারের মুখে। 'কমাণ্ডার, ব্যাপারটা খুলে বলুন রানাকে, প্লীজ।'

লম্বা করে দম নিল বিল। 'শিওর, স্যার। আমি নিজেই যদিও এর মাথামুণ্ড পুরোপুরি বুঝে উঠতে পেরেছি বলে ভরসা হয় না, তবু…!' যেন লজ্জা পেয়েছে, এমনভাবে রানার দিকে তাকাল সে। নিচের ঠোঁট চাটল, চোখ পিট্ পিট্ করল বারকয়েক। তারপর বক্তব্য স্থির করে শুরু করল।

'ওয়েল, রানা, ব্যাপারটা এরকম। লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে, দুটোকে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মনে হয়েছে আমার। যেমন-তেমন মুদ্রা নয় কিন্তু, কি বলব, মাইটি ইমপ্রেসিভ কয়েন। লর্ডস হচ্ছে Long Range Deep Sea-এর সংক্ষিপ্ত নাম। এ এক কড়া মাড় দেয়া মাল, বুঝলে? সাবমেরিন ডিটেক্টর। সাগরের যত তলদেশেই থাকুক সাবমেরিন, যত দূরেই থাকুক, এ ব্যাটা ঠিক ঠিক ডিটেক্ট করে ফেলবে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে তোমার ব্যাপারটা। আমারও হয়েছিল প্রথমে। অদ্ভুত এক কাণ্ড, বুঝলে? কি করে তা সম্ভব জিজ্ঞেস করে বোসো না যেন, বলতে পারব না আমি। এক দঙ্গল টাক মাথার বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ তা জানে না। সবকটা টাকের নিচে আছে সুপারব্রেন, রানা। শুনি এসব নাকি মাইক্রো-টেকনিকের ককটেল। লেজার আর স্টীলথ্ টেকনোলজি থেকে ধার করা বিদ্যের

ফসল।' দু'হাত প্রসারিত করে এমন ভঙ্গি করল কমাণ্ডার, যেন সাগর বোঝাতে চাইছে। 'অজস্র তার জুড়ে তৈরি ছোটখাট একটা ভূতুড়ে বাক্স এই লর্ডস, যেখানেই থাকুক শত্রুর মেটাল ডলফিন, নির্ভুল অবস্থান বের করে ফেলবে মুহূর্তে। আমার কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তো, রানা?'

মুচকি হেসে মাথা দোলাল মাসুদ রানা, হচ্ছে না। এ যেন কথার রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার, প্রতিটি বাক্যে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে রস। শুনতে ভালই লাগছে রানার। 'আর লর্ডস ডে?'

'ওহ্! তিনি আরেক ওস্তাদ। লর্ডসের অ্যান্টিডোট। Long Range Deep Sea Detector And Yaffler-এর সংক্ষিপ্ত নাম। ইয়াফলার মানে জানো তো? জানো না? তা তোমার আর দোষ কি! ইংরেজের বাচ্চা হয়ে প্রথমদিন আমারই ভিরমি খাওয়ার দশা হয়েছিল শব্দটা শুনে। পরে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে এক টেকোকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ওটা নাকি উডপেকার বা কাঠঠোক্‌রা পাখির আরেক নাম। সে যাক, এই জিনিস নির্দিষ্ট কিছু সোনিক বিমের সাহায্যে লর্ডসকে বিভ্রান্ত করে। এ-ও কিন্তু যেমন-তেমন সোনিক বিম নয়, এ হচ্ছে স্পেশাল। থেমে থেমে ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ আওয়াজ তোলে, ঠিক যেমন করে কাঠঠোক্‌রা পাখি,' যেন কাজ শেষ, হাতের ময়লা ঝাড়ছে, এমনভাবে পরপর কয়েকটা তালি দিল কমাণ্ডার। 'অলরাইট, রানা, বুঝতে পেরেছ পুরোটা?'

'বুঝেছি। এবার শোনা যাক এ নিয়ে সমস্যাটা কোথায়?'

'মেজর জেনারেল জানাননি এখনও তোমাকে? অল রাইট, আমিই বলছি। তুমি নিশ্চয়ই জানো সান ফ্রান্সিসকো হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট্‌স প্যাসিফিক ফ্লীটের হেডকোয়ার্টার্স। এবং এর সারা গায়ে অসংখ্য ছিদ্র। ঠিক দাদার আমলের বাতিল কেটলির মত, বুঝলে? ভেতরের পানি ভেতরে থাকে না, বেরিয়ে আসে পিচকিরির মত। সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়, হাজার চেষ্টা করেও গোপনীয়তা বজায় রাখা যায় না।'

'কিন্তু এর মধ্যে আমরা, মানে বাংলাদেশীরা কেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'কারণ আছে, রানা,' বললেন রাহাত খান। 'এই লর্ডস আর লর্ডস ডে উদ্ভাবনের পিছনে আমাদের দেশের প্রতিভাবান তিন বিজ্ঞানীর অবদানই সবচে' বেশি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এক এক করে তাঁদের দু'জন নিখোঁজ হয়ে গেছেন হঠাৎ করে। সঙ্গে আরও দুই হাই অফিশিয়াল, একজন ইউএস নেভির, অন্যজন রয়্যাল নেভির। এঁরা দু'জন এই প্রজেক্টেরই বিশেষজ্ঞ, লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র নাড়ী নক্ষত্র সব জানা আছে তাঁদের। আর...তিন বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর শেষের জনকে গত পরশু হত্যা করা হয়েছে।'

হঠাৎ করেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। সেদিন ভিক্টোরিয়ার এমপ্রেস হোটেলের সামনে দেখা সেই আমেরিকান ইণ্ডিয়ান বিশালদেহী মানুষটির চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। কোন এক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তাকে অবহিত করছিল এক নার্ভাস যুবক। লোকটির একটি মন্তব্য মনে পড়ল ওর, 'ওদের বলো, আমার লর্ডস প্রজেক্ট ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এর ফলে।'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা, তার আগেই কথা বলে উঠল বিল ট্যানার। 'আমাদের ধারণা, প্রথম চারজন কোন শত্রুভাবাপন্ন বিগ পাওয়ারের হাতে পড়েছেন, রানা। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলেই সর্বনাশ!'

'যা বলছিলাম,' বললেন রাহাত খান। 'গত পরশু এই প্রজেক্টের শেষ বাঙালি বিজ্ঞানী, লর্ডসের মূল উদ্ভাবক, প্রফেসর ইউসুফ হাসানকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে জানো?'

'কোথায়?'

'ভিক্টোরিয়ায়। হোটেল এমপ্রেসের পাঁচ মাইলের মধ্যে।'

'বুঝেছি,' আনমনে বলল রানা। 'আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম।'

'কিসের সন্দেহ!' ভুরু কোঁচকালেন বৃদ্ধ।

'এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে কার হাত আছে আমি জানি, সম্ভবত।'

'মানে?' মুখ থেকে পাইপ নামালেন রাহাত খান। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকলেন ওর মুখের দিকে। কমাণ্ডারেরও একই অবস্থা। 'কে সে? কি নাম তার?'

'এক আমেরিকান ইণ্ডিয়ান, চ্যাঙ লি।'

চাউনি কঠোর হয়ে উঠল রাহাত খানের। স্বস্থানে ফিরে গেল টোব্যাকো পাইপ। ওটা দাঁতে কামড়ে ঠোঁটের কোণ দিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'চ্যাঙ লি সম্পর্কে কতটুকু জানো তুমি, রানা?'

'কিছুই প্রায় জানি না, স্যার। পরশু ওকে এমপ্রেস হোটেলের বাইরে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখেছি কেবল।'

'আচ্ছা!' হাঁটুর ওপর তবলা বাজাতে বাজাতে মৃদুকণ্ঠে বলল বিল ট্যানার। ঠোঁট গোল করে শিস বাজাল। দৃষ্টি দেয়ালে ঝোলানো প্রেসিডেন্টের ছবির ওপর। 'আচ্ছা! আচ্ছা!! আচ্ছা!!!'

'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলে যাও, রানা। যা যা দেখেছ, সব বলে যাও।'

চার

মেজর জেনারেল ও কমাণ্ডার, দু'জনেই প্রায় হাঁ করে শুনছে মাসুদ রানার বক্তব্য। এক চুল নড়ছে না কেউ, চেহারা ভাবলেশহীন। অস্বস্তি লাগছে রানার। শ্রোতা দু'জনকে মনে হচ্ছে যেন শিকারী বাঘ, অপেক্ষায় আছে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। এক সময় বলা শেষ হলো। চোখ নামিয়ে হাতের তালু পরীক্ষায় মন দিল রানা।

অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলেন রাহাত খান। 'হঠাৎ এই লোকের প্রতি আগ্রহ জন্মাল কেন তোমার?'

'প্রথমত তার নজর কাড়া দৈহিক গঠনের জন্যে। এক নজরেই হাজারোজনের ভেতর থেকে আলাদা করে চিনে নেয়া যায় একে। পরিষ্কার বোঝা যায় অত্যন্ত

প্রভাবশালী মানুষ চ্যাঙ লি। অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী। দ্বিতীয়ত, লিপ রিডিঙের ব্যাপারটা তো রয়েইছে, স্যার।'

'বলো কি!' অন্যমনস্কের মত যেন নিজেকেই শোনালেন বৃদ্ধ। 'তোমাকে পর্যন্ত এতটা প্রভাবিত করে ফেলেছে লোকটা প্রথম দর্শনেই!' বলেই সচকিত হলেন। 'ঠিক আছে, রানা। আরেকবার বুঝে নেয়া যাক পুরোটা। চ্যাঙ লি-কে এমপ্রেস হোটেলের মেইন এন্ট্রান্সের বাইরে গাড়িতে চড়ার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছ তুমি গত পরশু। তার ইনফর্মার, এক নার্ভাস যুবক এবং চ্যাঙ লি-র কথোপকথন লিপ রিডিঙের মাধ্যমে বুঝে ফেলেছ। তারপর লোকটা মিউজিয়ামের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায় এবং তুমি হোটেলের ডোরম্যানকে জিজ্ঞেস করে নাম জানতে পারো লোকটার। এই তো?'

'জ্বি, স্যার।'

'তোমার কি মনে হয় আবার দেখলে তোমাকে চিনতে পারবে চ্যাঙ লি?'

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। 'ঠিক বলতে পারছি না, স্যার। তবে…না, সেরকম সম্ভাবনা খুব কম। আমার দিকে সরাসরি তাকায়নি চ্যাঙ লি।'

'বডিগার্ড দুটো?'

'ওরা যদি খুব ভাল, প্রফেশনাল হয়, মানে ট্রেইনড সার্ভেইলেন্স এক্সপার্ট হয়ে থাকে, তাহলে একজন হয়তো চিনতে পারবে। চিনতে না পারলেও সন্দেহ জাগতে পারে তার মনে।'

'জেনারেল, রানাকে লোকটার জন্ম ইতিহাস জানানো প্রয়োজন,' বলল ট্যানার।

'ওয়েল, কমাণ্ডার। গো অ্যাহেড।'

'চ্যাঙ লি সম্পর্কে সব জানা উচিত তোমার, রানা,' বলল সে। 'লোকটা আমেরিকান ইণ্ডিয়ান নয়, ও হচ্ছে হাফ-ব্রীড চাইনিজ-ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ান। ১৮৪০-এর গোল্ড রাশের সময় চ্যাঙ লি-র গ্রেট গ্র্যাণ্ড ফাদার চিনের শাংজি প্রদেশ থেকে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় চলে আসে। লোকটা ছিল সোনা ব্যবসায়ী। এক সময় দু'দল ইণ্ডিয়ানের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় ওই অঞ্চলে। সে সময় ক্রো ইণ্ডিয়ানের হাতে বন্দী হয় লোকটা। কেন, তা অবশ্য জানা যায়নি। সে যাই হোক, তাকে বন্দী করে নিয়ে আসে ক্রো-রা। সেখানে রানিং এলক্ নামে এক অপূর্ব সুন্দরী ক্রো ইণ্ডিয়ান মেয়ের প্রেমে পড়ে সে, মেয়েটিও তাকে ভালবেসে ফেলে। যেহেতু কোন বিদেশীর সঙ্গে ক্রো মেয়ের বিয়ের প্রশ্ন অবান্তর, প্রেমের কথা জানাজানি হয়ে গেলে দু'জনকেই জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হবে, তাই ওরা দু'জন পালিয়ে যায় ক্রো এলাকা ছেড়ে।

'গা ঢাকা দেয় পিজান ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ানদের রিজার্ভেশনে। তারা ওদের আশ্রয় দেয়। ওখানেই বিয়ে হয় দু'জনের। সেই সূত্রে চ্যাঙ লি হচ্ছে থার্ড জেনারেশন চাইনিজ ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ান। এ হলো চ্যাঙ লি-র বক্তব্য। নিজের পূর্ব-পুরুষ সম্পর্কে সবখানে এইসব বলে বেড়ায় লোকটা। বলে, এ ব্যাপারে লিখিত দলিল আছে নাকি তার কাছে, ইচ্ছে হলে যে কেউ দেখতে পারে পরীক্ষা

করে। ওগুলো কেউ দেখেছে, এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি যদিও আজ পর্যন্ত। এদিকে অনেকের ধারণা এসব ডাহা মিথ্যে। চ্যাঙ লি-র আসল পরিচয় হচ্ছে ওর বাবা ছিল এক চিনা দরজি, আর মা ফোর্ট বেনর্টনের এক ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ান বেশ্যা। আমার বিশ্বাস পরেরটাই সত্যি।'

'হতে পারে,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা। 'লোকটার ভেতর সম্মোহনী শক্তি আছে, আমি দেখেছি।'

'আছে,' মাথা দোলালেন রাহাত খান। 'আরও অনেক কিছুই আছে চ্যাঙ লি-র মধ্যে। তখন যে কুখ্যাত ব্যক্তিটির কথা বললাম, এই-ই সেই। চ্যাঙ লি একটা গ্যাঙস্টার, হুডলাম, ওয়ান ম্যান মাফিয়া, রানা। লোকটা জবর এক রহস্যও বটে। যখন যেখানে খুশি আচমকা উদয় হয়, একই কায়দায় গায়েব হয়ে যায়। বহু মানুষের রক্তের দাগ লেগে আছে চ্যাঙ লি-র হাতে, কতজন যে খুন হয়েছে ওর হাতে, পুলিসও বোধহয় জানে না পুরোপুরি। সান ফ্রান্সিসকোর পুরো অন্ধকার জগৎ চ্যাঙ লি-র নির্দেশে ওঠে-বসে। চায়নাটাউনের প্রতিটি জুয়োর আখড়ার বলতে গেলে সে-ই মালিক। প্রসটিটিউশন সহ যত রাজ্যের নোংরা ব্যবসা, সব কিছুর মালিক চ্যাঙ লি। ড্রাগ ডিলাররা নিশ্চিন্তে ব্যবসা করার জন্যে মোটা অঙ্কের সেলামি দেয় তাকে নিয়মিত। এছাড়া চায়নাটাউনের প্রতিটি নাইটক্লাব-রেস্টুরেন্টের পরিচালকও এই লোক।'

বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে থাকল রানা বিস্মিত দৃষ্টিতে। 'বলেন কি, স্যার! এত কিছু জেনেও পুলিস কোন পদক্ষেপ...?'

রানার দিকে পাশ ফিরল কমাণ্ডার বিল ট্যানার। 'মুশকিল তো ওখানেই, রানা। শুধু জানলেই তো হবে না, প্রমাণ চাই। কে করবে প্রমাণ? কেউ নেই, কোন প্রমাণ নেই চ্যাঙ লি-র বিরুদ্ধে। ওর ব্যাপারে একটা আঙুল তোলার ক্ষমতাও নেই পুলিসের।'

'তা কি করে সম্ভব?'

'কি করে সম্ভব? বলছি, শোনো। চ্যাঙ লি-র বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার জন্যে কোর্টে দাঁড়াবার মত হিম্মত এখানকার কারও নেই। আমরা যেমন জানি, তেমনি স্থানীয় পুলিস আর এফবিআইও ওর সম্পর্কে তেমনি অনেক গুজব, কাহিনী, গল্প এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যি ঘটনাও জানে। কিন্তু তারপরও কিছু করতে পারছে না তারা। কারণ আমার বিশ্বাস ওদের মধ্যে লোক আছে চ্যাঙ লি-র। পয়সা খেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ওর সব কুকীর্তি চেপে রাখে তারা।'

'সরকারীভাবে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হলে সাক্ষীর অভাব হবে বলে আমি মনে করি না, বিল। তুমি নিশ্চয়ই একথা বোঝাতে চাইছ না যে চ্যাঙ লি-র কোন শত্রু নেই? অর্গানাইজড ক্রাইমের সঙ্গে যারা জড়িত; তারাও মুখ খোলে কখনও কখনও।'

'খোলে, স্বীকার করি। আর চ্যাঙেরও শত্রুর কোন অভাব নেই। কিন্তু তাতে কি! ইউ নো! লোকটার রাজত্ব চায়নাটাউনে, যেখানে মানুষের পয়সা আছে প্রচুর। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ওরা-

তাদের অনেকেরই বিশ্বাস চ্যাঙ লি-র ভেতর ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে। এসব গুজব অবশ্য সে নিজে এবং তার চ্যালা-চামুণ্ডারা ছড়িয়েছে। চায়নাটাউনে চ্যাঙ লি-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে ইচ্ছে করলেই নাকি সে ঈগলে রূপান্তরিত হতে পারে।

'আরও আছে। তাদের বদ্ধ ধারণা চ্যাঙ লি-র বিরুদ্ধে যে সাক্ষী হবে তার ঝাড়ে-বংশে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এ রকম বহু ঘটনা নাকি ঘটেছে অতীতে। যে-কেউ সাহস করে একবার কোর্টে দাঁড়িয়েছে, তাকে আর জ্যান্ত জনসমক্ষে দেখা যায়নি কোনদিন।'

'আশ্চর্য!'

'ঠিক,' বড়সড় মাথা দুলিয়ে সায় দিল কমাণ্ডার বিল ট্যানার। 'এর চেয়ে আশ্চর্য আর কিছু হতে পারে না, রানা। কি নেই চ্যাঙ লি-র! অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, তার ওপর সো-কলড্ ঐশ্বরিক ক্ষমতা, সবই আছে। গত কয়েক বছর অসংখ্যবার লোকটাকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করেছে এফবিআই। ফলাফল? চব্বিশ ঘণ্টাও পার করতে পারেনি, তার আগেই সার্ভেইলেন্স টীমের নাকের সামনে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে লোকটা।'

'চ্যাঙ লি সম্পর্কে নতুন যে সব তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে,' বললেন রাহাত খান, 'তাতে আমি একশো ভাগ নিশ্চিত যে নতুন এক লাইন অভ ওঅর্ক বেছে নিয়েছে সে।'

'যেমন?'

'সান ফ্রান্সিসকোয় চ্যাঙ লি সিইএলডি-র এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। এবং সম্ভবত সিসিআইয়ের হয়েও।'

নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। এইবার বাস্তবিক আগ্রহী হয়ে উঠল ও আধা চিনা আধা ইণ্ডিয়ান লোকটির ব্যাপারে। সিইএলডি আর সিসিআই, এই দুই সংস্থা চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের অঙ্গ সংগঠন। প্রথমটি সেন্ট্রাল এক্সটারনাল লিয়াজোঁ ডিপার্টমেন্ট, সিএসএসের মত আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়।

দ্বিতীয়টি সেন্ট্রাল কন্ট্রোল অভ ইন্টেলিজেন্স, মাথা ঘামায় আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে। অঙ্গ সংগঠন হলেও সিএসএসের কার্যক্রমের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই এ দুটোর। কাজ উদ্ধারের ক্ষেত্রে সব সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে থাকে সিএসএস। কিন্তু এদের সে বালাই নেই। দেশে-বিদেশে যেখানেই হোক, চরম পন্থায় কাজ করতেই বেশি আগ্রহী এরা। নৃশংসতায় এই দুই সংস্থা; বিশেষ করে সিসিআই, অতীতে বহুবার কেজিবিকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। যার মধ্যে তিয়েনআনমেন স্কয়ার গণহত্যা অন্যতম। এ 'কৃতিত্ব' সম্পূর্ণ সিসিআইয়ের।

চ্যাঙ ভায়া তাহলে কেবল এক সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের হোতাই নয়, ভাবল মাসুদ রানা, আরও কিছু!

'সিইএলডি আর সিসিআই সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো, রানা?'

'মোটামুটি জানি, স্যার। এরা ভায়োলেন্সপ্রিয়, কেজিবির মতই নির্মম। কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি। তিয়েনআনমেন গণহত্যার পর সবগুলো পশ্চিমা

গোয়েন্দা সংস্থা চিনা ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে। সে ব্যবস্থা এখনও বহাল।'

সম্মতিসূচক মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'আর কিছু?'

"পর্যটকদের ওপর থেকে চিন ভ্রমণের কড়াকড়ি আইন শিথিল করার পর থেকে গত কয়েক বছরে প্রচুর পর্যটক, বিশেষ করে পশ্চিমাদের ও দেশে আনাগোনা বেড়ে গেছে খুব। এদের মধ্যে থেকে অনেকে ফিরে এসেছে স্পাই হয়ে। বিভিন্ন দেশে চিনের হয়ে কাজ করছে তারা। কিন্তু তাতে মন ভরেনি বেইজিঙের, ওরা আরও চায়। ককেশিয়ান পর্যটকদের ব্যাপারে ওরা খুবই আগ্রহী। ইউরোপ-আমেরিকায় অনেকটা নিশ্চিন্তে কাজে লাগানো যায় এদের।'

'এই সব নিয়োগের ক্ষেত্রে ওরা কি ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে, সে বিষয়ে জানো কিছু?'

'অনেক পুরানো পদ্ধতি। যা পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে কেজিবি অনুসরণ করত। মেয়েমানুষের ফাঁদ, লুকানো ক্যামেরা, মাদক প্রয়োগ বা বড় অঙ্কের ঘুষ, এইসব।'

গলা দিয়ে 'ঘোঁৎ' জাতীয় একটা শব্দ করল কমাণ্ডার বিল ট্যানার। 'ওই বস্তাপচা পদ্ধতি এখনও ওরা অনুসরণ করে? বলো কি!'

'হ্যাঁ, করে। সব ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ফল দেয় না ঠিকই, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দেয়।'

মুখ নামিয়ে বাঁ হাতের আঙুল গুণছিলেন রাহাত খান। হেলান দিয়ে টেবিলের তলায় দু'পা ছড়িয়ে দিলেন। 'ককেশিয়ানদের ব্যাপারে ওদের আগ্রহের ব্যাপারটা সত্যি, রানা। এফবিআই এরকম জনা ছয়েক ককেশিয়ানের কথা জানে, যাদের গত এক বছরের মধ্যে রিক্রুট করেছে চিনারা। এদের এক যুগল, আমাদের সঙ্গে এই ফ্লোটিং এয়ার বেসেই রয়েছে এ মুহূর্তে। অবশ্য তার মধ্যে ককেশিয়ান আছে একজন অন্যটি আধা চিনা।'

'এই বেসে, স্যার!' চমকে গেল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ।'

'কারা? মানে…'

'অপেক্ষা করো, দেখতে পাবে। তার আগে লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য জানার আছে তোমার।'

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল ও। 'এটা তাহলে নিশ্চিত যে এই প্রজেক্টের বাঙালি বিজ্ঞানীদের নিখোঁজ আর নিহত হওয়ার পিছনে চ্যাঙ লি জড়িত?'

'হ্যাঁ। একশো ভাগ নিশ্চিত। লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র তিনটে মাথা, তিনটেই বাংলাদেশী। ওঁরা সবাই এদেশের অধিবাসী হলেও প্রয়োজনে বাংলাদেশ সব সময় ওঁদের সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে এসেছে এতদিন। এঁদের একজন, ডক্টর এনামুল হক নিখোঁজ হন প্রথম, আজ থেকে ঠিক তিন মাস আগে। খবর পাওয়ামাত্র সতর্ক হয়ে যাই আমরা। জানতাম কি জটিল আর গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কাজ করছেন ওঁরা, হঠাৎ করে ওঁদের কারও নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিতে

পারে। তখন থেকেই এফবিআইয়ের সঙ্গে যৌথভাবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে শুরু করি আমরা।

'কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। মাসখানেক পর দ্বিতীয়জন, প্রফেসর রণজিৎ সাহা উধাও হয়ে যান। এবং এর পর পরই আমেরিকান ও ব্রিটিশ, দুই লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে বিশেষজ্ঞ একই দিনে একই সঙ্গে উধাও হন। একাধারে ইন্টারেস্টিঙ ও দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে, এই চারজনকেই শেষবারের মত দেখা গেছে চায়নাটাউনের নামকরা এক রেস্টুরেন্টে, ড্রাগন ইন-এ। অনুমান করতে পারো ড্রাগন ইন রেস্টুরেন্টের মালিক কে?'

'চ্যাঙ লি,' কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই বলল মাসুদ রানা।

মাথা দোলালেন রাহাত খান। 'এই চারজন তিন দফায় উধাও হন ড্রাগন ইন থেকে, এবং প্রতিবারই অল্প সময়ের জন্যে হলেও চ্যাঙ লি-কে ওই রেস্টুরেন্টে ঢুকতে-বেরুতে দেখা গেছে।'

'কিন্তু তাতে কি প্রমাণ...'

'রাখো, আরও আছে। এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পরে ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা করি আমরা। একই প্রজেক্টের সিনিয়র টেকনিশিয়ান, লেফটেন্যান্ট ড্যানিয়েল রবার্টসনকে টোপ হিসেবে পাঠানো হয় ড্রাগন ইনে। প্রথম তিন দিন ঘটেনি কিছুই। চতুর্থ দিন গায়েব হয়ে যায় রবার্টসনও।'

'সেদিনও নিশ্চয় চ্যাঙ লি-কে দেখা গেছে ড্রাগন ইনে?' প্রশ্ন করল রানা।

'কারেক্ট!' মস্ত থাবা দিয়ে হাঁটুর ওপর প্রচণ্ড এক চাপড় বসাল ট্যানার। 'ওয়ান হাণ্ড্রেড ফিফটি পার্সেন্ট কারেক্ট। ফাঁদ আরও একটা পেতেছি আমরা পরে।'

হঠাৎ করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন রাহাত খান। 'কমাণ্ডার, খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলা যাক এবার। সেই সঙ্গে ষষ্ঠ "মিসিং" লর্ডস টেকনিশিয়ানকেও ডাকা হোক। ওর বক্তব্য শুনলে অনেক কিছু পরিষ্কার বুঝতে সাহায্য হবে মাসুদ রানার।'

বিনয়ী হাসি ফুটল কমাণ্ডারের মুখে। 'সো কাইণ্ড অভ ইউ, স্যার। আমি ধরে নিয়েছিলাম রাতটা আজ না খেয়েই কাটাতে হবে।' টেলিফোন তুলেই কথা বলতে শুরু করল সে, 'ডে-কেবিনে চারজনের ডিনারের ব্যবস্থা করুন দয়া করে। আর লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার সু চি হো-কে ডে-কেবিনে রিপোর্ট করতে বলুন। ধন্যবাদ।'

'সু চি হো কে?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'ও আমাদের এক সম্পদ, রানা,' বলল বিল। 'লর্ডসের ষষ্ঠ মিসিং টেকনিশিয়ান। সো কলড মিসিং। আসলে ওকে আমরা প্ল্যান্ট করেছি চ্যাঙ লি-র রাজত্বে। থুড়ি, নিজেই নিজেকে প্ল্যান্ট করেছে ও অ্যাকচুয়ালি।'

'একটা বিষয় এখনও পরিষ্কার নয় আমার কাছে, স্যার,' রাহাত খানের দিকে ফিরল রানা।

'কোনটা?'

'এজেন্ট বেলিভিলের ব্যাপারটা। ওকে কেন আমার পিছনে লাগানো হয়েছিল।'

কমাণ্ডারের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। মাথা দুলিয়ে ইশারা করলেন শুরু করতে।

'আগেই বলেছি,' শুরু করল বিল ট্যানার। 'এফবিআই আর পুলিস বাহিনীতে চ্যাঙ লি-র নিজস্ব লোক আছে। বেলিভিল তার সতীর্থদের মধ্যে থেকে এরকম দু'জনকে মোটামুটি সনাক্ত করতে পেরেছিল, বুঝে ফেলেছিল ওরা চ্যাঙের চর। কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে ভেবে ভয়ে ব্যুরো চীফের কাছে অভিযোগ করতে পারেনি। একে সন্দেহভাজনদের তুলনায় চাকরিতে সে অনেক জুনিয়র, তার ওপর হাতে তথ্য প্রমাণও তেমন একটা ছিল না। তবে সন্দেহের কথাটা বেলিভিল তার এক বন্ধু, এক পুলিস সার্জেন্টকে জানিয়েছিল। তাদের নাম উল্লেখ করেনি যদিও।

'সার্জেন্ট বেলিভিলকে তাদের ওপর কড়া নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছিল। বলেছিল, ওদের বিরুদ্ধে যতটা সম্ভব প্রমাণ জোগাড় করে ব্যুরো চীফকে জানাতে। এবং যদি পারে তো তাকেও মাঝেমধ্যে এর অগ্রগতি জানাতে। পরের ঘটনা হলো, বেলিভিল যে ওদের সন্দেহ করছে, তা যে ভাবেই হোক বুঝে ফেলে নেমকহারাম এফবিআই দুটো। এবং এর বিহিত করার জন্যে তারাও উল্টে বেলিভিলের পিছনে লাগে।

'কাল রাতে এফবিআই ব্যুরো চীফের কাছে এক অজ্ঞাত লোক ফোন করে। লোকটা তাকে জানায় ফেয়ারমন্ট হোটেলে সন্দেহভাজন এক লোক চেক ইন করেছে। ককেশিয়ান মনে হয় লোকটাকে। হোটেলে উঠেই এখানকার আণ্ডার গ্রাউণ্ডের কয়েকজন নামকরা ফিগারের সঙ্গে বৈঠক করেছে সে। এই ফিগারগুলো নাকি চ্যাঙ লি-র খুব ঘনিষ্ঠ।

স্বাভাবিকভাবেই খবরটা পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ব্যুরো চীফ, ফেয়ারমন্টে একজন ওয়াচার পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয় সে। ওই সময় বেলিভিল ছাড়া আর কেউ ছিল না অফিসে। ঘটনা জানিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ তাকেই পাঠায় চীফ। এই ককেশিয়ানটি কে অনুমান করতে পারো?'

'আমি,' বলে নিজেই বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। মনে হলো ও নয়, ভেতর থেকে অন্য কেউ কথাটা বলিয়েছে ওকে দিয়ে।

খানিকটা থমকাল বিল ট্যানার উত্তর শুনে। চট করে তাকাল রাহাত খানের দিকে। 'কি করে বুঝলে?'

'ইনটিউইশন।'

'যাই হোক, ফেয়ারমন্টের সামনে বেলিভিল যখন পৌঁছায়, সেই সময় হঠাৎ করেই সেই পুলিস সার্জেন্ট বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হয় তার। বন্ধুকে সে তার ওখানে যাওয়ার কারণ জানায়। সেই মুহূর্তে, কাকতালীয়ভাবেই হোটেল ত্যাগ করো তুমি, চায়নাটাউনের দিকে রওনা দাও। তোমাকে অনুসরণ করতে শুরু করে বেলিভিল, সার্জেন্ট তাকে লাক্ উইশ করে নিজের কাজে চলে যায়। চায়নাটাউনের দিকেই।

'ওখানেও আবার দেখা হয়ে যায় দুই বন্ধুর। মানে, দূর থেকে বেলিভিলকে এক হস্তশিল্পের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে। দেখে, এক অল্পবয়সী বারবণিতা কি যেন একটা গুঁজে দিল তার হাতে। সার্জেন্ট কাছে এগোয়নি, দূর থেকেই লক্ষ করছিল ব্যাপারটা। এর পরপরই, হনহন করে সোজা

হাজির হয় বেলিভিল সেই কোর্টইয়ার্ডে, যেখানে হত্যা করা হয় তাকে। খুব ধোঁয়াটে আর রহস্যময় মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা?'

মাথা দোলাল রানা। 'হচ্ছে।'

'আসলে কিন্তু জলবত তরলং। যে অজ্ঞাত পরিচয় লোক ফোন করেছিল, কণ্ঠ গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে সে। তাকে চিনতে পেরেছে ব্যুরো চীফ।'

'কে সে?'

'যে দু'জনকে সন্দেহ করেছিল বেলিভিল, তাদেরই একজন।'

'আচ্ছা!'

'ওদের দু'জনের একজন, সন্ধের পর বেরিয়ে যায় কাজে। অন্যজন, যে ফোন করে, অফিস ত্যাগ করে ফোনটা আসার মাত্র দশ মিনিট আগে। খুবই চালাক মানুষ ব্যুরো চীফ, গলা টের পেয়েও ব্যাপারটা পুরো চেপে যায়। বুঝতে পেরেছিল লোকটার নিজেকে গোপন রাখার ভেতরে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ওদিকে টেলিফোনকারী জানত, ওই সময়ে ওয়াচার বলতে একমাত্র বেলিভিলই ছিল অফিসে। পাঠালে বস্ ওকেই পাঠাবে। ভেবেছিল ওকে কায়দা করে বের করে এনে ঝামেলাটা সেরে ফেলা যাবে। ঘটেছেও তাই। চায়নাটাউনের বারবণিতা মেয়েটিকে টাকা খাইয়ে ওর হাত দিয়ে ছোট্ট একটা চিরকুট তুলে দেয়া হয় বেলিভিলের হাতে, যাতে লেখা ছিলঃ যদি সবাইকে হাতেনাতে ধরতে চাও কোর্টইয়ার্ডে গিয়ে অপেক্ষা করো। । চিরকুটটা পাওয়া গেছে বেলিভিলের পকেটে।'

'বুঝলাম, লোকটাকে কায়দা করে ওখানে টেনে নিয়ে গেছে ওরা। এবং সরাসরি চ্যাঙ লি বা তার লোকদের খবরটা জানিয়ে রেখেছিল আগেই, যাতে বেলিভিল ওখানে গেলে কাজটা সেরে ফেলা হয়। এই তো?'

'মোটামুটি।'

'কিন্তু আমাকে ওরা এর মধ্যে কেন টানল বুঝলাম না।'

'সোজা কারণ,' রাহাত খান বললেন এবার। 'ওদের আমিই জানিয়েছিলাম তুমি চ্যাঙ লি-র লোক বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, মানে, জানাবার ব্যবস্থা করেছিলাম।'

খুব একটা অবাক হলো না রানা। ও জানে এরও কারণ একটা অবশ্যই আছে।

আবার বললেন তিনি, 'আগের দিন রাতে টেলিফোনে আলোচনা করে ওরা সিদ্ধান্ত নেয় যে বেলিভিলের ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না। তখনই চিন্তাটা ঢোকে আমার মাথায়। অজ্ঞাত ফোনকলের মাধ্যমে কাল সকালে ওদের একজন, যে তোমার কথা জানিয়ে চীফকে ফোন করেছিল, তাকে তোমার এখানে আসার 'উদ্দেশ্য' জানিয়ে দেয়া হয়। ওদের চীফের সঙ্গে আলোচনা করেই পুরো আয়োজনটা করা হয়েছিল। কায়দা করে একজনকে কাল সন্ধের পর এক কাজে পাঠিয়ে দেয় সে। অন্যজনকে আরেক কাজে পাঠায় তারও ঘণ্টাখানেক পর।'

থেমে নিভে যাওয়া পাইপ ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাহাত খান। তাঁর কথার খেই ধরল বিল ট্যানার। 'প্ল্যানটা খারাপ ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত ব্যাক ফায়ার করল। ওদের তোমার খবর জানাবার কারণ নিশ্চিত হওয়া ওরা তা বস্‌কে জানায় কিনা। জানায়নি।'

'ওদের ফোনালাপ তোমরা শুনলে কি করে?'

'সেই পুলিস সার্জেন্ট আমারও বন্ধু, রানা। বেলিভিলের সন্দেহের কথা জানিয়েছিল সে আমাকে। এরপর আমি ওদের ফোনে আড়িপাতার যন্ত্র লাগানোর ব্যবস্থা করি। আমরা ভেবেছিলাম যা করার ওরাই করবে। কিন্তু ঘটল উল্টো। ঘটনাস্থলের ধারে কাছে ওরা কেউ ছিল না, অথচ দিব্যি দূর থেকে কাজটা সেরে ফেলল।'

'তাহলে ওই মেয়েটিকে চিরকুট দিল কে?'

'তার চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছে মেয়েটা, তাতে তাকে চেনা যায়নি। হবে হয়তো চ্যাঙের কেউ।'

'এফবিআই ব্যুরো চীফ তাহলে জানত যে আমি নির্দোষ?'

'অবশ্যই। কিন্তু অভিনয় করে যাওয়া ছাড়া বেচারীর কোন উপায় ছিল না।'

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত চিন্তাটা খেলে গেল রানার মাথায়। 'এই দুই বিশ্বাসঘাতক এজেন্টের নাম ম্যালোনি আর রবার্ট নয় তো?'

'ওরাই।'

'মেয়েটিকে যে চিরকুট দিয়েছিল পুলিস সার্জেন্টও চিনতে পারেনি তাকে?'

'না। আমাদের ভুল হয়েছে বেলিভিলের পিছনে কাউকে লাগানোর ব্যাপারটা মাথায়ই ঢোকেনি।'

'আমি যদি চায়নাটাউন না যেতাম?'

'পরিচয় গোপন রেখে বস্‌কে যখন ফোন করেছে, তার আগে নিশ্চয়ই কোন বিকল্প ব্যবস্থাও ওরা নিয়ে রেখেছিল। মোট কথা, তোমার ওখানে যাওয়া না যাওয়ায় কিছু আসত যেত না। যেখানেই হোক কাজটা ওরা কালই শেষ করে ফেলত।'

গুম হয়ে থাকল রানা। 'ওদের গ্রেফতার...?'

'উঁহুঁ! এখনই নয়। আরও কিছুদিন গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়াক ওরা। তারপর হবে ওসব।'

একটু পর রাজকীয় ডিনার নিয়ে হাজির হলো চার ওয়েটার। চাকা লাগানো বিশাল এক টেবিলে সাজিয়ে আনা হয়েছে সব। যন্ত্রচালিতের মত ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকগুলো। কাজটা শেষ হওয়ার আগেই আবার টোকা পড়ল দরজায়। উঠে গিয়ে দরজা খুলল বিল ট্যানার। সহাস্যে আহ্বান জানাল, 'কাম ইন, মিরা!'

ভেতরে এসে দাঁড়াল এক সুন্দরী চিনা যুবতী। সাধারণ চিনাদের তুলনায় যথেষ্ট লম্বা মেয়েটি–প্রায় পাঁচ ফুট দশ। এ-ও সিভিলিয়ান পোশাক পরা। কবজি পর্যন্ত হাতাওয়ালা সাদা ব্লাউজ, রয়্যাল ব্লু স্কার্ট। বব্ ছাঁট কুচকুচে কালো চুলের ফ্রেমে ফর্সা মুখটা অতিরিক্ত ফর্সা দেখাচ্ছে। দৃঢ় পায়ে টেবিলের সামনে এসে

দাঁড়াল মেয়েটি।

'মিরা,' বলল ট্যানার, 'ইনি মেজর মাসুদ রানা, ফ্রম বিসিআই। রানা, এ হচ্ছে লেফটেন্যান্ট-কমাণ্ডার সু চি হো ওরফে মিরা।'

সুন্দর ঠোঁটজোড়া মৃদু ফাঁক হলো মিরার। রানার উদ্দেশে সসম্মানে নড করল সে। 'মেজর মাসুদ রানা, স্যার।'

'হ্যালো!'

মেজর জেনারেলের দিকে ফিরল এবার লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার। সস্নেহ হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'প্লীজ, সীট ডাউন, অফিসার।'

প্রায় নীরবে ডিনার সারল সবাই। এঁটো থালা-বাসনসহ ট্রলি নিয়ে বেরিয়ে গেল চার ওয়েটার। পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগলেন মেজর জেনারেল। দীর্ঘ সময় নীরবে পাইপ টানলেন বৃদ্ধ। তারপর যেন হঠাৎ করেই সচকিত হলেন।

'রানা, লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডার সু চি হো অত্যন্ত দুঃসাহসী এক মেয়ে। এ হচ্ছে নেভাল ইন্টেলিজেন্সের দ্বিতীয় ফাঁদ, চ্যাঙ লি-কে গাঁথার জন্যে যাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। নিজের জীবনের পরোয়া না করে সুকৌশলে চ্যাঙের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছে মিরা, লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র নিখোঁজ বিজ্ঞানী আর বিশেষজ্ঞদের খোঁজ বের করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মিরা জানে যে কোন সময় ওর আসল উদ্দেশ্য জেনে যেতে পারে চ্যাঙ, সে ক্ষেত্রে ওর অবস্থা কি হবে তাও নিশ্চিতভাবেই বোঝে। চ্যাঙের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কাহিনী ওর মুখ থেকেই শোনো, তোমার উপকারে লাগবে সে সব। কারণ তোমাকেও আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চ্যাঙ লি-র মুখোমুখি হতে হবে।'

পুরোটা বলতে হবে, স্যার?' দুই গাল হঠাৎ টুকটুকে লাল হয়ে উঠল মেয়েটির।

'আমি দুঃখিত, মিরা। পুরোটাই বলতে হবে।'

'ঠিক আছে। তাহলে শুরু করি,' চট করে কবজি উল্টে ঘড়ি দেখল সে। 'দু'ঘণ্টার মধ্যে আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে। দেরি দেখলে লোকটা সন্দেহ করে বসতে পারে।'

'রাইট,' আসন ছাড়লেন মেজর জেনারেল। 'শুরু করে দাও। আমি এই ফাঁকে একটা জরুরী কাজ সেরে আসি,' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি শোনো। আমি শুনেছি আগেই।' ভারিক্কি চালে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

'ওয়েল, মিরা। শুরু করে দাও,' বলল কমাণ্ডার বিল ট্যানার।

আরম্ভ করল সু চি হো। 'ঠিক সাতাশ দিন আগের কথা। সেদিন...।'

পাঁচ

রোদ ঝলমলে চমৎকার সকাল। কুয়াশার চিহ্ন মাত্র নেই। নিজ অ্যাপার্টমেন্টের বেডরুম সংলগ্ন ঝুল বারান্দায় বসে আছে লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার সু চি হো। পরনে শুধুমাত্র টেরি-টাওয়েল বাথরোব। হাতে বড় এক মগ ভর্তি কফি। প্যারামাউন্ট পিকচার্স-এর লোগোর ছাপ রয়েছে মগটায়।

অনেক দূর দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা জেট বিমানের শব্দ কানে এল সু চি-র, সঙ্গে সঙ্গে খচ্ করে উঠল বুকের ভেতর। ওর বয়ফ্রেন্ড, জিম পোর্টার ছিল ইউএস নেভির ফাইটার জেট পাইলট। কিছুদিন আগে বড় দুঃখজনক মৃত্যু হয়েছে তার। এফ-ফর্টিন টমক্যাট নিয়ে রুটিন ফ্লাইট শেষ করে ট্রেজার আইল্যাণ্ড নেভাল বেসের এক এয়ারক্র্যাফ্ট ক্যারিয়ারে অবতরণ করার সময় ঘটে দুর্ঘটনাটা। নিমেষে শেষ হয়ে যায় সু চি-র স্বপ্ন। সে এক বছর আগের ঘটনা।

হাতে ধরা মগটা মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে ওকে প্রেজেন্ট করেছিল জিম পোর্টার। বিপর্যয়টা না ঘটলে এতদিনে বিয়ে হয়ে যেত ওদের। প্রেমিকের বিয়োগ ব্যথা কাটিয়ে উঠতে প্রচুর সময় লেগেছে মিরার। অবশেষে নিয়তিকে মেনে নিতে পেরেছে সে দেরিতে হলেও।

কফি শেষ করল মিরা। আজ রোববার। অফিস নেই। কিছু কেনাকাটা সারবে ও আজ। ফেসিয়াল নেবে পরিচিত এক বিউটি পার্লারে। তারপর সন্ধেয় ছবি দেখবে। সামনের কফি টেবিল থেকে নতুন কালির হালকা গন্ধমাখা 'ক্রনিকল'টা তুলে নিল সে, কোন হলে কি ছবি চলছে দেখতে হবে। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

'হাই!' ছোট্ট করে সাড়া দিল মিরা। নিজের নাম বা নাম্বার উচ্চারণ করল না। করতে নেই, অন্তত ওদের। নেভাল ইন্টেলিজেন্সে ওদের ট্রেনিং আরম্ভ হওয়ার দিনই আরও কিছু নট্-টু-ডু-র সঙ্গে শেখানো হয়েছে এটা।

'মিরা! তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'বাবা, তুমি! কোথায় ছিলে গত দুই সপ্তা? তোমার সাড়া না পেয়ে আমি ভেবেছি তুমি বোধহয় বাইরে কোথাও গিয়েছ।' গলার স্বরে খুশি খুশি একটা ভাব ফোটাতে চাইল মিরা, কিন্তু সফল হলো না পুরোপুরি। গত ছ'মাস ধরে বাবার সঙ্গে কথা বলতে কেমন আড়ষ্ট বোধ করছে ও। এ জন্যে দায়ী মিরা নয়, দায়ী তার পিতা, ম্যাঙ চি হো নিজে।

বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছে মিরা, হঠাৎ করেই জুয়ো খেলার দিকে ভীষণ ঝুঁকে পড়েছে সে। জুয়া আগেও খেলত, কিন্তু গত ছ'মাস থেকে প্রবণতা খুব বেড়ে গেছে। সারাক্ষণই জুয়োর বোর্ডে দেখা যায় তাকে। চায়নাটাউনের গোল্ডেন ইন ক্লাব-কাম-রেস্টুরেন্টে খেলে সে। এবং রোজ প্রচুর হারে।

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই,' আবার বলল ম্যাঙ চি হো।
'কিন্তু ব্যাপার কি তা তো বলবে!'
'সামনাসামনি বলব।'
'বেশ। আছো কোথায় তুমি!'
'দোকানে।' মার্কেট স্ট্রীটে ছোটখাট এক জুয়েলারি স্টোর আছে তার। আসল নয়, সব নকল জিনিসের কারবার ওখানে। ইমিটেশনের। সস্তা সেটিঙের ইমিটেশন পাথর আর মুক্তা বিক্রি করে ম্যাঙ চি হো। গত বছর দুয়েক ধরে মন্দা যাচ্ছে ব্যবসা। ক্রমেই আরও খারাপের দিকে চলেছে। হতাশার কারণেই ইদানীং জুয়ো খেলার দিকে বেশি বেশি ঝুঁকে পড়েছে ম্যাঙ চি হো। আর্থিক অনটন বেড়েই চলেছে তার।
কিন্তু আগে এমন অবস্থা ছিল না ওদের। মিরা যখন ছোট ছিল, মা বেঁচে ছিল, ছোট্ট এই দোকানটিই ঝলমল করত। এখনকার শূন্য, ধুলোপড়া শো-কেসগুলো পূর্ণ থাকত খাঁটি পাথর, সোনা-রূপোয়। হেসে-খেলে কেটে যেত ওদের দিন। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল মিরা।
'ঠিক আছে, বাবা। চলে এসো।' গেল বোধহয় দিনটা, ভাবল সে মনে মনে। তাড়াতাড়ি কফি শেষ করে গোসল সারল মিরা।
পনেরো মিনিট পর পৌঁছল ম্যাঙ চি হো। ভীষণ মোটা মানুষ। চর্বি বোঝাই থলথলে দেহ। ভুঁড়ির চাপে কোমরের চওড়া বেল্ট যে কোন সময় ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হলো মিরার। মাস খানেক আগে শেষবার দেখেছে তাকে, এর মধ্যে আরও মুটিয়েছে লোকটা। বয়স ষাটের বেশি হয়নি। অথচ দেখলে মনে হয় নব্বই বছরের থুত্থুরে বুড়ো। ধূসর চোখজোড়া ছলছলে, চঞ্চল।
বাবাকে বসিয়ে কফি তৈরি করে আনল মিরা। ধূমায়িত কফি পান করতে লাগল ম্যাঙ, মগ ধরা হাত কাঁপছে তার।
'কি হয়েছে, বাবা?'
উত্তর দিল না। এক মনে পান করে চলেছে। পানীয়টুকু একবারে শেষ করে থামল সে। মগ রেখে মেয়ের দিকে তাকাল। 'মিরা,' বলে একটু থামল ম্যাঙ। কি বলবে, গুছিয়ে নিল যেন। 'মিরা, তুমি আমার একমাত্র মেয়ে। সব চিনা মেয়ের মত তুমিও আমার নির্দেশ মানতে বাধ্য। তোমার কাছে একটা দাবি নিয়ে এসেছি আমি, মিরা।'
জোর করে হাসল মিরা। 'ব্যাপার কি, বাবা? ক্যান্টনিজ ভুলে গেছ নাকি তুমি? ইংরেজিতে কথা বলছ যে?'
'ফাজলামো রাখো!' চোখ লাল করে ধমকে উঠল বৃদ্ধ। এবার সত্যি সত্যি হেসে ফেলল মিরা। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল ম্যাঙ চি হো। প্রচণ্ড এক চড় মেরে বসল মেয়ের গালে। থমকে গেল মিরা। চোখ বড় করে চেয়ে থাকল বাবার দিকে। এর আগে ম্যাঙ কখনও ওর গায়ে হাত তুলেছে বলে মনে পড়ে না মিরার।
বসা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। রাগে গা জ্বলছে। চিৎকার করে উঠল,

'বেরিয়ে যাও! বেরোও তুমি আমার বাসা থেকে। এক্ষুণি, আউট!' থর থর করে কাঁপছে মিরা।

কিন্তু পাত্তাই দিল না বৃদ্ধ। 'আমি তোমার বাবা। আমার নির্দেশ তোমাকে মানতেই হবে,' চেঁচাতে লাগল সে। 'এটাই আমাদের নিয়ম। চিনা ঐতিহ্য।'

সামনে থেকে সরে গেল মিরা। গাল জ্বলছে ভীষণ। তেতো হয়ে গেছে মনটা। সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তাও লাগছে। এ তারই পিতা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে মিরার। ছোটবেলা থেকে যে বাবাকে চেনে সে, এ কিছুতেই সে হতে পারে না। কি হয়েছে বাবার?

যদি সাধারণ মেয়ে হত সু চি হো, বুদ্ধিবৃত্তি তার পেশা না হত, ওই মুহূর্তেই বাবাকে ঘর থেকে বের করে দিত সে। কিন্তু মিরা তা নয়। ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা পেয়েছে সে নেভিতে, জানে কি করে ক্রোধ দমন করতে হয়। লম্বা করে দম টানল মিরা। মাথা ঠাণ্ডা করো, নিজেকে বলল ও মনে মনে, শান্ত হও। বাবার এ আচরণের পিছনে অবশ্যই কোন কারণ আছে, জানার চেষ্টা করো সেটা।

আবার যখন মুখ খুলল মিরা, বৃদ্ধ ম্যাঙ পর্যন্ত বিস্মিত হলো। একই প্রশ্ন করল সে, একই কণ্ঠে। 'কি হয়েছে, বাবা?'

উত্তর নেই।

'বেশ বুঝতে পারছি খারাপ কিছু ঘটেছে। বলো আমাকে। ভেবেচিন্তে দেখা যাক ব্যাপারটার কোন সুরাহা করা যায় কি না।'

মেয়ের অস্বাভাবিক আচরণে এমনিতেই বিস্মিত সে, তারপরও ওর আশ্বাসপূর্ণ কথাবার্তায় মনটা ভিজে উঠল। দেখতে দেখতে দু'চোখ উপচে পানি বেরিয়ে এল, শব্দ করে কেঁদে উঠল বৃদ্ধ। দু'হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ম্যাঙ। বুকের ভেতর মুচড়ে উঠল মিরার, তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে বসল। বাবার মাথা নিজের কাঁধে ঠেকিয়ে চুলে আঙুল বোলাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর মনে হলো সামলে উঠেছে ম্যাঙ। তবে মুখ তুলছে না। লজ্জা পেয়েছে। 'বাবা, বলো কি হয়েছে। এত বেসামাল হয়ে পড়েছ কেন? বলো আমাকে।'

সিধে হয়ে বসল ম্যাঙ। রুমাল বের করে চোখের পানি মুছল। চোখ তুলে তাকাচ্ছে না মেয়ের দিকে।

'ড্রিঙ্কস দেব, কফি?'

মাথা দোলাল লোকটা। 'কড়া কিছু থাকলে দাও।'

কিচেন থেকে খানিকটা বুরবোঁ নিয়ে এল মিরা। এক চুমুকে পুরোটা শেষ করে ফেলল বৃদ্ধ। অপ্রস্তুতের মত চেয়ে থাকল মেয়ের দিকে।

'দেনা হয়ে গেছে?' বোঝা হয়ে গেছে আগেই, এবার প্রশ্নটা সরাসরি করল মিরা। 'জুয়া খেলে হেরেছ?'

আস্তে আস্তে মাথা দোলাল ম্যাঙ চি হো।

'কত টাকা?'

'অনেক।'

নিজের অ্যাকাউন্টে কত জমা আছে মনে করার চেষ্টা করল ও। 'কত?'

'অনেক। ঠিক করেছি দোকানটা বেচে দেব। কিন্তু তাতে অর্ধেক দেনাও শোধ হবে না।'

'বলো কি!' চমকে উঠল মিরা।

'বোকামি করে ফেলেছি,' অন্যমনস্কের মত বলতে লাগল ম্যাঙ। 'চরম বোকামি করে ফেলেছি, আহাম্মকের মত পা দিয়ে ফেলেছি ওর ফাঁদে। তখন বুঝতে পারিনি ও···একই ভাবে আরও অনেকের সর্বনাশ করেছে লোকটা। ধার চাইলে কখনও না করে না। তারপর অঙ্কটা যখন দেনাদারের পরিশোধ করার ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, তখনই সুদে-আসলে ফেরত চেয়ে বসে একদিন হঠাৎ করে। আমারও একই দশা করেছে লোকটা। আজ রাত বারোটায়···'

'তুমি কার কথা বলছ, বাবা?'

'কার আবার! লি-র কথা, চ্যাঙ লি।'

স্থির হয়ে বসে থাকল লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার সু চি হো। ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে মাথার ভেতর। চ্যাঙ লি! মাত্র তিনদিন হলো চায়নাটাউনের ড্রাগন ইন থেকে হাওয়া হয়ে গেছে ড্যানিয়েল রবার্টসন, নেভাল ইন্টেলিজেন্সের পাতা ফাঁদ। আরও একজনকে কী করে ঢোকানো যায় চ্যাঙ লি-র র‍্যাকেটে, তাই নিয়ে গতকালই পুরো দশটি ঘণ্টা মাথা ঘামিয়েছে ওরা। কোন সমাধানে পৌঁছতে পারেনি। অথচ এদিকে···।

'আমি শেষ হয়ে গেছি, মিরা। সব গেছে আমার।'

'টাকা না পেলে ও কি তোমাকে মেরে ফেলবে?' চিন্তা-ভাবনা স্থির হয়ে এসেছে মিরার। এ সমস্যা সমাধানের পথ পেয়ে গেছে সে।

'না, না। এত সহজে খুন করা চ্যাঙ লি-র কাজের ধারা নয়।'

'তাহলে?'

'আমার আত্মা কিনে নেবে ও। ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলবে আমাকে, যখন যা খুশি তাই করাবে। বুড়ো সান-সান হো-র কথা মনে আছে তোমার?'

'হ্যাঁ,' বলল মিরা। স্টকটনে ফল ও শাক-সবজির দোকান ছিল বৃদ্ধের। বাবার বন্ধু। সে-ও ছিল আরেক জুয়াড়ী।

'আমার মত তারও একই দশা করেছিল চ্যাঙ লি। শেষে বাধ্য হয়ে ওকে লি-র ড্রাগ কুরিয়ার হতে হয়। মাস ছয়েক আগে ভিক্টোরিয়া থেকে সান ফ্রান্সিসকো আসার পথে প্লেনে মৃত্যু হয় ওর। পেটের ভেতর করে বিশটা হেরোইনের ছোট ছোট রাবার প্যাকেট বয়ে আনছিল সে। ওর একটা ফেটে গিয়েছিল হঠাৎ করে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মিরা। 'ঠিক আছে, বাবা। এবার বলো, তোমাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি আমি এ ব্যাপারে।'

শুকনো, করুণ হাসি ফুটল ম্যাঙ চি হো-র মুখে। 'তুমি আর কতই বা সাহায্য করবে, মা!'

'উপায় অবশ্য একটা আছে।'

'আছে!' লাফিয়ে উঠল বৃদ্ধ। 'উপায় আছে?'
রহস্যময় হাসি ফুটল মিরার মুখে। 'আছে।'
'কি উপায়?'

নিচু কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল মিরা। কিন্তু দু'মিনিটের মধ্যেই বাধা দিল ম্যাঙ। 'না না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বৃদ্ধ। 'না, মা! এ হয় না।'

'হয়,' অদ্ভুত শান্ত শোনাল মিরার কণ্ঠ, 'বাবা। এ শুধু তোমার উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও অনেক কিছু। আমি স্বেচ্ছায় যেতে চাইছি, কাজেই নিজেকে তোমার অপরাধী মনে করার কোন কারণ নেই। তবে কেন যেতে চাইছি, তা এখনই বলব না। পরে জানাব তোমাকে। আমি চাই এখন থেকে তুমি এখানেই থাকবে এবং আমার নির্দেশমত চলবে। আর ঠিক সময় চ্যাঙ লি-র হাতে তুলে দেবে আমাকে।'

'কিন্তু, মা, ও বড় ভয়ঙ্কর মানুষ। মানুষ নয়, দানব। ও যখন…'

অসহিষ্ণুর মত হাত তুলে ম্যাঙকে থামিয়ে দিল মিরা। 'দেখো, বাবা! আমি বড় হয়েছি। নিজের ভাল-মন্দের চিন্তা নিজেই করতে পারি, কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। কারও মতামতের ধারও ধারি না। লি মানুষ কি দানব, তা আমি বুঝব সময় হলে। তোমাকে যা বলছি, তুমি কেবল তাই করে যাবে। ঠিক আছে?'

মাথা নিচু করে কয়েক সেকেণ্ড ভাবল ম্যাঙ চি হো। 'বেশ।'
'কখন কোথায় দেখা করার কথা তোমার চ্যাঙের সঙ্গে?'
'আজ রাত বারোটায়।'
'চায়নাটাউনে?'
'হ্যাঁ।'
'ড্রাগন ইন রেস্টুরেন্টে?'
অবাক হয়ে মুখ তুলল বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'
'নেভার মাইণ্ড। তুমি এখানেই থাকো। আমি ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে বেরচ্ছি।'

লাফিয়ে উঠল কমাণ্ডার বিল ট্যানার। 'মাই গড, মিরা! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? না না, এ ধরনের কোন অ্যাসাইনমেন্টে তোমাকে আমি পাঠাতে পারি না।'

'বিল, আমি মিরা। লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার সু চি হো। আমি কোন হাউসওয়াইফ নই, তোমারই মত…'

'আমি জানি, মিরা। কিন্তু তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না, চ্যাঙ লি-র নারী দেহের প্রতি আকর্ষণ অপরিসীম।'

'জানি। ওর ব্যাপারে যত রিপোর্ট আমাদের ফাইলে আছে সব পড়েছি আমি।'

'জানো! তারপরও যেতে চাও?'
'হ্যাঁ। সব জেনেশুনেই যেতে চাই।'

'তবু, মিরা…' আমতা আমতা করতে লাগল বিল ট্যানার।
'পুরো দায়-দায়িত্ব যদি আমি গ্রহণ করি, তাহলে? যদি হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যাই? ফর হেভেনস্ সেক, বিল! লি-র আউটফিটে কি করে ঢোকা যায় ভেবে ভেবে ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকের মাথা খারাপ হওয়ার দশা! ওখানে গিয়ে যদি তেমন মূল্যবান তথ্য নিয়ে ফিরতে পারি, তখন…'
খানিকটা কঠোর হলো বিল ট্যানার। 'এমন কিছু অনুমোদন করার ক্ষমতা আমার নেই, মিরা। আমি পারব না। নিশ্চই ওখানে আরও কাউকে ঢোকানো গেলে ভাল হয়। কিন্তু সে কাজে তোমাকে পাঠানোর কথা ভুলেও ভাবিনি কখনও আমি।'
'তবু আমি যাব,' জেদের সুরে বলল সু চি হো। 'যাবই। আমি আমার দেশের সেবা করতে আমার সব বিকিয়ে দিতে চাইছি। তুমি কেবল অনুমতি দেবে, ব্যস্।'
দীর্ঘ দুই মিনিট গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকল কমাণ্ডার বিল ট্যানার। তারপর মুখ খুলল। 'তুমি তাহলে যাবেই?'
'যদি তুমি অ্যারেস্ট না করো আমাকে, হ্যাঁ, আমি যাব। তাতে যা হয় হবে। পরোয়া করি না।'
'কয়েক দিনের ছুটি নাও না কেন তুমি? দিন দশেকের ছুটি? তুমি চাইলেই অনুমোদন করতে পারি আমি। সে ক্ষমতা আছে আমার।'
খুশি হলো মিরা। 'তাই দাও, সেই ভাল। তাতে সব দিক রক্ষা হবে।'
'তুমি তাহলে কেবলই দশ দিনের ছুটি চাইছ, এই তো?'
'হ্যাঁ।'
'আর কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি আমাদের, ঠিক?'
'বিষয় থাকলে তো আলোচনা হবে!' দুষ্টুমির হাসি ফুটল মিরার মুখে।
'আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি, মিরা।'

বারোটা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে ড্রাগন ইনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল মিরা আর ম্যাঙ চি হো। সামনে-পিছনে দুটো প্রবেশ পথ আছে এর। সামনেরটা বড় রাস্তায়, পিছনেরটা সেই কোর্টইয়ার্ড সংলগ্ন, যেখানে হত্যা করা হয়েছিল এফবিআই এজেন্ট বেলিভিলকে।
পেঁয়াজ রঙের চমৎকার নক্শা তোলা চিওংসাম পরেছে সু চি হো। পোশাকটা বেশ আঁটোসাঁটো। ইচ্ছে করেই ওটা পরেছে সে, যাতে প্রথম নজরেই ওর দেহ সৌষ্ঠব দেখে মুগ্ধ হয় চ্যাঙ লি।
বুঁড়ো ম্যাঙ পরেছে পাউডার নীল রঙের ডবল ব্রেস্টেড স্যুট। ক্রীম সিল্ক শার্ট, বুটিওয়ালা নীল টাই। পায়ে সাপের চামড়ার দামি জুতো। ডান কব্জিতে মোটা সোনার আইডেন্টিটি চেইন, বাঁ হাতে রাডো ঘড়ি। বেশভূষায় ম্যাঙকে সকালের সেই বিধ্বস্ত, সর্বস্বান্ত মানুষটি বলে কল্পনাই করতে পারবে না কেউ। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী এক পয়সাওয়ালার মত লাগছে তাকে।
ট্যাক্সি বিদেয় করে অভিজ্ঞ চোখে চারদিকে দ্রুত এক পলক নজর বুলিয়ে

নিল সু চি হো। কেউ ওদের ওপর নজর রাখছে বলে মনে হলো না। কিন্তু সে ভালই জানে, আছে। অসংখ্য চোখ লক্ষ করছে ওদের। মিরার এজেন্সির রিপোর্ট সেরকমই বলে।

ভেতরে ঢুকল বাপ-মেয়ে। আবছা আলোয় আলোকিত রেস্টুরেন্ট এখনও জমজমাট। প্রচুর খদ্দের। কোনদিক থেকে কে জানে, আচমকা ওদের সামনে উদয় হলো এক অল্পবয়সী চিনা। 'হ্যালো, ম্যাঙ! ঠিক সময়ই এসেছেন দেখে খুশি হলাম।'

'সবসময় সময় রক্ষা করে চলাই আমার অভ্যেস, সুক লি,' বেশ দেমাগি ঢঙে বলল বুড়ো। 'এ আমার মেয়ে, মিরা।'

'হ্যালো! মিস্ মিরা,' নড্ করল যুবক সসম্মানে।

প্রতি অভিবাদন করল মিরা। মনে হলো চোখ দিয়েই ওকে গিলে খেতে চাইছে যেন ছেলেটা।

'আসুন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। বস্ ব্যস্ত আছেন।'

কোণের এক টেবিলে এনে বসাল ওদের যুবক। ভেতরের প্রতিটি টেবিল একটা থেকে অন্যটা যথেষ্ট দূরে দূরে বসানো। নিজের চারদিকে তাকাল মিরা। প্রায় নীরবেই মুখ চালাচ্ছে খদ্দেররা। কথা বলছে খুবই নিচু স্বরে, পাশের টেবিল পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না সে আওয়াজ। ওদের গজ বিশেক তফাতে দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের দরজা। বন্ধ। ওদিকটা ফাঁকা। কোন টেবিল নেই। দরজার এপাশে বুকের ওপর দুই ভীম বাহু ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে ক্রু-কাট এক পালোয়ান।

মিরা নিশ্চিত এদিকেই তাকিয়ে ছিল সে এতক্ষণ। ও ঘাড় ঘোরাতেই চট্ করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। 'দরজার ওই লোকটা কে, বাবা?' ঠোঁট যথাসম্ভব কম নাড়িয়ে নিচু গলায় জানতে চাইল সে।

'লি-র বডিগার্ড,' আরেক দিকে তাকিয়ে ওর চেয়েও নিচু কণ্ঠে বলল ম্যাঙ। 'এর নামও সুক লি, সুক লি সিনিয়র। একই নামের দু'জন হয়ে যাওয়ায় সিনিয়র উপাধি দেয়া হয়েছে ব্যাটাকে। এখানে যখন আসে চ্যাঙ লি সব সময় ওর সাথে ছায়ার মত সেঁটে থাকে। ওই দরজার ওপাশে আছে জুয়া খেলার হলরূম আর দোতলায় ওঠার সিঁড়ি।'

পাঁচ মিনিট পর পালোয়ানের পিছনের দরজাটা খুলে গেল। ভেতর থেকে পালোয়ানকে কেউ কিছু বলল, দেখা গেল না লোকটাকে। মাথা ঝাঁকাল পালোয়ান, এগিয়ে এল এই টেবিলের দিকে। খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাপ-বেটিকে বো করল লোকটা। 'বস্ আপনাদের ওপরে যেতে বলেছেন।'

হঠাৎ করেই যেন নার্ভাস হয়ে পড়ল ম্যাঙ চি হো। মেয়ের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে এক টুকরো হাসি দিল। আসন ত্যাগ করে ইশারা করল তাকে। 'এসো, মিরা।'

দশ ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে প্রথম ল্যাণ্ডিং, তারপর আরও দশ ধাপ অতিক্রম করে আরেক প্রকাণ্ড বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দু'জনকে দু'পাশে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে গেল পালোয়ান সুক লি, মৃদু নক্ করল দরজায়। দরজার ওপাশের

কোথাও থেকে ভেসে আসা জুয়াড়ীদের হুল্লোড় আর গুরুগম্ভীর গলার চাপা 'কাম ইন'। দুটোই একই সঙ্গে কানে এল ওদের।

দরজা মেলে ধরল সুক লি। 'যান।'

ভেতরে পা রেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। পাঁচ হাত দূরে বিশাল এক মহীরুহের মত দাঁড়িয়ে চ্যাঙ লি। সুদর্শন মুখে হাসি হাসি ভাব। দু'পাশে আরও দু'জন রয়েছে তার। একজন লির থেকে ইঞ্চি দুয়েক খাটো, অন্যজন ইঞ্চি ছয়েক। দুটোকেই পেশী সর্বস্ব ষাঁড় মনে হলো মিরার। ভয়ঙ্কর শীতল চাউনি ওদের চোখে।

'ইট'স আ গ্রেট প্লেজার, ম্যাঙ,' গম গম করে উঠল চ্যাঙ লি-র কণ্ঠ। মনে হলো পেটের ভেতরের কোন ড্রাম থেকে উঠে এল শব্দগুলো। 'কাকে নিয়ে এলে সাথে করে, তোমার স্ত্রী?'

'আমার মেয়ে, স্যার,' বিনয়ে প্রায় গলে পড়ার অবস্থা বৃদ্ধের।

'আই সী। কিন্তু দুঃখিত মিস্, আপনাকে বসতে দিতে পারছি না। এ ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাজ সেরে থাকি আমি। সে যাক্, পরিচয় করিয়ে দিই। এ হচ্ছে,' ডান দিকের সামান্য খাটো ষাঁড়টিকে দেখাল সে, 'ওয়ান লু। আর এ সঙ লি। আমার অ্যাসোশিয়েট। ম্যাঙ, এবার তোমার মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।'

মিরা নিজেই দু'পা এগিয়ে গেল। 'আমার নাম সু চি হো। আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি, স্যার।'

হাসিটা আরও প্রসারিত হলো চ্যাঙ লি-র। নিজের বিশাল থাবায় মিরার হাতটা পুরে ঝাঁকাতে লাগল সে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, আচমকা গায়েব হয়ে গেল তার হাসি। মিরার চোখের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে, 'ম্যাঙ, আমার টাকা এনেছ?'

'না, স্যার!' বাবার গলার আতঙ্ক পরিষ্কার টের পেল মিরা। আবার বলল সে, 'না, স্যার। তবে টাকার চেয়েও অনেক মূল্যবান কিছু এনেছি আজ আপনার জন্যে।'

কৌতুক নেচে উঠল লি-র দু'চোখে। 'তাই? কি সেটা, শুনি?'

'আমার মেয়ে, স্যার। ওকে আপনার সেবার জন্যে নিয়ে এসেছি আমি।'

'সত্যি? মিরার কি বলার আছে এ ব্যাপারে?'

'আমি এক চিনা, ঐতিহ্যবাহী পরিবারের মেয়ে,' দৃঢ়স্বরে বলল মিরা। 'ঐতিহ্য অনুযায়ী আমি আমার বাবার সম্পূর্ণ বাধ্যগত, স্যার। তাঁর সব ইচ্ছে পূরণে আমি সংকল্পবদ্ধ।'

'এবং স্বেচ্ছায় এখানে এসেছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

তাড়াতাড়ি বলে উঠল ম্যাঙ, 'আমার মেয়ে চাকরি করে, স্যার।'

'তাই? কোথায়?'

'ইউএস নেভিতে।'

'তাহলে?'
'আমি ছুটিতে আছি, স্যার। কাল থেকে পুরো দশ দিনের।'
'গুড। ঠিক আছে, ম্যাঙ। তোমার দেনার ব্যাপারটা আপাতত যেভাবে আছে থাকুক। ঠিক দশ দিন পর আবার আমার সঙ্গে এখানে দেখা করবে তুমি। তারপর ভেবে দেখব কি করা যায়। এখন যেতে পারো তুমি।'
অসহায়ের মত একবার মেয়ের দিকে, আরেকবার লি-র দিকে তাকাল বৃদ্ধ। তারপর মাথা নিচু করে মন্থর পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।
'অ্যাই!' চ্যালাদের দিকে ফিরল চ্যাঙ লি। 'সব রেডি করো। এখনই রওনা হব আমি।'
পরক্ষণেই চমকে উঠল মিরা। পিছন থেকে ওর দু'বাহু শক্ত করে চেপে ধরল ওয়ান লু, ঠেলে নিয়ে চলল ওকে ও-মাথার আরেক বন্ধ দরজার দিকে। পাশের রুমে নিয়ে চোখ বেঁধে ফেলা হলো মিরার।
'বাঁধন খোলার চেষ্টা করবেন না, মিস,' কানের কাছে মোলায়েম গলায় শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল ওয়ান লু। 'হাত দুটো যদি ওর ধারে কাছেও তোলার চেষ্টা করেন, দুঃখের সীমা থাকবে না।'
জায়গায় দাঁড় করিয়ে কয়েকবার ঘুরপাক খাওয়াল ওকে ষাঁড়টা, দিক ভুলে গেল মিরা। এরপর কয়েক পা হাঁটিয়ে অন্য এক সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিয়ে আসা হলো। টের পেল মিরা, এটা অন্য সিঁড়ি। আগেরটা নয়। যে সিঁড়ি বেয়ে ওরা উঠেছিল, সেটায় ধাপ ছিল দশটা করে। এটায় রয়েছে এক সারিতে ষোলোটা, মাঝে কোন ল্যাণ্ডিঙ নেই।
দরজা খোলার মৃদু 'ক্যাঁচ' শব্দ উঠল, মুখের খোলা অংশে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেল মিরা। মাথার তালুতে ওয়ান লু-র চাপ খেয়ে নিচু হলো ও, অন্য হাতের আরেক ঠেলায় ঢুকে পড়ল গাড়ির ভেতর। তুলোর মত নরম উষ্ণ সীটে প্রায় ডুবে গেল মিরা।
চুপ করে বসে থাকল সে। একটু পর দুলে উঠল গাড়ি, অনুমান করল মিরা চ্যাঙ লি উঠেছে তার পাশে। কেন যেন রোমাঞ্চ অনুভব করল সে, কাঁটা দিল গায়ে। একটা দোল খেয়ে রওনা হয়ে গেল প্রকাণ্ড লিমো। আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল লি। ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'তোমার চোখ বাঁধতে হলো বলে আমি দুঃখিত। অনেক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হয় আমাকে। নেভিতে চাকরি করো তুমি, সমস্যাটা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই।'
মাথা দুলিয়ে সায় দিল সু চি হো। একটা হাত আলতো করে ওর উরুর ওপর রাখল চ্যাঙ লি। 'দীর্ঘ যাত্রা আমাদের। ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করো। গন্তব্যে পৌঁছে তোমাকে তরতাজা চাই আমি।'
ঘুমের ভান করে হেলান দিয়ে পড়ে থাকল মিরা। ঝড়ের বেগে ছুটছে লিমো। এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টা চলার পর গতি কমে এল, কয়েকবার ডানে বাঁয়ে করে থেমে দাঁড়াল গাড়ি।
'বসে থাকো,' বলে নেমে পড়ল চ্যাঙ লি।

ওয়ান লু এসে হাত ধরে গাড়ি থেকে বের করল মিরাকে। নানান জাতের ফুলের গন্ধ নাকে এল ওর। প্রথম আধ মিনিট পায়ের নিচে নিরেট টাইল অথবা মার্বেল পাথর অনুভব করল মিরা। তারপর শুরু হলো মোলায়েম কার্পেটের রাজত্ব। আরও দু'মিনিট হাঁটাল ওকে লু। দাঁড় করিয়ে দিল এক জায়গায় এনে। এটা নিশ্চয়ই কোন রূম হবে, ভাবল সু চি হো।

'অপেক্ষা করুন এখানে,' বলল ওয়ান লু। 'নড়বেন না, চোখের বাঁধন খোলার চেষ্টা করবেন না। স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকুন।'

দীর্ঘ ভ্রমণের কারণে ঝিম্ ঝিম্ করছে মাথার ভেতর, ইচ্ছে হলো মেঝেতেই বসে পড়ে। কিন্তু সাহস হলো না। নাকেমুখে গরম নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পেয়ে শক্ত হয়ে গেল মিরা।

'ভয় পেলে?'

চ্যাঙ লি-র গলা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হলো মিরা। কোন উত্তর দিল না। চোখের বাঁধন খুলে দিল লি। চোখ রগড়ে চারদিকে তাকাল ও। বিশাল এক বেডরূম এটা। অল্প ওয়াটের নীল আলো জ্বলছে মাথার ওপর। মিরার দু'কাঁধে হাত রাখল চ্যাঙ লি, আলতো করে ঠেলে নিয়ে চলল তাকে রূমের ও-মাথার বিশাল গদিমোড়া মাস্টার বেডের দিকে।

'এই হলো আমার চ্যাঙ লি-র র‍্যাকেটে ঢোকার মূল কাহিনী,' রানার চোখে চোখ রেখে বলল লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার।

'আপনার দুঃসাহস দেখে আমি স্তম্ভিত, অফিসার,' অনেকক্ষণ পর মন্তব্য করল রানা।

ছয়

'আমারও একই দশা,' বলল বিল। 'তখন অবশ্য উপযুক্ত কাজই করেছিল মিরা। ও যদি সাহস করে পা না বাড়াত, তাহলে এত অল্প সময়ে এতসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করা আর কারও পক্ষেই সম্ভব হত না। সেদিন ঝুঁকি নিয়েছিল বলেই লি-র ওখানে দারুণ এক অবস্থানে আছে মিরা। ওর মাধ্যমে লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র নিখোঁজ পার্সোনেলদের লেটেস্ট খবর পেয়েছি আমরা। চ্যাঙ লি-র আউটফিট সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পেয়েছি। টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, রানা, মিরার সাফল্যের জন্যেই আজ জেনারেল রাহাত খান, তুমি আর আমি এখানে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।'

'নিখোঁজ পার্সোনেলরা...'

'সবাই বহাল তবিয়তে আছেন। ওঁদের ব্রেন নিংড়ে লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র সব তথ্য বার করে নিয়েছে চ্যাঙের বাচ্চা। মিরার তথ্য অনুযায়ী এসব ডিটেলস্

খুব শীঘ্রি চিনাদের কাছে হস্তান্তর করতে যাচ্ছে চ্যাঙ।'
সু চি হো-র দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'বোঝা যাচ্ছে এই ক'দিনেই লোকটার খুব বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছেন আপনি।'
' "খুব" বলা বোধহয় ঠিক হবে না, বরং বলা যায় কিছুটা, স্যার। প্রথম যে রুমে ঢোকানো হয়েছিল আমাকে চোখ বেঁধে, ওই রুমেই পাঁচদিন কাটাতে হয়েছে আমাকে একনাগাড়ে। দরজার বাইরে পা রাখার অনুমতি ছিল না। এরপর খানিকটা শিথিল করা হয় কড়াকড়ি, সংলগ্ন তিন-চারটে রুমে যাওয়ার অনুমতি মেলে। তবে কোন জানালার কাছে যাওয়া কড়া বারণ ছিল। যাই হোক, এই সময়ই লি-র ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই আমি। কৌশলে এক-আধটা তথ্যও বের করতে সক্ষম হই তাদের পেট থেকে।
'ব্যাপারটা খুব একটা কঠিন হয়নি, কারণ, লোকগুলো ততদিনে বুঝে ফেলেছে যে আমি লি-র প্রেমে পড়ে গিয়েছি। ওদের উপস্থিতিতে সেরকমই ভান করতাম আমি। ওদের ধারণা লি-ও প্রেমে পড়েছে আমার। কারণ, লোকটা নাকি জীবনে কোন মেয়ের সঙ্গে এক রাতের বেশি দু'রাত কাটায়নি। আমিই প্রথম ব্যতিক্রম। অন্য মেয়েরা এক-দু'দিনেই বাসী হয়ে যায় তার কাছে।'
'যেখানে ছিলেন এ ক'দিন, জায়গাটা কোথায় লোকেট করতে পেরেছেন?'
'নাহ্! অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি।'
'মোট কতদিন ছিলেন ওখানে?'
'প্রথমবার দশ দিন। তারপর গত উইক এণ্ডে দু'দিন, শনি ও রোববার। সোমবার ভোরে ওয়ান লু পৌঁছে দিয়ে গেছে আমাকে।' হাতঘড়ির ওপর চোখ পড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠল সু চি। 'এক্সকিউজ মি, স্যার। আর দেরি করা ঠিক হবে না আমার। ঠিক বারোটায় ওয়ান লু নিতে আসবে আমাকে। দেরি হলে সন্দেহ করে বসবে।'
'অল রাইট, অফিসার। রওনা হয়ে যান। উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক্।'
'গুড লাক, মিরা,' বলল কমাণ্ডার।
মেয়েটি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবিনে ঢুকলেন রাহাত খান। 'জরুরী কাজ' সেরে এসেছেন। মনে মনে হাসল মাসুদ রানা, কিসের জরুরী কাজ ছিল বুড়োর বুঝে ফেলেছে। তাঁর উপস্থিতিতে রানার সঙ্গে কেউ নারীঘটিত কোন বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করুক তা চাননি বৃদ্ধ। আজীবন কঠোর ব্রহ্মচারী রাহাত খানের এসব বিষয় চিরকালই অপছন্দের। বিশেষ করে ব্যাপারটা যখন জানাই আছে, তখন তিনি না থাকলেও কোন অসুবিধে নেই। তাই ঠিক সময়ে সটকে পড়েছিলেন।
'কমাণ্ডার, এবার তাহলে মূল প্রসঙ্গে আসা যাক্।'
'অফকোর্স, জেনারেল, স্যার।'
নতুন করে তামাক ভরে পাইপ ধরালেন বৃদ্ধ। নীরবে ধোঁয়া টানার ফাঁকে বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে রানার উদ্দেশে বললেন, 'লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র যাবতীয় তথ্য সিইএলডি-র হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে চ্যাঙ লি। ওগুলো গ্রহণ করার জন্যে

ওদের দুই এজেন্ট আসছে,' কানের লতি চুলকালেন বৃদ্ধ। 'চ্যাঙ লি খুব একটা বিশ্বাস করে না নিজের লোকদের, যদিও ঘনিষ্ঠ লোকের অভাব তার নেই, বড় ধরনের কিছু তাদের দিয়ে করায় না সে। তাই তার অনুরোধে দুই এজেন্টকে পাঠাচ্ছে চিনারা।'

'আমেরিকায়?'

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন রাহাত খান।

'কবে, কখন?'

'ইন ফ্যাকট, ওরা পৌছে গেছে এরই মধ্যে। গত উইক এণ্ডে লি-র হাইড আউটে অবস্থানের সময় সু চি ব্যাপারটা জানতে পারে। এ ব্যাপারে কারও সঙ্গে গোপনে আলোচনা করছিল চ্যাঙ লি। শুনে ফেলে মিরা। জানতে পারে গত মাসের সাতাশ তারিখ থেকে এ মাসের সাত তারিখের মধ্যে যে কোনদিন পৌছবে ওদের দুই এজেন্ট। নির্দিষ্ট তারিখ জানা সম্ভব হয়নি।'

'বেইজিং থেকে?'

'হ্যাঁ, তবে সরাসরি নয়। বেইজিং থেকে হংকং, হংকং থেকে টোকিও, সেখান থেকে জাপান এয়ার লাইনসে করে নিউ ইয়র্ক। ফ্লাইট নাম্বার জিরো সিক্স। নির্ধারিত এগারো দিনের মধ্যে যেদিনই ওরা আসুক, জিরো সিক্স ফ্লাইটেই আসবে। মিরার ইনফর্মেশন অনুযায়ী নিউ ইয়র্ক পৌছেই সান ফ্রান্সিসকোর এক নম্বরে টেলিফোন করার নির্দেশ আছে ওদের ওপর। টেলিফোন করবে নিজেদের আগমন সম্পর্কে জানান দেয়া এবং পাসওয়ার্ড বিনিময়ের জন্যে। পাসওয়ার্ড বিনিময়ে যদি কোন ভুলভাল না হয়, তখন তাদের জানিয়ে দেয়া হবে কখন কি ভাবে কার মাধ্যমে চ্যাঙ লি-র কাছে পৌছতে হবে। আমাদের সৌভাগ্য যে সময়মত ওদের দুটোকে ট্রেস করা গেছে।'

'ট্রেজার হান্ট,' মন্তব্য করল রানা।

'রাইট,' বলল ট্যানার। 'আ নাইস লিটল ট্রেজার হান্ট। পাকড়াও করা হয়েছে ব্যাটাদের, থুড়ি, ব্যাটা আর বেটিকে।'

'মিরার রিপোর্টে তিনটে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল,' বললেন বৃদ্ধ। 'ওদের আগমনের এগারো দিনের বাঁধা টাইম ফ্রেম, দুই, পোর্ট অভ এন্ট্রি, এবং তিন, দু'টির একটি হবে পুরুষ, ককেশিয়ান, খুব সম্ভব ব্রিটিশ, অন্যটি মেয়ে, চিনা। আমাদের বেইজিং এজেন্ট এদের সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে সময়মত। এবং এ মাসের দুই তারিখ দুই পৃথক জেএএল ফ্লাইটে নিউ ইয়র্ক পৌছায় তারা। ফ্লাইট নাম্বার জিরো সিক্স।'

'ওরা দু'জন এখন কোথায়, স্যার?'

'এখানে,' মধ্যমা দিয়ে টেবিলে গুঁতো মারলেন বৃদ্ধ।

'এখানে, মানে, এই জাহাজে?'

'হ্যাঁ। এবং যা যা আমাদের জ্ঞাতব্য, সব বের করে নেয়া হয়েছে ওদের পেট থেকে।'

এইবার অনুমান করল রানা ও এখানে কেন, কি করতে হবে ওকে। 'অর্থাৎ

আমাকে এখন এই ককেশিয়ানের ভূমিকায় নামতে হবে।'

'ওয়ান হাণ্ড্রেড ফিফটি পার্সেন্ট কারেক্ট।' দাঁত দেখা গেল কমাণ্ডারের।

'আমার সঙ্গিনী কে হবে? বিল ট্যানারের কি কাজ এখানে?'

'কমাণ্ডার তোমাদের দু'জনকে চোখে চোখে রাখবে, তোমাদের সাহায্য করবে।'

অমায়িক হাসি ফুটল ট্যানারের মুখে। 'প্রয়োজনে টাকা-পয়সা ধার চাইতে দ্বিধা কোরো না যেন, রানা।'

'আমার সঙ্গিনী...?'

'সিআইয়ের কাছ থেকে ধার নেয়া হয়েছে মেয়েটিকে। নাম ম্যান সঙ হিঙ। ডাক নাম চেরি। এক সময় নেভাল ইন্টেলিজেন্সে ছিল। ওর ব্যাপারে একটু ঝামেলা পোহাতে হতে পারে তোমাকে, রানা। এটাই ওর প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট।'

'স্যার, এরকম এক বিপজ্জনক মিশনে অনভিজ্ঞ কাউকে নেয়া কি ঠিক হবে?'

'আমার বিশ্বাস ও তোমার জন্যে কোন সমস্যা হবে না, রানা। আমি নিজে কথা বলেছি ওর সঙ্গে। বেশ চালু মেয়ে। কমাণ্ডার, মেয়েটিকে নিয়ে আসুন, দয়া করে।'

'আই আই, স্যার,' বেরিয়ে গেল বিল ট্যানার।

টেবিলের একমাত্র লাল সেটটির রিসিভার তুললেন রাহাত খান। দুটো নাম্বার টিপলেন। 'সব ঠিক আছে?' প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ। 'গুড। দয়া করে বলুন একটু তাড়াতাড়ি করতে...ফাইনাল ব্রিফিং তাঁকেই করতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরও আগেই পৌঁছেছে ও। আর কিছু জানতে বাকি নেই তো? শিওর? ঠিক আছে। একটু পর ডাকব আমি। ধন্যবাদ।' রিসিভার ক্রেডলে রেখে রানার দিকে তাকালেন তিনি। ভুরুর কুঞ্চন দেখে বোঝা গেল চিন্তিত।

'তুমি যদি এই অ্যাসাইনমেন্ট ড্রপ করতে চাও, রানা, করতে পারো। কথাটা বললাম এই জন্যে যে এখনও গভীর পানিতে আছি আমি। চ্যাঙ লোকটা কেবল সন্দেহ বাতিকগ্রস্তই নয়, বিপজ্জনক এক সাইকোপ্যাথও, রানা। ওর কবজায় পড়ে গেলে পরিস্থিতির ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। যদিও এরা আমাকে যে কোন সহযোগিতা দিতে এক পায়ে খাড়া। কিন্তু সমস্যাই যদি বুঝতে না পারি, তো কিসের ব্যাপারে সহায়তা চাইব?

'গরজ আমাদের দু'তরফের। আমি নৈতিক দায়িত্ব এড়াতে না পেরে এর মাঝে ঢুকেছি। ডক্টর এনামুল হক, প্রফেসর রণজিৎ সাহা, ইউসুফ হাসান, এঁদের মত মেরিটাইম ইলেক্ট্রনিক এক্সপার্ট আমাদের দেশের গৌরব। তাই ডক্টর হকের নিখোঁজ সংবাদ পাওয়ার পর আমি নিজেই এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রস্তাব দিই এদের। কিন্তু এখন দেখছি...চ্যাঙ লোকটা অবিশ্বাস্যরকম ভয়ঙ্কর এক গ্যাঙস্টার।'

'অ্যাসাইনমেন্ট ড্রপ করার প্রশ্নই আসে না, স্যার,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'

'আরও...' দরজায় নকের শব্দে থেমে গেলেন রাহাত খান।

কমাণ্ডার ট্যানার ঢুকল ভেতরে। সে সামনে থেকে সরে দাঁড়াতে ছোটখাট মেয়েটির ওপর চোখ পড়ল রানার। 'মিস ম্যান সঙ হিঙ ওরফে চেরি,' পরিচয় করিয়ে দিল ট্যানার। 'চেরি, এ মেজর মাসুদ রানা।'

আসন ছেড়ে চেরির সঙ্গে হাত মেলাল রানা। মিরার তুলনায় হাস্যকর রকম খাটো এ মেয়ে, টেনেটুনে পাঁচ ফুট তিন হবে বড়জোর। একুশ-বাইশ বছর বয়স। ক্যান্টনিজ। ইংরেজি ঝরঝরে, আমেরিকান অ্যাকসেন্টের আভাস নেই বিন্দুমাত্র। রানার মত সে-ও শক্ত হাতে ঝাঁকিয়ে দিল ওর হাত।

'আমাকে আপনি চেরি বলে ডাকবেন,' রানার চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটি।

'মাসুদ বা রানা যা খুশি ডাকতে পারেন আমাকে।'

দাঁড়িয়ে পড়লেন মেজর জেনারেল। 'চলো,' রানাকে বললেন। 'আসল দু'জনকে দেখে যাও, যাদের রিপ্লেস হতে যাচ্ছ তুমি আর চেরি।'

বৃদ্ধ বেরিয়ে যেতে পাশপাশি এগোল ওরা তিনজন। দরজার সামনে পৌঁছে মেয়েটিকে আগে যাওয়ার সুযোগ দিতে থেমে দাঁড়াল রানা। 'আফটার ইউ।'

'আমার সঙ্গে এ জাতীয় আচরণ না করলেই খুশি হব, রানা,' প্রায় রুখে দাঁড়াল চেরি। 'আমি আর সবার মতই একজন,' বলেই রানার ভঙ্গি নকল করল মেয়েটি। 'আফটার ইউ।'

'সাবধানে থেকো,' চোখ মটকে নিচু গলায় রানাকে বলল বিল ট্যানার।'তেড়িবেড়ি করলে পরে বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

'তাই তো দেখছি,' তেমনি চাপা কণ্ঠে বলল রানা।

রাহাত খানকে অনুসরণ করে জাহাজের হসপিটালে পৌঁছল ওরা তিনজন। ইমার্জেন্সি এবং পরের সারিবদ্ধ কয়েকটা কেবিন পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। ডানদিকের পঞ্চম দরজা খুললেন। ভেতরে মাঝারি আকারের এক কনফারেন্স টেবিল। ওটা ঘিরে অপেক্ষমাণ কয়েকজনের মধ্যে দু'তিনটে পরিচিত মুখ দেখে অবাক হলো মাসুদ রানা। ওর মধ্যে আছেন এক ডাক্তার, হ্যারি গিবসন। ভদ্রলোক সম্মোহন বিদ্যায় পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। সিআইএ।

আরেকজন, রিচার্ড ডাইজার্ট–সিআইএ-র 'পেপার' স্পেশালিস্ট। জাল কাগজপত্র প্রস্তুতে এঁর জুড়ি নেই কোন। যে দেশের ডকুমেন্টস প্রয়োজন হোক, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তৈরি করে দেয়ার যোগ্যতা আছে এঁর। বিভিন্ন বিষয়ের আরও চারজন বিশেষজ্ঞ আছেন ওখানে। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো রানা আর চেরিকে।

সবশেষে পরিচিত হলো ওরা সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, পাশে অন্তত তিন ফুট এক মানবরূপী গরিলার সঙ্গে। পরিচয় পর্বে তার নাম আর পেশা জানানো হলো সবাইকে–বুল। আর কিছু নয়। পেশা–স্পেশালিস্ট। কিসের, তাও নয়। ওরা আসন গ্রহণ করতে উঠে দাঁড়াল বুল, গম্ভীর। রাহাত খানের উদ্দেশে মৃদু নড করে শুরু করল সে।

'বিষয়টি সবারই জানা, তবু আরেকবার ব্যাখ্যা করছি আমি। কারণ এর মধ্যে আরও কিছু রয়েছে, যা মেজর মাসুদ রানা ও মিস ম্যান সঙ হিঙের বিশেষ করে জানা দরকার। ইউএস নেভির হাইলি ক্লাসিফায়েড দুটো প্রজেক্ট, লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে। এর চারজন: দু'জন বিজ্ঞানী, বাংলাদেশী, এবং দু'জন বিশেষজ্ঞ, আমেরিকান ও ব্রিটিশ, এক এক করে উধাও হয়ে গেছেন। প্রথম দু'জন লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র অন্যতম আবিষ্কারক। এর যিনি মূল, উদ্ভাবক, তিনিও একজন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী—প্রফেসর ইউসুফ হাসান। তাঁকেও গত পরশু হত্যা করা হয়েছে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায়।

'চ্যাঙ লি নামে পরিচিত এক হাফ-ব্রীড চাইনিজ-ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ান, চায়নাটাউনের এক কুখ্যাত গ্যাঙস্টার এই ঘটনাগুলোর পিছনে জড়িত রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেশের বিরুদ্ধে অনেক নাশকতামূলক কার্যক্রম চালিয়েছে এই লোক। গত কয়েক বছর যাবৎ লোকটি চিনা জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। নিশ্চিতভাবে জানা গেছে, লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে প্রজেক্ট দুটোর যাবতীয় তথ্য আদায় করে নিয়েছে চ্যাঙ লি এবং তথ্যগুলো প্রচুর অর্থের বিনিময়ে চিনা গোয়েন্দা সংস্থা সিইএলডি-র কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছে সে।

'তথ্যগুলো আমেরিকার বাইরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সিইএলডি তার হাইলি-ট্রেইনড্ দুই এজেন্টকে পাঠিয়েছে এ দেশে। সৌভাগ্যের বিষয় যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সহযোগিতায় সময়মত তাদের পরিচয় সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছি আমরা। তাদের আটক করেছি, এই জাহাজেই আছে সেই দুই চিনা এজেন্ট।

'গত আটচল্লিশ ঘণ্টা একটানা ইন্টারোগেট করা হয়েছে তাদের। এ কাজে ডক্টর হ্যারি গিবসন যথেষ্ট সহায়তা করেছেন আমাকে। প্রথমে সোজা রাস্তায় তথ্য আদায়ের চেষ্টা করেছিলাম আমি,' এই পর্যায়ে রানা বুঝল, কিসের স্পেশালিস্ট বুল, উপযুক্ত ইন্টারোগেটরই বটে, ভাবল ও। 'কিন্তু পরে বোঝা গেল, এ ধরনের কিছু ঘটতে পারে ভেবে তা প্রতিরোধ করার জন্যে ওদের প্রস্তুত করেই পাঠানো হয়েছে। অ্যান্টি-ইন্টারোগেশন টেকনিক ব্যবহার করেছে এ কাজে চিনারা।

'ওদের অবচেতন মনের গভীরে সুপ্ত ছিল বেইজিঙের আসল নির্দেশ। তার ওপর চাপানো হয়েছিল আরও পাঁচটা। ওগুলো একটা একটা করে উদ্ধার করে মূল তথ্য বের করার কাজে ডক্টর গিবসন সাহায্য করেছেন আমাকে। ব্যাপারটা ছিল প্রায় পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত। যাই হোক, অবশেষে আসল জিনিস উদ্ধার করা গেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ডক্টর গিবসন?' বিশেষজ্ঞের মতামত জানতে চাইল বুল।

'আমি নিশ্চিত।'

'মিস্টার মাসুদ রানা, মিস ম্যান সঙ হিঙ, অপারেশনে নামার আগে আপনাদের কাউন্টারপার্টকে এক নজর দেখে যাবেন। একটু আগে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাদের, আগামী চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমাবে ওরা। ওদের একজন

ককেশিয়ান। পুরুষ, প্রায় আপনার বয়সী, মিস্টার রানা। লোকটি ব্রিটিশ। দূর প্রাচ্যের অনেক দেশেই দেখা যায় তাকে, অর্থের বিনিময়ে যে কেউ কাজ করিয়ে নিতে পারে তাকে দিয়ে। নাম আর্নেস্ট ক্যাম্পবেল। হ্যাম্পশায়ার কাউন্টির লিমিঙটনের এক নামকরা ডাক্তারের একমাত্র সন্তান। ওঁদের কেউ জীবিত নেই।

'মেয়েটি দেখতে অনেকটা আপনারই মত, মিস ম্যান। একই রকম বয়স। নাম সু মিঙ। আমেরিকান পাসপোর্ট। যে-ই তৈরি করে থাকুক ওটা, হাতের কাজ ভাল তার। তবে আমাদের এক্সপার্টের মতে ওটা সম্ভবত জাল।' সিআইয়ের 'পেপার' স্পেশালিস্টের দিকে তাকাল বুল।

চোখ না তুলেই বুলের শেষ শব্দটার প্রতিধ্বনি তুলল রিচার্ড ডাইজার্ট। 'জাল। সম্ভবত।'

'আর্নেস্ট আর সু মিঙের কন্ট্রোলিঙ সুপিরিয়রের নাম তিয়েন শিয়েন। জেনারেল তিয়েন শিয়েন। সিইএলডি-র ইল্লিগ্যালস চীফ। অত্যন্ত ধূর্ত, অভিজ্ঞ অফিসার। এক চোখ নষ্ট জেনারেলের। '৪৮ অথবা '৪৯ সালে চিয়াঙ কাইশেকের ন্যাশনালিস্ট বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের সময় এক চোখ হারান তিনি। আর্নেস্ট আর মিঙকে দেয়া জেনারেলের নির্দেশ পরিষ্কার। লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র সম্পূর্ণ তথ্য হাতে পাওয়ার পর তাদেরকে, অর্থাৎ আপনাদেরকে পুরো দশ মিলিয়ন ডলার নগদ তুলে দিতে হবে চ্যাঙ লি-র হাতে। সে ব্যবস্থা কমাণ্ডার বিল ট্যানার করবেন।

'কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে। জেনারেল রাহাত খান জানিয়েছেন, তাঁর চায়না সোর্স নাকি আভাস দিয়েছে যে বেইজিঙ থেকে আরও কেউ একজন আসতে পারে চ্যাঙ লি-র সঙ্গে দেখা করতে।'

বসের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। ধীর ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন তিনি।

'সেক্ষেত্রে আপনাদের তার মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ষোলো আনা। লোকটা যদি আর্নেস্ট আর তাঁর সঙ্গিনীর পরিচিত হয়, তাহলে কি ঘটবে বুঝতে পারছেন নিশ্চই? এবার বলুন, আপনারা কেউ মিশন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে চান কি না।'

স্থির বসে থাকল মাসুদ রানা। চেরিও তেমনি। চোখে পলক পর্যন্ত পড়ছে না কারও।

'অল-রাইট,' বুলকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হলো ভয় পেয়ে কেউ পিছিয়ে গেল না দেখে। 'মিস সু মিঙ,' মুচকি হেসে বলল সে, 'আপনি এবার যেতে পারেন। আপনি থাকুন, মিস্টার আর্নেস্ট ক্যাম্পবেল।'

চেরি বেরিয়ে যেতে রানাকে নিয়ে পড়ল বুল। 'এসব কেবল আপনিই জানবেন,' বলল বুল। 'আপাতত। চেরি জানবে পরে।'

টানা এক ঘণ্টা ব্রিফ করা হলো মাসুদ রানাকে।

সাত

প্রাথমিক ব্রিফিঙ শেষ হতে হসপিটালের অপারেটিঙ রুমে এল রানা, চেরি ও বিল ট্যানার। দু'পাশের দুই কটে ঘুমে বিভোর আসল আর্নেস্ট আর সু মিঙ। হসপিটাল গাউন পরে আছে ওরা। খুব ধীর লয়ে ওঠানামা করছে বুক। এদের চেহারার সঙ্গে রানা বা চেরির বিন্দুমাত্র মিল নেই। মিল যেটুকু আছে আকারে-গঠনে।

রানা ও আর্নেস্টের উচ্চতা, স্বাস্থ্য প্রায় একই রকম। অন্যদিকে সু মিঙ চেরির থেকে ইঞ্চি তিনেক লম্বা। হালকা-পাতলা গঠন উভয়েরই। চুলের রঙ এক, বাদামী। হাসপাতাল ত্যাগ করে দোতলার এক রুমে এল ওরা ট্যানারকে অনুসরণ করে। রিচার্ড ডাইজার্ট সেখানে অপেক্ষায় আছে ওদের। ছবি তোলা হলো রানা-চেরির। তারপর চুলের রঙ, উচ্চতা, আইডেন্টিফিকেশন মার্ক ইত্যাদি অসংখ্য তথ্য নোট করে নিয়ে কাজে লেগে গেল স্পেশালিস্ট।

এরপর আরেক রুমে নিয়ে আসা হলো ওদের চূড়ান্ত ব্রিফিঙের জন্যে। মেজর জেনারেল রাহাত খান, বুল, ডক্টর হ্যারি গিবসন, অপারেশন সমন্বয়ের দায়িত্ব যার ওপর; সিআইএ-র জেরাল্ড হিকি, এর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে মাসুদ রানার, এবং আরও কয়েকজনের মুখোমুখি হলো ওরা।

প্রথমে ক্যাম্পবেল ও সু মিঙ সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি হজম করানো হলো দু'জনকে। দীর্ঘ সময় ধরে চলল 'ফিডিং' পর্ব। এরপর পরীক্ষার পালা। অনায়াসে পাস করে গেল রানা ও চেরি। প্রতিটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হলো ওরা।

এরপর মুখ খুললেন রাহাত খান। আগেই বুড়োর চেহারা শুকনো শুকনো মনে হয়েছিল রানার। এ মুহূর্তে আরও বেশি মনে হলো। 'রানা, সু মিঙ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ভুল। একটু আগেও জানতাম ওর পাসপোর্ট জাল, কিন্তু আসলে তা নয়। ওটা আসল, নির্ভেজাল। সিআইএ-র সেরকমই বিশ্বাস।'

পাশের অপরিচিত একজনের দিকে তাকালেন তিনি। 'ইনি সিআইএ-র লোকাল ব্যুরো চীফ, ব্রায়ান কগার। এঁর কিছু বলার আছে এ বিষয়ে।'

বছর চল্লিশেক বয়স হবে কগারের। নাকের নিচে সরু গোঁফ, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। রাহাত খানের ইঙ্গিতে ঝুঁকে বসল লোকটি। 'আসলেই তাই, মিস্টার রানা। মেয়েটির পাসপোর্ট, সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং অন্যান্য কাগজপত্র আমাদের জাল সনাক্তকরণে সক্ষম ম্যাজিক মেশিনের মাধ্যমে পরখ করে দেখা গেছে ওগুলো খাঁটি। তবে আমি এমন দাবি করছি না যে ওগুলোর বহনকারিণী খাঁটি, আসল সু মিঙ। মেয়েটি নিজেই নকল হতে পারে।

'কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে ও জন্মগতভাবে আমেরিকান। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে ছিল মেয়েটি, তারপর চলে আসে সান ফ্রান্সিসকো।

মেয়েটি অঙ্কের জাদুকর। এখানকার কয়েকটি নাম করা রেস্টুরেন্টে অ্যাকাউন্টসের কাজ করেছে কিছুদিন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ওগুলোর মালিক চ্যাঙ লি স্বয়ং। যদি তাই হয়ে থাকে, চ্যাঙ লি না হোক, তার ঘনিষ্ঠজনদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই চেনে মেয়েটিকে। ও যদি নকল সু মিঙ হয় অসুবিধে নেই। আসল হলেই বিপদ, কারণ ওকেই আশা করা হবে ওখানে।'

শাসানোর ভঙ্গিতে আঙুল নাচাল কগার। 'ভুলে যাবেন না, লি-র মত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছে। যদি উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে যায়, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবেন না আপনারা কিছুতেই। আমাদের সিকিউরিটি ফোর্স আপনাদের হাড়-মাংসও সম্ভবত খুঁজে পাবে না জায়গামত পৌঁছে।'

কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না রানার মধ্যে। মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ, কাজ উদ্ধার করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হবে বোঝা যাচ্ছে।'

'সু মিঙের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে কত সময় লাগতে পারে?' কগারকে প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'কাজ শুরু করে দিয়েছি আমি। বলা যায় না, বারো ঘণ্টা, এমনকি চব্বিশ ঘণ্টাও লেগে যেতে পারে।'

মুখ কালো হয়ে গেল বৃদ্ধের। বুঝতে পারছে রানা, ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে ভীষণ উদ্বেগে আছেন মেজর জেনারেল। আপনমনে মাথা দোলালেন তিনি। 'দেরি হয়ে যেতে পারে।' অপারেশন সমন্বয়কারীর দিকে ফিরলেন। 'কাল ক'টার মধ্যে ওদের এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে?'

'ইস্টার্ন টাইম সাড়ে এগারো, জেনারেল,' বলল জেরাল্ড হিকি। 'অর্থাৎ নিউ ইয়র্ক সময় রাত সাড়ে আটটায় জেএফকে-তে ল্যাণ্ড করবে জাপান এয়ারলাইনসের নাম্বার জিরো সিক্স ফ্লাইট। তার আগে।'

'আমার ধারণা তেমন খারাপ কিছু ঘটবে না, জেনারেল,' বলল বুল। 'সবকিছু ঠিকই থাকবে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' মনের ভেতর যা-ই থাক, চেহারায় ড্যাম কেয়ার ভাব ফুটিয়ে রেখেছে মাসুদ রানা। যাতে বুড়োকে খানিকটা হলেও আশ্বস্ত করা যায়।

'সেট-আপটা এরকম,' বলল বুল, 'নিউ ইয়র্ক অবতরণ করে ক্যাম্পবেলকে সান ফ্রান্সিসকোর একটা নাম্বারে ফোন করতে হবে। নিজের পরিচয় জানাতে হবে সাঙ্কেতিক কথাবার্তার মাধ্যমে। সে সব বের করে নিয়েছি আমরা ওদের পেট থেকে, চিন্তার কিছু নেই। সান ফ্রান্সিসকো নাম্বার আর্নেস্টের উত্তরে সন্তুষ্ট হলে আরেকটা টেলিফোন নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলবে। ওটা নিউ ইয়র্কের। ওখানে যোগাযোগ করলে পাওয়া যাবে পরবর্তী নির্দেশ।'

খুক করে কেশে উঠল রানা। 'একটা বিষয় পরিষ্কার হলো না। টোকিও-নিউ ইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইটে কি করে উঠব আমরা।'

'এখনই সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি, মেজর।'

রাত দুটোয় শেষ হলো ব্রিফিং। বিশ্রাম নেয়ার জন্যে একটা কেবিনে রানাকে

পৌঁছে দিয়ে রাতের মত বিদেয় নিল কমাণ্ডার বিল ট্যানার। একা হওয়ামাত্র অজানা এক আশঙ্কা চেপে ধরল রানাকে। পদে পদে ফাঁদ আর অজানা বিপদের মধ্যে পা বাড়াতে যাচ্ছে ও আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, ভাবতেই মাথার ভেতরটা কেমন করে উঠল। বড় চিন্তা রানার মেয়েটিকে নিয়ে। চেরির কাউন্টারপার্ট যদি আসল সু মিঙ হয়ে থাকে, তাহলে কোন আশাই নেই।

রওনা হওয়ার আগে চেরির সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা। ওর মনোভাব বোঝার চেষ্টা করতে হবে। ভেতরে ভেতরে বিপদের আশঙ্কায় যদি কুঁকড়ে থাকে মেয়েটি, সেটা হবে ওর জন্যে বোঝার ওপর শাকের আঁটি। বিছানায় ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিল রানা। খানিক এপাশ ওপাশ করে তলিয়ে গেল ঘুমের রাজ্যে।

মিনিট পুরো হওয়ার আগেই ঘুমটা ভেঙে গেল, মনে হলো রানার। বাইরে জেট এঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জনে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা। বাইরের আলোয় কেবিনের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা কি! ভাবল রানা, আমি তো আলো নিভিয়েই শুয়েছিলাম! কি খেয়াল হতে হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল ও, সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল ঘুমের রেশ। ভোর সোয়া পাঁচটা বাজে।

চট করে বাথরুম সেরে এল মাসুদ রানা। সাড়ে পাঁচটার দিকে টোকা পড়ল দরজায়। ব্রেকফাস্ট ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল কাল রাতের চার ওয়েটারের একজন। বেড সাইড টেবিলের ওপর ট্রে রেখে বলল সে, 'মেজর জেনারেল ঠিক ছ'টায় আপনাকে তাঁর রুমে কষ্ট করে যেতে অনুরোধ করেছেন, স্যার।'

'ঠিক আছে।'

'আমি আসব আপনাকে নিয়ে যেতে।'

পায়ের নিচে ডেক দুলছে মনে হলো রানার। 'আমরা কি সাগরে এসে পড়েছি?'

'রাইট, স্যার। তীর থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে আছি আমরা। এয়ারক্রাফট ল্যাণ্ডিঙের সুবিধের জন্যে।'

'আই সী।'

ছ'টা দুই মিনিটে মেজর জেনারেল রাহাত খানের জন্যে নির্ধারিত সি-ইন-সি-র কেবিনে পা রাখল মাসুদ রানা। ম্যান সঙ হিঙ, জেরাল্ড হিকি আর রিচার্ড ডাইজার্ট আগে থেকেই উপস্থিত।

'এসো, রানা,' বেশ দরাজ গলায় আহ্বান জানালেন বৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর চেহারা বলল অন্য কিছু। দু'চোখ লাল। নিচে হালকা কালির প্রলেপ। বোঝা যায় সারারাত ঘুমাতে পারেননি বৃদ্ধ। বিষম দোটানায় পড়েছেন চরম অনিশ্চয়তার মুখে রানাকে ঠেলে দিয়ে।

সদ্য ফোটা তরতাজা এক গোলাপের মত লাগছে চেরিকে। ভয়ভীতির বিন্দুমাত্র রেশ নেই চেহারায়। 'হাই! রানা।'

'হ্যালো!'

একটা কফি টেবিলে একগাদা কাগজপত্র নিয়ে বসে আছে

সিআইএ-র পেপার বিশেষজ্ঞ। তার মুখোমুখি বসল রানা। সারারাত বসে ওদের দু'জনের পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড, রানার জন্যে আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স, চেরির জন্যে ক্যালিফোর্নিয়ার ড্রাইভিং লাইসেন্স, সোশ্যাল সিকিউরিটি ডকুমেন্টস, ব্লু-ক্রস/ব্লু শিল্ড কার্ডসহ হাবিজাবি আরও অসংখ্য পেপারস তৈরি করেছে ডাইজার্ট।

সঙ্গে হংকঙের গোটা চারেক সিনেমা টিকেটের অবশিষ্টাংশ, টোকিওর হোটেল ও রেস্টুরেন্ট বিল ইত্যাদিও রয়েছে। যার যার কাগজপত্র আলাদা করে তুলে দেয়া হলো ওদের হাতে। শেষেরগুলো থাকল মাসুদ রানার হেফাজতে। এরমধ্যে কমাণ্ডার বিল ট্যানার এসে যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে। রানাকে জানানো হলো, ট্যানার এবং অপারেশন সমন্বয়কারী জেরাল্ড হিকির সঙ্গে যাতে যোগাযোগ থাকে ওদের সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। দু'জনের সঙ্গেই দুটো 'হোমার' প্ল্যান্ট করা হয়েছে। চেরিরটা তার বেল্টের বাকল্-এ, রানারটা ওর ডান হিলের গোপন কুঠুরিতে; ওদের সঙ্গে রানা-চেরির সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে ও দুটো।

এবার দু'জনকে আলাদা আলাদা করে আরেকবার পরীক্ষা নেয়া হলো। অবিরাম প্রশ্নবাণে অস্থির করে তোলা হলো ওদের। তবে শেষ পর্যন্ত একশোতে একশো পেল দু'জনেই।

এরপর শেষবারের মত বসতে হলো দু'জনকে বিল ট্যানারের সঙ্গে, 'ফাইনাল চেক-আপের' জন্যে। ওটা শেষ হতে লাঞ্চ। খিদে নেই, কিন্তু বুড়োর সামনে স্বাভাবিক থাকার জন্যে জোর করে খেলো রানা। লাঞ্চ শেষে বিশ্রামের জন্যে এক ঘণ্টার ছুটি পেল রানা ও চেরি।

এই ফাঁকে মেয়েটির সঙ্গে মিশন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে নিল রানা। পাঁচ মিনিটেই বুঝে নিল রানা, মেয়েটি ওয়েল-ট্রেইনড্ এজেন্ট। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত বুঝেও মোটেই ঘাবড়ায়নি।

'ওখানে যদি আমি কখনও উচ্চারণ করি, "রিয়েল সুন",' বলল রানা, 'বুঝবে বিপদ ঘটতে যাচ্ছে। পালাবার রাস্তা খুঁজছি আমি।'

এ ধরনের আরও তিন চারটে সাঙ্কেতিক বার্তা এবং কোনটার অর্থ কি ধরতে হবে, শিখিয়ে দিল ও চেরিকে। কথা বলায় অসুবিধে থাকলে হাত বা চোখ ইশারায় বার্তা বিনিময় করতে হতে পারে, সে ক্ষেত্রে কোন সঙ্কেতের কি অর্থ হবে, উত্তর দেয়ার প্রয়োজন হলে কি ভাবে দিতে হবে তা-ও শেখাল।

অবশেষে নিশ্চিত হলো রানা, চেরিকে নিয়ে তেমন কোন সমস্যা দেখা দেবে না। 'যদি এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়: হয় মারো, নয় মরো, হত্যা করতে দ্বিধা করবে তুমি?' জানতে চাইল ও।

ডান ভুরু তুলে হাসল চেরি। 'ঠাট্টা করছ!'

'না, ঠাট্টা নয়।'

'দ্বিধা করার প্রশ্নই আসে না। মাটিতে পড়ার আগেই প্রাণ হারাবে শত্রু। আমিও তোমারই মত অ্যান্টি-টেররিস্ট ট্যাকটিকসের ওপর ট্রেনিং পেয়েছি, রানা।

মাথা দোলাল রানা। ' "থ্রি হু হেজিটেটস্ ইজ লস্ট"।'

'আরও আছে: "সো ইজ দ্যা উওম্যান হু ডাজন্ট"।'

মুচকি হাসল রানা। রেলিঙে ভর দিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে চেরি। মৃদু রহস্যময় হাসি। সাগরের হু হু বাতাসে খোলা চুল উড়ছে তার। ব্লাউজ সেঁটে আছে বুক-পেটের সঙ্গে, পিছনটা ফুলে আছে নৌকোর পালের মত। পত পত শব্দে পতাকার মত উড়ছে স্কার্টের প্রান্ত। অপূর্ব! ভাবল মাসুদ রানা।

বেরসিকের মত মোহনীয় পরিবেশটা ভেঙে দিল একটা ফাইটার জেট, টমক্যাট এফ-ফর্টিন। গগনবিদারী আওয়াজ তুলে মাথার ওপর একটা চক্কর দিল ওটা। নেমে পড়ল ক্যারিয়ারের ডেকে। লেজে স্বয়ংক্রিয় ছাতা মেলে দিয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এক দৌড় শেষে থেমে দাঁড়াল জেট। এটা নিয়ে মোট হলো তিনটে।

'সব ঠিকই আছে। কিন্তু ওই জিনিসে চড়ে নিউ ইয়র্ক যেতে হবে ভেবে কেমন যেন লাগছে আমার,' ইশারায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা বিমান তিনটে দেখাল চেরি।

'কেন? ফ্লাইঙে অ্যালার্জি?'

'তা নয়। এয়ার লাইনার আর জেট ফাইটারে ভ্রমণ কি এক হলো?'

'মন্দ হবে না, চেরি। টেকনিক্যালি কোন অসুবিধে নেই। এগুলো বেশ দ্রুত চলে, এই যা পার্থক্য।'

সোয়া একটার সময় ওদের নিয়ে আসা হলো একটা কেবিনে। দু'জনের দুটো মাঝারি ট্রাভেল ব্যাগ আগেই গোছগাছ করে রাখা হয়েছে এখানে। আসল ক্যাম্পবেল আর সু মিঙের ব্যাগ ও দুটো, হাতলে লাগানো আছে কাই তাক ও নারিতা ইন্টারন্যাশনালের লাগেজ ট্যাগ।

ভেতরে অপেক্ষা করছে বুল। ওদের মাপ নিয়ে তৈরি দুটো নীল কভারল তুলে দিল সে রানা ও চেরির হাতে। পিঠে হলুদ বড় বড় অক্ষরে লেখা: ব্যাগেজ হ্যাণ্ডলার। কাপড় চোপড়ের ওপরেই কভারল পরে নিল ওরা। এই সময় কেবিনে ঢুকল জি-সুট পরা বিল ট্যানার। রানা-চেরির আধঘণ্টা আগে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে উড়াল দেবে সে। দ্রুত সংক্ষিপ্ত কিছু বাক্য বিনিময় করল সে ওদের সঙ্গে।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে চওড়া হাসি দিল কমাণ্ডার। 'দেরি কোরো না। তোমাদের জন্যে টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষা করব আমি ওখানে।' হাত তুলে নাটকীয় প্রস্থানের ভঙ্গি করল লোকটা। তারপর বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর বাইরে হুঙ্কার ছাড়ল একটা টমক্যাট। ক্ষীণ হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল ওটার আওয়াজ।

ততক্ষণে রানা আর চেরিও কভারলের ওপর জি-সুট পরে নিয়েছে বুলের সাহায্যে। 'আমাকে নভোচারীর মত দেখাচ্ছে না?' আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল চেরি।

'ইয়েস, ম্যা'ম,' বুলের বিশাল মুখে এই প্রথম হাসির আভাস ফুটতে দেখল রানা। 'ভেরি প্রিটি অ্যাসট্রোনট।'

'আমার পাশের লটে তোমার শাটল্ পার্ক করতে পারো তুমি,' বলল রানা।
এই সময় ঘরে ঢুকলেন ব্যস্ত-সমস্ত রাহাত খান। 'তোমরা তৈরি?'
'তৈরি, স্যার,' বলল রানা।
'রানা, সু মিঙের ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি,' ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছেন না বৃদ্ধ। 'চেষ্টা চলছে এখনও। তবে...'
'দুশ্চিন্তা করবেন না, স্যার। চোখ-কান খোলা রাখব আমরা।'
অভয় বাণীতে কোন কাজ হলো না। আশঙ্কার মেঘে ছেয়ে আছে ওঁর চেহারা। ওদের সঙ্গে খোলা ডেকে এলেন বৃদ্ধ। আরও অনেকেই এল। সবার মুখে বিষাদের ছায়া, যেন চির-বিদায় জানানো হচ্ছে ওদের। সুইসাইড মিশনে চলেছে রানা আর চেরি। রাহাত খানকে মনে হচ্ছে যেন কোন শবযাত্রার পরিচালক।
'নতুন কোন তথ্য পেলে সঙ্গে সঙ্গে ইনডেক্সারের মাধ্যমে তোমাকে জানাব, রানা,' বললেন তিনি। বিল ট্যানারের ছদ্ম নাম ইনডেক্সার। রানার কাস্টডিয়ান এবং চেরির চেকলিস্ট। রানার কাঁধে হাত রাখলেন রাহাত খান। 'গুড লাক, রানা।'
'আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, স্যার,' বলল ও। 'এরচে' অনেক কঠিন অ্যাসাইনমেন্টে গিয়েছি আমি। আবার ফিরেও এসেছি। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।'
'তাই যেন হয়,' বিড়বিড় করে বললেন রাহাত খান।
রানার সামনে এসে দাঁড়াল বুল। 'মনে রাখবেন, জেএফকে-র প্রত্যেকটি ব্যাগেজ হ্যাণ্ডলার আমাদের লোক। কোন অসুবিধে হবে না ওখানে আপনাদের। ঘড়ির কাঁটার মত চলবে সব।'
মাথা দোলাল রানা। 'ভুলিনি,' বলল ম্যান সঙ হিঙ।
ডেকের ও প্রান্তের এয়ার ক্রু ব্রিফিংরুম থেকে বেরিয়ে এল দুই পাইলট। দু'জনই অল্প বয়সী, প্রায় তরুণ। তাদের একজনের ব্যাজ দেখে বোঝা গেল এ অন্যজনের এক র‍্যাঙ্ক সিনিয়র।
'আপনাদের ওয়ারপ্লেনে জার্নি করার অভিজ্ঞতা আছে, স্যার? ম্যা'ম?' প্রশ্ন করল সিনিয়র।
'আমার আছে,' মাথা দোলাল রানা।
'আমি উঠিনি কোনদিন,' বলল চেরি। চেহারা ফ্যাকাসে লাগছে মেয়েটির।
'ও কে। আপনি তাহলে আমার সঙ্গে আসুন। আর আপনি ওর সঙ্গে যান,' রানাকে বলল সিনিয়র।
সবার কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে অপেক্ষমাণ দুই টমক্যাটের দিকে চলল ওরা। রানার এভিয়েটরের বয়স উনিশের বেশি হবে না। 'আপনি জিআইবি সীটে বসবেন, স্যার,' বলল সে। রানাকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে বলল, 'জিআইবি মানে, গাই ইন ব্যাক, স্যার। আরইও'জ স্টেশন। আরইও হচ্ছে...'
'রেডিও ইলেক্ট্রোনিকস্ অফিসার।'

'রাইট, স্যার। ওখানে হেড সেটের মাধ্যমে সব ট্রাফিক এবং আমার কথা শুনতে পাবেন আপনি। তবে উইথ রেসপেক্ট, স্যার, প্যানেলের কোন সুইচে হাত দেবেন না দয়া করে।'

'দেব না।'

'গ্রেট। যে টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড আপনাকে সীটে বসিয়ে স্ট্র্যাপ ফিক্স করে দেবে, তাকে জিজ্ঞেস করে ইজেক্টর লিভারটা চিনে নিতে ভুলে যাবেন না যেন। ভাল করে চিনে রাখবেন। যদি কখনও ওটা পাঞ্চ করতে বলি, ফর গডস্ সেক, দয়া করে সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্চ করবেন।'

'শিওর।'

'অল রাইট, স্যার। কোন প্রশ্ন?'

'কখন রওনা হচ্ছি আমরা? নিউ ইয়র্কে জরুরী মীটিং আছে আমার।'

ঘড়ি দেখল পাইলট। 'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে, স্যার।'

ওদিকে স্টারবোর্ড ক্যাটাপুলট এরিয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লীডার টমক্যাটের মেটাল স্টেপের সামনে চেরির উদ্দেশে অনর্গল বক্তৃতা করে চলেছে সিনিয়র। একদল ক্যাটাপুলট্ ক্রু টেকনিশিয়ান ঘিরে রেখেছে ওটাকে। রানার টমক্যাট ওর বেশ খানিকটা পিছনে রয়েছে। যাতে প্রথমটির এঞ্জিন নজেলের উত্তাপে কোন ক্ষতি না হয় তার।

আরইও-র ককপিটে বসার ব্যবস্থা তেমন সুবিধের মনে হলো না রানার। নানান কমিউনিকেশনস্ গিয়ার আর প্যানেলে ঠাসাঠাসি অবস্থা। নড়ার মত জায়গাও অবশিষ্ট নেই। অবশ্য এখানে নড়ার উপায়ও নেই। যেভাবে সীটের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে গেছে ওকে টেকনিশিয়ান, তাতে হাত আর মাথা ছাড়া চেষ্টা করেও দেহের আর কোন অংশ নাড়াতে পারছে না রানা।

ওদিকে স্টার্ট নিল প্রথম টমক্যাটের জোড়া প্র্যাট অ্যাণ্ড হুইটনি টার্বোফ্যান। ধীর গতিতে সরে এসে দাঁড়াল উৎক্ষেপণ র‍্যাম্পে। এরপরের সবকিছু খুব দ্রুত ঘটে গেল। অপেক্ষমাণ ক্যাটাপুলট ক্রু-টেকনিশিয়ানরা ঝটপট সরে গেল সামনে থেকে, তলদেশ থেকে উঠে এল বিশাল ধাতব রানওয়ে। কারণ জেটের ফুল ব্লাস্ট ধারণ করার ক্ষমতা সাধারণ ডেকের নেই।

ততক্ষণে কালা হওয়ার দশা রানার প্রথমটার প্রচণ্ড গর্জনে। বৃদ্ধ এয়ারক্র্যাফটের ভেতর কানে হেড সেট পরেও রেহাই নেই। সঙ্কেত পাওয়ামাত্র লাফিয়ে উঠেই ছুটল চেরির টমক্যাট। পিছনে চওড়া ধোঁয়ার ফিতে রেখে নিমেষে ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ওটা। প্রান্ত পেরিয়ে ঝপ্ করে ফুটখানেক নেমে গেল, পরমুহূর্তে শুরু হলো উত্থান। নাক উঁচু করে খাড়া তর্জনীর মত কাত হয়ে ছুটে চলল ওটা উল্কার বেগে। ভাঁজ হয়ে আস্তে আস্তে পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেল চাকাগুলো। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল ওটা দিগন্তে।

পাকস্থলিতে অদ্ভুত এক শূন্যতা অনুভব করল মাসুদ রানা। দৌড় শুরু করার আগমুহূর্তে দূরে, জটলা থেকে সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও রাহাত খানকে। এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন এদিকে। চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ। মনটা কেমন

করে উঠল রানার। ওরই জন্যে এত উদ্বেগ বৃদ্ধের, ভেবে কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল অন্তর।

সামনে তাকাল মাসুদ রানা। ফুল থ্রটল নিয়েছে ততক্ষণে ওর এফ-ফর্টিন। থরথর করে কাঁপছে ক্র্যাফট। সামনে, খানিকটা ডানদিক ঘেঁষে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাটাপুলট অফিসারের ওপর চোখ পড়ল। ডান হাতে উজ্জ্বল হলুদ আলোর টর্চ লাইটের মত দেখতে একটা সিগন্যাল রড, খাড়া মাথার ওপর তুলে ধরে আছে লোকটা।

সেদিকে চেয়ে থাকল রানা সম্মোহিতের মত। নড়ে উঠল অফিসার, ঝট করে নেমে এল রড ধরা হাত, এয়ারক্র্যাফটের পেটের নিচে ক্যাটাপুলট নির্দেশ করছে ওটা এখন। শক্ত হয়ে গেল রানা, হেড রেস্টে মাথা ঠেকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। মনে মনে গুণছে, এক…দুই…পিছনে ক্যাটাপুলটের প্রচণ্ড ধাক্কায় সামনে ঝাঁপ দিল টমক্যাট। পিঠ, নিতম্ব সেঁধিয়ে গেল ওর সীটের নরম গদিতে। মুহূর্তে শূন্যে ভেসে পড়ল ওরা। এতই দ্রুত ঘটে গেল ব্যাপারটা যে রানার মনে হলো পাকস্থলীটা পিছনে রয়ে গেছে ওর। সর্বোচ্চ আলটিচ্যুডে বেশ কয়েকবার এয়ার পকেটের খপ্পরে পড়তে হলো ওদের। পথে রিফুয়েলিঙের জন্যে দু'বার যাত্রাবিরতি করতে হলো শূন্যে। তারপর একটানা চলা। পূর্বাঞ্চলীয় সময় ঠিক রাত দশটায় লং আইল্যাণ্ড গ্রুমম্যান এয়ারক্র্যাফট কোম্পানির রাডার অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগে সক্ষম হলো রানার পাইলট।

আট

ওদের মিনিট দশেক আগেই নেমেছে চেরির টমক্যাট। টারমাকের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ওটাকে। টার্মিনাল ভবনের সামনে থেমে দাঁড়াল রানার এফ-ফর্টিন। ঝটপট রিয়ার ককপিট থেকে রানাকে উদ্ধার করল এক টেকনিশিয়ান। নেমে এসে পাইলটের উদ্দেশে হাত নাড়ল ও। দ্রুত হাতে খুলে ফেলল জি-সুট।

'জেনারেল খানের মেসেজ আছে আপনার জন্যে, স্যার,' জি-সুট ভাঁজ করতে করতে বলল টেকনিশিয়ান। 'দুটো মেসেজ। এক, এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। দুই, জেএএল ফ্লাইট জিরো সিক্স নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছবে আজ। আর আধঘণ্টার মধ্যে ল্যাণ্ড করবে ওটা।'

'ধন্যবাদ।'

'আসুন, প্লীজ।'

পঁচিশ গজ দূরে অপেক্ষমাণ একটা হেলিকপ্টারের দিকে রানাকে নিয়ে চলল লোকটা। দরজা খোলাই আছে, উঠে পড়ল রানা। দরজা বরাবর বসে আছে

চেরি। তার পাশের সীটে বসল ও। দু'মিনিটের মধ্যে আবার আকাশে উঠল ওরা। দু'জনের পরনেই এখন ব্যাগেজ হ্যাণ্ডলারের কভারল।

'কেমন লাগল ওয়ারপ্লেন জার্নি?' মেয়েটির কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দারুণ। চারবার বমি হয়েছে মাত্র।'

উদ্বেগ বোধ করল রানা। এ মুহূর্তে শারীরিক দুর্বলতা ঝামেলার কারণ হতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত হলো ও চেরিকে হাসতে দেখে। সম্ভবত রানার মনের কথা বুঝতে পেরেই কথা বলে উঠল সে, 'ভেবো না, একদম সুস্থ আছি আমি।'

অনেক দূরে ম্যানহাটনের অসংখ্য ঝলমলে টাওয়ার চোখে পড়ল ওদের। পনেরো মিনিটের মধ্যে জন এফ কেনেডির ইন্টারন্যাশনাল অ্যারাইভেল টার্মিনালে অবতরণ করল 'কপ্টার। রানা আর চেরি বেরিয়ে যেতে তক্ষুণি আবার ফিরে চলল ওটা লং আইল্যাণ্ড।

টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে নিরাপদ দূরত্বে নামিয়ে দিয়েছে ওদের কপ্টার, যাতে কেউ চিনতে না পারে ওদের। রানওয়ের দক্ষিণ প্রান্তের আকাশে প্রকাণ্ড দুই সার্চ লাইট দেখা গেল। ক্রমেই নিচে নামছে। বিকট আওয়াজে চাপা পড়ে গেছে আশপাশের আর সব শব্দ। চলমান দুই নীল কভারলের ওপর চোখ পড়ল ওদের।

এগিয়ে এসে হাত মেলাল তারা রানা ও চেরির সঙ্গে। 'ইনডেক্সার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আপনাদের, মিস্টার রানা, মিস ম্যান সঙ হিঙ।'

'ওই যে,' বলল দ্বিতীয়জন। 'ল্যাণ্ড করেছে জিরো সিক্স।'

ঘুরে তাকাল ওরা। সবে মাটি ছুঁয়েছে জাপান এয়ার লাইনসের বোয়িং ৭৪৭। ছুটছে রানওয়ের আরেক মাথার দিকে। এঞ্জিনের শব্দ পাল্টে গেল, কাজ শুরু করেছে রিভার্স গিয়ার।

'আপনাদের লাগেজ আছে আমাদের ট্রাকে,' দূরের একটা ট্রলিবাহী ইলেক্ট্রিক ট্রাক দেখাল প্রথমজন। বিল ট্যানার নিজের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ব্যাগ দুটো। 'এবার মন দিয়ে শুনুন। সামনের দরজা দিয়ে বের হবে সব যাত্রী। এক তৃতীয়াংশ যাত্রী ডিপ্লেন করার পর ভেতর থেকে পিছনের দরজা খুলে দেবে এক স্টুয়ার্ড। টোকিওতে প্রচুর পয়সা গেলানো হয়েছে ব্যাটাকে। ব্যাপারটাকে সে পুলিসী চেজ ধরে নিয়েছে। মানে, সেরকমই বোঝানো হয়েছে তাকে। বলা হয়েছে, বড় এক হেরোইনের চালান আটক করার জন্যে কোন এক যাত্রীর পিছু নেবে দুই পুলিস অফিসার। দরজা খুলে দিয়ে সামনের দিকে চলে আসবে সে, আর কোন ক্রু মেম্বার যাতে পিছনদিকে না যেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্যে। স্পে রেডি থাকবে আমাদের। আপনারা দু'জন পিছনের আনলোডিং হ্যাণ্ডলারদের মাঝে মিশে থাকবেন। সিঁড়ি লাগার পর আমরা সঙ্কেত দেব, কভারল খুলে দ্রুত উঠে পড়বেন বিমানে। আনলোডারদের একজন ওঠার আগে আপনাকে ইনডেক্সারের দেয়া একটা ব্রিফকেস দুটো বোর্ডিং পাস আর মিস ম্যানকে একটা ক্যানভাস ব্যাগ দেবে। অল রাইট?'

দু'জনেই মাথা দোলাল ওরা। 'অল রাইট,' বলল মাসুদ রানা।

'ঘাবড়াবেন না,' যতটা না রানাকে, তার চেয়ে বেশি চেরিকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে বলল প্রথমজন। 'বিমানটির ধারেকাছে যত ব্যাগেজ হ্যাণ্ডলার দেখবেন, সবাই আমাদের লোক। চলুন, এগোনো যাক।'

বোয়িঙের পেটের নিচে ব্যস্ত আনলোডারদের মাঝে মিশে গেল রানা আর চেরি। অপেক্ষা করতে লাগল দুরু দুরু বুকে। বার বার শুকিয়ে আসছে গলা-জিভ। পনেরো মিনিট পর দুলে উঠল নির্দিষ্ট দরজাটা, ধীরে ধীরে ঢুকে গেল ভেতরে। পরমুহূর্তে মোটরের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। বোয়িঙের পিছন থেকে ঘুরে এপাশে চলে এল একটা গ্যাঙওয়ে।

চার মিনিট পর প্লেনের যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে সামনের দরজার দিকে এগোল রানা-চেরি। রানার হাতে একটা ব্রিফকেস, চেরির কাঁধে ক্যানভাস ব্যাগ। রানার বুক পকেট থেকে অর্ধেক বেরিয়ে আছে দুটো জেএএল বোর্ডিং পাস। প্লেন থেকে বেরিয়ে সামনে দাঁড়ানো সুন্দরী দুই এয়ার হোস্টেসের বিদায় সম্ভাষণের জবাবে তাদের ধন্যবাদ জানাল ওরা। তারপর হাত ধরাধরি করে রওনা হলো ইমিগ্রেশন অ্যাণ্ড কাস্টমসের উদ্দেশে।

ভেতরে ঢুকে আলাদা হয়ে গেল দু'জনে। চেরি পা বাড়াল ইউএস সিটিজেনস্ জোনের দিকে। রানা নন-ইউএস জোনের দিকে। ঝামেলা মিটিয়ে যখন বেরোল ওরা, তখন বাজে এগারোটা পঁয়তাল্লিশ। চেরিকে নিজেদের ব্যাগেজের পাশে দাঁড় করিয়ে, 'আসছি,' বলে ভিড়ের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল রানা। নিজের চারপাশে তাকাল চেরি।

হঠাৎ করেই কমাণ্ডার বিল ট্যানারের ওপর চোখ পড়ল তার। বেকুবের মত চেহারা, একটা ব্যাগেজ ইনফর্মেশন ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন নিজের ব্যাগেজ হারিয়ে ফেলেছে। পলকের জন্যে চেরির সঙ্গে চোখাচোখি হলো তার। পরমুহূর্তে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল ট্যানার। কিন্তু তার আগে, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই লোকটির মুখে স্বস্তির আভাস ফুটে উঠতে দেখেছে চেরি।

ওদিকে রানা এসে ঢুকল লেফট ব্যাগেজ লকার রূমে। পকেট থেকে বুলের দেয়া একটা চাবি বের করে খুঁজতে লাগল চৌষট্টি নাম্বার লকার। ওটার ভেতর থেকে একটা ডিকশনারি আকারের প্যাকেট বের করে ব্রিফকেসে ভরল রানা। তারপর দ্রুত পা বাড়াল কাছের এক সার ফোন বুদের দিকে। প্রথম খালি বুদে ঢুকে বুলের দেয়া একটা নাম্বার ঘোরাল ও। একবার রিঙ হতেই সাড়া দিল অপর প্রান্ত। 'ইয়েস?'

মুখস্থ বুলি আউড়ে গেল রানা। 'আপনার ওখানে কিছু বই আছে বলে শুনেছি আমি।'

'বই তো কতই আছে। আপনি কোন বিষয়ের ওপর বই চান?'

'ঐতিহাসিক।'

'দেখো দেখি, আপনাকেও ভুল নাম্বার দিয়েছে ব্যাটারা। নিউ ইয়র্কেরই

আরেকটা নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে আসলে আপনাকে। টু ওয়ান টু এরিয়া কোড, ওকে? লিখে নিন নাম্বারটা। কাগজ-পেন্সিল আছে?'

'দরকার নেই ওসবের। আমার স্মৃতিশক্তি খুব বেশি। আপনি বলে যান, আমার মনে থাকবে।' এইটুকু সময়ের মধ্যেই ঘেমে প্রায় গোসল হয়ে গেছে রানা। দুরমুজ পিটছে যেন কেউ বুকের ভেতর।

একটা নাম্বার বলে গেল লোকটা। রিপিট করতে বলল ওটা মাসুদ রানাকে। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে কেটে দিল লাইন।

দ্বিতীয় নাম্বারে ডায়াল করল রানা। নিঃশব্দ চওড়া হাসিতে ভরে উঠেছে মুখ। এক নারীকণ্ঠ উত্তর দিল এবার। 'হ্যালো!'

'এত রাতে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমি শুনেছি পিটার অ্যাবেলার্ডের ওপর লেখা কিছু ঐতিহাসিক বই আপনি বিক্রি করতে চাইছেন।'

'ঠিকই শুনেছেন আপনি, মিস্টার। আমার বাবা ছিলেন ইতিহাসের পোকা। পিটার অ্যাবেলার্ডের ওপর দুটো বই তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। ওগুলো বিক্রি করব আমি।'

'কোন্‌টা কোন্‌টা, নাম বলবেন দয়া করে?'

'দ্যা স্কুল অভ পিটার অ্যাবেলার্ড আর দ্যা লেটারস অভ অ্যাবেলার্ড অ্যাণ্ড হেলোইজ।'

'কত সালের এডিশন?'

'১৯৪৫।'

'আমি ওগুলো কিনতে আগ্রহী। এখনই যদি ওগুলো দেখতে আসি, অসুবিধে হবে আপনার?'

'আপনার নাম?'

'পিটার। পিটার পাইপার।'

'এক্ষুণি চলে আসুন।' ফিফটি সিক্সথ অ্যাভিনিউর একটা ঠিকানা দিল মেয়েটি। 'পার্কার মেরিডিয়েন হোটেল ছাড়িয়ে সামান্য এগিয়েই বাঁ হাতে। আমি আপনার অপেক্ষায় থাকলাম। আর, ইয়ে...একা আসছেন তো আপনি?'

'না, হেলোইজ থাকবে আমার সঙ্গে।'

শব্দ করে হেসে উঠল মেয়েটি। রেখে দিল রিসিভার। বুদ থেকে বেরিয়ে চেরির কাছে চলে এল মাসুদ রানা। ঠিকানাটা ওকে জানিয়ে বলল, 'ঠিক পনেরো মিনিট পর ট্যাক্সি নিয়ে এখানে চলে এসো তুমি। আমি চললাম আগে আগে।'

'ঠিকঠাক ছিল তো সব?' উদ্বেগ ফুটল চেরির সুন্দর মুখে। 'কিছু সন্দেহ করে বসেনি তো?'

'মনে হয় না। বিল ট্যানার থাকবে আমার পিছনে। ওখানে যদি কোন ফেউ থাকে, সময় থাকতে তোমাকে জানাবে সে। সে ক্ষেত্রে তুমি যাবে না।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল ম্যান সঙ হিঙ। তার কাঁধে মৃদু চাপ দিল রানা। 'মন শক্ত রাখো। সব ঠিকই থাকবে মনে হচ্ছে আমার।' এক হাতে ব্রিফকেস, অন্য হাতে নিজের ট্রাভেল ব্যাগ নিয়ে ট্যাক্সি র‍্যাঙ্কের উদ্দেশে পা বাড়াল রানা।

এস্কিটওয়ের ভেতর নিজের ঠিক পিছনেই বিল ট্যানারকে দেখতে পেল ও। বিড়বিড় করে যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে, দ্বিতীয় ফোনালাপের বিষয়টা তাকে জানাল রানা।

'এগোতে থাকো। আমি আছি পিছনে,' বলেই একটা নিউজ পেপার কিওস্কের সামনে ব্রেক কষল কমাণ্ডার।

ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হয়ে গেল মাসুদ রানা। হাঁটুর ওপর রেখে ব্রিফকেসটা খুলল ও। একটা চোখ ড্রাইভারের ওপর। যদিও কোনদিকে নজর নেই তার। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। প্যাকেটটা খুলল রানা। ভেতর থেকে বের হলো একটা পয়েন্ট থ্রী এইট ওয়ালথার পিপিকে। অস্ত্রটা নেড়েচেড়ে দেখল ও। পুরো একটা ক্লিপসহ প্রস্তুত। সন্তুষ্ট মনে ওটা প্যান্টের পিছনে গুঁজে রাখল রানা।

যে ঠিকানা দেয়া হয়েছে ওকে, সেটা লাল ইঁটের বড়সড় এক অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। ট্যাক্সি বিদেয় করে ভবনের বন্ধ রিইনফোর্সড গেটের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। গেটের ডানদিকে দেয়ালে ফিট্ করা আছে গোটা দশেক কলিং বেলের সুইচ। ওগুলোর প্রতিটির নিচে সাঁটা একটা করে নাম্বার–ফ্ল্যাট নাম্বার। ওগুলোর ওপরে রয়েছে একটা খুদে মাইক্রোফোন।

চার-বি নম্বর সুইচটা টিপল রানা। হাত নামিয়ে আনার সময় পেল না, তার আগেই মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ভেসে এল একটু আগে শোনা কণ্ঠটি।

'ইয়েস?'

'পিটার।'

পরমুহূর্তে ভেতরে কোথাও বাযার বেজে উঠল। বাজতেই থাকল। রিইনফোর্সড্ গেট ধীরে ধীরে সরে গেল এক পাশে। ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। পাঁচ সেকেণ্ড পর থেমে গেল বাযার, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল গেট। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। ভবনটি বেশ আগের, এলিভেটর নেই। বাধ্য হয়ে সিঁড়ি ভেঙেই উঠতে হলো রানাকে। চারতলায় উঠে থামল ও।

ডান হাতে নতুন পেইন্ট করা একটা দরজা। ব্রাস ফিটিঙের গায়ে সুন্দর করে লেখা: চার-বি। নক্ করা মাত্র খুলে গেল দরজা। মেয়েটি বেশ লম্বা। টিঙটিঙে স্বাস্থ্য। লম্বাটে মুখ। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে বয়স, অনুমান করল রানা।

'পিটার,' বলল ও।

মেয়েটির কোঁচকানো চোখ রানার পিছনটা দেখে নিল চট্ করে। 'হেলোইজ কোথায়? ওকে না নিয়ে...'

তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। 'কি বলে ডাকব আপনাকে?' হাতের দুই বোঝা কার্পেটে নামিয়ে রাখল ও। দ্রুত এক নজর চোখ বোলাল ঘরটার ওপর। চমৎকার সাজানো গোছানো সিটিং রুম। পুরু গদিমোড়া চেয়ার, কয়েকটা গ্লাস টপ টেবিল, শো-কেস সবকিছুতে সুন্দর রুচির পরিচয় মেলে। ডানে একটা খোলা দরজা দেখে সেদিকে এগোল রানা। ওটা কিচেন। কেউ নেই ওখানে। কপাল কুঁচকে মেয়েটিও এগোল ওর পিছন পিছন।

'বললেন না কি বলে ডাকব আপনাকে?' আবার জিজ্ঞেস করল ও।

'হেলোইজ কোথায়?'

'আমার ওপর নির্দেশ আছে দু'জনকে আলাদা আলাদা আসতে হবে। ও আসছে। যে কোন সময় পৌঁছে যাবে। আমাকে কেউ অনুসরণ করে কি না দেখার জন্যেই এ নির্দেশ দিয়েছে বেইজিং। কি নাম আপনার?' এবার খানিকটা কঠোর কণ্ঠে প্রশ্নটা করল ও।

'ওয়ানডা। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে...'

'আপনি একা, না আরও কেউ আছে এখানে?'

'আমি একা। কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই। বাকি রুমগুলো দেখান আমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওয়ানডা। 'আসুন।' সিটিংরূম পেরিয়ে ওকে মাস্টার বেডরুমে নিয়ে এল মেয়েটি। এটিও সুন্দর করে সাজানো। এরপর আরও দুটো রুম। সবগুলো খালি, নেই কেউ।

'ঠিক আছে, ওয়ানডা। এবার বলুন, আমার জন্যে কি মেসেজ আছে।'

'কিন্তু হেলোইজের জন্যে অপেক্ষা...'

'কারও জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই। বললাম তো যে কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে ও। মেসেজটা কি?'

ইতস্তত করল ওয়ানডা কয়েক সেকেণ্ড। 'শুধু একটা ফোন নাম্বার।'

'ওয়েল?'

নাম্বারটা বলল ওয়ানডা। ফোর ওয়ান ফাইভ এরিয়া কোড, সান ফ্রান্সিসকোর নাম্বার।

'আপনার এখান থেকেই ফোন করতে হবে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু, প্লীজ...'

কলিং বেলের আওয়াজে থেমে গেল মেয়েটি। হাসল রানা। 'ওই এসে পড়েছে।'

প্রায় উড়ে গিয়ে সিকিউরিটি প্যানেলের ওপর ঝুঁকে পড়ল ওয়ানডা। 'কে?'

'হেলোইজ।' চেরির গলা ভেসে এল স্পিকারের মাধ্যমে।

'ওহ্!' মুহূর্তে মুখের চেহারা পাল্টে গেল মেয়েটির। হেসে উঠল উদ্বিগ্ন মুখটা। 'চলে এসো, হেলোইজ,' বাযার টিপে ধরল সে। 'জলদি উঠে এসো।' উদ্ভাসিত মুখে রানার দিকে ফিরল ওয়ানডা। 'বহুদিন পর দেখা হচ্ছে আজ সু মিঙের সঙ্গে। এক সময় এই বাড়িতে থাকতাম আমরা এক সঙ্গে। উফ্! কি যে আনন্দ লাগছে! আপনাকে ভুল বুঝেছি বলে দুঃখিত, মিস্টার পিটার।'

সুইচ থেকে হাত ওঠাল ওয়ানডা। থেমে গেল বাযার।

নয়

হাসিমুখে দরজার দিকে এগোল ওয়ানডা। খুশি যেন আর ধরে না। রানার উপস্থিতি মনে হলো ভুলেই গেছে। সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাল ও। দ্রুত পায়ে মাস্টার বেডরূমে এসে ঢুকল, টেলিফোনের রিসিভার তুলে বিশেষ একটা নাম্বারে টিপল। ওয়ানডার দেয়া নাম্বার নয় এটা, অন্য একটা নাম্বার। দু'বার রিঙ হতে সাড়া পাওয়া গেল ও তরফের।

'কার্ভ'স ডেলি। রবিনসন বলছি। কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'ওহ্, দুঃখিত!' বলল রানা। 'আমি বোধহয় ভুল নাম্বারে ডায়াল করেছি।'

'ওকে, স্যার।' রিসিভার রেখে দিল রবিনসন।

রেখে দিল রানাও। তারপর দ্রুত পা বাড়াল ওয়ানডার দিকে। মেয়েটি তখন দরজার নব্ ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। ভুল নাম্বার নয়, সঠিক নাম্বারেই ফোন করেছিল রানা। 'ওহ্, দুঃখিত!' মানে বুলের প্রতিনিধিকে বোঝানো যে ইনডেক্সারকে ফোনের পাশে উপস্থিত করা হোক। কাস্টডিয়ান আবার যোগাযোগ করতে পারে।

মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। পরমুহূর্তে নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেলল ওয়ানডা। 'সু...' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ মাঝপথে থেমে গেল তার। আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে এল, মুখ এখনও খোলা। চোখে মুখে অব্যক্ত বিস্ময়। 'কে আপনি!'

'আপনি যে সু মিঙকে আশা করেছিলেন সে নয়,' পিছন থেকে বলে উঠল রানা। মেয়েটির দুই ফুট ব্যবধানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। ভেতরে ঢুকে পড়ল চেরি। ঝপ্ করে ছেড়ে দিল হাতের বোঝাটা। তার হিলের ধাক্কায় লেগে গেল দরজা।

আতঙ্কে ততক্ষণে চুলের সীমানায় পৌঁছে গেছে ওয়ানডার দু'চোখ। সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে ম্যান সঙ হিঙের দিকে। 'কে আপনি! এসব কি হচ্ছে!'

'বেডরূমে নিয়ে যাও ওকে,' চোখ ইশারায় মাস্টার বেডরূমের পাশের রূমটা দেখাল রানা।

এগোল চেরি। শক্ত হাতে চেপে ধরল ওয়ানডার এক হাত। 'মুভ!'

বাধা দেয়ার চেষ্টা করল মেয়েটি, মুচড়ে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল হাত। কিন্তু কাজ হলো না। চেরি পাল্টা জোর খাটাতে ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল ওয়ানডার চেহারা। নির্দেশ পালন করা ছাড়া উপায় রইল না তার।

'ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রাখো,' বলল রানা। 'আমি একটা কাজ সেরে আসছি।'

মাথা দোলাল চেরি। ওয়ানডাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। লেগে গেল দরজা। আবার মাস্টার বেডরূমে এসে ঢুকল রানা। ওয়ানডার দেয়া নাম্বারটায়

ডায়াল করল। রিঙের পর রিঙ হচ্ছে, ধরছে না কেউ। অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করছে রানা। নাম্বারটা ঠিক আছে কি না সন্দেহ হলো। লাইন কেটে আবার ডায়াল করে দেখবে কি না ভাবছে, এমন সময় 'খুট' আওয়াজ উঠল।

একটা কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল। 'কি সাহায্য করতে পারি?'

'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা আছে আমার।'

'আপনার নাম?'

লম্বা করে দম নিল রানা। মনে মনে বলল, হে খোদা! বুলের এ তথ্যটিও যেন সঠিক হয়। 'পিটার অ্যাবেলার্ড।'

'যাক, পৌঁছেছেন তাহলে! হেলোইজ কোথায়?'

'আছে আমার সঙ্গে। ঘুমিয়ে পড়েছে। বেচারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে খুব।'

'সেজন্যেই নিউইয়র্কে আপনাদের এক রাত বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে,' বেশ মোলায়েম হয়ে উঠেছে কণ্ঠটা। 'সে যাক, কাল রাতে সান ফ্রান্সিসকো রওনা হবেন আপনারা, অথবা আপনাদের হিসেব অনুযায়ী আজ রাতও বলতে পারেন। আমেরিকান এয়ারলাইনস্ ফ্লাইট ফিফটিন। রাত ন'টা পনেরোয় জেএফকে থেকে ছাড়বে। 'আপনাদের জন্যে টিকেট করা আছে, ইনফর্মেশন ডেস্কে খোঁজ নিলেই পেয়ে যাবেন। রাত সোয়া আটটার ভেতর সংগ্রহ করতে হবে ওগুলো। এখানে পৌঁছবেন আপনারা সাড়ে বারোটায়। এয়ারপোর্ট ফর্মালিটিজ শেষ করে এই নাম্বারে রিঙ করবেন আবার। বুঝতে পেরেছেন সব?'

'হ্যাঁ।'

'গুড।'

লাইন কেটে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ রিসিভারটার দিকে চেয়ে থাকল রানা চোখ কুঁচকে। তারপর ওটা জায়গামত রেখে হাঁক ছাড়ল চেরির উদ্দেশে। 'নিয়ে এসো ওকে। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

কাঁপছে ওয়ানডা। দু'চোখ লাল, কিনারায় টলটলে পানি জমে আছে। ভয়ে শুকিয়ে গেছে মুখ। সিটিং রুমে বসল ওরা। 'আমাকে যা যা বলেছেন, ওকেও বলুন,' ওয়ানডাকে বলল চেরি। 'প্রত্যেকটা কথা।'

অবাক হয়ে চেরির দিকে তাকাল রানা। এইটুকু সময়ের মধ্যেই ওকে মুখ খুলতে বাধ্য করেছে মেয়েটি!

'শুরু করো!' দেরি দেখে ধমকে উঠল চেরি।

রানার দিকে এক পলক তাকাল ওয়ানডা। পরক্ষণেই নামিয়ে নিল চোখ। টের পেল রানা, কাঁপুনি বেড়ে গেছে মেয়েটির।

'যদি প্রাণের মায়া থাকে, শুরু করে দিন,' বলল রানা। 'হাতে সময় বেশি নেই আমাদের।'

'আমি···আমি আসল সু মিঙকে আশা করেছিলাম।'

'হ্যাঁ, জানি আমরা,' বলল চেরি। 'কিন্তু কেন আশা করছিলেন আরেকবার ব্যাখ্যা করুন।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল ওয়ানডা। 'ওরা বলেছিল গত মাসের সাতাশ তারিখ

থেকে এ মাসের সাত তারিখের মধ্যে যে কোনদিন নিউ ইয়র্কে আসবে সু মিঙ।'

'এবং মেয়েটি আসল সু মিঙ কি না সে ব্যাপারে আপনাকে ওদের নিশ্চিত করতে হবে, তাই না?' জানতে চাইল রানা।

'না না!' টপ্ টপ্ করে দু'ফোঁটা চোখের পানি ফেলল ওয়ানডা। মাথা নাড়ল জোরে জোরে। 'ওরা জানেই না যে আমি সু মিঙের পরিচিত। এ কথা কোনদিন কাউকেই জানাইনি আমি।'

এ হতে পারে না, ভাবল রানা। এরা একে অন্যের বান্ধবী, সু মিঙকে রিক্রুট করার পর নিশ্চয়ই জেনেছে সিইএলডি। তারা অবশ্যই সু মিঙের ব্যাক গ্রাউণ্ড সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে। 'ওরা বলতে কারা?'

'আমি...আমি ঠিক জানি না,' করুণ চোখে রানার দিকে তাকাল ওয়ানডা। 'সত্যিই জানি না। তবে ওদের সাহায্য না করে উপায়ও নেই আমার।'

'এই পর্যন্তই উদ্ধার করতে পেরেছি আমি,' বলল চেরি।

কিচেন ইঙ্গিত করল রানা ওকে। 'দেখো তো, প্লীজ, কফি-টফি কিছু আছে কি না।'

চট্ করে উঠে দাঁড়াল ওয়ানডা। চোখের পানি মুছে বলল, 'দুঃখিত। আমিই যাচ্ছি। আপনাদের দু'জনের খাবার তৈরি করে রেখেছি। আমি...আসলে সু মিঙ আসবে বলে...'

'বসুন,' বলল রানা। 'আপনার যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যা করার আমার বান্ধবী করবে।' চেরির উদ্দেশে বলল, 'শুধু কফি, প্লীজ।'

'অল রাইট,' বেরিয়ে গেল সে।

রানা উঠে এসে বসল ওয়ানডার পাশে। 'যাদের হয়ে আপনি কাজ করেন তাদের পরিচয় কি?'

'আপনারা পুলিস?'

'না। তবে যদি সত্যি কথা বলেন, ওয়ানডা, আপনার যাতে কোন ক্ষতি না হয় তা নিশ্চিত করতে পারব আমরা।'

'তাহলে...'

'তার আগে আপনাকে আমি একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে চাই, আপনি না বললেও আজ না হয় কাল আমরা ঠিকই সত্য জেনে যাব। সেক্ষেত্রে আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না আমাদের। বোঝা গেছে?'

কিচেনের দরজায় দাঁড়িয়ে রানার সতর্কবাণী শুনল ম্যান সঙ হিঙ। মাথা দোলাল অনুমোদনের ভঙ্গিতে। 'নিজের প্রাণের চেয়ে বড় কিছু নেই, ওয়ানডা। সত্যি কথা বললে আপনারই লাভ। বলে ফেলুন।'

পালা করে মাসুদ রানা ও চেরির দিকে কয়েকবার তাকাল ওয়ানডা। মনে হলো যেন সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্যে সংগ্রাম করছে ভেতরে ভেতরে। 'ঠিক আছে, বলছি। প্রথম থেকে?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রানা। 'একদম শুরু থেকে।'

'১৯৪৮ সালে চিনের পিকিং শহরে জন্ম আমার।'

তার মানে, ভাবল রানা, ওয়ানডার বয়সের ব্যাপারে ওর অনুমান ভুল ছিল। ছিচল্লিশ বছর বয়স এর।

'আমার বাবা-মা ছিলেন আমেরিকান নাগরিক। ব্যাপটিস্ট মিশনারি। জীবনের বেশিরভাগ সময় ওদেশেই কাটিয়েছেন ওঁরা। ১৯৪০ সালের পর থেকে চিনের রাজনীতি জটিল হয়ে উঠতে শুরু করে। বলতে গেলে পুরো দেশেই কমিউনিস্ট আর ন্যাশনালিস্টদের...'

'ওসব বাদ দিন।'

তিন কাপ কফি নিয়ে এল চেরি। বসে পড়ল ওদের সঙ্গে।

'পিকিঙের উপকণ্ঠে '৪৮ সালে যখন আমার জন্ম হয়, চারদিকে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। নভেম্বর মাস ছিল সেটা। তবু যতদূর মনে পড়ে শিশুকালটা আমার মোটামুটি আনন্দেই কেটেছে। যুদ্ধের সময় সর্বত্র যা হয়, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদিতে কখনও আমাদের পড়তে হয়নি। শিক্ষার প্রথম হাতেখড়ি আমার বাবা-মায়ের কাছে। ওঁরা আমাকে নিজেদের ধর্ম অনুসারে গড়ে তুলেছেন, যদিও ওসবে আমার খুব একটা আস্থা ছিল না।

'একটু একটু বুঝতে শিখেছি তখন, কমিউনিস্টদের মতবাদ শুনে মনে হত এসব ধর্ম-কর্ম সব ফালতু।' কফিতে চুমুক দিল ওয়ানডা। 'ওই এলাকায় কেবল আমরাই ছিলাম আমেরিকান, ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে বাবার বেশকিছু বিধিনিষেধ ছিল। ঘরে বসেই প্রার্থনা ইত্যাদি করতাম আমরা। আর বাইরে চলত ধর্ম বিরোধী যত তৎপরতা। আমার মনে হত বুঝি কমিউনিস্টরাই ঠিক করছে। আমরা ভুল করছি।

'যা হোক, ওই সময় রেড আর্মির কিছু কিছু অফিসার আমাদের বাসায় আসত। পরে শুনেছি, আমার জন্মের আগে থেকেই তারা বাবা-মাকে চিনত, খোঁজ-খবর নিতে আসত তারা মাঝেমধ্যে। আমার যখন ষোলো বছর বয়স, তখন জানতে পারি, ওই যুদ্ধের সময় বাবা মারাত্মক আহত এক অল্প বয়সী রেড আর্মি অফিসারকে আমাদের বাসায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেবা-যত্ন করে মা তাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন, গোপনে। জানাজানি হয়ে গেলে সে তো বটেই, আমাদেরকেও জ্যান্ত পুঁতে ফেলত ন্যাশনালিস্টরা।

'মাও ক্ষমতা গ্রহণের পর সেই অফিসার একদিন বাসায় এল আমাদের। আশ্বাস দিয়ে গেল যাতে সরকারের তরফ থেকে আমাদের কোন অসুবিধে না হয় তা সে দেখবে। প্রয়োজন দেখা দিলে সে আমাদের চিনের বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। ক'দিন পর আবার এলো লোকটা। জানাল, আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। সরকার আমাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবে না, যদি আমার বাবা সরকারের দাবি মেনে নেন।'

'কিসের দাবি?' কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল রানা।

'সরকারের কিছু কিছু কাজ করে দেয়া। যেমন মাওয়ের বাণী সম্বলিত বই ইংরেজিতে অনুবাদ করা ইত্যাদি। পরিস্থিতির কারণে সে দাবি মেনে নিলেন বাবা, কিছু কাজও করে দিলেন। সরকার সন্তুষ্ট হয়ে বাবার নামে শহরের ভেতর বড়

একটা বাসা বরাদ্দ করল। আমরা উঠে এলাম সেখানে। তবে সে সময় আমি মোটামুটি রাজনীতি বুঝতে শিখেছি। দেখেছি প্রাণের দায়ে বাবাকে সরকারের হয়ে অনেক নীতিবিরুদ্ধ কাজও করতে হয়েছে। মুখ বুজে করে যেতেন বাবা, কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগত।

'আমার বয়স যখন চব্বিশ, তখন একদিন গভীর রাতে আমাদের বাসায় এল সেই অফিসার। বাবার সঙ্গে কী সব গোপন আলোচনা করল প্রায় ভোর পর্যন্ত। পরদিন সকালে বাসার দরজায় সশস্ত্র আর্মি গার্ড দেখে ঘাবড়ে গেলাম আমরা। বুঝলাম আমাদের আর রেহাই নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে আমাদের।

'পরদিন আবার এল লোকটা। এবার সরাসরি কথা বলল আমার সঙ্গে। বলল আমি যদি আমেরিকা যেতে রাজি না হই তাহলে আমাদের সে রক্ষা করতে পারবে না। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আমাদের নাকি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে সে ক্ষেত্রে। বলল আমার পাসপোর্টসহ অন্যান্য কাগজপত্র এবং নিউ ইয়র্কে আমার চাকরি, সবকিছুর ব্যবস্থা ওরাই করে দেবে। আমি কেবল রাজি হলে হয়। তাহলে বৃদ্ধ বয়সের দিনগুলো শান্তিতেই কাটাতে পারবেন বাবা-মা।'

'আপনি রাজি হয়ে গেলেন?'

'না হয়ে কোন উপায় ছিল? বলা হলো এখানে আমাকে আমার বাবার নির্দেশ মত চলতে হবে।'

'বাবার নির্দেশ?'

'প্রায় প্রতি মাসেই একটা দুটো চিঠি আসে বাবার। ওতে কখনও কখনও এটা ওটা নির্দেশ থাকে। যদিও আমি মনে করি না বাবাকে ওরা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। চিঠি অবশ্য নিয়মিতই আসে। হাতের লেখাও বাবার বলেই মনে হয়।'

'নির্দেশগুলো পালন করে যান আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে আসার পর পরই চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যায় আপনার?'

'হ্যাঁ। জাতিসংঘে অনুবাদক পদে যোগ দিই আমি। কয়েকটা চিনা ভাষা, জার্মান, রাশান আর ফ্রেঞ্চ জানি আমি। কাজেই কোন অসুবিধে হয়নি চাকরি পেতে। যদিও চিনারাই পাকা করে রেখেছিল ব্যবস্থাটা।'

'এ পর্যন্ত ওদের কতগুলো নির্দেশ পালন করেছেন আপনি? কি জাতীয় কাজ ছিল ওগুলো?'

'খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে মনে হয় না। কোথাও কোন সংবাদ পৌঁছানো, এক-আধটা চিঠি পিক করা, নির্দেশিত ঠিকানায় পৌঁছে দেয়া, এইসব। তা-ও খুব কম। এ পর্যন্ত বেইজিং থেকে দু'দফায় মোট চারজন এসেছে আমার এখানে। পিটার অ্যাবেলার্ড আর সু মিঙকে নিয়ে ছয়জন হওয়ার কথা ছিল।'

'আগে যারা এসেছে, তারা চিনা ছিল?'

'প্রথম দফায় দু'জন ছিল ককেশিয়ান, একজন চিনা। ছয় বছর আগে এসেছিল তারা। চিনা লোকটা খুব ভাল ছিল। পরেও কয়েকবার এসেছে সে। তবে আনঅফিশিয়ালি। কেবল আমার সঙ্গে দেখা করতে। দ্বিতীয় দফায় এসেছিল

দুই চিনা, একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে।'

'আর প্রথমবারের সেই চিনা, যে কয়েকবার এসেছিল? তার মাধ্যমে কখনও কোন নির্দেশ পাননি?'

'না না। আনঅফিশিয়াল ভিজিটে আসত ও। মানে...'

'বুঝেছি। যে রেড আর্মি অফিসারটির কথা বললেন, সে নিশ্চয়ই জেনারেল তিয়েন শিয়েন?'

একটা ঢোঁক গিলল ওয়ানডা। 'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি করে?'

'চোখে গুলি খেয়ে আপনাদের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল লোকটা এবং আপনার মা তার সেই ক্ষতই সারিয়ে তুলেছিলেন, ঠিক?'

'হ্যাঁ। বাঁ চোখে গুলি খেয়েছিল সে।'

'আপনার এখানে কখনও এসেছে লোকটা?' আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা।

চুপ করে থাকল ওয়ানডা।

'এসেছে কখনও?'

'হ্যাঁ।'

'কতবার?'

'বছরে দু'বার আসে নিয়মিত। বুড়ো হয়ে গেছে এখন। তবে নিয়মের হেরফের করে না কখনও। প্রতিবার আসার সাতদিন আগে টেলিফোন করে। এখানে-ওখানে বেড়াতে নিয়ে যায় আমাকে। এবং প্রতিবারই একই মিথ্যে আওড়ায়।'

'আপনার বাবা মা-র ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ।'

'ওয়ানডা, যে কাজে আপনি নিয়োজিত, তা কি ধরনের কাজ বোঝেন আপনি? জানেন একে কি বলে?'

'এসপিওনাজ।'

'হুঁম। এবার আসল সু মিঙ সম্পর্কে বলুন।'

'ইউনাইটেড নেশনসের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে চাকরি করত সু মিঙ। ওখানেই পরিচয়। খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমরা দুজন।' একটু বিরতি। 'খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম। একদিন ও বলল, ওকে ওর ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে হবে খুব শিগ্‌গির। লীজের কাগজপত্রে নাকি কী সব গোলমাল ধরা পড়েছে, তাই। আমি সানন্দে মিঙকে আমার ফ্ল্যাটে চলে আসার প্রস্তাব দিলাম। দু'বছর আগে পর্যন্ত আমি আর সু মিঙ এই বাসাতেই ছিলাম একসঙ্গে। এরপর আরও ভাল বেতনের চাকরি পেয়ে সান ফ্রান্সিসকো চলে গেল ও। অনেক বেতন ছিল, তখন যা পেত, তার প্রায় দ্বিগুণ।'

'তারপর?'

'ওখানে গিয়ে আমাকে নিয়মিত চিঠি দিত সু মিঙ। টেলিফোন করত। একবার এক চিঠিতে লিখল, ও নাকি খুব দুশ্চিন্তায় আছে কোন এক ব্যাপারে! ব্যাপারটা নিয়ে পুলিসের সঙ্গে কথা বলা উচিত।'

'চিঠিটা আছে আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ, আছে। দেখবেন?'

'থাক এখন। পরে। তারপর কি হলো বলুন।'

'তারপর আর যোগাযোগ করেনি কোনদিন সু মিঙ। না চিঠি লিখে, না ফোন করে। তবে বেচারীর ভাগ্যে কি ঘটেছে, পরে আন্দাজ করতে পেরেছি আমি।'

'যেমন?'

'যে চিনা যুবকের কথা বললাম তখন, মাঝে মধ্যে আসত আমার খোঁজ-খবর নিতে, সু মিঙ নীরব হয়ে যাওয়ার মাসখানেক পর আবার এলো সে। পোশাক-পরিচ্ছদে সেবার খুব বাহার দেখলাম তার। অন্য সময় প্রতিবার তাকে জিনস্ শার্ট বা উইণ্ড-চিটার পরতে দেখেছি, সেবার এল খুব দামী আরমানি স্যুট পরে। এক হাতে সোনার রোলেক্স, অন্য হাতে মোটা চেইনের আইডি ব্রেসলেট। তিন-চারটা সোনার আংটি। বেশ বোঝা যাচ্ছিল হঠাৎ করে হাতে মোটা টাকার অঙ্ক পড়েছে ছেলেটির।

'আমি ঠাট্টা করে বললাম, ব্যবসা খুব ভালই চলছে মনে হয়? উত্তরে হাসল সে। বলল না কিছু। তাই আরেকটু খোঁচা দেয়ার জন্যে বললাম, তাহলে তো পুলিসকে খবর দিতে হয়। কথাটা শোনামাত্র ভীষণ রেগে গেল ছেলেটা। চড় মেরে বসল আমাকে। পরে অবশ্য ক্ষমা চেয়েছে সে। তবে যাওয়ার আগে বলে গেছে বেশি চালবাজি করলে নাকি আমার অবস্থাও সু মিঙের মত হবে। কথাটা কেন বলল জানতে চাইলে পাশ কাটিয়ে গেল। তখনই সন্দেহ হয় আমার যে সু মিঙকে হত্যা করা হয়েছে। এই তো কদিন আগের ঘটনা এটা।

'এরপর চিঠির মাধ্যমে আপনাদের ব্যাপারে নির্দেশ আসে। জানতে পারি আর্নেস্ট ক্যাম্পবেল নামে এক লোক আসবে, যে নিজেকে পরিচয় দেবে পিটার অ্যাবেলার্ড বলে। সঙ্গে থাকবে তার স্ত্রী, হেলোইজ। এই হেলোইজই নাকি সেই সু মিঙ। ভেবেছিলাম··· ভেবেছিলাম, হয়তো বুঝি তাই হবে। খুব আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম এতদিন পর সত্যি তাহলে দেখা পাব প্রিয় বান্ধবীর। বেঁচে আছে তাহলে মেয়েটা। কিন্তু আপনাকে দেখে,' চেরির উদ্দেশে বলল ওয়ানডা, 'বুঝলাম, সত্যিই ও বেঁচে নেই। মেরে ফেলা হয়েছে ওকে।'

'কোন সন্দেহ নেই,' ভুরু কুঁচকে ভাবছে রানা। কেন যেন হঠাৎ করেই ওয়ানডার নিরাপত্তার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠল ও। 'আমাদের, মানে, পিটার-হেলোইজের ব্যাপারে যে নির্দেশ পেয়েছিলেন, তাতে কি এমন উল্লেখ ছিল যে সেই সু মিঙ-ই হেলোইজ হয়ে আসছে?'

'হ্যাঁ, ছিল।'

'বিপদের কথা,' আপন মনে যেন নিজেকেই শোনাল রানা।

'কিসের বিপদ?' জানতে চাইল চেরি।

প্রশ্নটা শুনতে পায়নি ও। 'শুনুন, ওয়ানডা, আজ যদি পিটার-হেলোইজ আমাদের বদলে এখানে আসার সুযোগ পেত, এতক্ষণে লাশ হয়ে যেতেন আপনি।'

চোখ পিট্ পিট্ করে উঠল মেয়েটির। 'কেন?'
চেরির মনেও একই প্রশ্ন উদয় হলো। 'কেন মরতে হত? এর কি অপরাধ?'

'অপরাধ এই যে ওয়ানডার মনে সু মিঙের পরিণতি সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে। এবং ব্যাপারটা জেনারেল তিয়েন শিয়েনকে জানিয়েছে সেই লোক। তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক নির্দেশের সঙ্গে আসল সু মিঙ আসছে এরকম একটা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ করেছে সিইএলডি। কে আসছে না আসছে তা নিয়ে ওয়ানডার মাথা ব্যথা থাকার কোনই কারণ নেই। আর ওদেরও তা উল্লেখ করার কোন কারণ আছে বলে মনে করি না আমি।

'অনুমান করা যায়, ওদের ইচ্ছে ছিল সু মিঙ আসছে সেই খুশিতে বিভোর থাকুক ওয়ানডা। এ নিয়ে আর কারও সঙ্গে আলোচনা না করুক। তারপর পিটার বা হেলোইজ যে-ই হোক, এসে বিহিত করবে ওয়ানডার। কারণ বলার পরও যখন আসল সু মিঙের...'

'বুঝতে পেরেছি!' শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেছে ওয়ানডার। ফিস্ ফিস্ করে কোনমতে উচ্চারণ করল সে, 'ও মাই গড!'

'আসলে গত মাসের সাতাশ তারিখেই মৃত্যু ঘটার কথা ছিল আপনার। ঘটতও তাই, যদি না সময় মত পিটার আর নকল সু মিঙকে পাকড়াও করা সম্ভব হত।'

'ও মাই গড! এত বছর ওদের হয়ে কাজ করলাম, আর এখন কি না আমাকেই হত্যার পরিকল্পনা করেছে ওরা?'

'এ লাইনে এটাই নিয়ম, ওয়ানডা।'

'আমাকে...আমাকে কি পুলিসে দেবেন আপনারা?'

'পুলিস? না,' মাথা দোলাল রানা। 'তবে আপনার নিরাপত্তার জন্যে কিছু না কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। ভাববেন না, আমরা আমাদের ওয়াদা রক্ষা করব। তবে...সু মিঙের ব্যাপারে আরেকটু নিশ্চিত হতে হবে। বলা যায় না, আমাদের ধারণা হয়তো সত্যি না-ও হতে পারে। যদিও সে সম্ভাবনা খুব কম। দেখা যাক্। চেরি, কিছুক্ষণের জন্যে সামাল দিতে পারবে এদিকটা? আমি একটু ঘুরে আসছি।'

'টেলিফোন?'

'হ্যাঁ। আমি অথবা ইনডেক্সার ছাড়া আর যে-ই আসুক, দরজা খুলবে না। গট দ্যাট?'

'ইয়েস্।'

দশ

এত রাতেও প্রচুর ট্রাফিক রয়েছে রাস্তায়। অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে পেভমেন্টে এসে দাঁড়াল রানা। তাড়াহুড়োয় গরম কিছু গায়ে দিয়ে আসার কথা

খেয়াল ছিল না বলে নিজেকে খানিক দাঁত খিঁচাল ও। হিমেল বাতাস বইছে। গায়ের পাতলা সুতির জ্যাকেট ভেদ করে ভেতরে ঢুকছে ঠাণ্ডা।

কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়া চলবে না। উপায় নেই। তাড়া আছে। দ্রুত পা চালাল রানা পার্কার মেরিডিয়েন হোটেলের দিকে। অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসে কমাণ্ডার বিল ট্যানারকে দেখতে পেল ও। রাস্তার ওপরে প্রকাণ্ড এক লিমো ক্যাবের ড্রাইভিঙ সীটে বসে আছে সে, মাথায় শোফারের ক্যাপ। মনে মনে হাসল রানা। জেরাল্ড হিকির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে চলেছে বিল ট্যানার।

তাড়াতাড়ি হাঁটার ফলে কিছুটা হলেও উপকার হলো রানার। আগের মত অতটা শীত লাগছে না। পাঁচ মিনিটের পথ তিন মিনিটে পেরিয়ে এল ও। হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নাইট পোর্টার। 'মে আই হেলপ ইউ, বাডি?'

'লবির একটা পাবলিক টেলিফোন ব্যবহার করতে চাই তোমাদের,' কথার ফাঁকে দশ ডলারের একটা নোট ধরিয়ে দিল রানা লোকটার হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে সম্বোধন পাল্টে ফেলল সে। 'রাইট, স্যার! শিওর। যদি বলেন ক্যাবও ডেকে দিতে পারি।' নোটটা চালান করে দিল পকেটে।

'না, ধন্যবাদ।'

হোটেলের ঝলমলে লবিতে ঢুকে পড়ল রানা। বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে অনেকগুলো বুদ। সবগুলো খালি। প্রথম বুদে ঢুকে পটে ক্রেডিট কার্ড ঢোকাল ও। জিনিসটা যে নকল, টের পায়নি বোবা যন্ত্র, কলটা চালান করে দিল প্রার্থিত নাম্বারে। এটা ওয়ানডার ওখান থেকে করা সেই লোকাল নাম্বার।

'কার্ল্ড'স ডেলি। রবিনসন বলছি।'

'কাস্টডিয়ান!'

'ওহ্, ইয়েস?'

'ইনডেক্সারের বস্‌কে চাই। কুইক!'

লাইনে খুট্ খাট্ আওয়াজ উঠল কয়েকবার, তারপর জেরাল্ড হিকির দূরাগত কণ্ঠ শোনা গেল। 'কাস্টডিয়ান? কোত্থেকে?' সান ফ্রান্সিসকো থেকে কথা বলছে সমন্বয়কারী।

'পাবলিক বুদ। আমাদের হোস্ট জানা গেছে আসল মিঙ্ক কোট আশা করছিল। তাকে সেরকমই নাকি বলা হয়েছিল কানার পক্ষ থেকে। আপনার ওখানে ওটা কোন মিঙ্ক কোট জানা দরকার। বুঝতে পারছেন?'

'না। তবে অসুবিধে নেই, বলে যান।'

'আমাদের হোস্ট কসম করে বলেছে ভেতরের ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানে না। ও সত্যি বলছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। সুপিরিয়রদের তরফ থেকে বিপদ হতে পারে ওর। কাজেই আমরা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাইট সিয়িঙে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আজ রাতে ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছি আমরা।'

'জেটসেটার!' উল্লাস প্রকাশ পেল হিকির কণ্ঠে।

'ইনডেক্সারের সঙ্গে ফ্যাক্স যোগাযোগ আছে?'

'অফ কোর্স।'

'তাহলে আপনার মিঙ্ক কোটের একটা ছবি তুলে এখনই পাঠিয়ে দিন। ব্যাপারটা খুব জরুরী।'

'মনে করুন পৌঁছে গেছে ছবি। আর কিছু?'

'আপনি জানেন, আমি কোথায় আছি, ঠিক?'

'ঠিক।'

'ইনডেক্সারের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে আমার, কিন্তু ব্যস্ততার জন্যে কথা বলার সুযোগ হয়নি। ওকে বলুন, আমি পিয্যার অর্ডার দিলে যেন ও নিজেই নিয়ে আসে।'

'বলে দিচ্ছি এখনই।'

ফোন রেখে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ওকে দেখে সামনে এসে দাঁড়াল নাইট পোর্টার। 'ওকে, স্যার?'

'লাইন পেতে দেরি হয়ে গেল। আমার বান্ধবী কার সঙ্গে কথা বলছিল যেন, দাঁড়িয়ে থাকতে হলো অনেকক্ষণ।'

'মেয়েমানুষ!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল লোকটা, যেন বোঝাতে চাইল মেয়েরাই দুনিয়ার যত সমস্যার প্রধান কারণ।

ওয়ানডার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল রানা। বড় এক প্লেট স্যাণ্ডউইচ, থার্মোস ভর্তি কফি সামনে নিয়ে বসে আছে চেরি-ওয়ানডা। 'সব ঠিক আছে?' জানতে চাইল রানা।

'ফাইন,' হাসল চেরি। 'তবে ওয়ানডা ভয় পাচ্ছে খুব।'

'কেন?'

'ভাবছে আমরা হয়তো ওকে পুলিসের হাতে তুলে দেব।'

মেয়েটির মুখোমুখি বসল রানা। 'প্রশ্নই আসে না, ওয়ানডা। আপনাকে কথা দিয়েছি আমরা আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। কাজেই ও নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করবেন না।'

উঠে গিয়ে টেলিফোনে তিনটে জাম্বো সাইজ পিয্যার অর্ডার দিল ও কার্ভে'স ডেলিকে। 'এত কে খাবে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল চেরি। 'ওয়ানডা যা তৈরি করে রেখেছে, তা দিয়ে পুরো এক রেজিমেন্ট আর্মির পেট ভরানো যাবে।' দু'হাতে ধরা আরেকটা বড় প্লেট উঁচু করে দেখাল সে রানাকে, কিচেন থেকে নিয়ে এসেছে এইমাত্র। রুটি, ধূমায়িত স্যামন আর চীজের ছোটখাট এক পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ওপর।

'শুধু ওতেই পেট ভরে না আর্মির,' গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল রানা। 'এঞ্জিনিয়ার, নার্স, এয়ার সাপোর্ট, আরও অনেক কিছু লাগে।'

ওর হেঁয়ালিপূর্ণ মন্তব্যে কিছু একটা অনুমান করে নিল চেরি। ভুরু সামান্য কুঁচকে উঠেই সমান হয়ে গেল আবার। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না।

'আমাকে কি জেলে দেয়া হবে?' জিজ্ঞেস করল ওয়ানডা। ওর চেহারায় হিস্টিরিয়ার পূর্ব লক্ষণ ফুটে উঠেছে পরিষ্কার।

'যতক্ষণ লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার নির্দেশ মেনে চলবেন, ততক্ষণ কিছুই হবে

না আপনার। ওয়ানডা, আমি চাই আপনি শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। অহেতুক দুশ্চিন্তা করে মনোবল নষ্ট করবেন না।' একটা স্যাণ্ডউইচে কামড় বসাল রানা। 'নিশ্চিন্ত থাকুন।'

আধ ঘণ্টা পর বেজে উঠল কলিং বেল। 'কার্ভ'স ডেলি থেকে পিয্যা নিয়ে এসেছি,' বিল ট্যানারের গলা ভেসে এল।

'চারতলায় চলে এসো, প্লীজ,' বলল রানা।

'বলি পেটে কি রাক্ষস ঢুকেছে নাকি, অ্যাঁ?' মেয়েদের উদ্দেশে চওড়া হাসি দিয়ে বলল বিল ট্যানার। চোখ বড় করে স্যাণ্ডউইচ আর তার পাশের প্লেটটার দিকে চেয়ে আছে। 'এত সব থাকতে পিয্যা কি কাজে লাগবে?' পরের প্রশ্নটা রানার উদ্দেশে করল সে।

'আরে, লাগবে লাগবে! জানো না তো কী পরিমাণ খিদে আমার। দেশে কোন কোন বেলায় তোমার সাইজের আস্ত একটা গরু একাই খেয়ে ফেলি আমি, বুঝলে? এখানে ওসব জোটে না বলে পেটে সব সময় একটা খাই খাই ভাব থাকে আমার।'

হাসল বিল ট্যানার। পিয্যার প্যাকেটটা রাখল টেবিলে। শার্টের পকেট থেকে একটা ছবি বের করে রানাকে দিল। 'নাও।'

দেখল রানা ছবিটা। ওয়ানডার দিকে এগিয়ে গেল। 'দেখুন তো, এই সেই সু মিঙ?'

কাঁপা হাতে ছবিটা নিল সে। এক পলক দেখেই প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগল। 'না! এ সে নয়! একে কখনও দেখিনি আমি!'

'দেখেননি?'

'না। সু মিঙের চেহারা আরও সুন্দর। চোখে গণ্ডগোল ছিল ওর, পাওয়ারওয়ালা চশমা পরত।'

'গুড।' ছবিটা বিল ট্যানারকে ফিরিয়ে দিল রানা। 'এটার আর কোন প্রয়োজন নেই। কাল রাত সোয়া ন'টায় সান ফ্রান্সিসকো যাচ্ছি আমরা।'

লম্বা তর্জনি দিয়ে নাকের পাশটা চুলকাল কমাণ্ডার। 'আড়ালে কিছু কথা বলার ছিল, ইওর অনার।'

প্যাসেজওয়েতে এসে দাঁড়াল ওরা। 'অনারেবল লেডির জন্যে কয়েকটা ঘুমের বড়ি নিয়ে এসেছি,' বলল সে। 'খাইয়ে দাও। নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।'

নিল রানা ওগুলো। অল্প শক্তির চারটে বড়ি। 'কতক্ষণ থাকবে এর অ্যাকশন?'

'কম করেও চব্বিশ ঘণ্টা।'

'অল রাইট।'

'কাল কখন রওনা হচ্ছ তোমরা?'

'সন্ধে সাতটার দিকে। ফ্লাইট নাম্বার পনেরো, সোয়া নটায়। আমেরিকান এয়ারলাইনস।'

'আসল সু মিঙ নকল সু মিঙ নিয়ে আমাদের আর মাথা না ঘামালেও চলবে,

কি বলো?'

'রাইট।'

'ওকে, স্যার। বলুন, আর কি সেবা করতে পারি আপনার? গা ম্যাসেজ বা থালা-বাসন ধোয়া? বা যদি এক-আধটা কান্ট্রি সঙ শুনতে চান, শোনাতে পারি।'

দরজা মেলে ধরল রানা। দশ ডলার টিপস্ ধরিয়ে দিল ট্যানারের হাতে। 'আউট।'

নোটটার গায়ে সশব্দে চুমু খেলো ট্যানার। 'ধন্যবাদ, স্যার। আপনি দয়ার নর্দমা, থুড়ি, সাগর।'

হাসি চেপে দরজা বন্ধ করল মাসুদ রানা। ঘরে ফিরে এসে ঘোষণা করল, 'ঘুমাবার ব্যবস্থা করতে হয় এবার। ওয়ানডা, ভেতরে চলুন। আপনি নিশ্চই খুব ক্লান্ত। এই ঘুমের বড়িগুলো খেয়ে শুয়ে পড়ুন।'

চমকে মুখ তুলল মেয়েটি। চোখে সতর্ক চাউনি। 'বিষ!'

'না!' কঠোর গলায় বলল রানা। 'বিষ নয়। কামন, ওয়ানডা। আমরা ক্লান্ত, বিশ্রাম দরকার সবার।'

'না! না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে চেহারা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে বসা থেকে, সন্ত্রস্ত চোখে পালাবার পথ খুঁজছে।

এগিয়ে এসে তার কবজি চেপে ধরল চেরি। 'পাগলামি করবেন না, ওয়ানডা। বিষ দেয়ার হলে কফির সঙ্গে অনেক আগেই খাইয়ে দেয়া যেত আপনাকে। চলুন, বেডরুমে চলুন।'

তিন মিনিট পর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চেরি। চুলে ব্রাশ চালাতে চালাতে রানার কাছে এসে দাঁড়াল। 'ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'সব ক'টা গিলেছে তো?'

'হুঁম! ঝড়ে পড়া মোমবাতির মত নিভে গেছে মুহূর্তে।'

'গুড। যাও, তুমিও শুয়ে পড়ো গিয়ে।'

রহস্যময় হাসি ফুটল চেরির মুখে। হাত থেমে গেছে। 'একা একা? কিন্তু ওরা যে বলল আমাকে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে সবসময়? এক বিছানায় ঘুমাতে হবে?'

'নিশ্চই হবে। তবে আজ নয়, কাল থেকে। আজ রাতটা ওই দরজা পাহারা দিয়ে কাটাতে হবে আমাকে।'

'ও-কে,' টেনে টেনে বলল মেয়েটি। এগিয়ে এসে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে আলতো করে চুমু খেলো রানার গালে। 'গুড মর্নিং, প্রিয়তম স্বামী।'

পরদিন সন্ধে সাতটায় যখন অ্যাপার্টমেন্ট হাউস ত্যাগ করল ওরা, ওয়ানডা তখনও মড়ার মত ঘুমিয়ে। এর মাঝে দুই দফায় ঘণ্টা ছয়েক ঘুমিয়ে নেয়ার সুযোগ পেয়েছে রানা। চেরি এক ঘুমেই পার করে দিয়েছে ঝাড়া আট ঘণ্টা। ভোর ছ'টায় রানার প্রথম দফা ঘুম ভাঙে ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজার কাছে ভূমি শয্যায়।

শাওয়ার-শেভ সেরে কফি বানিয়ে খেয়েছে এক কাপ। চ্যাঙ লি আসল সু

মিঙ কি নকল সু মিঙকে আশা করছে, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। নিশ্চিত হওয়া গেছে নকলটিকেই আশা করছে সে, কাজেই প্রফুল্ল মনে মিশনের আর সব খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে পেরেছে রানা বাকি সময়টা। একবার ভেবেছে জেরাল্ড হিকির সাহায্যে খবরটা রাহাত খানকে জানিয়ে চিন্তামুক্ত করবে। কিন্তু পরে মনে হয়েছে বিল ট্যানারের মাধ্যমে এ খবর আরও আগেই নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে বৃদ্ধের কাছে। তাই আর যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি ও।

টেলিফোনে রেয়ান অ্যাণ্ড সন্স ক্যাব কোম্পানি থেকে গাড়ি আনিয়ে সাতটায় এয়ারপোর্টের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে রানা আর চেরি। ড্রাইভার লোকটা আস্ত রিক, তবে একটু বেশি কথা বলে। এ শহরে আর ক'দিন পর মানুষের চেয়ে কুকুরের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে, তার এক বন্ধুর কিছুদিন আগে ছিনতাইকারীর হাতে পড়া এবং সে ব্যাপারে পুলিসকে তেমন কিছু করতে না দেখা, এইসব নিয়ে বক্ বক্ করতে করতে গাড়ি চালাচ্ছে সে।

আচমকা লাফিয়ে উঠল লোকটা। 'ওই দেখুন, স্যার,' ওপাশের ফুটপাথে মলিন জিনস আর রোলনেক আধময়লা গেঞ্জি পরা এক যুবক নিগ্রোকে দেখাল সে। কাঁধে একটা বড়সড় টিভি সেট বয়ে নিয়ে চলেছে লোকটা। 'বাজি ধরে বলতে পারি ওটা চুরির মাল। দেখুন কেমন নিশ্চিন্তে নিয়ে চলেছে, অথচ পুলিস এসব দেখেও দেখে না। কি যে হবে আমেরিকার!'

সাইড ভিউ মিররের পিছনের তিন নম্বর ট্যাক্সিতে বিল ট্যানারকে এক ঝলক দেখতে পেল রানা। 'মাঝের পার্টিশন তুলে দিলে তুমি কিছু মনে করবে?' ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল রানা।

'গো অ্যাহেড, স্যার। যা খুশি তাই করতে পারেন, আমার কিছু আসবে যাবে না।'

বোতাম টিপে দিয়ে পাশে তাকাল ও। 'চেরি, এবার তোমার জীবন কাহিনী শোনা যাক।'

ঘনিষ্ঠ হয়ে এল মেয়েটি। রানার কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বসল। 'কেন, ওরা তোমাকে আমার ডোশিয়ে পড়তে দেয়নি?'

'দিয়েছিল। কিন্তু পড়ার সময় পেলাম কখন? শুনেছি তুমি ক্যান্টনিজ।'

'হ্যাঁ। আরও তিন-চারটে চিনা ভাষা জানি। আমি ফোর্থ জেনারেশন আমেরিকান। ইউএস নেভিতে ঢুকেছিলাম পৃথিবী দেখব বলে। কিন্তু ট্রেনিঙ পুরো হওয়ার আগেই আমাকে ছিনিয়ে নিল সিআইএ, অফিস দেখেই কাটল এত বছর। আমার বাবা অবশ্য এতে খুশি।'

'বয় ফ্রেন্ড?'

হাসি মুছে গেল চেরির। 'বিয়ে হতে যাচ্ছিল আমার, কিন্তু শেষ সময় বিশ্বাস ভঙ্গ করে বসল ও। খুব কষ্ট পেয়েছি কিছুদিন।'

'এখনও ভালবাস ওকে?'

'ঠিক জানি না।'

'দেখা হয় ওর সঙ্গে?'

হয়। নতুন এক বান্ধবী জুটিয়ে নিয়েছে'।'

চেরির আক্ষেপ টের পেল রানা। 'একটা কোটেশন পড়েছি, "যদি কখনও তোমার মনে হয় প্রেমিক বা প্রেমিকার ভালবাসার নদী শুকিয়ে গেছে, দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে আস্তে করে সরে পড়ো, অন্য রাস্তা দেখো"।'

'কার উক্তি?'

'বায়রন। তাঁর আরেকটা বিখ্যাত কোটেশন, "ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগতে তিন বছরের বেশি সময় লাগে না"।'

'ব্যাপারটা পুরুষের বেলায় হয়তো খাটে, রানা। মেয়েদের হৃদয় জোড়া লাগতে সময় বেশি লাগে।'

'বাদ দাও। তারপর বলো।'

'ছোটবেলায় খুব দুরন্ত ছিলাম। ষোলো বছর বয়সে ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়ি। তবে ভাগ্য ভাল যে সময় থাকতে ত্যাগ করতে পেরেছিলাম মরণ নেশাটা। একমাত্র আমিই পেরেছিলাম, আমার সঙ্গীদের কেউ পারেনি। পট থেকে হার্ড ড্রাগস, তারপর এক এক করে মারা গেল সবাই। একজন দু'জন নয়, দশজন। ওদের কথা মনে পড়লে এখনও কাঁদি আমি। খুব কষ্ট হয়। সবাই জানে আমেরিকা সবচে' ধনী দেশ, টাকার অভাব নেই আমাদের, কাজেই আমাদের মত সুখী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কথাটা যে কতবড় ভুল, বোঝানো যাবে না।...

'আমাদের প্রধান এবং মারাত্মক একটা রোগ হলো হতাশা। হতাশাই এ দেশের ছেলেমেয়েদের ঠেলে দেয় মাদক গ্রহণের দিকে। যে হারে এই প্রবণতা বাড়ছে, কোন সন্দেহ নেই আগামী শতাব্দির অর্ধেক পেরোবার আগেই মুখ থুবড়ে পড়বে আমেরিকা। জাতির মেরুদণ্ড বলে থাকবে না কিছু।'

'বোধহয় ঠিকই বলেছ তুমি, চেরি। বিশ্বজয়ী রোমানরাও একদিন এভাবেই ডুবেছিল। তুমি জানো রোম সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ কি?'

'না।'

'লেড, সীসা। সীসা দিয়ে এক জাতীয় মাদক তৈরি করতে শিখেছিল ওরা। ওই মাদকই শেষ পর্যন্ত ওদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল।'

কয়েক মুহূর্ত কথা বলল না চেরি। তারপর হঠাৎ করেই ঘুরে তাকাল রানার দিকে। ওর চোখে আশঙ্কার ছায়া দেখল রানা। 'আমাদের মিশন,' বলল চেরি। 'মানে, কোথাও কোন...'

'বিপদে পড়ব কি না আমরা, এই তো? যতক্ষণ তোমার ভুল না হবে যে আমি আর্নেস্ট আর তুমি সু মিঙ, ততক্ষণ ঠিকই থাকবে সব।'

'ইয়েস। এবং তুমি আমার স্বামী।'

'ঠিক।' মেয়েটি একটু একটু করে আকর্ষণ করছে ওকে, বেশ টের পাচ্ছে রানা।

আমেরিকান এয়ারলাইনস ডেস্কে গিয়ে নিজের নাম বলতেই মাসুদ রানার দিকে দুটো টিকেট এগিয়ে দিল ক্লার্ক। 'টিকেটের দাম পরিশোধ করা আছে, স্যার,' বলল লোকটা।

টিকেট নিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল ও। লাগেজ চেক করা হলো ওদের। তারপর ব্রিফকেস আর চেরির কাঁধ ব্যাগ ছাড়া বাকি দুটো তুলে দেয়া হলো হ্যাণ্ডলারদের হাতে। সিকিউরিটি পার হয়ে কাছের রেস্টরুমের দিকে পা বাড়াল রানা চেরিকে অপেক্ষা করতে বলে। ওখানে খালি দেখে একটা কিউবিকল্-এ ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল।

দ্রুত হাতে ব্রিফকেস খুলল রানা। ভেতরের ফল্স্ কম্পার্টমেন্টে শুয়ে থাকা ওয়ালথারের বিযুক্ত অংশগুলো ঝট্পট জোড়া লাগাল। ম্যাগাজিন ভরল, চেম্বারে এনে রাখল একটা বুলেট। তারপর সেফটি ক্যাচ অন্ করে দিল। সবশেষে ভারি উলেন জ্যাকেটের নিচে, মেরুদণ্ড বরাবর কোমরে গুঁজে রাখল অস্ত্রটা।

বেরিয়ে এসে অপেক্ষমাণ চেরিকে নিয়ে এএ ডিপারচার গেটের দিকে এগোল।

ওদিকে রানা ও চেরি ওয়ানডার অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করার দশ মিনিট পর দুটো কার এবং একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে থামল ওটার সামনে। ভবনের কেয়ারটেকার নেমে এসে ব্যাপার কি জানতে চাইল।

লোকটাকে জানানো হলো ফ্ল্যাট নাম্বার ফোর-বি থেকে একটু আগে একটা জরুরী ফোন কল পেয়েছে তারা। ওটায় যে মহিলা থাকেন, তিনি নাকি খুব অসুস্থ বোধ করছেন। তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স অ্যাটেনডেন্টদের নিয়ে চারতলায় চলে এল কেয়ারটেকার। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খোলা হলো ফ্ল্যাটের দরজা। দেখা গেল বিছানায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মহিলা। সবাই যখন তাকে নিয়ে ব্যস্ত, অ্যাটেনডেন্টদের একজন সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল মাস্টার বেডরুমের পাশের রুমে।

স্ট্রেচারে তোলা হলো বিভোর ওয়ানডাকে। নেমে গেল সবাই নিচে। কেয়ারটেকারও গেল ওদের সঙ্গে। এইবার নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে এল অ্যাটেনডেন্ট। মাস্টার বেডরুমে ঢুকে শূন্য বিছানায় বালিশ আর কম্বলের সাহায্যে একটা 'মানুষ' তৈরি করল সে। কাজটা মোটামুটি পাকা করার জন্যে ওয়ানডার চুলের রঙের একটা পরচুলাও সঙ্গে এনেছে লোকটা। ঝড়ের বেগে হাত চলছে তার।

কাজ শেষ করে চাদর দিয়ে 'দেহটা' ঢেকে দিল সে। শুধু চুল বেরিয়ে থাকল। এবার নিচে নেমে সঙ্গীদের মাঝে ঢুকে পড়ল লোকটা। কেউ লক্ষ করেনি তাকে, কারণ তার আগেই বেশ একটা ভিড় জমে গেছে ওখানে উৎসাহী পথচারীর।

এক ঘণ্টা পর, রানা আর চেরি যখন এএ ডিপারচার গেটের দিকে চলেছে, এই সময় একটা কালো রঙের ফোর্ড এসে দাঁড়াল ভবনটির বিশ গজ দূরে। ওটার পিছনের আসন থেকে বেরিয়ে এল এক মাঝবয়সী লোক। কোনদিক না তাকিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের বন্ধ গেটের সামনে এসে দাঁড়াল সে। কেয়ারটেকারকে ডাকাডাকির ঝামেলায় না গিয়ে পকেট থেকে একটা পিক্-লক্ বের করল। মাত্র

ত্রিশ সেকেণ্ডের মাথায় গেটের তালা খুলে ফেলল সে, নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল।

তারপর অত্যন্ত সপ্রতিভ পদক্ষেপে চারতলায় উঠে এল লোকটা। দরজার তালাটা ইয়েল, খুলতে সময় লাগল পনেরো সেকেণ্ডের মত। হাতল ধরার আগে গ্লাভস্ পরে নিতে ভুল হলো না তার। নিঃশব্দে ভেতরে চলে এল লোকটা, কোটের নিচে হাত চালিয়ে বের করে আনল নয়েজ সাপ্রেশন ইউনিট ফিট করা ভয়ঙ্কর দর্শন এক স্করপিয়ন মেশিন পিস্তল। মাস্টার বেডরুমের দরজা খুলে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই পর পর চারবার ট্রিগার টানল সে 'দেহটা' লক্ষ্য করে। চাদর ফুটো করে চার-চারটে নাইন এমএম বুলেট বিদ্ধ হলো 'দেহে'।

হাতের কাজ কেমন হলো দেখার প্রয়োজন বোধ করল না লোকটা। বেরিয়ে এল ফ্ল্যাট ছেড়ে। এক মিনিট পর অপেক্ষমাণ ফোর্ডে উঠতে দেখা গেল তাকে। রওনা হয়ে গেল ফোর্ড। ওটার ড্রাইভার বা খুনে যাত্রী কেউই লক্ষ করল না, ঝক্কর মার্কা একটা বুইক ভদ্র দূরত্ব রেখে পিছু নিয়েছে ফোর্ডের।

গেট অতিক্রম করার সামান্য আগে, দু'দিক দিয়ে দুই লোক এগিয়ে এসে প্রায় পথরোধ করে দাঁড়াল ওদের। একজন প্রায় সাত ফুট লম্বা, চিনা ধাঁচের চেহারা। স্বাস্থ্য গণ্ডারের মত। নড়াচড়ায় এ লোক বিদ্যুৎগতি-সম্পন্ন, বুঝল রানা দেখামাত্রই। অন্যজন খাটো, রানার চেয়ে আধ হাত লম্বা।

'আমাদের সঙ্গে আসুন, মিস্টার অ্যাবেলার্ড।' হাস্যকর রকম চিকন গলায় বলল গণ্ডার। ইংরেজিতে পরিষ্কার চিনা অ্যাকসেন্ট।

'দয়া করে কোন ঝামেলা বাধাবার চেষ্টা করবেন না,' যোগ করল তার সঙ্গী। 'আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যেই আমাদের পাঠানো হয়েছে।'

'আমার নাম তুণ্ড,' বলল প্রথমজন। 'বন্ধুরা ডাকে বোন বেণ্ডার তুণ্ড। আর ও হচ্ছে ফক্স। লু ফক্স। যদিও মানুষের মতই কথা বলে। মিস্টার লি আপনাদের সসম্মানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁর প্রাইভেট জেট পাঠিয়ে দিয়েছেন। এতে পিছনে ফেউ লাগার সম্ভাবনা থাকবে না।'

থেমে দাঁড়াতে গিয়েও সামলে নিল মাসুদ রানা। 'কিন্তু আমরা যদি এয়ারলাইনার প্রিফার করি?'

'ওহ্, মিস্টার লি তাতে খুব অপমান বোধ করবেন, স্যার,' বলল ফক্স। ব্রিটিশদের মত উচ্চারণ এ লোকের। চেহারা আধা ককেশিয়ান আধা চিনা। 'অপমানিত হওয়া ভারি অপছন্দ করেন মিস্টার লি। এবার, সোজা হাঁটতে থাকুন আমাদের সঙ্গে। ওয়াকওয়ের মাথায় আপনাদের জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে।'

এগারো

ওদের কয়েক গজ পিছন পিছন আসছে কমাণ্ডার বিল ট্যানার। সে-ও একই

বিমানের যাত্রী। হঠাৎ করেই রানা-চেরিকে ঘিরে ধরা লোক দুটোর ওপর চোখ পড়ল তার। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যানার। ব্যাপার কি! সিল্কের সুট পরা গরিলাসদৃশ চাইনিজ আর তার সঙ্গীকে লক্ষ করল ভাল করে।

লোক দুটোর ভাব-ভঙ্গী দেখেই বুঝল সে ঝামেলা বেধে গেছে। ঘন ঘন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ওরা, যেন কোন বাধা আসবে বলে আশংকা করছে। রানার সঙ্গে ওরা দু'জন বাক্য বিনিময় করল, তারপর একসঙ্গে গেট অতিক্রম করল সবাই। ব্যাপার কি! বিমানের দিকে যাচ্ছে না কেন ওরা? ওদিকে কোথায় যাচ্ছে?

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল বিল ট্যানার। যখন বুঝল ওরা সত্যিই বিমানে উঠছে না, অন্য কোনদিকে চলেছে, চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটল কাছের পে-ফোনের দিকে। কার্ভ'স ডেলিতে ফোন করল সে প্রথমে, ওখান থেকে 'কন্ট্রোলে' পৌঁছে গেল লাইন।

লেক্সিংটন অ্যাভিনিউর এক পুরানো অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সতেরো তলায় বিশাল এক রুম নিয়ে কার্ভ'স ডেলির কারবার। উলঙ্গ কাঠের মেঝে। দেয়ালে পুরু পেইন্টের প্রলেপ সত্ত্বেও ড্যাম্পের বদ গন্ধ ধাক্কা মারে নাকে। অবশ্য এ সব নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় নেই এ ঘরের বাসিন্দাদের। ও প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে টেনিস খেলার টেবিলের মত চারটে টেবিল।

তার ওপর সাজানো অত্যাধুনিক কিছু রেডিও ও ইলেক্ট্রোনিক গিয়ার এবং একটা পোর্টেবল অটোমেটিক সুইচবোর্ড। চার টেবিলের পিছনে চারটে উঁচু পিঠের চেয়ার। এ মুহূর্তে তার তিনটেই খালি। অবশিষ্ট চেয়ারে বসে আছে একজন, কানে হেড সেট সাঁটা তার। লোকটার পিছনে, ঘরের ও মাথার এক ক্যাম্প বেডে ঘুমে অচেতন তার রিলিভার।

এটি একটি মনিটরিঙ ইউনিট। রানা ও চেরির মিশন মনিটর করা হচ্ছে এখান থেকে। মিশনের নাম অপারেশন কার্ভ। এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের সেই বিমানবাহী ক্যারিয়ারের, যেখানে বসে পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করছে জেরাল্ড হিকি, অপারেশন সমন্বয়কারী।

জেরাল্ড হিকি নিজেই ধরল কার্ভ'স ডেলির মাধ্যমে আসা বিল ট্যানারের কল। 'ইয়েস!'

'ওরা বিমানে উঠছে না,' থমথমে গলায় রিপোর্ট করল ট্যানার।

'হ্যাঁ, আমি জানি।' সম্পূর্ণ নিরাপদ লাইনে এত পরিষ্কার শোনাচ্ছে তার গলা যে ট্যানারের বিশ্বাসই হতে চাইছে না লোকটা নিউ ইয়র্ক থেকে তিন হাজার মাইলেরও বেশি দূরে রয়েছে। 'জেএফকের বাইরে হোমার ক্যাচার রয়েছে আমার, এইমাত্র ওদের রিপোর্ট পেলাম। এয়ারলাইনারের দিকে না গিয়ে অন্য দিকে চলেছে দুই হোমার, আই মীন চালানো হচ্ছে। আরও জানা গেছে একটা কর্পোরেট প্রাইভেট জেট রাত আটটার দিকে ল্যাণ্ড করেছে পোর্টে, এখনও আছে। লাইনে থাকো, বিল, আরও খবর আসছে।'

অপেক্ষা করতে লাগল ট্যানার, লম্বা করিডরের শেষ মাথার বোর্ডিঙ গেটের

দিকে তাকাল ঘাড় ঘুরিয়ে। সারিবদ্ধ যাত্রীরা এগোচ্ছে একটু একটু করে। ওকে এই ফ্লাইটে যেতে হবে কি হবে না, বুঝতে পারছে না বিল।

'বিল! ওদের লাগেজ নামিয়ে ফেলা হয়েছে বিমান থেকে,' একটু যেন উত্তেজিত মনে হলো হিকিকে।

'ভেতরেও লোক আছে তোমার?'

একটু যেন হাসল হিকি। 'সবখানেই লোক আছে আমার।'

'ওয়েল!' বিরক্ত হলো বিল। 'তাহলে? আমি কি বসে বসে আঙুল চুষব এখানে? নাকি আদ্দিস আবাবার ফ্লাইট ধরার চেষ্টা করব?'

'শোনো, ওরা এদিকেই আসবে, কোন সন্দেহ নেই। তুমি উঠে পড়ো এএ ফিফটিনে। এসএফও পৌঁছে যোগাযোগ কোরো আমার সঙ্গে, ওকে?' এসএফও সান ফ্রান্সিসকো ইন্টারন্যাশনালের সংক্ষিপ্ত নাম।

'ওকে।' রিসিভার রেখে ডিপারচার গেটের দিকে পা বাড়াল বিল ট্যানার।

ওদিকে জেরাল্ড হিকি অন্য লাইনে কথা বলছে তখন কার্ভে'স ডেলির ডিউটি অফিসারের সঙ্গে। 'তুমি বলছ ওটা একটা গালফস্ট্রীম টু?'

'গ্রুমম্যান গালফস্ট্রীম টু।'

'কার ওটা, মালিক কে?'

'সিলভার সার্ভিস কর্পোরেশন।'

'ঠিক আছে। আমি দেখছি এদিকে কে ওই কোম্পানির মালিক। তুমি ওটার ফ্লাইট প্ল্যানের সঙ্গে লেপ্টে থাকো। সে জন্যে মিলিটারি স্যাটেলাইট, কমস্যাট বা আর যে চ্যানেল প্রয়োজন, ব্যবহার করতে পারো, আমি জানতে চাই না। আমি চাই ওটা যেন কোনমতেই ফাঁকি দিতে না পারে। বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি।'

'গুড। প্রয়োজনীয় স্টাফ আছে তোমার?'

'একজন আছে মাত্র, ডে-শিফটে কাজ করেছে ও। আপনার দাবি পূরণ করা কঠিন হতে পারে আমার একার পক্ষে।'

'কতজন হলে চলে?'

'কম করেও ছয়জন।'

'ঠিক আছে, পেয়ে যাবে। আমি দেখছি ব্যাপারটা। তবে খেয়াল রেখো, পাখি যেন ফাঁকি দিতে না পারে। প্রয়োজনে যে কোন স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষমতা দেয়া হলো তোমাকে।'

'পারবে না ফাঁকি দিতে,' আস্থার সঙ্গে বলল ডিউটি অফিসার।

'দেখা যাবে।' লাইন কেটে দিয়ে পর পর দু'জায়গায় দুটো টেলিফোন করল সমন্বয়কারী। তারপর রেখে দিল রিসিভার। আরেকজনের ওপর ইন্সট্রুমেন্টের দায়িত্ব দিয়ে কমাণ্ডার-ইন-চীফের কেবিনের দিকে চলল সে। মেজর জেনারেল রাহাত খান কথা বলছেন সেখানে বুলের সঙ্গে। আগের তুলনায় খানিকটা খোশ মেজাজে রয়েছেন বৃদ্ধ এ মুহূর্তে। সমন্বয়কারীকে ঢুকতে দেখে কথা থামিয়ে তাকালেন তিনি। 'কোন খবর, হিকি?'

'মাসুদ রানা আর চেরিকে নির্ধারিত ফ্লাইটে চড়তে বাধা দেয়া হয়েছে, জেনারেল। একটা প্রাইভেট জেটে তোলা হয়েছে ওদের। আমার ধারণা বন্ধু চ্যাঙ লি জেটটির মালিক। হয়তো কোন ডিসেপশন প্ল্যান আছে তার।'

'বাধা দিয়েছে কারা?'

'চ্যাঙের সবচে' বিশ্বস্ত দুই সঙ্গী। একজন চাইনিজ, নাম বোন বেণ্ডার তুঙ, আরেকজন চাইনিজ-ব্রিটিশ, নাম ফক্স। এরা দু'জনেই ভয়ঙ্কর। মারাত্মক বিপজ্জনক মানুষ।'

'হুঁম!' মাথা দোলালেন রাহাত খান। 'মেয়েটির খবর কি?'

'সময়মত সরিয়ে ফেলা হয়েছে ওকে, স্যার। ভার্জিনিয়ায়। ওখানে নিরাপদেই থাকবে ও।'

'আর ব্যর্থ হত্যাকারী?'

'দু'জন ছিল ওরা, ধরা পড়েছে। প্রফেশনাল খুনী ওরা। মুখ খোলানো যায়নি এখনও। আমার মনে হয় অজানা কারও নির্দেশে কাজটা করতে গিয়েছিল ওরা।'

'হতে পারে।'

'একটা প্রশ্ন করতে পারি, জেনারেল?' দ্বিধা জড়ানো কণ্ঠে বলল হিকি। 'অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন।'

'করুন।'

'দু'বার আপনাকে মন্তব্য করতে শুনেছি, শুধু লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র ছিনতাই করা ডাটা নয়, চ্যাঙ লি সম্ভবত আরও বড় সর্বনেশে খেলায় মেতেছে। সেটা কি খেলা জানতে পারি?'

মৃদু হাসি দেখা দিল বৃদ্ধের মুখে। 'বলছি। কয়েক বছর আগে, এ দেশে জাপানী পণ্যের মাত্রাছাড়া প্রবেশ ঠেকানোর জন্যে একটা পদক্ষেপ নিয়েছিল ওয়াশিংটন। এর ফলে জাপানী ব্যবসায়ীরা খেপে গিয়ে মার্কিন অর্থনীতি ধ্বংস করে দেয়ার একটা পরিকল্পনা হাতে নেয়। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, ব্রিটেনকেও সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল ওরা। কিন্তু পরে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল বলে চেপে যায় জাপানীরা। পরে একই উদ্দেশ্যে বেইজিং-ও এই পরিকল্পনা হাতে নেয়, এই পরিকল্পনার নাম দেয় ওরা অপারেশন জেরিকো। লক্ষ্য ছিল কম্পিউটর ফ্রডের মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জকে পথে বসানো।'

'তা কী সম্ভব?'

'হ্যাঁ, সম্ভব। দিনকে রাত করার যে কী অপরিসীম ক্ষমতা এই ইলেক্ট্রোনিক যন্ত্রটির, কল্পনা করাও কষ্টকর। বেশিরভাগ মানুষ জানে কম্পিউটর মানব জীবনকে আগের চাইতে অনেক সহজতর করেছে। উন্নত করেছে। কথাটা মিথ্যে নয়, সত্যি। কিন্তু বে-লাইনের তেমন অভিজ্ঞ লোকের হাতে পড়ে ওই জিনিসটিই যে পৃথিবীর জন্যে কতটা বিপজ্জনক হয়েও দেখা দিতে পারে, এক কথায় বলে বোঝানো যাবে না। যে কোন বড় স্টক এক্সচেঞ্জের করপোরেট ডাটা বেসে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সেটার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে এক বা একাধিক কম্পিউটর ফ্রড। যে কোন দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারে।

আমার জানা মতে প্রথমে ডলারের ওপর আঘাত হানবে চিনারা। তারপর ধরবে পাউণ্ড। বেইজিং এ কাজে চ্যাঙ লি-কে ব্যবহার করছে বলে সন্দেহ করছি আমি। অবশ্য সত্যি না-ও হতে পারে আমার সন্দেহ।'

গালফস্ট্রীম টু-র ভেতরে বিলাসের ছড়াছড়ি। প্যাসেঞ্জার এরিয়ার পুরো দেয়াল হালকা-নীল ভেলভেট মোড়া। জায়গাও প্রচুর। গালফস্ট্রীমের যাত্রী ধারণ ক্ষমতা উনিশ জন। কিন্তু এটায় উনিশটি আসনের জায়গায় বসানো হয়েছে মাত্র আটটা। এগারোটা আসন কম। ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

প্রশস্ত পুরু গদি মোড়া আসন, পিছনদিক খাড়া। তুলতুলে হেড রেস্টের সঙ্গে আছে পার্সোনাল স্টেরিও হেডফোন। প্রতিটি আসনের ডান হাতলের প্রান্তভাগে আছে কয়েকটা কন্ট্রোল সুইচ। ওগুলোর সাহায্যে যাত্রী তার বসার সুবিধের জন্যে ইচ্ছেমত আসন ঘোরাতে-ফেরাতে বা উঁচু-নিচু করতে পারবে। সবকিছুর মধ্যে চ্যাঙের অর্থ এবং সুরুচির আভাস রয়েছে।

অভিনয় না আন্তরিক বোঝা গেল না, তবে মাসুদ রানা ও চেরিকে সসম্মানে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে এল তুঙ আর তার সঙ্গী। 'যেখানে খুশি বসতে পারেন আপনারা, মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস অ্যাবেলার্ড,' বলল গণ্ডার।

ওরা আসন গ্রহণ করার কিছুক্ষণ পর স্টুয়ার্ডেসের ইউনিফর্ম পরা সুন্দরী এক চিনা তরুণী এল পানীয়ের অর্ডার নিতে। 'মিস্টার লি আপনাদের জন্যে সেরা পানীয়, সেরা খাবারের আয়োজন রেখেছেন বিমানে।'

'ভীষণ অতিথিপরায়ণ মানুষ মিস্টার লি,' বলল তুঙ। কথার তালে তালে চাবি দেয়া বুদ্ধের মত মাথা দুলছে তুঙের।

অর্ডার মাফিক চেরির জন্যে হোয়াইট ওয়াইন স্পিটজার আর রানার জন্যে মার্টিনি পরিবেশন করল মেয়েটি। নীরবে পান করে চলল ওরা। যার যার চিন্তায় মগ্ন। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর অ্যাকটিভ রানওয়েতে ঢোকার নির্দেশ পেল গালফস্ট্রীম। গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদেরকে টেক-অফের জন্যে প্রস্তুতি নেয়ার সবিনয় অনুরোধ জানাল পাইলট।

'অনিচ্ছাকৃত দেরির জন্যে আমরা খুব দুঃখিত, স্যার,' বলল বোন বেণ্ডার। সুযোগ পেলেই বিনয় প্রকাশ করছে লোকটা। আকাশে উঠে পড়ল কর্পোরেট জেট। ত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে স্থির হলো। এই সময় সীট বেল্ট খুলে ফেলার অনুমতি পাওয়া গেল।

আবার দেখা দিল স্টুয়ার্ডেস মেয়েটি। হাতে এবার দীর্ঘ মেনু। কাছে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল অতিথিদের। 'যা খুশি অর্ডার দিন,' সুগঠিত ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল সে। 'যা খুশি। মিস্টার লি-র ব্যক্তিগত শেফ আপনাদের সম্মানে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আজ, যাঁর হাতের কাজের তুলনা হয় না।'

মেনুটা নিল রানা। পাশ ফিরে মৃদু গলায় বলল, 'লি ভালই জানে মানুষকে প্রভাবিত করার কায়দা। দেখো, অর্ডার দাও।'

ওটায় চোখ বোলাল চেরি। 'বাপরে! এ যে এলাহি কাণ্ড!'

'তুমি অবাক হচ্ছ? আমি কিন্তু হইনি। তুমি কেবল নাম আর গুণগান শুনেছ ট্যাঙ লি-র। আমি স্বচক্ষে দেখেছি লোকটাকে। ও যে ধরনের মানুষ, তাতে এসব খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হয় না আমার। লি জানে জীবন কী ভাবে উপভোগ করতে হয়।'

'দেখা যাক কি মাথা-মুণ্ডু রাঁধে ব্যাটার শেফ।' অর্ডার দিল ওরা। খাবারের সঙ্গে মেয়েটিকে অপ্রস্তুত করার জন্যেই '৪৭ সালে প্রস্তুত ফরাসী পানীয় লাফিত্তি রথচাইল্ডের অর্ডার দিল রানা। মেনুতে থাকলেও এ জিনিস যে সত্যি সত্যি আছে, ভাবেনি। পরে যখন ওটা পরিবেশন করা হলো, নিজেই অপ্রস্তুত হলো রানা।

ব্যাপার টের পেয়েছে মেয়েটি আগেই। রানার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে। ফিরে গেল নিজের জায়গায়। 'আশ্চর্য!' বেকুবের মত চেরির দিকে তাকাল রানা। 'আমার ধারণা ছিল এর স্টক শেষ হয়ে গেছে। অন্তত সাতচল্লিশের।'

ডিনার শেষে ওদের আর কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জানতে এল তুঙ। মাথা দোলাল রানা, প্রয়োজন নেই। 'ধন্যবাদ।' ফিরে গেল লোকটা নিজের আসনে।

'অতি ভক্তি...কি যেন একটা কথা আছে না?' বলল চেরি। 'এদের ভাব-সাব সেরকম মনে হচ্ছে আমার।'

'ভেবো না। শেষ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকই থাকবে মনে হয়।' পিছনে তাকাল রানা। তুঙ আর ফক্সের তোড়জোড় দেখে মনে হলো ঘুমাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।

'ঘুমিয়ে নেয়া যাক খানিক,' চেরিকে বলল ও। 'পরে কখন বিশ্রামের সুযোগ মিলবে কে জানে।'

দু'চোখ সবে লেগে এসেছিল রানার, এই সময় টের পেল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একটু একটু করে, বোঝা যায় কি যায় না, বাঁক নিতে শুরু করেছে গালফস্ট্রীম টু। বড় জায়গা নিয়ে কাজটা ঘটানো হচ্ছে বলে টের পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু রানা নিজে একজন অভিজ্ঞ পাইলট, ও ঠিকই টের পেল।

একবার দু'বার নয়, পর পর ছয়বার বাঁক নিল বিমান। যেন কেউ যদি বুঝে ফেলে কি ঘটছে, তাকে বোঝানো যে পাইলটের ইচ্ছেয় নয়, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের নির্দেশমত এটা করতে হচ্ছে। চাঁদিতে উঠল মাসুদ রানার ঘুম ।

ক্যারিয়ারের কমিউনিকেশনস্ রুমে যন্ত্রপাতির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে জেরাল্ড হিকি। সাত ঘণ্টা পার হয়ে গেছে নিউ ইয়র্ককে কর্পোরেট জেট বিমানের ওপর সতর্ক নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে সে। তারপর আর কোন খবর নেই। এখনও যোগাযোগ করেনি কার্ভ'স ডেলি।

হিকির মুখোমুখি বসা মেজর জেনারেল রাহাত খান ও বুল। অনেক আগেই তামাক ফুরিয়ে গেছে, নিভে গেছে আগুন। তবু বিরতিহীন পাইপ টেনে চলেছেন বৃদ্ধ। কাঁচাপাকা ভুরু স্থায়ীভাবে কুঁচকে আছে। কপালের রগ লাফাচ্ছে দপ্ দপ্ করে । দৃষ্টি স্থির হিকির মুখে। তার প্রতিটি অভিব্যক্তি তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ করছেন

তিনি।

চোখ বুজে আছে সমন্বয়কারী। তার সম্পূর্ণ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত কানে সাঁটা ইয়ারফোনে। হঠাৎ করেই খানিকটা সিধে হলো সে। 'ইয়েস!' হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা, 'হ্যাঁ, বলে যাও। আমি শুনছি।'

একটু বিরতি। 'হোয়াট! স্যালিনাস? ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে?...ওরা অনুমতি দিয়েছে ল্যাণ্ড করার? কিন্তু ওদিকে কেন...? অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, চেক্ করে দেখো। কি?...না, ওখানে আমাদের কেউ নেই। তুমিই সরাসরি কথা বলো ওদের সঙ্গে। হ্যাঁ। আর কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা চেক করো। জলদি! গুড, ডু ইট!'

ইয়ারফোন নামিয়ে ঘাড়ে ঝোলাল জেরাল্ড হিকি, নড়েচড়ে বসল। মৃদু ক্যাচ কোঁচ আওয়াজ উঠল রিভলভিং চেয়ারে। সরাসরি রাহাত খানের দিকে তাকাল সে।

'ওয়েল?' গমগম করে উঠল বৃদ্ধের ভরাট কণ্ঠ।

'ক্লেভার, ভে-রি ক্লেভার,' বলেই যেন সচকিত হলো হিকি। 'শেষ সময়ে দারুণ এক খেলা দেখাল গালফস্ট্রীম।'

'কি রকম?'

'আমাদের ধারণা অনুযায়ী এদিকেই এসেছে ওটা। কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগে, সান ফ্রান্সিসকো ইন্টারন্যাশনালের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে পৌছে হঠাৎ করে বিমান এয়ার টার্বুলেন্সে পড়েছে বলে এটিসিকে জানায় ওটার পাইলট এবং একত্রিশ হাজার ফিট থেকে বিশ হাজার ফিট আলটিচ্যুডে নেমে আসার অনুমতি প্রার্থনা করে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়, বিনা প্রশ্নে অনুমতি দেয় এসএফও এটিসি। এরপর, উপকূলে পৌছার ঠিক আগমুহূর্তে মে-ডে সঙ্কেত দেয় পাইলট। জানায়, একটা এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে, উচ্চতা হারাচ্ছে জেট। কাজেই তার পক্ষে ওটা নিয়ে এসএফও পৌছানো সম্ভব নয়। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে কাছের স্যালিনাস এয়ারপোর্টে অবতরণের নির্দেশ দিতে হয় এটিসিকে। তিন মিনিট আগে স্যালিনাসে ল্যাণ্ড করেছে কর্পোরেট জেট।' টেবিলে বিছানো একটা এয়ার ট্রাফিক রুটম্যাপে টোকা দিয়ে জায়গাটা দেখাল সে রাহাত খানকে।

বিনা বাক্য ব্যয়ে আসন ছাড়ল ইন্টারোগেটর। 'বিলকে হোমার ক্যাচারসহ ওখানে পাঠাচ্ছি আমি। দেখা যাক কোন কাজ হয় কিনা। আশ্চর্য! স্যালিনাসের কথা কেন একবারও মনে পড়ল না তখন?' আক্ষেপ করতে করতে বেরিয়ে গেল বুল।

'সিলভার সার্ভিস কোম্পানির কোন খবর?'

'হ্যাঁ, জেনারেল। এখনই জানাব ভাবছিলাম। ওটা একটা রেকর্ডিং কোম্পানি। দেশের এখান-ওখান থেকে হাউমাউ মার্কা অতি আধুনিক সব ব্যাণ্ড পার্টির অদ্ভুতদর্শন গাইয়ে নিয়ে এসে চুক্তিবদ্ধ করে, তাদের গান রেকর্ড করে, তারপর ডিস্ক-ক্যাসেট তৈরি করে বাজারে ছাড়ে।'

'এক্সপ্লয়টেশন?'

'সন্দেহ আছে, স্যার। এ সম্পর্কিত আইন জানা নেই আমার। ওদের

নিজেদেরও চার-পাঁচটা ব্যাণ্ড পার্টি আছে। দুটো রেকর্ডিং স্টুডিও আছে সিলভার সার্ভিস কোম্পানির। একটা এখানে, অন্যটা নিউ ইয়র্কে। কোম্পানির মালিকের নাম জানা যায়নি এখনও।'

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল হিকি। মিনিটখানেক ক্রমাগত 'হুঁ', 'হ্যাঁ', করল সে, কোন প্রশ্ন করল না। ও প্রান্তের বক্তব্য শেষ হতে, 'ঠিক আছে,' বলে রেখে দিল রিসিভার। 'স্যালিনাস টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলেছে আমার নিউ ইয়র্ক কন্ট্যাক্ট। ওরা জানিয়েছে, গালফস্ট্রীম ল্যাণ্ড করার সঙ্গে সঙ্গে একটা লিমুজিন এসেছিল ওখানে। ওটার যাত্রীদের নিয়ে যেতে। তিনজন পুরুষ, একজন মহিলা যাত্রী ছিল কর্পোরেট জেটে। তাদের বর্ণনা পাওয়া গেছে। তুঙ, ফক্স, মাসুদ রানা আর চেরি।'

'সত্যিই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওটার এক এঞ্জিন?' মুখ থেকে নামিয়ে কটমট করে পাইপটার দিকে তাকালেন রাহাত খান। যেন নিভে যাওয়ার জন্যে ওটাই দায়ী।

'স্যালিনাস বলছে, বিমানের পোর্ট এঞ্জিনে গোলমালের আলামত দেখেছে তারা। তেল লিক করছিল, ধোঁয়া বেরোতেও দেখা গেছে। বিমানটিতে যে জরুরী পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল তাতে স্যালিনাসের কোন সন্দেহ নেই।'

'তাহলে? জরুরী পরিস্থিতি দেখা দেবে বলে আগে থেকেই ওখানে গাড়ি পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিল পাইলট?'

'আমিও তাই ভাবছি, জেনারেল।'

বারো

'জরুরী পরিস্থিতি' যখন দেখা দিল, গালফস্ট্রীম টু-র যাত্রীদের কারও মধ্যে বিন্দুমাত্র আতঙ্কের আভাসও দেখা গেল না। এমন নয় যে বিমান আকাশে থাকাকালীন জরুরী অবস্থা কাকে বলে তারা বোঝে না, বা কারও জানের মায়া নেই। আসলে এসএফও-কে যে জরুরী অবস্থার কথা জানানো হয়েছে, তার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির মিল ছিল না মোটেই। যে জন্যে ও নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ।

চোখ বুজে প্লেনের মতিগতি বোঝার চেষ্টা করছে রানা, হঠাৎ করে কেবিনে আলোছায়ার সামান্য তারতম্য ঘটতে চোখ মেলল। ককপিটে গিয়ে ঢুকতে দেখা গেল বোন বেণ্ডারকে। নড়েচড়ে আবার চোখ বুজতে গেল ও, কিন্তু তার আগেই বেরিয়ে এল লোকটা।

'অ্যাটেনশন, প্লীজ,' রানার দিকে তাকিয়ে হাসল দানব। 'ছোটখাটো, পরীক্ষামূলক ডিসেপশন পরিকল্পনা কার্যকর করতে যাচ্ছি আমরা। আপনাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।'

'ব্যাপারটা কি খুব জরুরী? করতেই হবে?' চিন্তিত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'ইয়েস, মিস্টার অ্যাবেলার্ড,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল তুঙের। দু'পাটিতেই বেশ কয়েকটা সোনা বাঁধানো দাঁত লোকটার, ঝিকিয়ে উঠল ওগুলো আলো লেগে। 'সাবধানতা অবলম্বনের জন্যেই করতে হচ্ছে এ কাজ। আপনাদের এ দেশে আসার ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যে কারণে মিস্টার লি এই কানামাছি খেলার আয়োজন করেছেন। যদি কেউ ছুঁতে আসে আপনাদের, এর মাধ্যমে তাদের খসিয়ে দেব আমরা। আশা করছি এর গুরুত্ব বুঝবেন আপনি, মিস্টার অ্যাবেলার্ড।'

'বুঝেছি,' মাথা দোলাল রানা। 'এ ধরনের ভাবনা মাথায় এসেছিল বলে মিস্টার লি-কে ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

হাসিটা আরও প্রশস্ত হলো গণ্ডারের। 'আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে নিজ মুখেই তাঁকে ধন্যবাদটা জানাতে পারবেন, স্যার।'

সীট বেল্ট বেঁধে, সীট খাড়া পজিশনে লক্ করে স্থির হয়ে বসল রানা ও চেরি। উচ্চতা কমাতে আরম্ভ করল গালফস্ট্রীম, এটুকুই কেবল বুঝল ওরা। তারপর অনেকক্ষণ পর, যেন এক যুগ পেরিয়ে যেতে ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেল লাউডস্পীকারে। বিমান স্থির হয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে পিছন দরজা দিয়ে নেমে পড়তে অনুরোধ জানাল লোকটা।

খুদে একটা বিমান বন্দরে অবতরণ করল কর্পোরেট জেট। জানালা দিয়ে টার্মিনাল ভবনের দিকে তাকাল রানা। পলকের জন্য দেখল টাওয়ারের নিচে কালো অক্ষরে লেখা স্যালিনাস। এরপর বাকি সব খুব দ্রুত ঘটে গেল। মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের মাটিতে আবিষ্কার করল রানা-চেরি। ঠেলে বের করে দেয়া হয়েছে ওদের ইমার্জেন্সি এক্সিট দিয়ে। পিছন দিক থেকে ছুটে আসছে দু'তিনটে অগ্নি নির্বাপক গাড়ি। ঘণ্টা বাজাচ্ছে আকাশ ফাটিয়ে। ঘন কালো ধোঁয়া ছাড়ছে গালফস্ট্রীমের স্টারবোর্ড এঞ্জিন, কানের কাছে চেঁচাচ্ছে তুঙ, টার্মিনাল ভবনের বাঁ দিক নির্দেশ করে ছুটতে বলছে ওদের। চেরির হাত ধরে দৌড় শুরু করল রানা। বারবার ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে পিছনে।

মনে হলো পরীক্ষা চালাতে গিয়ে হয়তো সত্যিই বিপদ বাধিয়ে বসেছে ক্যাপ্টেন। কিন্তু সন্দেহ মুক্ত হতে পারল না রানা। ক্রু আর স্টুয়ার্ডেস মেয়েটি বেরিয়ে এলেও ফক্স নামেনি এখনও। নামার কোন তাড়া দেখা গেল না তার মধ্যে। খোলা ইমার্জেন্সি ডোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

আর কিছু দেখার সুযোগ হলো না। ঠেলতে ঠেলতে টার্মিনাল ভবনের পিছনে নিয়ে এল তুঙ। কুচকুচে কালো একটা লিমুজিন দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে। 'উঠে পড়লেন,' পিছনের দরজা মেলে ধরল লোকটা। 'ফাস্ট! ফাস্ট!'

চেরিকে ভেতরে পাঠিয়ে উঠে বসল রানা। তার পাশে উঠল তুঙ। শোফারকে উদ্দেশ করে বলল লোকটা, 'অপেক্ষা করো। ফক্স আসছে লাগেজ নিয়ে। এখনই এসে পড়বে।'

বুঝে ফেলল রানা যা বোঝার। পুরো ব্যাপারটাই একটা ধাপ্পা। এ অবস্থায় কোন পাগলও লাগেজ আনলোড করার অপেক্ষায় থাকে না। কি ভাবে ব্যাপারটা

ঘটিয়েছে পাইলট বুঝতে পারল না ও, তবে যে ভাবেই ঘটাক, প্রশংসা করতেই হয় তার বুদ্ধির। প্রায় নিখুঁত হয়েছে নাটকটা।

একটু পরই ছোট একটা ইলেক্ট্রিক ব্যাগেজ কার্টে চড়ে এল ফক্স। গাড়ির ট্রাঙ্কে লাগেজ ভরতে তাকে সাহায্য করল কার্ট চালক। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছাড়ল শোফার। এয়ারপোর্ট এলাকার বাইরে সব অন্ধকার। কোথাও কোন আলোর চিহ্ন দেখা গেল না।

'অনেক দূর যেতে হবে,' অন্ধকারে তুঙের গলা ভেসে এল। 'দু'ঘণ্টার পথ। আর কোন জরুরী পরিস্থিতি দেখা দেবে না। কাজেই নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারেন আপনারা।'

নাক কুঁচকে উঠল রানার। দানবটার ঘামের বোটকা দুর্গন্ধও নাকে আসছে। হেডলাইটের আলোয় দেখা যায় সরু একটা পথ ধরে ছুটছে গাড়ি, ওপরে উঠছে একটু একটু করে। অন্তত ওর তাই মনে হলো। পনেরো মিনিটের মধ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়ল চেরি। নিশ্চিন্ত হলো রানা। ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে মেয়েটি।

খেয়াল করেনি রানা কখন যেন সমতল হয়ে গেছে রাস্তা। মাঝে মধ্যে এক-আধটা গাড়ি চোখে পড়ছে, উল্টোদিকে চলেছে। আধ ঘণ্টা চলার পর কুয়াশার কবলে পড়ল ওরা। গতি কমাতে বাধ্য হলো শোফার, সতর্কতার সঙ্গে চালাতে লাগল। কোথাও হালকা, কোথাও পুরু কুয়াশা। হেডলাইটের আলো ধূসর দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। সামনের পরিবর্তে গাড়ির ভেতরটা আলোকিত হয়ে উঠছে। আবার এক সময় পাতলা হতে শুরু করল কুয়াশা।

তারপর একেবারে বিনা নোটিসে পরিষ্কার হয়ে গেল সামনেটা। যতদূর চোখ যায় ধূসর রঙের ছড়াছড়ি দেখল মাসুদ রানা। জায়গাটা কোথায় অনুমান করতেও ব্যর্থ হলো ও। শোফারকে ফোনের রিসিভার কানে লাগাতে দেখে সচকিত হলো রানা। চিনা ভাষায় খুব দ্রুত কিছু বলেই রিসিভার রেখে দিল সে। বুঝল না ও এক বর্ণও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নাক বরাবর সামনে শক্তিশালী কয়েকটা ফ্লাড লাইটের আলো জ্বলে উঠল। দৃষ্টি ঝলসে গেল রানার। কিন্তু শোফারের তাতে কোন অসুবিধে হলো না। একচুল কমায়নি সে গতি। আলোর বন্যায় ঢুকে পড়ল লিমুজিন। এখন ওদের চারদিকেই আলো। তারই ফাঁকে আবছামত দেখতে পেল রানা বিশাল এক দালানের কাঠামো। চারদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

সামনের লোহার গেট হাঁ করে খোলা ওটার। মাথার ওপর বড় বড় গাছের সৃষ্টি বিশাল এক টানেলে ঢুকে পড়ল এবার লিমুজিন। সোজা ছুটছে খোলা গেটের দিকে। হেডলাইটের আলো সরাসরি পড়ায় এবার ভবনটা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর ওটার মেইন এন্ট্রান্সের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি।

দ্রুত নেমে পড়ল তুঙ। ওপাশে গিয়ে চেরির সম্মানে মেলে ধরল দরজা। সবে ঘুম ভেঙেছে মেয়েটির। সামলে নিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে বেরিয়ে এল। তাকে অনুসরণ করল রানা। ওদিকে বাড়ির প্রবেশ পথ খুলে গেছে। লক্ষ করল রানা, দরজাটা ভারি ওক কাঠের তৈরি, কিনারা লোহার পাত দিয়ে মোড়া। ভেতরে ঢুকে

পড়ল ওরা বোন যেণ্ডারকে অনুসরণ করে।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তবে তার আগে আবছাভাবে সাগরের গর্জন শুনতে পেল রানা। কেন যেন ওর মনে হলো ওটা প্রশান্ত মহাসাগর। ঘরের দিকে মন দিল মাসুদ রানা। স্কটিশ স্টাইলে সাজানো বিশাল এক হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ঘরের মেঝেও ওক কাঠের। তার ওপর বিছানো পুরু কার্পেট। ওদের ঠিক সামনে, হলওয়ের ও মাথায় প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি। 'এল'-এর মত বাঁক খেয়ে উঠে গেছে দোতলায়।

সিঁড়িটা মেহগনি কাঠের। রেইলিংও মেহগনির। সিলিং অনেক উঁচুতে, মেঝে থেকে প্রায় সতেরো ফুট। পুরু সোনালী চেইনের সঙ্গে প্রায় দশ ফুট ডায়ার ভারি একটা পিতলের শ্যাণ্ডলিয়ার ঝুলছে হলওয়ের মাঝখানে। রানার অনুমান, ওর ভেতরে কম করেও পঞ্চাশটা ইলেক্ট্রিক ক্যাণ্ডল বাল্ব জ্বলছে।

প্রথম দর্শনে বাড়িটা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত বলে মনে হয়। ক্যালিফোর্নিয়ায় এত পুরানো ভবন আর চোখে পড়েনি রানার। চারদিকে তাকাল ও। ঘরের তিন দেয়ালে সামনেরটার মতই প্রকাণ্ড তিনটে দরজা। বাঁ দিকের দরজাটা বিন্দুমাত্র শব্দ না করে খুলে গেল। হলওয়েতে পা রাখল চ্যাঙ লি। মুখে হাসি।

'পিটার অ্যাবেলার্ড, স্বাগতম! অস্ত্রোপচার সফল হয়েছিল তো?'

ওটা আইডেন্টিফিকেশন কোড। 'পুরোপুরি, মিস্টার লি,' বলল মাসুদ রানা। 'আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।' এত নাম থাকতে সিইএলডি এই নাম দুটো কেন বেছে নিল বুঝতে অক্ষম ও। সে কবেকার কথা, নটরডেম-এর এক মনস্তত্ত্ববিদ পিটার অ্যাবেলার্ড প্রেমে পড়েছিল শহরের এক ধর্মযাজকের ভাগ্নি হেলোইজের। সেই 'অবৈধ' প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে তাদের সারাজীবন। এ দুটো ছাড়া আর কোন নাম কি খুঁজে পায়নি সিইএলডি?

চেরির দিকে ফিরল লি। 'হ্যালো, মিসেস অ্যাবেলার্ড, নাকি হেলোইজ বলে ডাকবো আপনাকে?'

'চেরি, প্লীজ!' অভিভূতের মত লোকটির দিকে চেয়ে আছে সে। ওর দোষ নেই, ভাবল রানা। প্রথমদিন এমপ্রেস হোটেলে যতটা মনে হয়েছিল রানার, আজ তার থেকেও অনেক বেশি কর্তৃত্বময় মনে হচ্ছে লি-কে। লোকটির উচ্চতা সম্পর্কে ভুল ছিল ওর অনুমান। এখন মনে হচ্ছে এ লোক ছয় ফুট আটের একচুল পরিমাণও কম হবে না লম্বায়।

মানুষটা যেন একটা পাওয়ার হাউজ, আর কোন তুলনা খুঁজে না পেয়ে ভাবল রানা। কেবল আকার আর সৌন্দর্যমণ্ডিত চেহারা বলেই নয়, ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত, প্রায় দৃশ্যমান তার ক্ষমতার কাছে ঘরের সবাইকে, সবকিছুকে কেমন নিষ্প্রভ মনে হলো ওর। মাখন রঙের ট্রাউজারের ওপর লাল ভেলভেটের স্মোকিং জ্যাকেটে ঠিক রূপকথার রাজপুত্রের মত লাগছে লি-কে। সঙ্গে যোগ হয়েছে তার মোলায়েম কণ্ঠের মার্জিত কথাবার্তা। চোখে পলক পড়ছে না চেরির।

'আসুন, পিটার, আসুন! চেরি, প্লীজ কাম ইন।' রানার কাঁধের ওপর দিয়ে

পিছনে দাঁড়ানো তুঙের দিকে তাকাল লি। 'তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে কাজটা হবে না, তুঙ,' একই রকম হাসি মুখে বলল সে। 'একটু হাত লাগাও। অপ্রিয় কাজ, কিন্তু না করেও তো উপায় নেই।'

যে রুম থেকে বেরিয়েছিল সে, রানা ও চেরিকে নিয়ে পাশের সেই রুমে এসে ঢুকল চ্যাঙ লি। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এইচ. জি. ওয়েলসের টাইম মেশিনে চড়ে আচমকা যেন বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে গেছে ওরা। অবাক হয়ে চারদিকে তাকাল রানা। একেবারে অত্যাধুনিক রুম এটা। পুরানো দিনের ছোঁয়া পর্যন্ত নেই এর কোথাও।

'পিটার, চেরি, আপনাদের দেখে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। কিন্তু এদিকে একটা আভ্যন্তরীণ সমস্যায় পড়ে গেছি হঠাৎ করে। ধারণা করছি আমার র‍্যাকেটে সরকারের স্পাই ঢুকে পড়েছে। এরকম আনন্দঘন পরিবেশে ব্যাপারটা খুবই বেমানান। আমার অনুরোধ, কেউ কিছু মনে করবেন না, প্লীজ! তুঙ, নিয়ে যাও ওকে। মেহমানদের সঙ্গে জরুরী কাজ আছে আমার।'

নারীকণ্ঠের কাতর গোঙানি কানে যেতে চমকে উঠল রানা। যদিও বাইরে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। শব্দটার উৎস অনুমান করে ঘুরে তাকাল ও। ঘরের এক পাশের দেয়ালে ঝুলছে দুটো ভারি পর্দা, মাঝখানটা ফাঁকা। ওখান থেকে দেয়ালের গায়ে আঁকা পাহাড়, ঝর্ণা, গাছ-গাছালির বিশাল এক প্রাকৃতিক ছবির খানিকটা দেখা যাচ্ছে। একেবারে প্রাণবন্ত ছবি।

ছবিটার খানিক এপাশে, চেয়ারে বসে আছে অর্ধনগ্ন একটি মেয়ে। মুখটা ওদিকে ঘোরানো, হেলে আছে চেয়ারের ওপর। পা দুটো বাঁধা তার চেয়ারের পায়ার সঙ্গে, হাত বাঁধা হাতলে। আবার গুঙিয়ে উঠল মেয়েটি, মাথা তুলল বহু কষ্টে। তার সারা মুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ, রক্ত জমে আছে। বাঁ চোখ বোজা, কালসিটে পড়ে আছে ওটার চারপাশের অনেকটা জায়গা নিয়ে।

কথাবার্তার আওয়াজে ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল মেয়েটি। মনে মনে আঁতকে উঠল মাসুদ রানা। মেয়েটি আর কেউ নয়, লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার সু চি হো।

***

কৃষ্ণপক্ষ-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

এক

সান ফ্রান্সিসকো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অ্যারাইভেল টার্মিনালে দিন-রাত সারাক্ষণ যেন হাট লেগেই থাকে। পোকার মত কিলবিল করে মানুষ। বদ্ধ হল, করিডরে যাত্রীদের গুঞ্জনকে মনে হয় যেন স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শকের উল্লাস। সঙ্গে পোর্টারদের হাঁক-ডাক, বাক্স-প্যাঁটরা টানাটানি, সুস্থির হয়ে এক মিনিট কোথাও দাঁড়ানো দায়।

রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশে আমেরিকান এয়ারলাইনসের যাত্রীরা যখন ঢুকল ভেতরে, অপেক্ষমাণ আরও গোটা আটেক আন্তর্জাতিক ফ্লাইট যাত্রীদের চাপে প্রায় চিঁড়েচ্যাপ্টা দশা হলো তাদের। মন মেজাজ ভাল নেই কমাণ্ডার বিল ট্যানারের। বিরতিহীন কনুই আর কাঁধের গুঁতোর সাহায্যে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে চলল সে। মুখে 'সরি' আর 'এক্সকিউজ মি'-র খই ফুটছে।

চেহারা দেখে মনে হয় কারও ওপর রেগে কাঁই হয়ে আছে কমাণ্ডার। অনবরত মুখ চলছে। বিড়বিড় করে কথা বলছে নিজের সঙ্গে। বিভ্রান্ত। যে দায়িত্ব ছিল তার ওপর, সেটা শুরুই করতে পারেনি ট্যানার। রানা আর চেরিকে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে চ্যাঙ লি-র কর্পোরেট জেট, ঠক্ খাওয়া আহাম্মকের মত ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে সে। এরপর কি?

ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছে না বিল। মিশনের শুরুতেই এমন বেকুব বনতে হবে কে ভেবেছিল? ধীর, অনিশ্চিত পায়ে এক্সিটওয়েের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। কাঁধে ঝুলছে একমাত্র ব্যাগেজ—একটা ট্রাভেল ব্যাগ। এক সেট পোশাক আর টয়লেট গীয়ার আছে কেবল ওতে।

হাতে একটা পেপারব্যাক। প্লেনে বসে পড়বে বলে কিনেছিল নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্ট থেকে। ওই পর্যন্তই। প্রচ্ছদ উল্টে ভেতরে নজর বোলাবার কথা একবারও মনে হয়নি পথে। রানা-চেরির ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় ছেয়ে আছে মন।

দুঃসাহসী মাসুদ রানাকে মনে ধরেছে বিল ট্যানারের। তার হিম্মতকে শ্রদ্ধা করে সে, যে কারণে লোকটার অমঙ্গলের আশঙ্কা বুকে চেপে বসেছে জগদ্দল পাথরের মত। চেরিকে নিয়েও একই দুশ্চিন্তা বিলের। সব কিছু যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোত, ভাবনার কিছু ছিল না। প্রয়োজনে রানা ও চেরির সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারত বিল ট্যানার।

মনে এখনও ক্ষীণ আশা তার, হয়তো কিছু একটা বিকল্প ব্যবস্থা করেছে

জেরাল্ড হিকি, হয়তো ওদের দু'জনের সঙ্গে যোগাযোগ এখনও ধরে রেখেছে সে কোন না কোন উপায়ে। দেখা যাক। চিন্তিত মনে টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এল সে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা বাতাস। জ্যাকেটের জিপার গলা পর্যন্ত টেনে দিল। পা বাড়াল ক্যাব স্ট্যাণ্ডের দিকে।

ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমে এমবারকাডেরো যাবে বিল। সেখান থেকে ফোনে যোগাযোগ করবে হিকির সঙ্গে। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই টের পেয়ে গেল সে পিছনে লেগেছে কেউ। জোরে পা চালাল বিল স্ট্যাণ্ডের দিকে। এ মুহূর্তে পিছনে তাকানোর উপায় নেই, একটা আড়াল চাই। পরক্ষণেই থমকে গেল সে নরম কণ্ঠের ডাকটা শুনে।

'ইনডেক্সার?'

ঘুরে দাঁড়াল বিল ট্যানার। এক তরুণ, সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। নার্ভাস টাইপের। চঞ্চল বাদামী চোখ জোড়া সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে স্থান বদল করছে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসির ভঙ্গি করল তরুণ।

'আমাকে বলছেন কিছু?'

মাথা দোলাল সে। 'আপনাকে নিতে এসেছি আমি। ওদিকে গাড়ি আছে আমার,' হাত তুলে স্ট্যাণ্ডের পিছনে দাঁড়ানো একটা বুইক দেখাল তরুণ।

এরকম তো কথা ছিল না! ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকল বিল তরুণের দিকে। ব্যাপার টের পেয়ে লাজুক হাসি দিল সে। 'দুঃখিত, স্যার। নিজের পরিচয় জানাতে একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আমি পল হ্যারিসন। জেরাল্ড হিকি পাঠিয়েছেন আমাকে আপনাকে নিয়ে যেতে।'

'কেন? আমি কি কচি খোকা? গাড়ি কই!' গজ গজ করতে করতে পা বাড়াল কমাণ্ডার বিল ট্যানার।

পথে একটিও বাক্য বিনিময় হলো না দু'জনে। দশ মিনিটে নেভাল ফ্যাসিলিটি পৌঁছে গেল ওরা। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে ক্যারিয়ার। বিশ মিনিট পর ক্যারিয়ারের সিআইএ কন্ট্রোল অ্যাণ্ড কমিউনিকেশনস্ রূমে পা রাখল কমাণ্ডার। শেষবার যেমনটি দেখে গিয়েছিল বিল, তারচেয়ে আরও খানিকটা আধুনিকায়ন করা হয়েছে রূমটা নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে।

ওর কয়েকটা ইলেক্ট্রোনিক গীয়ার দেখতে অদ্ভুত এবং অচেনা। জীবনে কখনও দেখেনি ট্যানার। জেরাল্ড হিকি এবং মেজর জেনারেল রাহাত খান মুখোমুখি বসা। দুজনের চেহারায়ই ক্লান্তি আর উৎকণ্ঠার ছাপ। সমন্বয়কারীর বদলে রাহাত খানকে ওকে ব্রিফ করতে দেখে খানিকটা অবাক হলো ট্যানার।

'কাস্টডিয়ান আর চেকলিস্টকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এখনও জানতে পারিনি আমরা,' বললেন বৃদ্ধ। তাঁর সামনে বড় একটা স্কেল ম্যাপ। ওটার ওপর বড় একটা প্লাস্টিক প্লেট। নানান রঙের পেন্সিল দিয়ে প্লেটের সারফেসে আঁকা রয়েছে অসংখ্য লাইন, বৃত্ত।

'কেবল জানা গেছে জরুরী অবতরণের বিশ্বাসযোগ্য অভিনয়ের মাধ্যমে এসএফও-র বদলে স্যালিনাসে ল্যাণ্ড করেছে কর্পোরেট জেট বিমানটি।' একটা

পয়েন্টার দিয়ে জায়গাটা নির্দেশ করলেন রাহাত খান। 'স্যালিনাস অথরিটি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে যে ওটাকে জরুরী অবতরণ করাতে বাধ্য হয়েছিল পাইলট। তারা জানিয়েছে, বিমানটা ল্যাণ্ড করার পর ওটার তিন কি চারজন যাত্রীকে একটি লিমুজিনে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাইলট, তার সেকেণ্ড অফিসার, একজন স্টুয়ার্ড আর সেফ এখনও স্যালিনাসেই রয়েছে, লস এঞ্জেলেস্ থেকে নিজেদের মেকানিক পৌছার অপেক্ষায় আছে তারা। ইচ্ছে করলেই ধরা যায় ওদের, কিন্তু তা করা উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। তাতে বরং ক্ষতি হতে পারে।'

সম্মতিসূচক মাথা দোলাল বিল ট্যানার।

'লিমুজিনে যে তিন বা চারজনকে তোলা হয়েছে, তাদের কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ধরে নিতে পারি কাস্টডিয়ান আর চেকলিস্ট ছিল ওর মধ্যে, সরিয়ে ফেলা হয়েছে ওদের। সে ক্ষেত্রে আমাদের অনুমান স্যালিনাসের চল্লিশ মাইল রেডিয়াসের মধ্যেই আছে ওরা। অথবা হয়তো এই উপকূলীয় এলাকার কোথাও নিয়ে আসা হয়ে থাকতেও পারে। ওদের দুজনের সঙ্গে প্ল্যান্ট করা হোমার দুটো অপারেট করছে নিউ ইয়র্ক। এখানেও বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু ওদের অপারেটর তো নয়ই, এখানকার অপারেটরও কোন সাড়া পাচ্ছে না ও দুটোর। চুপ মেরে গেছে হোমার দুটো।'

'জানাজানি হয়ে গেছে?'

'হতে পারে। না-ও হতে পারে। বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকে পড়লে ও জিনিসের সাড়া পাওয়া কঠিন। আমার ধারণা পরেরটাই ঘটেছে এক্ষেত্রে। সঙ্কেত ওরা ঠিকই পাঠাচ্ছে, আমরা ধরতে ব্যর্থ হচ্ছি।' জেরাল্ড হিকির দিকে তাকালেন মেজর জেনারেল। ভঙ্গিটা এবার আপনি বলুন গোছের।

হেলান দিয়ে বুকে দু'হাত ভাঁজ করে বসল সমন্বয়কারী। 'আমাদের ধারণা কোন সেফ হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদের দু'জনকে। হয়তো কোন বন-জঙ্গল ঘেরা স্থানে। চ্যাঙ লি-র জায়গায় আমি হলে এ কাজে বিগ সার ব্যবহার করতাম। আবার উপকূলীয় এলাকার কোন স্থানেও থাকতে পারে ওরা। যে কারণে ওই দুই হোমার ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করা ছয়টা ইলেক্ট্রোনিক ভ্যান সার্চের কাজে লাগিয়ে দিয়েছি আমি। কাজ করছে ওগুলো।

'আর তুমি, তোমার জন্যে চপার একটা তৈরি আছে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যাবে তুমি ওদের খোঁজে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ফিট্ করা আছে চপারে, বিগ সারের চারদিকে চল্লিশ স্কয়ার মাইল এলাকা স্ক্যান করবে তুমি।'

'চল্লিশ স্কয়ার মাইল? মানে, ষোলোশো মাইল?' বলল বিল ট্যানার।

'তোমার সঙ্গে যারা থাকবে, এ ধরনের সার্চে তারা অভ্যস্ত। ও নিয়ে না ভাবলেও চলবে তোমাকে। তুমি কেবল হোমারগুলোর সন্ধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। ওকে?'

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল কমাণ্ডার। 'এক সময় ভাবতাম হোমার মানেই

বুঝি গ্রীক, আর গ্রীক মানেই হোমার।'

রাতের জন্যে একটা কেবিন বরাদ্দ করা হলো বিল ট্যানারকে। কিন্তু ঘুম এল না তার। এপাশ ওপাশ করে কাটল সারারাত। ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখল বিল ট্যানার, রুমে ঢুকে ডাকাডাকি করছে মা। 'নাশতা রেডি, বিল। উঠে পড়।'

চোখ মেলল সে। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে এক জুনিয়র সিআইএ এজেন্ট। 'চপার রেডি, মিস্টার বিল। উঠে পড়ুন।'

গোসল শেভ সেরে কর্নব্রেড রোলস, মাখন আর কফি দিয়ে নাশতা করল বিল ট্যানার। রুম ত্যাগের আগে মোটা রোলনেক সোয়েটার, উষ্ণ ট্রাউজার, স্কার্ফ ইত্যাদি ফ্লাইং ক্লোদস সরবরাহ করা হলো তাকে। ওগুলো পরা হতে মাথায় চাপিয়ে দেয়া হলো দশ কেজি ওজনের প্রটেকটিভ হেলমেট। সাজগোজ শেষে আয়নায় নিজেকে দেখে হাসি চাপতে ব্যর্থ হলো কমাণ্ডার বিল ট্যানার। আস্ত একটা দু'পেয়ে ভল্লুকের মত লাগল ওর নিজেকে।

ভোর সোয়া পাঁচটায় ক্যারিয়ার ত্যাগ করল হেলিকপ্টার।

দুই

চট্ করে চোখ মেলল মাসুদ রানা। গভীর ঘুম থেকে মুহূর্তে পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছে। নিঃশব্দে নিজেকে গালমন্দ করতে লাগল ও। অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলেছে। যখন রানার জেগে পাহারা দেয়ার কথা, তখন কোন ফাঁকে ঘুমে বুজে এল চোখ, বুঝতেই পারছে না।

ঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল মাসুদ রানা। সাড়ে চারটা। রুমের পুবদিকের দুই জানালার ভারি পর্দা গলে ভোরের আলো ঢুকছে ভেতরে। চিত হয়ে পড়ে থাকল ও। মুহূর্তে সজাগ-সতর্ক হয়ে উঠেছে। গতরাতে এখানে পা রাখার পরের দৃশ্যগুলো পরিষ্কার ভেসে উঠল চোখের সামনে।

পাশে তাকাল রানা। দুই হাঁটু বুকের কাছে তুলে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে চেরি। মাথায় বালিশ নেই একটিও। ঘুমাবার সময় নিজের বালিশ দুটো দিয়ে ওর আর মাসুদ রানার মাঝে লম্বালম্বি বর্ডার তৈরি করে শুয়েছিল মেয়েটি। বর্ডার ক্রস না করার ব্যাপারে চিঠি লিখে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল রানাকে। হাসি পেল ওর। কিন্তু পরক্ষণে লে. কমাণ্ডার সু চি হো-র কথা খেয়াল হতে হোঁচট খেল ভাবনাটা।

'কি ধরনের স্পাই?' চ্যাঙ লি-কে প্রশ্ন করেছিল মাসুদ রানা।

তুঙ ওদিকে ব্যস্ত মিরার হাত-পায়ের বাঁধন খোলার কাজে। ওটা শেষ হতে হ্যাঁচকা টানে নির্যাতিত দেহটা কাঁধে তুলে নিল দানব। যন্ত্রণায় ক্রমাগত গোঙাচ্ছে মিরা, সেদিকে খেয়াল নেই কারও। ওকে নিয়ে বেরিয়ে গেল তুঙ। মেয়েটির কষ বেয়ে রক্ত বেরোতে দেখল মাসুদ রানা। গড়িয়ে পড়া রক্তে তুঙের দামী সিল্ক কোটের পিঠের দিকটা বরবাদ হয়ে গেছে।

'যাদের উপস্থিতি আমি-আপনি আমাদের ত্রিসীমানায়ও আশা করি না কখনও, সেই ধরনের,' কাঁধ ঝাঁকাল চ্যাঙ লি। গলায় রাগ বা বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই তার। 'জুয়ায় হেরে ওর বাবা বেশ কিছু টাকা ধার নিয়েছিল আমার কাছ থেকে। সে টাকা শোধ করতে পারেনি লোকটা, তাই মেয়েকে কিছুদিনের জন্যে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল আমোদ-ফুর্তি করার জন্যে। চিন হলে এ ক্ষেত্রে মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে হত ওর বাপকে। আর আমার বর্তমান ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ান আইন অনুযায়ী এর ফলে বিয়ে না করেও যতদিন ইচ্ছে ওকে ভোগ করার অধিকার বর্তেছে আমার ওপর। এভাবে একদিন না একদিন দেনা শোধ হয়ে যেত ওর বাবার। কিন্তু,' আবার কাঁধ ঝাঁকাল লি। 'মেয়েটির যে পরিচয় পেলাম, তাতে মেয়ে তো গেছেই চিরকালের জন্যে, তার ওপর আমার টাকাটাও সুদে আসলে শোধ করতে হবে ওর বাপকে,' মৃদু হাসি ফুটল লি-র মুখে। 'মেয়েটি স্পাই।'

'আই সী। কিসের স্পাই, এফবিআই?'

'আমি জানতাম ইউএস নেভিতে চাকরি করে মেয়েটি,' দু'কাঁধ উঁচু করে অসহায় ভঙ্গি করল চ্যাঙ লি। 'নিজেই বলেছিল আমাকে। কেবল বলেনি ও আসলে ইউএস নেভাল ইন্টেলিজেন্সের অফিসার।'

'ও মাই গড!' আঁতকে উঠল মাসুদ রানা।

'ঠিক বলেছেন,' হাসি ফুটল লি-র মুখে। 'ও মাই গড, ইনডিড। ওর পেটের কিছু কিছু খবর এর মধ্যেই বের করে ফেলেছি আমি। জানা গেছে যে সব তথ্য আপনাদের কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছি আমি, তা যাতে বেইজিং পৌঁছতে না পারে সে জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে ইউএস নেভাল ইন্টেলিজেন্স। মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা। অরেকটি দেশ, বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাও নাকি ওদের সহযোগিতা করতে মাঠে নেমেছে।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'সর্বনাশ! তাহলে তো আমাদের...'

'একদম শান্ত থাকতে হবে, যেন কিছুই হয়নি। সময়টা যতভাবে পারা যায় উপভোগ করতে হবে। মাফ করবেন। হোস্ট হিসেবে আমি একেবারে যাচ্ছেতাই। কি অফার করতে পারি আপনাদের, মিস্টার অ্যাবেলার্ড?' চেরির দিকে ফিরল সে। 'মিসেস অ্যাবেলার্ড?'

মেয়েটির এক হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল মাসুদ রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে ভয় ধরে গেছে ওর মনে। হাতটায় মৃদু চাপ দিয়ে ওকে অভয় দিতে চাইল রানা। 'এ মুহূর্তে আমাদের জন্যে সেরা অফার হবে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ করে দেয়া, মিস্টার লি। আমরা দু'জনেই খুব ক্লান্ত।'

'নিশ্চই! নিশ্চই!' ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল চ্যাঙ লি। 'জার্নিতে যথেষ্ট ধকল গেছে আপনাদের ওপর দিয়ে। চলুন, আপনাদের স্যুইটে পৌঁছে দিই আমি। মন ভরে ঘুমান। তারপর আসল কাজে বসা যাবে কাল যে কোন সময়। আমি নিজেও আসলে আগামী কয়েক ঘণ্টা ব্যস্ত থাকব গুরুত্বপূর্ণ কাজে। আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে মেয়েটিকে। ওর পেটের সব তথ্য জানতেই হবে আমাকে।'

'ওর পিছনে এত সময় নষ্ট করার কি দরকার, মিস্টার লি?' বিষাক্ত সাপের

মত হিসিয়ে উঠল চেরি। বিস্মিত হলো রানা এ পরিস্থিতিতেও ওকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে উল্টে অভিনয় করতে দেখে। 'হাত-পা বেঁধে ফেলে দিন না সাগরে! হাঙরের খোরাক হোক!'

'ও, নো, মাই ডিয়ার। কিছু করার আগে সবসময় তার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দিকটা আগে চিন্তা করে থাকি আমি। আমার কাজের ধারাই অমনি। মেয়েটি খুবই সুন্দরী, অতএব ওকে কাজে লাগাতে পারি আমি নিশ্চিন্তমনে। ওর পেটের মাল মশলা সব শুষে নিয়ে যে কাজে ওকে সবচে' ভাল মানাবে, সেই কাজে লাগিয়ে দেব। যে দিন পড়েছে, তাতে অর্থনৈতিক চিন্তা না করে এক পা-ও বাড়ানো উচিত নয় বলে আমি মনে করি। আমার মতে যা পুনঃব্যবহারযোগ্য, তা ফেলতে নেই। এ মেয়েও তাই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ব্যবহারযোগ্য। এতে তারও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হবে, আমারও কিছু রোজগার হবে।' হাত বাড়িয়ে দরজা দেখাল চ্যাঙ লি। 'চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি। কাল সুবিধেমত সময়ে লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র তথ্য পাচারের কাজে হাত দেয়া যাবে। তারপর আসল কাজ।'

ঘুরে দাঁড়াল চ্যাঙ লি। পা বাড়াল, 'আসুন,' বলে। যে দরজা দিয়ে এ রুমে এসেছে ওরা, তার উল্টোদিকের দেয়ালের বড় একটা পাইন কাঠের তৈরি বুককেসের দিকে এগোল সে। ওটার এক হাতের মধ্যে পৌঁছে থেমে গেল লোকটা, আর কিছুই করতে দেখা গেল না তাকে, এক পাশে সরে গেল বুককেস। ছয় বাই তিন একটা গুপ্ত দরজা বেরিয়ে পড়ল।

সম্ভবত কার্পেটের নিচে আছে ওটা খোলা-বন্ধ করার সুইচ, ভাবল মাসুদ রানা, ওতে চাপ পড়তে সরে গেছে বুককেস। দরজা গলে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত একটা খুদে করিডরে পা রাখল ওরা। পাঁচ গজ এগিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়েই দীর্ঘ এক সার সিঁড়ি। নিচে পৌঁছে অনুমান করল রানা, কম করেও চোদ্দ ফুট আণ্ডার গ্রাউণ্ডে হবে জায়গাটা।

এখানেও করিডর আছে। সোজা চলে গেছে একটা, ডানে-বাঁয়ে তার আরও শাখা প্রশাখা রয়েছে। আলোয় আলোয় দিনের উজ্জ্বলতা পেয়েছে পুরোটা জয়াগা। ঝকঝকে পেইন্ট করা দেয়ালে ঝুলছে বেশ কিছু চিনা ও আমেরিকান ইণ্ডিয়ান পেইন্টিং। চ্যাঙ লি-কে অনুসরণ করে প্রথম ডানমুখী করিডরে এসে পড়ল রানা ও চেরি। সামনেই ওক কাঠের বিশাল এক বন্ধ দরজা।

হাত দিয়ে আস্তে করে চাপ দিল লি ওটার গায়ে, খুলে গেল দরজা। ভেতরে বড় বড় তিন রুমের বিলাসবহুল এক স্যুইট। মেইনরুম বিনোদনের উপাদানে ঠাসা। মাঝখানে বিশাল এক ডবল খাট। তার পায়ের দিকে প্রায় পুরোটা দেয়াল জুড়ে রয়েছে অস্বাভাবিক বড় এক টিভি পর্দা। আরেক দিকের দেয়াল কাঠের প্যানেলিঙ করা। ছোট-বড় তাকে পূর্ণ।

ওখানে রয়েছে স্টেরিও ইকুইপমেন্ট, ভিডিও মেশিনসহ নানান রকম ইলেক্ট্রোনিক মনোরঞ্জন সামগ্রী। এছাড়া ছয়টা চামড়া মোড়া আর্মচেয়ার, বড় একটা কাঁচের টেবিলও এরুমের অন্যতম আকর্ষণ। ডিজাইন দেখলে মনে হয়

কার্পেন্টার নয়, যেন কোন ভাস্কর গড়েছে ওগুলো বহু যত্নে।

টেলিফোন থেকে কুশন, ঘরের প্রতিটি জিনিসের রঙ হালকা ধূসর। দেয়ালের সাদা পেইন্টের বিপরীতে ফুটেছে দারুণ। গেস্ট স্যুইটের সাজগোজ আরও সুন্দর। এ ঘরেও পুরো এক দেয়ালজোড়া তাক। ওখানে পাশাপাশি রাখা আছে রানা ও চেরির দুই ব্যাগ। আরেক দেয়ালের পুরোটাই রিফ্রিজারেটর। কার্পেট এত পুরু আর মোলায়েম যে পা রাখামাত্র গোড়ালি ডুবে গেল ওদের।

সবশেষে বাথরুম দেখাতে নিয়ে এল ওদের চ্যাঙ লি। বুঝে ফেলেছে স্যুইটের চেহারা দেখে দুই অতিথি অভিভূত। চোখে মুখে তাই গর্বের ছাপ ফুটেছে তার। বাথরুম যে এত বড় হতে পারে, রানা-চেরি দু'জনেই এই প্রথম বুঝল। ওরু ঠিক মাঝখানে মার্বেল পাথর আর সোনার তৈরি ছোটখাট সুইমিঙ পুল সাইজের ডিম আকৃতির বাথটাবটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মেয়েটি।

'এ বাড়ির অনেক কিছুর মত এই গেস্ট স্যুইটও আমার নিজস্ব ডিজাইনে তৈরি হয়েছে,' বলল চ্যাঙ লি। 'গোসল করুন। রিফ্রিজারেটর মুখরোচক দামী দামী খাবারে পূর্ণ। পানীয়ও আছে। যা খুশি মুখে দিন, পান করুন। তারপর লম্বা ঘুম দিন। ঘুম যখন ভাঙবে, টেলিফোনের নয় সংখ্যাটা প্রেস করে যা মন চায় অর্ডার দেবেন। আমার লোক আপনাদের সেবায় সব সময় হাজির থাকবে।'

লোকটাকে বিদেয় জানাতে মেইন রুম পর্যন্ত এল মাসুদ রানা। দরজার সামনে হঠাৎ করেই ওর খুব কাছে এসে দাঁড়াল চ্যাঙ লি। হাসিমুখে ষড়যন্ত্র পাকাবার মত নিচু গলায় বলল, 'বিছানায় যদি স্টিমুলেশন চান, মিস্টার পিটার অ্যাবেলার্ড, বেড কনসোলে "এম" লেখা বোতামটা টিপে দেবেন। সিলিঙ সরে গিয়ে মাথার ওপর বড় এক সেট আয়না বেরিয়ে পড়বে।' একটা চোখ টিপল চ্যাঙ লি।

মুখের হাসি অমলিন থাকা সত্ত্বেও ওই এক পলকেই তার ভেতরের নারীমাংস ভোজী বিকৃত মানসিকতার জানোয়ারটা ধরা পড়ে গেল রানার চোখে। গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল। তবু বাধ্য হয়ে দেঁতো হাসি দিল ও। ভাব করল এরকম একটা চমৎকার উপায় সে রেখেছে বলে রানা খুব সন্তুষ্ট। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

মেইন রুমের সর্বত্র নেচে বেড়াচ্ছে চোখ। ক্যামেরা লুকিয়ে রাখার সম্ভাব্য জায়গাগুলো খুঁজছে। কিন্তু এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। মনিটরের মাধ্যমে কেউ যদি সত্যিই চোখ রেখে থাকে এ ঘরের ওপর, কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে। এগিয়ে এসে টিভি স্ক্রীনের সামনে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

এত বড় একটা টিভি খুব অবাক করেছে ওকে, এমন দৃষ্টিতে যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর চারদিকটা পরীক্ষা করল রানা। এখানে কোন ক্যামেরা নেই, নিশ্চিত হয়ে স্টেরিও ইকুইপমেন্টের সামনে চলে এল ও। নেই এখানেও। অতিথিদের জন্যে ব্যবস্থাটা রাখেনি নাকি চ্যাঙ লি? ভাবল মাসুদ রানা, ব্যাপারটা ঠিক মানাচ্ছে না। থাকা উচিত ক্যামেরা।

অবশ্য না থাকলেও তেমন কিছু আসবে যাবে না। এ এমন এক জায়গা,

যেখানে অনাহূত কারও ঢুকে পড়ার আশঙ্কা একেবারেই নেই। এ জন্যেই হয়তো ওই ঝামেলায় যায়নি চ্যাঙ লি। তবে মাইক্রোফোন থাকতে পারে। অন্তত ওটা থাকা উচিত। অতিথিদের কথাবার্তা অন্তত যাতে শোনা যায়। অতএব? কাঁচের টেবিলে টেলিফোনের পাশে রাখা নোট প্যাড থেকে একটা পাতা ছিঁড়ল মাসুদ রানা।

তাতে বড় করে লিখল: লুকানো ক্যামেরা আছে কিনা বোঝা গেল না। মনে হয় নেই। তবে মাইক্রোফোন নিশ্চয়ই আছে। কথায়-কাজে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কাগজটা নিয়ে বেডরুমে চলে এল রানা। চেরিকে পাওয়া গেল বাথরুমে। বড় একটা ওয়াল কেবিনেটের কাঁচের পাল্লা সরিয়ে ভেতরে সাজিয়ে রাখা মূল্যবান সেন্ট আর বাথ অয়েলের গুদাম পরীক্ষা করছে। কাগজটা ওর চোখের সামনে ধরল রানা।

ওটা পড়ল চেরি। তারপর কয়েক মুহূর্ত চোখ গরম করে চেয়ে থাকল রানার মুখের দিকে। দুম্ দুম্ পা ফেলে মেইনরুমে এসে নিজেও একটা শিপ লিখে রানাকে দেখাতে নিয়ে এল। পড়ল মাসুদ রানা: কি মনে করো আমাকে? ওসব বুঝি না? নিজের চরকায় তেল দাও, মিস্টার হাজব্যাণ্ড (সো কলড্)। মাথা চুলকাতে লাগল রানা। কাগজ দুটো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কমোডে ফেলে ফ্লাশ করে দিয়ে এল মেয়েটি।

এবার গল্প শুরু করল দুজনে। চিন থেকে হংকং ভ্রমণ, সেখান থেকে নিউ ইয়র্ক, সেখানে ওয়ানডার আতিথেয়তা ইত্যাদি নিয়ে। 'মেয়েটা দারুণ, তাই না?' বলল চেরি। 'অমন অমায়িক আর বুদ্ধিমতি মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি।'

'আমিও।'

'মিস্টার চ্যাঙ লি-কে কেমন মনে হলো তোমার? আমার কিন্তু দারুণ লেগেছে। যেমন অতিথি পরায়ণ, তেমনি নিরহঙ্কারী। আর তেমনি তাঁর ক্ষমতা। সন্দেহ নেই বেইজিং খাঁটি হীরেই বেছে নিয়েছে। কোন ভেজাল নেই।' কথার ফাঁকে ফাঁকে হাত চলছে মেয়েটির। নিঃসঙ্কোচে কাপড় ছাড়ছে রানার চোখের সামনে। ঢোক গিলল রানা।

হঠাৎ হাত থেমে গেল মেয়েটির। স্বামী প্রবরকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে মুহূর্তের জন্যে রাঙা হয়ে উঠল দু'গণ্ড। দাঁত খিঁচিয়ে কিল তুলল সে।

'ঠিক,' জোর করে দৃষ্টি ঘোরাল মাসুদ রানা। 'আমারও খুব ভাল লেগেছে মিস্টার লি-কে। প্রবল ব্যক্তিত্ববান মানুষ।'

'ইশ্! গায়ে ঘামের বিশ্রী গন্ধ! আমি চললাম গোসল করতে।'

'যাও। আমি আগে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গলায় ঢেলে নিই। তারপর আসছি বাথরুমে।'

'খবরদার! আমি বের হওয়ার আগে নয়।'

'সে কি! স্বামীর সঙ্গে এই ব্যবহার!'

'আর বিছানাতেও আমার ধারে-কাছে ঘেঁষবে না আজ।'

'এ বড় অন্যায় কথা।'

জিভ ভেঙচে বাথরুমে ঢুকে পড়ল মেয়েটি। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আক্রমণে কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। তারপর মেইন রুমে চলে এল। দেরাজ হাতে আধ গ্লাস ব্র্যাণ্ডি ঢেলে বসে পড়ল আর্মচেয়ারে। মনে হচ্ছে নেই, তবু ক্যামেরার সন্ধান চালিয়ে যেতে লাগল ওর চোখ দুটো।

প্রথম ঢোক গিলে ফেলার আগে মুহূর্তখানেক মুখের ভেতর পানীয়টুকু ধরে রাখল মাসুদ রানা। তারপর 'কোঁৎ'। বিশেষ বিশেষ সময়ে কায়দাটা খুব কাজে দেয়। চিন্তা শক্তি বাড়িয়ে দেয়। 'ক্লারেট ছেলেদের উপযোগী পানীয়, পুরুষের উপযোগী পোর্ট। আর কেউ যদি নায়ক হতে চায়, তাকে ব্র্যাণ্ডি পান করা উচিত,' এই বিখ্যাত উক্তি কে কখন করেছিল মনে করতে পারল না রানা। যদিও তাতে কিছুই এল-গেল না। নায়ক হওয়ার ইচ্ছেয় ব্র্যাণ্ডি পান করছে না ও। করছে দায়ে ঠেকে।

পনেরো মিনিট ধরে ধীরেসুস্থে গ্লাসটা শেষ করল মাসুদ রানা। অলস দৃষ্টি হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে ঘরের প্রতিটি আনাচ-কানাচ। আসল চিন্তা ওর ওয়ালথার নিয়ে। বাথরুমে ঢোকার আগে কাপড় ছাড়তে হবে ওকে। ক্যামেরা থেকে থাকলে ওটা লুকিয়ে রাখা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

এক সময় 'হ্যাত্তেরি,' বলে ক্ষ্যান্ত দিল রানা। সিদ্ধান্তে পৌঁছল নেই ক্যামেরা। ফাইবার অপটিকসের টেকনিকের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আজকাল আর তেমন পেরে উঠতে পারছে না ক্যামেরা, তাই হয়তো সে ব্যবস্থা রাখেনি চ্যাঙ লি। থাকলে এতক্ষণে একটা না একটা ঠিকই চোখে পড়ত। এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট না করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। তবে অস্ত্রটা লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় ঢিল দিলেও চলবে না।

তারপরও যদি চোখে পড়েই যায় ওটা চ্যাঙ লি-র, বানিয়ে কিছু একটা বললেই হবে। বেডরুমে চলে এল মাসুদ রানা। চেরিকে বেহুশ হয়ে ঘুমাতে দেখে অবাক হলো খুব। কখন বাথরুম থেকে বেরিয়েছে ও টেরই পায়নি রানা। একটা মাত্র নীল অল্প ওয়াটের বাতি জ্বলছে ভেতরে। ঘরময় ভেসে আছে চেরির গায়ের মিষ্টি সুবাস।

ভালই হলো। নিশ্চিন্ত মনে জ্যাকেট খুলল রানা। ওর ফাঁকে ওয়ালথারটা খুব দ্রুত চালান করে দিল জ্যাকেটের পকেটে। চেরির যাতে ডিসটার্ব না হয়, তাই পা টিপে টিপে বাথরুমে চলে এল। হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখল জ্যাকেট।

এবার বাকি কাপড়-চোপড় ছেড়ে শাওয়ারের নিচে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মাথায় ছটাকখানেক শ্যাম্পু আর গায়ে বড় একটা সাবানের প্রায় সবটুকু ঘষে আধঘণ্টা ধরে গোসল করল। নতুন, মোলায়েম তোয়ালে দিয়ে গা মুছল। তারপর ব্রাশ করে দাঁত মাজল। সব শেষে ওর জন্যে হ্যাঙ্গারে ঝোলানো চমৎকার একটা চিনা প্রিন্টের টাওয়েলিং রোব গায়ে চাপাল রানা।

দেয়ালের গায়ে একটা শ্যুট দেখা গেল। একটা নোটিশ ঝুলছে শ্যুটের ওপর। অতিথিদের কাপড়-চোপড় ধোয়া ইস্ত্রি করার প্রয়োজন হলে ওর মধ্যে ফেলে দিতে বলা হয়েছে ওতে। এক ঘণ্টার মধ্যে ফেরত দেয়া হবে। বেরিয়ে আসার জন্যে পা

বাড়িয়েছিল রানা, এই সময় চোখ পড়ল এক টুকরো কাগজের ওপর।

চেরির লেখা একটা নোট। একটা সোপ ডিশ দিয়ে চাপা দেয়া। পড়ল ওটা মাসুদ রানা।

> আমি জেগে আছি। তুমি ঘুমাও। এক ঘণ্টা পর ডেকে দেব তোমাকে।
> বাকি রাত পালা করে পাহারা দিয়ে কাটাব আমরা।
> মাঝের বালিশ বর্ডার ক্রস করার চেষ্টা কোরো না। একে বলে 'বাগুলিং', জানো তো? ভালবাসা।

হেসে ফেলল ও। মাঝে দুটো বালিশ লম্বালম্বি করে সাজিয়ে বর্ডার বানিয়েছে মেয়েটি। ওয়েলসের এই বাণ্ডলিঙের কথা কোথায় শুনেছে ও? নিউ ইংল্যাণ্ডের ওয়েলসে কয়েক শতাব্দী আগে উদ্ভব এ পদ্ধতির। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এ ধরনের যুগলের ঘরের বাইরে কোথাও কথা বলা নিষেধ ছিল আগেকার দিনে।

প্রয়োজনে ছেলেকে মেয়ের বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে হত। কিন্তু যদি এমন হত সেখানে নিরিবিলিতে বসার মত পর্যাপ্ত জায়গার অভাব, মেয়ের অভিভাবক তাদের বড় কোন খাটে বসিয়ে দিত মাঝে বালিশের বর্ডার দিয়ে। শর্ত ছিল বাণ্ডলিঙে ছেলে-মেয়ে নিচু কণ্ঠে যা খুশি আলোচনা করতে পারবে, তবে তা অবশ্যই মেয়ের অভিভাবকদের চোখের সামনে হতে হবে। এবং দুজনকে অবশ্যই শালীন পোশাক পরা থাকতে হবে।

কাগজটার বিহিত করে রোবের পকেটে ওয়ালথার ঢোকাল মাসুদ রানা। শার্ট, ট্রাউজার আর জ্যাকেট শ্যুটে ফেলে দিল। বেডরূমে রোবটা খুলে মাথার কাছেই খাটের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল রানা, যেন হাত বাড়ালেই অস্ত্রের নাগাল পাওয়া যায়। মেইন রূমের দরজা বন্ধ আছে কিনা, আরেকবার চেক করে নিয়ে বিছানায় উঠল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

চেরির মৃদু ধাক্কায় ঘুম ভাঙল রানার। এক ঘণ্টা না ছাই, জোর করে চোখ খোলা রাখার কসরৎ করতে করতে ভাবল ও, পাঁচ মিনিটও ঘুমাতে দেয়নি ওকে চেরি। যদিও হাতঘড়ি বলছে এক ঘণ্টাই। শুয়ে শুয়ে ঘুমের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল মাসুদ রানা। এক মিনিট দু'মিনিট পর পর ঘড়ি দেখছে। টেরও পেল না কখন আবার আলগোছে ঘুম চেপে বসল চোখের পাতায়।

কিন্তু এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ সজাগ, সতর্ক মাসুদ রানা। গত দিনের অভিজ্ঞতার কথা ভাবছে। ভাবছে রাহাত খান, বিল ট্যানার আর অন্যদের কথা। লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার সু চি হো আর চ্যাঙ লি-র কথা। দুর্ভাবনা হচ্ছে রানার। দৈহিক নির্যাতনের চেয়েও ভয়ঙ্কর অস্ত্র হচ্ছে কেমিকেল। কতক্ষণ পারবে মেয়েটি মুখ বুজে থাকতে? কতখানি সফল হয়েছে চ্যাঙ লি এর মধ্যে?

লোকটা কি জেনে ফেলেছে সব? রানা আর চেরি যে আসল নয়, তাও জেনে ফেলেছে? না বোধহয়। সেক্ষেত্রে এখনও বিছানায় শুয়ে থাকা সম্ভব হত না, আর কোথাও থাকতে হত ওদের। অন্য চিন্তা ঢুকল রানার মাথায়। এখনও কি ওদের

হোমারের সঙ্গে যোগাযোগ বহাল আছে কার্ভস ভেলি বা ক্যারিয়ারের? রাহাত খান আছেন এখনও ক্যারিয়ারে, না দেশে ফিরে গেছেন?

ঘুরে ফিরে মিরার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে বারবার। না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে বেচারী। দুঃসাহসের মূল্য এখন পর্যন্ত একাই দিয়ে চলেছে সে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কতক্ষণ? সম্পূর্ণ মচকাতে কত সময় নেবে মেয়েটি? রানা আর চেরি যখন গভীর ঘুমে মগ্ন, তখন কে জানে কী অমানুষিক, অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছে তার ওপর চ্যাঙ লি।

যে কোন মুহূর্তে ভদ্রতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে লি, ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওদের ওপরও। খোদা! প্রার্থনা করতে লাগল মাসুদ রানা, আরও খানিক অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা দাও মিরাকে। অন্তত আর কয়েক ঘণ্টা। এর মধ্যে লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র যাবতীয় তথ্য হাতে এসে যাবে মাসুদ রানার। তারপর এ খাঁচা থেকে বেরিয়ে যাবে ও। ফিরে এসে...

সিলিঙের দিকে চেয়ে পড়ে থাকল রানা চিৎ হয়ে। ক্রমেই বাড়ছে পুব দিগন্তের আলো, ঘরের সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখন ও। হঠাৎ করেই চ্যাঙ লি-র গতরাতের একটা মন্তব্য মনে পড়ল রানার। 'কাল সুবিধেমত সময়ে লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র তথ্য পাচারের কাজে হাত দেয়া যাবে,' বলেছিল সে। 'তারপর আসল কাজ।'

এই 'আসল কাজ' সম্পর্কে রাহাত খান সতর্ক করে দিয়েছেন মাসুদ রানাকে। বিসিআইয়ের বেইজিং ডেস্ক প্রায় দু'মাস আগে বিষয়টা ঢাকাকে জানিয়েছিল। তখন থেকেই চ্যাঙ লি-র ব্যাপারে খোঁজ খবর সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন বৃদ্ধ। সুযোগটা লি নিজেই আরও প্রশস্ত করে দেয় লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র বাঙালী বিজ্ঞানীদের একের পর এক অপহরণের মাধ্যমে। কোথায় হাত দিয়েছে বুঝতে পারেনি লোকটা। ভালই চলছিল। কিন্তু বেশি লোভ করতে গিয়ে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল লি।

নিঃশব্দে বিছানা ছাড়ল মাসুদ রানা। সবার আগে জানতে হবে ঠিক কোথায় আছে ওরা। কোন জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে ওদের। রোবটা কাঁধে ফেলল ও, ব্যাগ থেকে নতুন এক সেট শার্ট-ট্রাউজার জ্যাকেট বের করে বাথরুমে চলে এল। গোসল-শেভ সেরে ফুল বাবু সেজে বেরল রানা। পিস্তলটা ডান নিতম্বের ওপরে, ট্রাউজারের ভেতর গোঁজা।

চেরিকে ডাকবে কি না ভাবল একবার ও। নাহ্, থাক্। ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক। মেইনরুমে চলে এল মাসুদ রানা, দরজার দিকে এগোল। এই সময় অন্য এক চিন্তা এল মাথায়। ঘুরে বেডরুমের জানালার দিকে চলল। পর্দার ট্যাসেল ধরে মৃদু টান দিল রানা, নিঃশব্দে দু'দিকে সরে গেল ভারি পর্দা। ঝলমলে রোদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের ভেতর।

বাইরে তাকাল মাসুদ রানা। পরক্ষণে দম আটকে এল ওর অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখে। হাবার মত চেয়ে থাকল রানা, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে কি না বুঝে উঠতে পারল না।

স্যালিনাসে অবতরণ করেছে ওদের কর্পোরেট জেট। তারপর পূব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ যেদিকেই হোক, গাড়িতে দেড় থেকে বড়জোর দু'ঘণ্টা ভ্রমণ করেছে। কাজেই এ জায়গা অবশ্যই ক্যালিফোর্নিয়ার কোথাও এবং সান ফ্রান্সিসকোর কাছাকাছি হওয়া উচিত। হতেই হবে।

কিন্তু চামড়ার চোখে অন্য কিছু দেখছে মাসুদ রানা। বাইরের একটা দৃশ্যই ওর চোখে আঙুল দিয়ে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে এ সান ফ্রান্সিসকো দূরে থাক, ক্যালিফোর্নিয়াও নয়। সামনে বড় এক কনিফার আর গোলাপ ফুলের বাগান। তার ওপাশে গভীর বন। যতদূর চোখ যায় শুধু পাইন আর পাইন।

আকাশছোঁয়া পাইনের মাথা ছাড়িয়ে আরও অনেক উঁচুতে ব্লু রিজ মাউন্টেন দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা। দৃশ্যটা বলছে সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়ায় রয়েছে ও। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? কোথায় সান ফ্রান্সিসকো আর কোথায় সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া!

কিন্তু অসম্ভব কেন তাও ভেবে পেল না মাসুদ রানা। ওকে চমকে দিয়ে কাছেই কোথাও একটা ঘোড়া ডেকে উঠল। চোখ রগড়ে আবার তাকাল রানা। নাহ্, কোন ভুল নেই। এ নিঃসন্দেহে ভার্জিনিয়া। কিন্তু...।

তিন

দাঁড়িয়েই থাকল মাসুদ রানা। স্যালিনাস থেকে দু'ঘণ্টায় সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া নিয়ে এসেছে ওদের চ্যাঙ লি, এ-ও বিশ্বাস করতে হবে? কিন্তু সন্দেহ করারও তো কোন উপায় নেই। ওই তো পাহাড় সারির চুড়োর সামান্য নিচে বাতাসে ভাসছে দুর্লভ নীল কুয়াশা, যার জন্যে ওর নাম ব্লু রিজ মাউন্টেনস্।

চোখমুখ কুঁচকে ভাবছে মাসুদ রানা। এ বাড়িতে ঢুকেছে ওরা সরাসরি সামনের মূল দরজা দিয়ে। প্রথমে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের হলরূম, ওখান থেকে চ্যাঙ লি-র স্টাডি। এরপর বইয়ের আলমারির পিছনের গুপ্ত পথ দিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডের এই স্যুইটে নিয়ে আসা হয়েছে ওদের। সিঁড়ি গুণে অনুমান করে নিয়েছে রানা এ ঘর গ্রাউণ্ড লেভেলের কমপক্ষে চোদ্দ ফুট নিচে হবে।

না হয় দুই-এক ফুট এদিক-ওদিক হবে, কিন্তু বারো ফুটের কম কোনমতেই হতে পারে না। তাই যদি হবে, তাহলে জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতি দেখতে পাওয়ার প্রশ্ন আসে কি করে? এ কেমন ধাঁধা? সে ক্ষেত্রে জানালাই তো থাকতে পারে না। উচিত নয় থাকা। অনেকক্ষণ হাঁ করে পাহাড়শ্রেণীর দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। অন্যমনস্ক।

ঘুরে দাঁড়াল ও। দ্রুত মেইনরূমে এসে দরজা খুলল। দরজার ঠিক সামনে একটা ফোল্ডিং টুলের ওপর রাখা আছে ওর শার্ট-ট্রাউজার আর জ্যাকেট। ধুয়ে ইস্ত্রি করে চমৎকার প্যাকেটে পুরে রেখে যাওয়া হয়েছে যত্নের সঙ্গে। প্যাকেটটা বেডরূমে রেখে ফিরে এল মাসুদ রানা। চেরির দিকে তাকিয়ে দেখার কথা মনেও

পড়েনি , স্যুইট ত্যাগ করে করিডর ধরে এগোল ও সিঁড়ির দিকে। খোলাই আছে গুপ্তপথ . সোজা লি-র স্টাডিতে চলে এল রানা।

আশ্চর্য! ঘরে পা রেখেই ব্রেক কষল ও। এ ঘরের জানালা দিয়েও দেখা যাচ্ছে সেই একই দৃশ্য। এরপর আর সন্দেহ থাকতে পারে না, কিন্তু উল্টে তা আরও বেড়ে গেল মাসুদ রানার। ব্যাপারটা কোনমতেই মেনে নিতে পারছে না। রানা এখনও ভাবছে এরমধ্যে নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল আছে। হয় ওটা দেখতে একই রকম, কিন্তু ব্লু রিজ নয়। অথবা জানালার কাঁচে কোন ট্রিক আছে, বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ওকে। পিছিয়ে ঘরের মাঝখানে চলে এল রানা, দূর থেকে বাইরের দৃশ্য কেমন দেখায় জানতে চায়। এই সময় পিছন থেকে কথা বলে উঠল চ্যাঙ লি

'আপনিও তাহলে খুব ভোরে বিছানা ত্যাগে অভ্যস্ত, পিটার অ্যাবেলার্ড? চমৎকার সকাল, কি বলেন? কেমন লাগছে বাইরের দৃশ্য? দারুণ, না?' রানার বাঁ দিকের এক দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল চ্যাঙ লি।

'অবিশ্বাস্য!' কোনমতে বলল মাসুদ রানা। অজান্তেই ঢোঁক গিলল একটা। 'আর কি বলব বুঝতে পারছি না!'

শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা। 'কখন থেকে এখানে আছেন আপনি? আমি কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আশা করিনি আপনাকে। ঘুম ঠিকমত হয়েছে তো?' অকৃত্রিম আন্তরিকতা প্রকাশ পেল তার প্রশ্নে।

'এত শান্তির ঘুম বহুদিন ঘুমাইনি।'

'আচ্ছা! আর আপনার স্ত্রী?'

'এখনও ওঠার নাম নেই।'

'ঘুমাতে দিন। আসুন, আমরা একসঙ্গে নাশতা করি। আমি চাইনিজ হলেও খাবার বেলায় ব্রিটিশই প্রেফার করি। আশা করি মন্দ লাগবে না আপনার। আফটার অল আপনি একজন ব্রিটিশ।'

চ্যাঙ লি-কে অনুসরণ করল মাসুদ রানা। মাথার মধ্যে বাইরের চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে এখনই কিছু জিজ্ঞেস না করার সিদ্ধান্ত নিল ও। আরও একটু অপেক্ষা করে দেখতে চায়। যে পথে গেস্ট স্যুইটে যাওয়া আসা করেছে রানা তার বিপরীতের আরেক গুপ্তপথ দিয়ে স্টাডি ত্যাগ করল ওরা। ফুট দশেক প্যাসেজওয়ে পেরিয়ে দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মাটির নিচে।

সিঁড়ির শেষ মাথায় ডানদিকে একটা দরজা। তার ওপাশে নিচু সিলিঙের প্রকাণ্ড ডাইনিং হল। ঝকঝকে পালিশ করা কাঠের ফ্লোর, চার দেয়ালের সম্পূর্ণটাই কাঠের প্যানেলিং করা। সিলিঙও তাই। চার কোণে এবং মাঝখানে ঝুলছে পাঁচটা চেয়ে থাকার মত মূল্যবান শ্যাণ্ডেলিয়ার।

এ ঘরের ফার্নিচারগুলো জ্যাকোবিনের তৈরি, অনুমান করল মাসুদ রানা। প্রকাণ্ড ডাইনিঙ টেবিলের মসৃণ সারফেস এমনভাবে পালিশ করা যে আয়নার মত মুখ দেখা যায় ওতে। টেবিলের চারদিকে ত্রিশটা ম্যাচিং চেয়ার। কুশন মোড়া, হাই ব্যাক্ড। একদিকের পুরো দেয়াল জুড়ে রয়েছে চমৎকার নকশা করা চেস্ট।

সাইডবোর্ড হিসেবে ব্যবহার হয়।

সেদিকে তাকাতে চোখ ঝল্‌সে গেল মাসুদ রানার। ভেতরের অসংখ্য তাক ভর্তি রূপোর তৈরি চিনা বাসন-কোসন। শ্যাণ্ডেলিয়ারের ইলেক্ট্রিক আলো ঠিকরে পড়ছে তার গায়ে লেগে। এরই মধ্যে টেবিলের এক প্রান্তে তিনজনের বসার আয়োজন করা হয়েছে দেখা গেল। চেস্টের উল্টোদিকের দেয়ালে বড় একটা ফায়ার প্লেস, ভেতরে নিভু নিভু আগুন জ্বলছে। ওতেই গরম হয়ে আছে ঘর।

আরেক দেয়ালের প্রায় পুরোটা জুড়ে রয়েছে দুটো জানালা। সীসার তৈরি ফ্রেম। ওর ভেতর দিয়েও সেই একই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা। ব্লু রিজ মাউন্টেন!

'হুঁম!' সাইডবোর্ডের সামনে বড় একটা রূপোর থালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে চ্যাঙ লি। 'আসুন, পিটার। আমার শেফ দারুণ আয়োজন করেছে আজ আপনাদের সম্মানে। একেবারে আদর্শ ইংলিশ ডিশ। আসুন, বসা যাক।'

দরজায় মৃদু নকের আওয়াজ উঠল। পরমুহূর্তে ভেতরে ঢুকল রোগা স্বাস্থ্যের এক চিনা। হাতে ধরা রূপোর ট্রেতে সাজানো বড় দুটো কফি পট, সুগার বেসিন আর ক্রীম জাগ। রানার উদ্দেশে সসম্মানে নড করল লোকটা।

'পিটার, এ হচ্ছে মাও চিন, আমার অত্যন্ত বিশ্বস্তদের একজন। দেখতে রোগা হলে হবে কি, ওর গায়ে কি অবিশ্বাস্য শক্তি, কল্পনাই করতে পারবেন না আপনি। এমন সব রেকর্ড আছে মাও চিনের, শুনলে চুল দাঁড়িয়ে যাবে আপনার।' মুখে প্রশ্রয়ের হাসি নিয়ে লোকটার দিকে তাকাল চ্যাঙ লি। 'চিন, ইনি আমাদের সম্মানিত অতিথি, পিটার অ্যাবেলার্ড। আমার বন্ধু মানুষ।'

মুখভঙ্গির কোন পরিবর্তন হলো না লোকটার, কেবল আরেকবার মৃদু নড করল রানার উদ্দেশে। টেবিলে ট্রে রেখে বিনা বাক্য ব্যয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। লি-র আহ্বানে নিজের জন্যে প্লেটে কিছু খাবার তুলে নিল মাসুদ রানা। খাওয়ার ইচ্ছে নেই তেমন। টেবিলের এক মাথায় বসল চ্যাঙ লি, রানা তার বাঁ দিকে। নীরবে মুখ চলছে দু'জনের। রানা মনে মনে চাইছে মুখ খুলুক লোকটা, বাইরের ভেলকিবাজির মীমাংসা হোক।

একটু পর আবার এল মাও চিন। টোস্টের দুই বড়সড় মিনার টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। এইবার মুখ খুলল চ্যাঙ লি। মুখ ভর্তি খাবারের ফাঁক গলে বেরোনো কথাগুলো কোনমতে বোঝা গেল। 'তারপর মিস্টার অ্যাবেলার্ড! কত বছর হলো এ সার্ভিসে আছেন আপনি?'

'তা প্রায় পাঁচ বছর। আপনার কথা অনেক শুনেছি বেইজিঙে। আমাদের ওখানে আপনি প্রায় রূপকথার রাজপুত্রের মত, মিস্টার লি। সুপিরিয়রদের মুখে সারাক্ষণ শুধু আপনার প্রশংসাই শুনি।' মুখ তুলল রানা। চেহারা দেখে বুঝতে চায় কতটা ফোলানো গেছে ব্যাটাকে।

ভালই ফুলেছে। অমায়িক হাসিতে মুখ ভরে উঠল লোকটার। চাউনিতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। 'আহ্! ধন্যবাদ।'

'না না, এ জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কোন প্রয়োজন দেখি না, মিস্টার

লি। প্রশংসা আপনার প্রাপ্য। আপনার মত এত চমৎকার কাজ সিইএলডির আর কেউ করেছে বলে জানা নেই আমার। একটা প্রশ্ন, মিস্টার লি।'

'অবশ্যই! অবশ্যই! একটা কেন, যত খুশি প্রশ্ন করুন। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিন মনের যত প্রশ্ন।'

'শুনেছি আপনি নাকি হাফ চাইনিজ হাফ ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ান, কথাটা কি ঠিক?'

'ঠিক। শুনুন আমার জন্ম বৃত্তান্ত,' শুরু করল চ্যাঙ লি। কমাণ্ডার বিল ট্যানারের মুখে শোনা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে লাগল সে। লোকটার ভেতরে সম্মোহনী শক্তি আছে, ভাবল মাসুদ রানা। সোজা কাহিনী; সত্য মিথ্যে নিশ্চিত নয় ও, বলে চলেছে গড়গড় করে। বাধছে না কোথাও। একটিও বাড়তি শব্দের ব্যবহার নেই বক্তব্যে। এ মুহূর্তে লি-কে মনে হচ্ছে যেন কমলাপুর স্টেশনের কোন খুজলি-পাঁচড়ার মলম বিক্রেতা। কথা বলার ভঙ্গিটা অবিকল তেমনি। তবে ভাষা মার্জিত। 'রাজকীয় রক্ত আমার ধমনীতে। মার দিক থেকেও, বাবার দিক থেকেও। অনেকে অবশ্য বলে আমার এ দাবি মিথ্যে। বানানো গল্প। আমি নাকি এক চিনা দর্জি আর এক ব্ল্যাকফুট পতিতার পাপের ফসল। শুনে হাসি পায় খুব। গায়ে মাখি না আমি। কেউ যদি সত্যি জানতে আগ্রহী হয়, ব্ল্যাকফুট রিজার্ভেশনে গেলেই জানতে পারবে কোনটা সঠিক। লিখিত ডকুমেন্ট আছে ওখানে।'

'আমি অপনাকে অবিশ্বাস করি না,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'বেইজিঙেও কেউ অবিশ্বাস করে না। আমাদের ধারণা আপনার প্রতি হিংসার বশে এসব নোংরা কাহিনী ছড়ানো হয়েছে।'

'আসলেই তাই, মিস্টার পিটার। কিন্তু ও নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাই না। আমি কাজের মানুষ। সারাক্ষণ কাজে ডুবে থাকি। সেন্টিমেন্টাল হওয়ার সময় কোথায় আমার?'

'ব্ল্যাকফুটদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ আছে আপনার?'

'নিশ্চই! ওরাই তো আমার সব। ওদের সান্নিধ্য ছাড়া বাঁচব না আমি। তাই তো সময় সুযোগ পেলেই ছুটে যাই ওদের মাঝে, কিছুদিন বেড়িয়ে ব্যাটারি চার্জ করিয়ে আসি,' সুন্দর করে হাসল চ্যাঙ লি। 'ওয়াশিংটন স্টেটের চেলান মাউন্টেনে এখনও সুখে শান্তিতে বাস করছে আমার ব্ল্যাকফুট সম্প্রদায়। পুরানো দিনের মত তাঁবু খাটিয়ে থাকে। জায়গাটা চমৎকার! কী যে শান্তি ওখানে বোঝানো যাবে না কাউকে। দু'দিন ওখানে থাকলে দু'বছর আয়ু বেড়ে যায় আমার।'

হঠাৎ করেই ভাষণ থামিয়ে হাতের কাজে মন দিল চ্যাঙ লি। রাক্ষসের মত গপাগপ্ গিলে চলেছে। নিজেও অল্পস্বল্প খেলো রানা। তারপর সময় বুঝে আলগোছে সু চি হো-র প্রসঙ্গ তুলল।

'স্পাই মেয়েটার ব্যাপারে তেমন উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কিছু নেই তো, মিস্টার লি? আপনি যা-ই বলুন, আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।'

বাঁ হাতের মস্ত তালু দিয়ে রানার পিঠে জোরে জোরে চাপড় মারল লোকটা হেসে উঠল হা হা করে। 'কি যে বলেন, পিটার! আমার মুঠোয় পড়েছে ও, চ্যাঙ লি-র হাতে। এ ক্ষেত্রে আমি কখনোই উদ্বিগ্ন হই না। উদ্বিগ্ন হয় সে, যে আমার

হাতে ধরা পড়ে।'

'স্বীকারোক্তি আদায় করতে পেরেছেন ওর?'

কিছুটা গম্ভীর হলো লোকটা। 'না, এখনও পুরোপুরি সক্ষম হইনি অবশ্য। যদিও চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখছি না আমি। জানি একসময় না এক সময় ঠিকই মচকাবে ও মেয়ে। তবে অন্যদের তুলনায় সময় একটু বেশি নিচ্ছে, এই যা। ওটাই অবশ্য স্বাভাবিক, শত হলেও নেভাল ইন্টেলিজেন্সের ট্রেনিং পাওয়া। আমারও ব্যস্ততা নেই তেমন, ধীরে সুস্থেই হোক। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে আমার ব্যাপারে ওর সংস্থা বেশ ইন্টারেস্টেড। ওটাও স্বাভাবিক। কারণ আমিই ওদের লেজে পা দিয়েছি আগে।'

মুখটা যথাসম্ভব ফ্যাকাসে করে তুলল মাসুদ রানা। 'এ ব্যাপারে কতদূর জানে ওরা?'

'বলেইছি তো ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। আপনারা আমার মেহমান, কেউ একটা টোকাও দিতে পারবে না আপনাদের, যতক্ষণ আমি আছি।' তারপরও ওর সংশয় যায় না দেখে যোগ করল সে, 'লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র ইনফর্মেশন আমি জেনে ফেলেছি, এ ওরা জানে। আরও জানে আপনি আর চেরি তথ্যগুলো বেইজিঙে পাচার করে নিয়ে যেতে এসেছেন, অথবা আসবেন।'

'সর্বনাশ!'

'মোটেই নয়। নাশ-বিনাশ নিয়ে একেবারেই ভাবছি না আমি। ভাবছি তথ্যগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হস্তান্তর করে আপনাদের নিরাপদে আমেরিকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা নিয়ে। সম্ভব হলে কাজটা আজই সেরে ফেলতে চাই। কোন চিন্তা করবেন না। যেভাবে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আপনাদের এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছি, তেমনিভাবে দেশের বর্ডারও পার করে দিতে পারব। কাক-পক্ষীও টের পাবে না কিছু।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল মাসুদ রানা। 'জেনারেল তিয়েন শিয়েন আপনার এই অ্যাচিভমেন্টের কথা জানিয়েছেন আমাদের। এমন একটা টপ সিক্রেট প্রজেক্টের যাবতীয় তথ্য কি করে ম্যানেজ করলেন? ইনফিলট্রেশন?'

চ্যাঙ লি-র মৃদু হাসি প্রসার লাভ করল। একটা আস্ত টোস্ট মুখে পুরে তৃপ্তির সঙ্গে চিবুতে লাগল সে। 'নাহ্! ওসবে প্রচুর ঝামেলা, নানা রকম হুজ্জত পোহাতে হয়, তারপরও কেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই ও ধরনের ঝুঁকি কোন কাজেই নেই না আমি। সব সময় সোজা পথে চলি আমি।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ। লর্ডস আণ্ড লর্ডস ডে-র মাথাগুলোকে বলতে পারেন ছিনতাই করেছি আমি। তারপর তাদের পেট থেকেই বের করে নিয়েছি এর পুরো নো-হাউ! এরা প্রায় সবাই বাংলাদেশী, আমেরিকান নয়। মেরিটাইম ইলেক্ট্রোনিক এক্সপার্ট। ঠোঁট ওল্টাল চ্যাঙ লি। 'যত বড় বিজ্ঞানীই হোক, সাহস নেই একজনেরও। চেপে ধরতেই গড়গড় করে জানিয়ে দিয়েছে সব। এই মেয়েটির মত মেন্টাল ডিফেন্স যদি থাকত ওদের, তাহলে হয়তো ভুগতে হত। কেমিকেলের প্রথম ডোজ পুশ

করতেই জানিয়ে দিয়েছে সব। কাজটা আমার জন্যে শিশুর হাতের ক্যাণ্ডি কেড়ে নেয়ার মতই সহজ ছিল।'

'চমৎকার! ছিনতাই, না?'

'হ্যাঁ। সবচে' সহজ কাজ, ছিনতাই।'

'তারপর? তথ্য সব আদায় করে ওদের নিশ্চই খতম ...'

'না, পিটার।' যেন মনে কষ্ট পেয়েছে চ্যাঙ লি, ভাব দেখে তাই মনে হলো মাসুদ রানার। 'খতম আমি করি তাদের, যারা আর কোন কাজে লাগার নয়। কিন্তু যারা পুনঃব্যবহারযোগ্য, তাদের সযত্নে বাঁচিয়ে রাখি আমি, বলেছি না?'

'আই সী! তার মানে...?'

'হ্যাঁ। ওদের সবাইকে খাইয়ে-পরিয়ে অ্যাকুয়ারিয়ামে পুরে রেখেছি আমি। এখানেই আছে সবাই, এই বাড়িতে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন পড়তে পারে বলে কাউকে হত্যা করিনি আমি। অবশ্য খুব শীঘ্রিই তাদের পরিণতি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। তবে...একটা আফসোস! লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র যে মূল আবিষ্কারক, তাকে ধরতে পারিনি। হাতে পাওয়া তথ্যগুলো তাকে দিয়ে চেক্ করিয়ে নেয়া গেলে ভাল হত। ফসকে গেল লোকটা। তাতে যদিও অসুবিধে হবে না কোন। ভাল কথা, পিটার, আমার টাকা এনেছেন তো?'

'সঙ্গে আনিনি। তবে এখান থেকেই টাকাটা জোগাড় করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

হাসি মিলিয়ে গেল চ্যাঙ লি-র। 'জোগাড় করে দেয়ার ব্যবস্থা? বুঝলাম না। আমি তো জানতাম টাকা সঙ্গে থাকবে আপনার।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল রানা। 'না, মিস্টার লি। ও ধরনের কাজ আমরা ভুলেও কখনও করি না। জেনারেল তিয়েন শিয়েনের নির্দেশ প্রথমে তথ্যগুলো যাচাই করে দেখবে আমার স্ত্রী। সে সন্তুষ্ট হলে ওগুলোকে শর্ট হ্যাণ্ডে লিখে নেবে, পরে তার ছবি তুলব আমি। তারপর একা গিয়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে নিয়ে আসব আমি আপনার টাকাটা। অথবা, আশা করছি নিয়ে আসতে সক্ষম হব।'

'ও, তাই বলুন।' মুখের মেঘ কেটে গেল চ্যাঙ লি-র। 'তাহলে ঠিক আছে। কোথায় আছে টাকা? আই মীন কত দূরে?'

'আগে বলুন আমরা কোথায় আছি এখন? সান ফ্রান্সিসকোতেই, নাকি আর কোথাও? জানালা দিয়ে বাইরে যা দেখলাম, তাতে তো মনে হয় আমার অনুমান ঠিক নয়। অথচ...'

মাথা পিছনে হেলিয়ে হা হা হাসিতে ফেটে পড়ল চ্যাঙ লি। প্রশস্ত, ঢালু দুই কাঁধ হাসির দমকে নাচছে তার। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল সে। 'আপনাকেও বোকা বানানো গেছে তাহলে! আসলে সবাই বোকা বনে যায় বাইরে তাকালে। আমার এই ঘাঁটি যাতে কেউ লোকেট করতে না পারে সে জন্যে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে এই অবিশ্বাস্য কৌশলটা আবিষ্কার করেছি আমি। মোটামুটি সহজ, অথচ অচিন্তনীয় একটা টেকনিক। নাশতা শেষ করুন, তারপর আপনাকে দেখাব এর আসল রহস্য। আপনি কি জানেন, আমি মুহূর্তে ঈগলে পরিণত হতে পারি? ডানা

মেলে উড়ে যেতে পরি শূন্যে? শুনেছেন কখনও?'

ঢোঁক গিলল মাসুদ রানা। 'শুনেছি।'

'যখন যেখানে খুশি উদয় হই, আবার গায়েবও হয়ে যাই?'

'হ্যাঁ, তাও শুনেছি।'

মজা পেয়ে গেল যেন লি। হাসিমুখে কফি ঢালতে ঢালতে বলল, 'ধৈর্য ধরুন। একটু পরই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব। নিন, কফি খান,' একটা কাপ এগিয়ে দিল সে রানার দিকে।

পাঁচ মিনিট পর লি-র দেখাদেখি আসন ছাড়ল রানা। ও পাশের দেয়ালে জোড়া জানালার মাঝামাঝি জায়গায় ওকে নিয়ে গেল লোকটা। 'বাইরে তাকান ভাল করে।'

তাই করল মাসুদ রানা। সেই একই দৃশ্য—ভার্জিনিয়া ব্লু রিজ। একটা গাড়ির আওয়াজ পেল ও, ফুলের বাগান আর পাইন বনের মাঝের একটা অদৃশ্য রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল। ওটার উইণ্ডশীল্ডে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হলো। এতক্ষণে স্বাভাবিক নিয়মে আরও ওপরে উঠে এসেছে সূর্য।

'ভার্জিনিয়া দেখছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।' না দেখলেও লোকটা যে হাসছে, সহজেই অনুমান করতে পারল রানা।

'এবার তাহলে অন্য কিছু দেখুন।'

জোড়া জানালার মাঝখানের প্যানেলে উঠে গেল চ্যাঙ লি-র ডান হাত। ওখানে ছোট একটা কনসোল দেখতে পেল রানা, আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল দেয়ালের ভেতর থেকে। অনেকগুলো নব, বাটন আর সুইচ বসানো আছে তার গায়ে, তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন হলো না লি-র, আন্দাজে ওর একটা সুইচ টিপে দিল। 'দেখতে থাকুন।'

বাইরে দিনের আলোয় টান পড়ল হঠাৎ করে। পুরু কালো মেঘ সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে যেন সূর্য। একটু পর সত্যিকার মেঘ চোখে পড়ল রানার, একটু একটু করে ছেয়ে ফেলতে শুরু করেছে পুরো আকাশ। একসময় রাতের মত আঁধার নেমে এল প্রকৃতির বুকে। পশ্চিম দিগন্তে সামান্য আলোর আভাস ছিল, মিলিয়ে গেল তা-ও।

বেকুবের মত চেয়ে আছে রানা। উত্তরোত্তর বাড়ছে বিস্ময়ের মাত্রা। এক মিনিট পেরিয়ে যেতে আবার হাত উঠল চ্যাঙ লি-র, সঙ্গে সঙ্গে ফিকে হয়ে আসতে শুরু করল অন্ধকার। দেখতে দেখতে দিগন্তে হালকা গোলাপী আভা ফুটল। উদয় হচ্ছে নতুন সূর্য। তবে গতি অস্বাভাবিক। সূর্য উঠল, পুরো ল্যাণ্ডস্কেপ হেসে উঠল আলোয়।

এবার আর ভার্জিনিয়া নয়, চোখের সামনে খোদ লণ্ডন শহর দেখতে পেল রানা। সশব্দে ঢোঁক গিলল। ওর অতি পরিচিত লণ্ডন শহর। তবে আধুনিক নয়, অনেক পুরানো লণ্ডন এটা। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর হবে, অনুমান করল রানা। দৃশ্যটা একেবারে জ্যান্ত, হাত বাড়ালেই যেন স্পর্শ পাওয়া যাবে। প্রাচীন টেমস ঘোলা পানি বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে মন্থর গতিতে। ঠিক যেন জানালার

পাশ ঘেঁষে, ইচ্ছে করলেই হাত ভেজাতে পারে রানা।

আরেকটা বোতাম টিপল চ্যাঙ লি। আগের মতই দিন ফুরিয়ে রাত নামল, রাত শেষে দিন। এবার ক্রেমলিন ভেসে উঠল। ব্রিজ পেরিয়ে অসংখ্য জিল লিমুজিন ভেতরে ঢুকছে। নতুন দিন শুরু হয়েছে মস্কোয়।

'কেমন লাগল, পিটার? বোতাম টিপে ভার্জিনিয়া ব্লু রিজ ফিরিয়ে আনল চ্যাঙ লি।

'কিন্তু কি করে...?' কোনমতে উচ্চারণ করল মাসুদ রানা।

'কি করে সম্ভব হলো?' ফিরে এসে আগের আসনে বসল লোকটা। নতুন করে কফি ঢালল দু'জনের জন্যে। 'ওই যে বললাম, বিজ্ঞান,' রানাকে বসতে ইঙ্গিত করে কফি এগিয়ে দিল। 'বিজ্ঞান আর আমার মাথা মিলে সম্ভব করেছে কাজটা। এর কারণেই যখন যেখানে খুশি হাজির হতে পারি আমি, সেখান থেকে গায়েবও হয়ে যেতে পারি। প্রয়োজনে ঈগলে রূপান্তরিত হতে পারি,' বলেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল চ্যাঙ লি।

যেমন হঠাৎ শুরু, তেমনি অকস্মাৎ ব্রেক কষল অট্টহাসিটা। 'সিনসিয়ারলি বলুন, পিটার। দৃশ্যগুলোর ফ্রেমে যদি আমাকেও চলমান দেখতেন, ডাইমেনশন যদি পারফেক্ট হত, আপনি কি অবিশ্বাস করতেন আমার ভার্জিনিয়া থেকে চোখের পলকে লণ্ডন আর মস্কো ঘুরে আসার বিষয়টা?'

চোখ বুজে এক মুহূর্ত ভাবল রানা। 'না, করতাম না।'

'কেন করতেন না? আপনি কি ব্লু রিজ দেখে বিস্মিত হননি?'

'অবশ্যই হয়েছি। কিন্তু তবুও বিশ্বাস করতাম না।'

'কেন নয়?'

'মিস্টার লি, আমি অত্যন্ত যুক্তিবাদী মানুষ। চোখে দেখা সবকিছু যে সবসময় সত্য হয় না, এটুকু আমি বুঝি।'

চার

'ঠিক। তাছাড়া, আমি যখন পাশেই রয়েছি, তখন সে প্রশ্নও আসে না। কিন্তু অন্যরা বিশ্বাস করে, যাকে বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। তারা ভাবে ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে আমার। সে যাক, শুনুন। আমরা এখন যে ঘরে আছি, আসলে তার কোন অস্তিত্বই নেই।'

'মানে! কাল রাতে পরিষ্কার দেখেছি আমি...'

'দেখতে আপনি ভুল করেননি। বাড়ি একটা দেখেছেন আপনি, তবে এটা সে বাড়ি নয়। যে বিমানে নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছেন আপনারা, তার গায়ে একটা কোম্পানির নাম লেখা ছিল, দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, সিলভার কি যেন।'

'সিলভার সার্ভিস,' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল চেরি। রোব পরেই চলে এসেছে মেয়েটি, মাও চিন রয়েছে তার পেছনে।

'লেডি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন একা একা,' চ্যাঙ লি-কে বলল সে। 'তাই আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।'

'ভাল করেছ,' চেরির উদ্দেশে চওড়া হাসি দিল লি। 'বসুন, প্লীজ। চিন, এঁর জন্যে কফি, টোস্ট নিয়ে এসো। আমি আর পিটার আপনাকে বাদ দিয়েই ও পাট চুকিয়ে ফেলেছি মিসেস অ্যাবেলার্ড। কিছু মনে করেননি তো?'

'নিশ্চই না। কিছুই মনে করিনি। আমি আসলে অন্য কথা ভাবছি, মিস্টার লি। ঘুম ভাঙতেই বাইরের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। আমার ধারণা আমরা সান ফ্রান্সিসকো এসেছি। কিন্তু…'

'বোসো,' উঠে এসে চেরির গালে আলতো করে চুমু খেলো রানা। তাকে বসতে সাহায্য করল। 'সেই কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ ওঁর সঙ্গে। যদিও ঠিক বুঝতে পারিনি এখনও সব। মিস্টার লি বলছেন, এই বাড়িটার নাকি কোন অস্তিত্বই নেই।'

চোখ বড় করে লোকটার দিকে তাকাল চেরি। 'সে কি!'

'ঠিক তাই, মিসেস অ্যাবেলার্ড। সে কথায় আসছি আমি এখনই,' রানার দিকে ফিরল চ্যাঙ লি, 'কি যেন বলছিলাম?'

'সিলভার সার্ভিস কোম্পানির কথা। আপনার কর্পোরেট জেটের গায়ে লেখা ছিল নামটা।'

'ঠিক, সিলভার সার্ভিস কর্পোরেশন। ওই কোম্পানির সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ আছে কেউ কোনদিনই তা প্রমাণ করতে পারবে না। অথচ আমিই ওটার মালিক। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না কারণ ওই কোম্পানির কাগজপত্রে আমার নাম নেই। অন্য আরও অনেক কোম্পানির মত সিলভার সার্ভিসের মালিকও অবশ্যই আমি, কিন্তু প্রমাণ নেই।'

'কি করে ম্যানেজ করেন ব্যবসা?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'আমাকে কোন ঝামেলায় যেতে হয় না। আমার লোকেরাই সব করে। বছরে একবার সব কোম্পানির হিসেব চেক্ করি আমি। ব্যস্, এইটুকুই আমার কাজ। ব্যবসা চলে বিশ্বাসের ওপর।'

'কখনও ঠকায় না ওরা আপনাকে?'

মুখের ভাব এমন করল লোকটা যেন রানার বোকার মত প্রশ্নে হতাশ হয়েছে। 'আপনাকে আগেই বলেছি, ডিয়ার পিটার, সবাই জানে আমি ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী। ক্ষমতাটাকে সবাই ভয় করে। আফটার অল, নিজের, বৌ-বাচ্চার প্রাণের মায়া সবারই আছে।'

'বুঝলাম।'

নতুন দুই পট কফি আর টোস্ট নিয়ে ফিরে এল মাও চিন। সঙ্গে ধূমায়িত ডিমের ওমলেট। উঠে সাইডবোর্ড থেকে খানিকটা বেকন সসেজ ইত্যাদি প্লেটে বেড়ে নিয়ে এসে খেতে লেগে গেল চেরি। খানিকটা সময় দিল ওকে চ্যাঙ লি.

তারপর শুরু করল আবার। আগেই হল ত্যাগ করেছে মাও চিন।

'কাল রাতে যে বাড়িটি আপনারা দেখেছেন, সেটার অস্তিত্ব আছে বটে, তবে এটা সে বাড়ি নয়। সিলভার সার্ভিস কর্পোরেশন ওই বাড়ির মালিক। কোম্পানিটির ব্যবসা কম্প্যাক্ট ডিস্ক তৈরি করা। ইয়াং জেনারেশনের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে দিড়িম দিড়িম মিউজিক আর উদ্ভট বক্তব্যের গানের ডিস্ক বাজারে ছাড়ে কোম্পানি। বছরে কমপক্ষে গোটা চল্লিশেক আধুনিক ব্যাণ্ড পার্টির সঙ্গে চুক্তি করে সিলভার সার্ভিস, তাদেরই লেখা, সুর দেয়া গান ডিস্কজাত করে। প্রচুর বিক্রি হয় সেসব। তবে এ জাতীয় গান বেশিদিন চলে না। যা হোক, আমার নিজেরও গোটা চারেক ব্যাণ্ড পার্টি আছে, ওদের গানও বাজারে ছাড়া হয়। এই বেচেই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় করে সিলভার সার্ভিস।

'ওই বাড়িটি এইসব ব্যাণ্ড পার্টির কাছে ঘন ঘন বিক্রি করে সিলভার সার্ভিস, আবার কিছুদিন পর পর কিনেও নেয়। বর্তমানে ওটার মালিক আইস এজ নামে এক ব্যাণ্ড পার্টির ড্রাম বাদক মার্টিন হাফম্যান। সে-ই থাকে ওখানে, সম্ভবত এ মুহূর্তে লোকটাকে বাসায় পাওয়া যাবে খোঁজ নিলে। আইস এজ গত আঠারো মাস ধরে চার্টের শীর্ষে অবস্থান করছে। তবে সময় হয়ে এসেছে, চাহিদা নিম্নমুখি হতে শুরু করেছে। ওদের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন খারাপ হয়ে যাবে, তখন সিলভার সার্ভিস আবার কিনে নেবে বাড়িটা, বিক্রি করবে অন্য কোন উঠতি ব্যাণ্ড কোম্পানির কাছে।'

'বুঝলাম। কিন্তু কাল আমরা এ বাড়ির বাউণ্ডারি গেট পেরিয়ে এসে স্টীল পাত দিয়ে বাঁধানো কাঠের দরজা দিয়ে হলরুমে ঢুকেছি, এ তো মিথ্যে নয়!'

'যদি সেই গেট, দরজা আবার খুঁজতে যান আপনি, কিছুই পাবেন না। পাবেন শুধু হাফম্যানের বাড়ির পিছনের বাউণ্ডারি ওয়ালটা। গেট দরজা সবই আছে, তবে সবার চোখের আড়ালে। আমি এখান থেকে একটা বোতাম টিপলেই বেরিয়ে পড়বে। প্রকাণ্ড এক স্টীলের প্ল্যাব দিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখি আমি বাড়িটা। বোতাম চাপলে প্ল্যাব সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে আপনাদের কাল রাতের সেই বাড়ি। দু'পাশে ইঁটের পাতলা দেয়াল দিয়ে প্ল্যাবটা ঢেকে রাখা হয়েছে, যাতে স্টীল দেখে কেউ কিছু সন্দেহ না করে বসে।

'বাইরে থেকে ওটাকে স্রেফ একটা সীমানা দেয়ালের অংশ হিসেবেই মনে হয় সবার। দিনের বেলা ওই গেট কখনও খুলি না আমি। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে দু'তিনটে এক্সিটওয়ে আছে, ওগুলো দিয়ে কাজ চালাই।'

লোকটা কি বোঝাতে চাইছে বোঝা হয়ে গেছে রানার। কিন্তু লি তা টের পাক, চায় না ও। 'আর সেই হলওয়ে···?'

'আছে। গুপ্তপথ আর সিঁড়িও আছে, তবে কোথাও পৌঁছতে পারবেন না ওপথে। হলওয়ে আর আমার স্টাডি আছে, কিন্তু ফল্‌স। এ ধরনের বাড়িকে আমরা বলি চাইনিজ বক্স। চতুর্দিকে করিডরের গোলক ধাঁধা, তার মাঝে এখানে ওখানে "মিসিং স্পেস", "মিসিং রুম"। কারও সাধ্য নেই খুঁজে বের করে। জানলে তো! যে কয়টা জানালা দেখেছেন আপনারা এ বাড়িতে, তার বেশিরভাগই

ফল্‌স্। কোন ঝানু আর্কিটেক্টকে যদি ছেড়ে দিই এ বাড়িতে, না বুঝিয়ে দেয়া পর্যন্ত সে-ও আপনার মত হাবুডুবু খাবে। বুঝতেই পারবে না কিভাবে কি করা হয়েছে।

'আমার বাড়ির বেশিরভাগই মাটির নিচে। যেসব দৃশ্য আপনাকে দেখালাম ফলস্ জানালার সাহায্যে, তার কেরামতিও মাটির নিচের এক "মিসিং রুমে" স্থাপন করেছি আমি। অত্যন্ত জটিল টেকনিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার।'

'কিসের সাহায্যে সম্ভব করেছেন আপনি এ কাজ?'

'দুটো সাইক্লোরামার সাহায্যে। একটা বসিয়েছি ওপরে, একটা মাটির নিচে। আপনি জানেন সাইক্লোরামা কি?'

'জানি,' মাথা দোলাল রানা। 'সিনেমা হলে ব্যবহার হয়।'

'ঠিক। কার্ভড্ স্ক্রীন। বিশাল স্ট্রাকচার। আমার এগুলো সিনেমা হলের চাইতে আরও অনেক অনেক বড়। সিমেন্টের তৈরি দীর্ঘ, কার্ভড্ স্ক্রীন।'

'অর্থাৎ তার ওপর সিনেমার মত প্রজেক্টরের সাহায্যে ছবি ফেলে...?'

'সহজ কথায় ব্যাপারটা সেরকমই,' গর্ব ফুটে বেরুচ্ছে চ্যাঙ লি-র চোখমুখ দিয়ে। 'কিন্তু আসলে আরও অনেক জটিল, প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। এ কাজে লেজার টেকনলজির সাহায্য নিতে হয়েছে আমাকে। লেজার-ডিস্ক প্রিন্সিপল্ সম্পর্কে নিশ্চই ধারণা আছে আপনার?'

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল রানা। ভাবছে, এর পিছনে কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়েছে লোকটাকে।

'ওয়েল। থ্রী ডাইমেনশনালাইজড্ লেজারডিস্কের থ্রো করা ইমেজই দেখেছেন আপনারা জানালায়। অত্যাধুনিক, সুপার টেকনিক। যদি দীর্ঘ সময় ধরে লক্ষ করেন ব্যাপারটা স্টপওয়াচ হাতে নিয়ে, একই সাইকেল বারবার দেখতে পাবেন ঘুরে ফিরে। গাড়ি আসা-যাওয়া, ঘোড়া-কুকুরের ডাক, সবকিছু রিপিট হবে দু'ঘণ্টা অন্তর। সময়টা বাড়ানো-কমানও যায় ইচ্ছে করলে। সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের উনষাটটা প্যাটার্ন আছে আমার লেজারডিস্কে। যেখানকার ছবি দেখাব, তাৎক্ষণিকভাবে সেখানকার ওয়েদার সিকোয়েন্স ধারণ করার ক্ষমতাও আছে এই ডিস্কের।

'মনে করুন এখন যদি এমন হয় বৃষ্টি হচ্ছে লণ্ডনে, এখানেও বৃষ্টি দেখতে পাবেন আপনি। রোদেলা বা মেঘলা হলেও সেই একই কথা। পুরো প্রজেক্টটা কম্পিউটর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।'

বিড়বিড় করে বলল রানা, 'মাই গড!'

'সাঙ্ঘাতিক এফেক্টিভ ট্রিক, কি বলেন, পিটার? কিছু স্পেশাল ট্রিক্ও আছে, যেমন সেভেনটিনথ সেঞ্চুরির লণ্ডন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্যারিস ইত্যাদি।'

ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক দৃষ্টিতে জানালার দিকে চেয়ে থাকল চেরি। 'আমিও দেখতে চাই, মিস্টার লি।'

'নিশ্চই। আসুন, দেখাচ্ছি,' আসন ছাড়ল চ্যাঙ লি। কিন্তু পা বাড়াবার আগেই ব্যস্ত টোকার আওয়াজ উঠল দরজায়।

'এসো!' চেরির দিকে ফিরে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি দিল লোকটা। 'এক মিনিট,

প্লাজা।'

দরজা খুলে গেল। বোন বেগুার তুঙকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। রানা-চেরির উদ্দেশে নড় করল সে, তারপর তাকাল লি-র দিকে। 'ওর বাপকে ধরে আনা হয়েছে, মাস্টার।' রক্তমাখা কোট পাল্টে একটা জ্যাকেট পরেছে দানব। তোয়ালে সাইজের রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলার ঘাম মুছছে সে। বিশাল বুকের ঘন ঘন ওঠানামা দেখে মনে হয় বেশ পরিশ্রমের কাজ করে এসেছে।

'নিয়ে এসো এখানে,' শান্ত গলায় নির্দেশ দিল লি। দরজা বন্ধ হয়ে যেতে রানার দিকে ফিরল সে। 'কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে মাফ করতে হবে, পিটার। একটা অপ্রিয় অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারতে চাই। আপনারাও দেখুন, বিশ্বাসঘাতককে কিভাবে ডিসকারেজ করে থাকি আমি। বেশি না, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেরে ফেলব।'

বলার মত কিছু খুঁজে পেল না মাসুদ রানা। সম্মোহিতের মত মাথা দোলাল কেবল। বুঝতে পেরেছে কার কথা বলে গেল তুঙ। কথা আদায়ের জন্যে এখন নিশ্চয়ই মেয়ের সামনে বুড়ো ম্যাঙ চি হো-র ওপর নির্যাতন শুরু করবে লি। অর্থাৎ সময় শেষ হয়ে আসছে দ্রুত, যে কোন সময় ওদের জারিজুরিও ফাঁস করে দিতে পারে সু চি হো। লি-র চোখের আড়ালে দু'হাত কচলাতে লাগল রানা। তালু ঘেমে উঠছে থেকে থেকে। চেরির চোখের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে না। ওর মনের অবস্থা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগল রানা ক্রমেই।

দড়াম শব্দে খুলে গেল দরজা, চমকে উঠল ওরা। পরক্ষণে প্রায় উড়ে এসে লি-র পায়ের সামনে চার হাত-পা দিয়ে আছড়ে পড়ল ম্যাঙ চি হো। কাতর স্বরে গুঙিয়ে উঠল মানুষটা। হাঁপাচ্ছে সশব্দে। ডান গালে লম্বা, সরু একটা কাটা দাগ দেখা গেল, রক্ত গড়িয়ে নামছে গলা বেয়ে।

সামলে নিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল বৃদ্ধ দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে। কাঁপছে থর থর করে। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ দুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে এখনই। অসহায়ের মত একবার লি, আরেকবার ওদের দু'জনের দিকে চাইছে।

'ম্যাঙ চি, তোমার ওপর আমি খুব রেগে আছি,' বলল লি, অথচ কণ্ঠে তার বিন্দুমাত্র আভাসও নেই।

'কি···? আমি তো কিছুই···কেন, মাস্টার?' ফোঁপাচ্ছে বৃদ্ধ। 'কি অপরাধ করেছি আমি?' লোকটার মধ্যে হিস্টিরিয়ার পূর্বলক্ষণ দেখতে পেল রানা পরিষ্কার।

'কি করেছ তুমি? বলতে চাইছ তুমি কিছুই জানো না তোমার মেয়ের জঘন্য অপরাধ সম্পর্কে?'

'আমার মেয়ের অপরাধ! এ সব কি বলছেন আপনি, মাস্টার? দেনা শোধ করতে পারিনি বলে···'

'সুন্দরী মেয়েটিকে কিছুদিনের জন্যে তুলে দিয়ে গিয়েছিলে আমার হাতে। হ্যাঁ, সে কথা ভুলিনি আমি। তোমার ওপর খুবই খুশি হয়েছিলাম আমি তখন। বুঝিনি কী কাল সাপ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছ তুমি আমার ঘরে।'

'কি!'

'ক'দিন পর জানলাম তোমার মেয়ে আমার ঘরে একটা শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটার প্ল্যান্ট করেছে এবং সে ইউএস নেভাল ইন্টেলিজেন্সের ঘৃণ্য স্পাই। আমার ওপর স্পাইং করতে লাগিয়েছে ওরা সু চি কে। আর তুমি তাকে কায়দা করে তুলে দিয়ে গেছ আমার হাতে। ম্যাঙ, তুমি কি জানো এর শাস্তি কি?'

মাথাটা ঘন ঘন এপাশ ওপাশ দোলাতে লাগল বৃদ্ধ। চোখ ভরে গেছে পানিতে। 'বিশ্বাস করুন, মাস্টার। আমি এ সবের কিছুই জানি না। জানলে...'

মৃদু হাসি ফুটল চ্যাঙ লি-র মুখে। 'কি করে বিশ্বাস করি, মেয়ের কি পেশা বাপ জানে না? না, ম্যাঙ, এ হতে পারে না। তুমি নিশ্চই জানতে।'

মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা চালাল বৃদ্ধ। কেঁদে ফেলল হাউমাউ করে। 'বিশ্বাস করুন, মাস্টার! যীশুর কসম...আমি...'

'আমি দুঃখিত, ম্যাঙ। হয়তো সত্যিই বলছ তুমি, কে জানে! কিন্তু আমি কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই। তোমার মেয়ের ব্যাপারটা পরে বুঝব। তার আগে তোমার ফয়সালা সেরে নিতে চাই। তুমিই ওকে নিয়ে এসেছ আমার কাছে, অতএব সে অপরাধের শাস্তি তোমাকেই...।' দোরগোড়ায় দাঁড়ানো তুঙের দিকে ফিরল চ্যাঙ লি। মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'নিয়ে যাও। ফেলে দাও নেকড়ের খাঁচায়।'

কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল ম্যাঙ চি হো-র। বোঝামাত্র চ্যাঙ লি-র পা জড়িয়ে ধরার জন্যে ঝাঁপ দিল সে, কিন্তু পারল না। আগেই মুঠো করে তার কলার চেপে ধরেছে তুঙ, এক ঝটকায় প্রায় শূন্যে তুলে ফেলল তাকে। হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে বের করে নিয়ে গেল ঘর থেকে। ম্যাঙের করুণ আর্তনাদ গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল মাসুদ রানার।

কিন্তু এখন অসহায়ের মত বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই ওর। সময় হয়নি। দাঁতে দাঁত চেপে আরেক দিকে চেয়ে থাকল রানা। বাইরে তখনও অসহায় বৃদ্ধের ছেড়ে দেয়ার আবেদন মাখা চিৎকার শোনা যাচ্ছে, ক্ষীণ হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল তা।

গুরুত্বপূর্ণ কাজটা সেরে এমনভাবে ওদের দিকে তাকাল চ্যাঙ লি, যেন এইমাত্র বিশ্বজয় করে এসেছে। এরকম মুহূর্তে চুপ থাকা ঠিক হবে না ভেবে মুখ খুলতে হলো রানাকে। 'দারুণ বলেছেন,' প্রশংসার সুরে বলল ও। 'নেকড়ের খাঁচায় ফেলে দাও। তা আপনার বোন বেগুর তুঙ আর নেকড়ের মধ্যে সত্যিই কোন পার্থক্য নেই।'

পলকে মুখের ভাব বদলে গেল লি-র। এমন এক দৃষ্টিতে তাকাল সে ওদের দিকে, রক্ত হিম হয়ে এল দুজনেরই। 'আপনি ভেবেছেন আমি ঠাট্টা করেছি, পিটার?' অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলল সে, 'না। সিরিয়াস প্রসঙ্গ নিয়ে কখনও ঠাট্টা করি না আমি। লোকটাকে সত্যি সত্যিই নেকড়ের খাঁচায় ফেলা হবে।'

বেকুব হয়ে গেল রানা লোকটার টার সাইকোপ্যাথিক মনোবৃত্তি উপলব্ধি করে। 'তার মানে আপনি...'

'হ্যাঁ। মানুষ যেমন কুকুর-বেড়াল পোষে, তেমনি নেকড়ে পুষি আমি। দশটা

ছিল, এখন সাতটা আছে। দু'দিন পর পর খেতে দেয়া হয় ওদের। আজ ওদের খাওয়াবার দিন। এই সময়টা ওরা যেমন ক্ষুধার্ত তেমনি হিংস্র হয়ে থাকে। বুড়োকে উলঙ্গ করে সারা দেহে অ্যানিমেল ফ্যাট মাখিয়ে ফেলে দেয়া হবে ওদের খাঁচায়, পর মুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে খাবার নিয়ে ভয়ঙ্কর কাড়াকাড়ি। যদি দেখতে চান, চলুন আমার সঙ্গে।' ওঠার উপক্রম করল লোকটা।

'না না!' গা ঘুলিয়ে উঠল রানার। মনে হলো বমি করতে পারলে শান্তি হত খানিকটা। 'থাক বরং ওসব।'

'বেশ। যেমন আপনাদের ইচ্ছে। তবে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ উপভোগ্য।'

'ওসবে সময় নষ্ট করতে চাই না আমরা, মিস্টার লি,' কোন রকমে বলল চেরি। মরার মত ফ্যাকাসে মুখে রানার দিকে তাকাল। 'আমাদের বোধহয় তাড়াতাড়ি আসল কাজে হাত দেয়া উচিত।'

'ঠিকই বলেছেন,' সায় দিল লি। 'আপনি তাহলে পোশাক পাল্টে তৈরি হয়ে আসুন। শুরু করে দিন। সব রেডি আছে। ভাল কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম জিজ্ঞেস করতে। জেনারেল তিয়েন শিয়েনকে শেষ কবে দেখেছেন আপনারা? সুস্থ ছিলেন তো ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ!' বলল রানা, 'আজকাল অবশ্য হার্টের সমস্যা দেখা দিয়েছে ওঁর। এর মাঝে হার্ট অ্যাটাকও করেছে দু'বার। তারপরও ভালই আছেন জেনারেল।'

উঠে ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল চ্যাঙ লি। মুখে হাসি। 'অনেক দিন পর দেখা হতে যাচ্ছে জেনারেলের সঙ্গে।' ঘুরে দাঁড়াল সে। 'আপনি নিশ্চই জানেন, লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র কমপ্লিট ডাটা নিয়ে প্রথমে আপনাকে একাই এদেশ ত্যাগ করতে হবে? মিসেস অ্যাবেলার্ড থেকে যাবেন আমার, আই মীন, জেনারেল তিয়েন শিয়েনের অপারেশন জেরিকো-র প্রয়োজনে?'

দ্রুত বলে উঠল রানা, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি।' বলেই মনে মনে আল্লাকে ডাকতে লাগল যেন চেরি আবার অন্য কিছু বলে না ওঠে। এ বিষয় এখনও কিছুই জানানো হয়নি ওকে। একা রানাই জানে।

'গুড! আজই যদি কাজটা শেষ করে ফেলা যায়, তাহলে আপনি ডাটা নিয়ে রওনা হয়ে যেতে পারবেন মাঝরাতের আগেই। সে ক্ষেত্রে জেনারেলের সঙ্গে দেখা হবে না আপনার। উনি এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত প্রায় শেষ হয়ে যাবে।'

স্তম্ভিত হয়ে চ্যাঙ লি-র দিকে চেয়ে থাকল রানা। মনে হলো আচমকা দু'ফাঁক হয়ে গেছে মাটি, অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ও অব্যাহত গতিতে। ওদিকে চকের মত সাদা হয়ে গেছে চেরি। ভয় হচ্ছে রানার, মাথা ঘুরে পড়ে না যায় চেয়ার থেকে।

পাঁচ

ইচ্ছে থাকলেও চেরির সঙ্গে গেস্ট স্যুইটে যেতে সাহস হলো না রানার। মেয়েটি

ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট, বুদ্ধিমতি, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ মুহূর্তে নিঃসন্দেহে মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে সে। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে জেনারেল তিয়েন শিয়েনের আগমন সংবাদ আর ওকে রেখে রানার একা এ দেশ ত্যাগ করার কথা আছে শুনে ঘাবড়ে গেছে। ভয়ের ছায়া দেখেছে রানা চেরির মুখে।

ওপরে ওপরে যতই ভান করুক, আসলে বেসামাল হয়ে পড়েছে চেরি। রুমে মাসুদ রানাকে একা পেলে অসতর্ক হয়ে পড়বে হয়তো, মাইক্রোফোনের কথা ভুলে এ নিয়ে প্রশ্ন করে বসবে। সর্বনাশের তাহলে আর বাকি থাকবে না কিছু। তাই যায়নি রানা। চেরি গেছে কাপড় বদলে আসতে। আর চ্যাঙ লি গেছে লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে প্রজেক্ট ইনফর্মেশন ফাইল আনতে।

একা একা কফি গিলছে রানা। আর ভাবছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে প্রজেক্ট ফাইল নিয়ে কাজ করার ফাঁকে মেয়েটিকে এ প্রসঙ্গে জানাতে হবে। যদিও আরও আগেই চেরির সঙ্গে আলোচনাটা সেরে ফেলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ব্যস্ততার কারণে সময় হয়ে ওঠেনি। সবচেয়ে সুবিধেজনক সময় যেটা ছিল; যাত্রীবাহী বিমানে সান ফ্রান্সিসকো ফিরে আসার সময়টা, চ্যাঙ লি-র অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপে তা-ও বানচাল হয়ে গেছে। ওই সুযোগেই প্রসঙ্গটা তুলবে বলে ঠিক করে রেখেছিল মাসুদ রানা। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে পিছু লেগে থাকবে কে জানত!

ইচ্ছে করলে হয়তো চ্যাঙ লি-র জেট বিমানেও আলোচনা সেরে নেয়া যেত, কিন্তু অতবড় দুঃসাহস হয়নি রানার। ওর সীটের বিল্ট-ইন স্টেরিওর সঙ্গে যে মাইক্রোফোন জোড়া নেই, কি নিশ্চয়তা ছিল তার?

হাতে বড়সড় চামড়া বাঁধানো একটা ফাইল নিয়ে ঘরে ঢুকল চ্যাঙ লি। মুখে গর্বের হাসি। 'এই যে,' ফাইলটা উঁচু করে দেখাল সে। 'এর মধ্যে রয়েছে লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র যাবতীয় তথ্য। এর কোড নাম রেখেছি ব্ল্যাক ম্যাজিক। আমার মনে হয় বড় হয়ে গেছে ফাইলটা, প্রায় দুশো পাতা। কাজ শেষ করতে সময় একটু বেশিই লাগবে হয়তো আপনাদের।' ফাইলটা ধপাশ করে টেবিলে রাখল লোকটা।

'মনে হয় না,' বলল মাসুদ রানা। 'ওর সব প্রয়োজন হবে না। কিছু বিশেষ বিশেষ তথ্য দরকার আমাদের। বিশেষ কিছু সঙ্কেত। ওগুলো পেলে আমাদের বিশেষজ্ঞরা সেরে ফেলতে পারবেন বাকি কাজ।'

'তাহলে তো ভালই। কিন্তু, পিটার, আমার টাকা পরিশোধের ব্যাপারে বেইজিঙ কী ব্যবস্থা নিয়েছে? কোত্থেকে সংগ্রহ করবেন আপনি টাকা?'

'যদি আমরা সান ফ্রান্সিসকোয় থেকে থাকি, তাহলে খুব বেশি দূরে যেতে হবে না। কাছেই আছে সে জায়গা,' বলল রানা।

মাথা দোলাল চ্যাঙ লি। 'সান ফ্রান্সিসকোতেই আছি আমরা। বিগ সার এবং মন্টেরির মাঝামাঝি কোথাও। কিছু মনে করবেন না, আমার অবস্থানের সঠিক ঠিকানা কাউকেই জানাই না আমি।'

'না, না, এতে মনে করার কি আছে! নিজের নিরাপত্তা আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে।'

'রাইট। তো? বলতে চাইছেন সান ফ্রান্সিসকো যেতে হবে আপনাকে টাকা সংগ্রহ করতে?'

'হ্যাঁ। ওখানে একটা ব্যাঙ্কে জমা আছে আপনার টাকা। একমাত্র আমাকেই দেবে ওরা টাকাটা, ব্যাঙ্কার্স ড্রাফটের মাধ্যমে। কার নামে হবে ড্রাফট? আপনার, না আপনার কোন কোম্পানির?'

'ব্যাঙ্কটা কোথায়?'

'ফিশারম্যান'স হোয়ার্ফের কাছাকাছি কোথাও,' লি-র অনুকরণে বলল মাসুদ রানা। 'কিছু মনে করবেন না, ওটার সঠিক অবস্থান জানানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'দ্যাট'স অল রাইট। আমার চাই টাকা। ব্যাঙ্কটা কোথায়, আছে কি নেই, তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই আমার। সে যাই হোক। এখান থেকে হেলিকপ্টারে আসা-যাওয়া করি আমি। সময়মত ওর একটা নিয়ে যেতে পারবেন আপনি। ফিশারম্যান'স হোয়ার্ফের কাছে চপার ভিউজ নামে এক কোম্পানির সঙ্গে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে আমার, দুটো হেলিপ্যাড ওদের, ওখানেই ল্যাণ্ড করতে পারবেন। সঙ্গে তুঙ আর মাও চিন থাকবে আপনার।'

'তাহলে তো ভালই হলো, দেড়-দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসা যাবে ড্রাফট্ নিয়ে,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'গুড। এখানেই কাজ শুরু করে দিতে পারেন আপনারা, অথবা আমার স্টাডিতেও বসতে পারেন ইচ্ছে করলে। ওটা সাউণ্ডপ্রুফ, সুবিধেই হবে কাজ করতে।'

কেমন যেন এসব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে রানার। আসলের বদলে নকলের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকতে পারে ভেতরে, হয়তো মাথায়ই খেলেনি চ্যাঙ লি-র। ওদের নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেছে মানুষটা। আর করবে না-ই বা কেন? নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট রুটে পৌঁছেছে ওরা জায়গামত। তারপর সঠিক ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করে নিজেদের খাঁটিত্ব প্রমাণ করতেও সক্ষম হয়েছে। অতএব না করে উপায় কি?

তবুও কেন যেন অস্বস্তি বোধ করছে মাসুদ রানা। সবই ঠিক আছে। কিন্তু ওর মনের খট্‌কা যাচ্ছে না। জেনারেল তিয়েন শিয়েন আসবেন, ঠিক করাই ছিল আগে থেকে। সে ক্ষেত্রে চ্যাঙ লি-র টাকাটা শোধ করার ব্যবস্থা নিজের হাতে না রেখে কেন এজেন্ট পিটারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে বেইজিঙ? এদিকে, ওদের মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে এখানে আসছেন তিনি, কেন? লি কেন জানতে চাইছিল জেনারেলের সঙ্গে ওদের শেষ দেখা কবে হয়েছে? কি রহস্য আছে এর মধ্যে? নাকি নেই তেমন কিছু? থাক না থাক, মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা রয়েই গেল ওর। থেকে থেকেই আনমনা হয়ে পড়ছে।

'তাহলে স্টাডিতেই বসা ভাল,' বলল রানা।

'চলুন,' আসন ত্যাগ করে দরজার দিকে পা বাড়াল চ্যাঙ লি।

ওরা দু'জন আর চেরি দু'দিক থেকে একই সঙ্গে ঢুকল স্টাডিতে। ফেডেড

জিনস্, সাদা টি-শার্ট আর খাটো ডেনিম জ্যাকেট পরেছে জোনি। মুখের স্বাভাবিক রং ফিরে পেয়েছে সে এরমধ্যে। ওদের দেখে সামান্য এক চিলতে হাসিও ফোটাতে সক্ষম হলো ঠোঁটের কোণে।

'এই যে, মিসেস অ্যাবেলার্ড। পিটার বললেন, এখানে বসে কাজ করতে আপনাদের সুবিধে হবে। আমারও তাই মনে হয়। কারণ ঘরটা সাউণ্ডপ্রুফ, নিরিবিলি। কাজ তাড়াতাড়ি এগোবে।'

'বসার জায়গা একটা হলেই হলো,' রানার দিকে তাকাল চেরি চকিতের জন্যে। 'কিছু সাদা কাগজ আর একটা ক্যালকুলেটর দরকার হবে আমার, মিস্টার লি। মনের ভুলে আমার ক্যালকুলেটরটা ফেলে এসেছি।'

খানিকটা হলেও স্বস্তি ফিরে এল মাসুদ রানার। সামলে নিতে পেরেছে মেয়েটা নিজেকে।

'ঠিক কি ধরনের ক্যালকুলেটর চাই আপনার?' চেরির দিকে লোকটার তাকানো আর নরম কণ্ঠস্বরে কামনার আভাস টের পেল ওরা দুজনেই। ব্যাটার মতলব সুবিধের নয়, ভাবল রানা। ওর অনুপস্থিতিতে কিছু একটা ঘটিয়ে বসতে পারে।

'এইচ পি-টোয়েন্টি এইট এস, অ্যাডভান্সড্ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর। সাঙ্ঘাতিক জটিল জিনিস, ও নিয়ে কাজ করতে আমারই বিরক্তি লাগে এককে সময়,' একদম স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল চেরি। তিয়েন শিয়েনের আগমন সংবাদ শোনার আগের চেরিকে দেখতে পেল রানা ওর মধ্যে।

'আমার জেরিকো অপারেটরদের কারও না কারও আছে হয়তো এ জিনিস। অন্তত সিমিলার কিছু নিশ্চই আছে। চলুন, নিয়ে আসি। আপনিও আসুন, পিটার। দেখে যান অপারেশন জেরিকো কেমন চলছে,' ফাইলটা বগলদাবা করে ডাইনিং হলে যাওয়ার দরজার দিকে চলল চ্যাঙ লি। 'জেরিকো নামটা কেন বেছে নিলেন জেনারেল, কে জানে! নামটার মধ্যে ইহুদি-খ্রিস্টান দুটোরই গন্ধ আছে। এই দুই ধর্ম তাঁকে কোনভাবে প্রভাবিত করেছে কিনা তাই ভাবি আমি।'

'করতে পারে,' বলল চেরি। পরস্পরের গা ঘেঁষে লি-কে অনুসরণ করছে ওরা, চেরির এক হাত রানার মুঠোর মধ্যে। 'জেনারেল যখন রেড আর্মির জুনিয়র অফিসার ছিলেন, ন্যাশনালিস্ট বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে একবার মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। ওই সময় বেইজিঙের এক আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারী পরিবারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। ওঁদের ঐকান্তিক সেবা-যত্নেই সেবার বেঁচে উঠেছিলেন জেনারেল।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ! ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। নিউ ইয়র্কে থাকে তাদের একমাত্র মেয়ে। আমি অবশ্য দেখিনি ওকে, নাম শুনেছি। আসুন।'

ডাইনিঙ হলের দরজা পেরিয়ে দশ গজমত এগোল চ্যাঙ লি। তারপর ডানে বাঁক নিয়ে আরও গজ পনেরো এগোতেই আরেক ধাপ দীর্ঘ সিঁড়ি, নেমে গেছে পাতালে। আবার করিডর। দু'পাশের দেয়ালের কোথাও বিন্দুমাত্র ড্যাম্পের আভাস নেই। ধপধপে সাদা ইমালশন পেইন্ট করা দেয়াল। সিলিঙে চার ফুট পর

পর বসানো জোরাল আলো দিনের মত আলোকিত করে রেখেছে পাতালপুরী।

এক সময় থামল চ্যাঙ লি পুরু কাঁচের ভিউ প্যানেলওয়ালা এক দরজার সামনে। মুখ বাড়িয়ে প্যানেলের ভেতর দিয়ে তাকাল, মাথা ঝাঁকাল কারও উদ্দেশে। ভেতরে দাঁড়ানো সশস্ত্র চিনা গার্ড মেলে ধরল দরজা।

'এটাই আমার জেরিকো ল্যাবরেটরি,' হাত দিয়ে ওদের আগে ঢোকার ইঙ্গিত করল লি। 'চলুন।'

ভেতরে দু'তিন পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল ওরা। অবাক বিস্ময়ে তাকাতে লাগল চারদিকে। বিশ বাই বিশ হবে রুমটা। সাদা কোট পরা ল্যাব টেকনিশিয়ানের মত যার যার কাজে ব্যস্ত চারজন রয়েছে ভেতরে। দু'জন মহিলা-একজন ককেশিয়ান, একজন চিনা, এবং দু'জন পুরুষ, একজনের সাদা চামড়া, অন্যজনের কালো।

শেষেরজন বসা প্রকাণ্ড এক ইলেক্ট্রোনিক গীয়ার ভর্তি প্যানেলের সামনে। ওতে অসংখ্য সুইচ-লিভার রয়েছে, প্রায় সারা প্যানেল জুড়ে লাল-সবুজ বাতি জ্বলছে। বাকি তিনজন লম্বাটে, চামড়া মোড়া এক টেবিল ঘিরে বসা। সবার সামনে একটা করে কম্পিউটর। টেবিলের সামান্য নিচে পাইডিং ট্রেতে বসানো ওগুলোর কী বোর্ড। ভাবসাব দেখে রানার মনে হলো এটা কন্ট্রোল রুম।

'আরও আছে, এদিকে আসুন,' সার্চ লাইটের মত উজ্জ্বল হাসি মুখে ধরে গীয়ার প্যানেলের পিছনের আরেক দরজার সামনে ওদের নিয়ে এল লি। দরজাটা ভীষণ চওড়া, কম করেও আট ফুট হবে। দুটো পাল্লা, দুটোতেই কাঁচের ভিউ প্যানেল আছে। 'ভেতরে দেখুন।'

ষাট ফুটমত দীর্ঘ, বিশ ফুট চওড়া ওপাশের রুমটা। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশজন মেয়ে-পুরুষ মুখোমুখি দুই সারিতে বসা। এদেরও সবার সামনে একটা করে কম্পিউটর। প্রতিটির সঙ্গে সংযোগ রয়েছে মোডেম টেলিফোনের। দুই সারির মাঝে, সবার নাগালের মধ্যে অদ্ভুত দর্শন, অস্বাভাবিক লম্বা এক ইলেক্ট্রোনিক প্রিন্টিং মেশিন। কয়েক সেকেণ্ড পর পর ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে স্টক আর শেয়ার মূল্যের কয়েক ফুট লম্বা প্রিন্ট আউট।

দু'দিক থেকেই বেরোচ্ছে প্রিন্ট আউট। দেখে মনে হয় বড় কোন স্টকব্রোকারের মেইন অফিস বুঝি। পার্থক্য কেবল এরা সবাই শান্ত বসে আছে যার যার টার্মিনালের সামনে। এ পেশায় যা স্বাভাবিক; চিৎকার-চেঁচামেচি, ছোটাছুটি-লাফঝাঁপ বা হতাশায় মুখ কালো করে বসে থাকা, তার কোন চিহ্নই নেই এদের মধ্যে। প্রয়োজন পড়লে সামনের ইন্টারকমের ওপর ঝুঁকে পড়ছে কেউ কেউ, কথা বলছে এ রুমের কালো চামড়ার সঙ্গে।

এই লোকটিকেই পালের গোদা বলে মনে হলো মাসুদ রানার। ভেতরের ওদের সঙ্গে একমাত্র এ-ই কথা বলছে । ভরাট গলায় এটা ওটা নির্দেশ দিচ্ছে।

'কেনেথ,' তারই উদ্দেশে বলল চ্যাঙ লি। 'বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। এঁরা দু'জন আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস পিটার অ্যাবেলার্ড,' ওদের দিকে ফিরল সে। 'ও হচ্ছে কেনেথ স্যাণ্ডার্স। অপারেশন জেরিকো ইন-

চার্জ।'

'প্লীজড্ টু মিট ইউ, স্যার, ম্যাম!' গম গম করে উঠল লোকটার কণ্ঠ।

'আজ কি নিয়ে ব্যস্ত তুমি, কেনেথ?'

পোস্ট বক্স পটের মত প্রশস্ত হাসি ফুটল কেনেথের মুখে। 'ফ্রিজে ঢুকিয়ে কয়েকটা নিউ ইয়র্ক বেজড্ হোটেল চেইনের জানের পানি বরফ করার ব্যবস্থা করছি, মাস্টার। স্রেফ মহড়া আর কি!'

'ভেরি গুড! চালিয়ে যাও।'

চিনা মেয়েটি কথা বলে উঠল এই সময়। কম্পিউটরের পাশে ফিট্ করা মাইক্রোফোনে মুখ রেখে ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, 'ওকে, টোয়েন্টি টু আর টোয়েন্টি সিক্স, সেলিং শুরু করে দাও। সকালে যত শেয়ার কিনেছ, সব বেচে দাও। জাস্ট ডাম্প ইট। এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ করা চাই কাজটা, এর মধ্যে পরবর্তী নির্দেশ পাবে।'

কিছুক্ষণ প্রশংসার চোখে মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকল লি। মুখে হাসি। তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে কেনেথের দিকে ফিরল। 'তোমাদের কারও কাছে কোন অ্যাডভান্সড্ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর আছে কি না জানতে এসেছি,' বলার ঢঙে প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সুর ফুটল লি-র।

'আমার কাছে টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট ক্যালকুলেটর আছে একটা,' বলল ককেশিয়ান মেয়েটি। 'ওতে চলবে?'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেরির দিকে তাকাল চ্যাঙ লি। মাথা ঝাঁকাল ও, 'হ্যাঁ, চলবে।'

ছোট একটা ক্যালকুলেটর চেরির হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল মেয়েটি। চিনা কন্ট্রোলার কথা বলে উঠল আবার। 'নজর রাখো, থার্টি টু, তোমারটার দাম পড়তে শুরু করেছে। এই সুযোগ। কিনতে শুরু করে দাও। যতটা সম্ভব কিনে ফেলো। কুইক! কিছুদিন ধরে রাখা গেলে চড়া দামে বেচা যাবে।'

'এরা সবাই কাজ ভালই বোঝে,' স্টাডিতে ফেরার পথে মন্তব্য করল রানা। 'বেশ অভিজ্ঞ।'

'ন্যাচারালি। এরা ওয়েল ট্রেইনড্। এক সময় ওয়াল স্ট্রীটে কাজ করত সবাই। অভিজ্ঞতার জন্যেই এদের রিক্রুট করেছি আমি। ওয়াল স্ট্রীটকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে এরা। যখন মুখ থুবড়ে পড়বে ওয়াল স্ট্রীট, এদের উল্লাস ওয়াশিংটন থেকেও শোনা যাবে।'

রানা ও চেরিকে স্টাডিতে রেখে বিদেয় নিল চ্যাঙ লি। বলে গেল হাতের কাজ শেষ হলে টেলিফোনের ছয় নাম্বারটা টিপতে হবে। তাহলে মাও চিন ওদেরকে তার কাছে পৌঁছে দেবে। ব্ল্যাক ম্যাজিক ফাইল সামনে নিয়ে নীরবে বসে আছে ওরা। এর মধ্যে কেউ সাদা কাগজ কলম ইত্যাদি রেখে গেছে টেবিলে।

ফাইল কভার উল্টে ভেতরে চোখ বোলাতে লাগল চেরি। কিন্তু মন বসাতে পারল না। যদিও মুখ দেখে বোঝা গেল না তা। কাগজ টেনে নিয়ে লিখল সে: 'আমাকে রেখে তোমার চলে যাওয়ার কথা আছে মানে'? লেখা শেষ হতে কাগজটা রানার দিকে এগিয়ে দিল। পড়ল রানা। তারপর যেন মিলিয়ে নিচ্ছে,

এমন ভাব করে ফাইলের প্রথম দু'তিন পাতা খুব মন দিয়ে লক্ষ করল।

এবার গম্ভীর মুখে প্রশ্নের নিচে উত্তরটা লিখল ও যথাসম্ভব সংক্ষেপে। ওটা পড়ে আবার লিখল মেয়েটি: 'এখন তাহলে কি করতে হবে'? লেখার আগে ফাইলে নজর বোলাতে ভুল হয়নি তার। 'আমাকে কেন জানানো হয়নি এ কথা'?

রানার উত্তর: 'আমার ওপর দায়িত্ব ছিল তোমাকে জানাবার। কিন্তু সময় পেলাম কই? কাল রাতে যদি কাছে আসতে দিতে, তাহলে জানাতে পারতাম এক ফাঁকে'।

চেরির প্রশ্ন: 'এক ফাঁকে মানে? কিসের ব্যস্ততার ফাঁকে'? প্রশ্নটা লেখার সময় সকৌতুক হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে।

রানা লিখল: 'ওই যে, সেদিন ওয়ানডার ওখানে কি মিস্ করেছি তা আবিষ্কারের ব্যস্ততার ফাঁকে'। ভয় ভুলে মেয়েটি কৌতুক করতে পারছে দেখে আরও আশ্বস্ত হলো রানা।

এমনি আরও কিছুক্ষণ চলার পর কাজের কথায় এল চেরি: 'এবার তাহলে কি করতে হবে আমাকে'?

'চোখ বুজে ফাইলের গোটা বিশেক পাতা শর্টহ্যাণ্ডে লিখে ফেলো। তারপর আমি সামলাব বাকিটা। কাজ শেষ হলে সান ফ্রান্সিসকো যাব আমি লি-র টাকা জোগাড় করতে। ওখান থেকে ফিফথ্ ক্যাভালরি নিয়ে ফিরব তোমাকে উদ্ধার করতে আসব।'

ডিএফ নিড্লের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে কমাণ্ডার বিল ট্যানারের। ওদিকে রোটরের ক্রমাগত বিরক্তিকর আওয়াজে কানের অবস্থা ঝালাপালা। নির্ধারিত সার্চ এরিয়ায় অনুসন্ধান শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, অথচ হোমার দুটোর পাত্তা এখনও পাওয়া যায়নি। সব মিলিয়ে তিরিক্ষি হয়ে আছে তার মেজাজ।

তৃতীয়বারের মত মফেট ফিল্ড থেকে রিফুয়েলিঙ সেরে আবার আকাশে উঠল বিলের হেলিকপ্টার। বিগ সার এলাকার ওপর দিয়ে ঘুরে এল এক চক্কর। নড়ল না সামনের নিড্লটা, ইয়ারফোনও কোন সাড়া দিচ্ছে না। একটু একটু করে শেষ হয়ে এল একসময় সার্চ এরিয়া। সাড়ে ছয় ঘণ্টার পরিশ্রম মাঠে মারা গেল বিল ট্যানারের।

'নেগেটিভ, কমাণ্ডার?' আরটি ইন্টারনালের মাধ্যমে প্রশ্ন করল পাইলট। 'কোন সাড়া নেই?'

'কমপ্লিটলি ব্ল্যাঙ্ক,' খেঁকিয়ে উঠল বিল।

'সো? কি করা যায় এখন?'

'চপার ঘোরাও। মনটেরি উপকূলের দিকে চলো।'

'কিন্তু ওটা তো আমাদের এরিয়ার বাইরে, কমাণ্ডার!'

'ফ্যাচ ফ্যাঁচ কম করো। বাইরে কি ভেতরে আমি বুঝব, তুমি চালাও।'

কথা না বাড়িয়ে 'কপ্টারের নাক উত্তরে ঘুরিয়ে দিল পাইলট। মিনিট দশেক

পর চওড়া ফিতের মত প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে অতিক্রম করে এল ওরা। আরও পাঁচ মিনিট পর ঝট্ করে সিধে হয়ে বসল বিল ট্যানার। হেডফোনের অত্যন্ত ক্ষীণ 'পিপ্' শব্দটা প্রাণ ফিরে পেতে সাহায্য করেছে যেন তাকে। একই সঙ্গে ডিএফ নিড্‌লটাও কেঁপে উঠল। মাথা নেড়ে আবছাভাবে পুব দিকটা নির্দেশ করেই শুয়ে পড়ল মাথা হেলিয়ে।

'পুবে যাও!' চাপা গলায় বলল কমাণ্ডার, 'পুবে যাও! আস্তে আস্তে!'

দু'মিনিট পর আবার পাওয়া গেল শব্দটা। ক্ষীণ, তবে আগেরবারের থেকে কিছুটা যেন জোরাল। দূরবীনে চোখ রেখে সোজা সামনে তাকাল বিল। একটা পাহাড়ের ঢাল, ঘন সবুজ গাছপালা, একটা পাকা রাস্তা আর বিশাল এক বাড়ির একাংশ চোখে পড়ল তার। বাড়িটা পাহাড়ের ঢালে, পুবমুখো। বাড়ির সামনে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে।

ওটার দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ এক লিমুজিন। গাড়ির সংখ্যা দেখেই বোঝা যায় প্রচুর মানুষ রয়েছে বাড়ির ভেতর। অতিরিক্ত গাছপালা বাড়িটার চারদিকে, পরিষ্কার দেখা যায় না সব, তবুও ওরই মধ্যে পলকের জন্যে একটা ডগ পাউণ্ডও যেন চোখে পড়ল বিলের।

একভাবে বাড়িটা নির্দেশ করছে এখন ডিএফ নিড্‌ল। ওটার পাশে টকটকে লাল প্যানেল লাইটটা ঘন ঘন জ্বলছে-নিভছে। সেই সঙ্গে কাস্টডিয়ান আর চেকলিস্টের দুই হোমারের কল সাইনও মোটামুটি কানে আসছে বিলের। খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ইউরেকা!'

'ইউরেকা?' ঘুরে তাকাল পাইলট।

'অফ কোর্স ইউরেকা!' হুঙ্কার ছাড়ল কমাণ্ডার। 'ছবি তুলতে হবে! ছবি তুলতে হবে!' এর মধ্যেও সিগন্যাল এত দুর্বল কেন তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে লোকটা। দ্রুত ক্যারিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাটা রিপোর্ট করল সে। বাড়িটার লোকেশন জানিয়ে রিকনাইস্যান্স প্লেন পাঠাবার অনুরোধ করল।

পনেরো মিনিটের মধ্যে রিফুয়েলিঙ সেন্টার মফেট ফিল্ডে পৌঁছে গেল জেরাল্ড হিকির নির্দেশ। একটা লকহীড এসএ টু-থ্রী সেভেন এ তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল আকাশে। এই বিমান 'ওয়াচ অ্যাণ্ড লিস্‌ন্'-এর ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী- ওয়াইও-থ্রী-এ-র ছোট ভাই। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় বড় ভাইটিকে ব্যবহার করেছে ইউএস আর্মি, সিআইএ এবং নাসা।

শত্রু বাহিনীর মুভমেন্টের তথ্য সংগ্রহের কাজে তখনই ওই বিমান অমূল্য এক সম্পদ হিসেবে প্রমাণিত হয়। আজকাল ওগুলোর চল প্রায় উঠেই গেছে। সে স্থান দখল করেছে এসএ টু-থ্রী সেভেন এ। আকারে ছোট, নিতান্ত সাদামাঠা চেহারা, এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট প্রাইভেট এয়ারোপ্লেনের মত দেখতে।

কিন্তু ভেতরে রয়েছে যত অসাধারণ জিনিস। হাই-ডেফিনিশন ক্যামেরা, রাজ্যের সেনসর, হিট সিকিঙ ফটোগ্রাফিক ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি, যা থাকার কথা কোন বিশালাকারের হাই ফ্লাই রিকনাইস্যান্স এয়ারক্র্যাফটে। অনেক উঁচু থেকে খুব দ্রুত কাজ সারল ছোট ভাই। দু'ঘণ্টার মধ্যে ক্যারিয়ারে পৌঁছে গেল

ছবিগুলো। অসংখ্য রঙিন ছবি।

হুমড়ি খেয়ে পড়লেন রাহাত খান, বিল ট্যানার, হিকি ও বুল। দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মন্তব্য করল হিকি, 'এটা কোন সাধারণ বাড়ি নয়। এর চারদিকে ওয়েল-অর্গানাইজড বাঙ্কার আছে,' ছবির চারদিকের, মাঝখানের আঁকাবাঁকা লাল ও গোলাপী এলাকার ওপর আঙুল বোলাল সে।

'এদিকে একটা ডগ পাউণ্ডও দেখা যাচ্ছে। একটা এক্সিট রয়েছে ওর কাছাকাছি।' জায়গাটা দেখাল বিল টোকা দিয়ে।

আধঘণ্টা গবেষণার পর একটা ক্যামোফ্লেজড হেলিপ্যাড এবং বাড়ির দক্ষিণ দিকে পাথরের দুই বড়সড় স্তূপের মাঝে আরও একটা এক্সিটও আবিষ্কৃত হলো।

'ফুল-স্কেল রেইড চালানো ছাড়া কোন উপায় নেই,' গ্র্যানিট পাথরের মত মুখ করে বললেন রাহাত খান।

'আপনি বললে আমার লোকদের দিয়ে আনঅফিশিয়াল অ্যাসল্টের ব্যবস্থাও করতে পারি, জেনারেল,' বলল বুল।

মাথা দোলালেন মেজর জেনারেল। 'উচিত হবে না।'

'অল রাইট, দেন। স্পেশাল ফোর্সের ব্যবস্থা...' সমন্বয়কারীকে হঠাৎ, 'ও, মাই গড!' বলে লাফিয়ে উঠতে দেখে থেমে গেল বুল। ইয়া মোটা গর্দান ঘুরিয়ে তাকাল তার দিকে। 'কি হলো?'

'জেনারেল, এই ছবিটা দেখুন,' একটা ছবির গায়ে টোকা মারল জেরাল্ড হিকি। 'এতে যে লাল ডটগুলো দেখছেন, এগুলো দেহের উত্তাপ থেকে সৃষ্ট। তার মানে, এই ঘরে ছয়জন মানুষ আছে। আর এটা দেখুন, অন্ততপক্ষে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা ডট। তার সঙ্গে অনেকগুলো ইলেক্ট্রোনিক...'

'অপারেশন জেরিকোর কন্ট্রোল রুম বোধহয়,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন রাহাত খান। পাইপ কামড়ে ধরে লাইটার জ্বালাতে গেলেন, এমন সময় সবাইকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল টেবিলের লাল টেলিফোনটা। তাঁর ব্যক্তিগত কন্ট্যাক্ট ফোন।

'ইয়েস? কোথায়?' মাউথপীস চেপে ধরে ওদের দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ। 'কাস্টডিয়ান। এইমাত্র পৌঁছেছে ব্যাঙ্কে।'

ছয়

কাজ শেষ। বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে ক্রমেই আবার মনের জোর হারাতে শুরু করেছে সু মিঙ। একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখল মাসুদ রানা:

> কোন দুশ্চিন্তা কোরো না। প্রয়োজনের খাতিরেই যেতে হচ্ছে আমাকে, উপায় নেই না গিয়ে। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে

আসব। কয়েক ঘন্টার মধ্যে এ বাড়ির চারদিকে আতশ বাজীর খেলা দেখতে পাবে তুমি।

মনে জোর রাখো। তুমিই প্রথম নও, এর চাইতেও মারাত্মক বিপদ থেকে বহুবার বহু সুন্দরীকে উদ্ধার করেছি আমি। নিশ্চিন্ত থাকো। ভালবাসা

ওটা পড়ে ফ্যাকাসে হাসি ফুটল চেরির মুখে। ও লিখল:

যদি এই সুন্দরীটিকে উদ্ধার করতে পারো, তার পুরস্কার কি হবে অনুমান করতে পারো? ভালবাসা।

মাথা দুলিয়ে বোঝাতে চাইল রানা, পারি। এ পর্যন্ত যত কাগজে লেখা বিনিময় করা হয়েছে, সবগুলো ভাঁজ করে জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে ভরল মাসুদ রানা। আরেক পকেটে ঢোকাল মাইক্রো ক্যামেরাটা। ওটা দিয়ে যার কোন প্রয়োজন ছিল না। চেরির শর্টহ্যাণ্ডে লেখা পাতাগুলোর ছবি তুলেছে রানা।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে ছয় সংখ্যাটা একবার চাপল ও, যাও চিন নয়, সাড়া দিল তুঙ। 'মিস্টার লি-কে বলো আমাদের কাজ শেষ।'

'আই, স্যার।'

মিনিট পুরো হওয়ার আগেই নিঃশব্দে স্টাডিতে পা রাখল চ্যাঙ লি। 'আশা করতে পারি আমার ব্ল্যাক ম্যাজিক ফাইল সন্তুষ্ট করতে পেরেছে আপনাদের?'

'সম্পূর্ণ!' দাঁত বের করে হাসল রানা। 'ভাবছি এগুলো হাতে পেলে আমাদের এক্সপার্টরা কী পরিমাণ খুশি হবেন। আপনাকে অভিনন্দন, মিস্টার লি।'

আবার সার্চ লাইট হাসি ফুটল লি-র মুখে। 'যাক, একদিকের চিন্তা গেল। এবার আসল কাজ নিয়ে লাগতে হবে জেনারেল এসে পৌঁছলেই।'

'জেরিকো,' মন্তব্য করল চেরি।

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল চ্যাঙ লি। 'নিজেদের দুনিয়ার হর্তাকর্তা ভাবতে অভ্যস্ত নোংরা, অশ্লীল মার্কিন জাতিটাকে এমন এক ধাক্কা দেব, যা সারাজীবন মনে রাখতে হবে ওদের। কিছুটা সময় হয়তো লাগবে, ওয়াল স্ট্রীটের আরও কয়েকটা কম্পিউটরের অ্যাকসেস কোড জানতে হবে আমাকে, তারপর শুরু করে দেব কাজ। জেনে যাব। আমার এখানে যারা কাজ করছে, তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অবিরাম। আজ না হয় কাল, নয়তো পরশু, সফল হবেই ওরা। নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের কর্পোরেট ডাটা শুষে নিয়ে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলব আমি। পিটার, ১৯৯০ সালে ডলারের যে অবিশ্বাস্য অবমূল্যায়ন ঘটেছিল, সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে আপনার?'

'মোটামুটি।'

'সেবার বহু কষ্টে সামলে নিতে পেরেছিল ওরা। কিন্তু এবার সে সুযোগ আমি দেব না।'

'উইথ অল রেসপেকট, স্যার, সে ক্ষেত্রে আপনার বিলাসী ব্যক্তিগত জীবনেও কি তার প্রভাব পড়বে না?' বলল মাসুদ রানা। মনে মনে বলল, সে সুযোগ তুমি কোনদিনই পাবে না, হারামজাদা!

চতুর হাসি দেখা দিল লোকটার ঠোঁটের কোণে। সম্মোহনী কণ্ঠে বলল, 'আমি তা মনে করি না। সুইটজারল্যাণ্ড বা লুক্সেমবার্গ, যে কোন এক জায়গায় সরে যাব আমি আমার রাজত্ব নিয়ে। কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় ওই দুই জায়গাতেও প্রচুর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি আমি। এ দেশের চাইতে বরং আরও বেশি বিলাসী, শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারব আমি ওর যে কোনও একখানে। আমার ভবিষ্যৎ ভেবে আপনার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে, কমরেড পিটার অ্যাবেলার্ড। আমি যখন ওসব দেশে পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটাব, আপনাকে তখনও বেইজিঙের নির্দেশে আজ এ-দেশ, কাল ও-দেশ করে বেড়াতে হবে নিরাপত্তা-হীনতা, অনিশ্চয়তার মধ্যে।'

লোকটার অকারণ ঠেস্ দেয়া অমার্জিত মন্তব্যে বিরক্ত হলো মাসুদ রানা। শীতল কণ্ঠে পাল্টা আক্রমণ চালাল। 'আপনার জন্যে দুশ্চিন্তা নেই আমার একেবারেই, মিস্টার লি। ভাবছি যে দেশটিতে থেকে এত টাকাকড়ি উপার্জন করলেন, তার ওপর কিসের এত ক্ষোভ আপনার যে তার অর্থনীতি ধ্বংস করতে একেবারে উঠেপড়ে লেগেছেন। জেনারেল তিয়েন শিয়েন এ কাজে আপনার সহযোগিতা চেয়েছেন, মানলাম। এর ভেতরে জেনারেলের খানিকটা হলেও দেশপ্রেম কাজ করছে, কিন্তু আপনার কোন প্রেম কাজ করছে তা আপনিই ভাল জানেন।'

থমথমে হয়ে উঠল চ্যাঙ লি-র সুন্দর মুখটা। মনে হলো এখনই বুঝি ফেটে পড়বে রাগে। কিন্তু না, সাঙ্ঘাতিক মানসিক জোর লোকটার। কয়েক মুহূর্তে সামলে নিল সে নিজেকে। কিন্তু সেদিকে আমলই দিল না রানা। সামান্য বিরতি দিয়ে জানতে চাইল, 'ব্যাঙ্কার্স ড্রাফট্‌টা কার নামে হবে, মিস্টার লি?'

'গ্রীন অ্যাণ্ড গ্রীন কর্পোরেশনের নামে,' মুখ ঘুরিয়ে দরজা ইঙ্গিত করল সে। 'তুঙ আর হেলিকপ্টার পাইলট অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। রওনা হয়ে যান। আশা করি আমার কষ্টার্জিত টাকা নিয়ে ফিরে আসবেন যথাসময়ে।'

'অবশ্যই আসব,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'তবে যাত্রা করার আগে তুঙকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে আপনাকে, যে জায়গামত পৌঁছে আমার সঙ্গে লেগে থাকা চলবে না তার। দূরে দূরে থাকতে হবে। বেইজিঙের সেরকমই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালিত না হলে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে না। পরে এ নিয়ে কোন দেন-দরবারও বেইজিঙ গ্রাহ্য করবে না। তেমন কিছু ঘটলে খালি হাতে ফিরে আসতে হবে আমাকে, অপেক্ষা করতে হবে জেনারেলের পৌঁছার।'

হুমকিটাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা দিল না চ্যাঙ লি। আরও একবার লোকটার মনের জোরের প্রশংসা করতে বাধ্য হলো মাসুদ রানা। পরিস্থিতি যা-ই হোক, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার অপরিসীম ক্ষমতা রাখে মানুষটা। 'অল রাইট। বলে দেব।'

চেরির কাঁধ বেষ্টন করে তাকে কাছে টেনে আনল রানা। গালে আলতো করে

চুমু দেয়ার ফাঁকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'খুব শিগগিরি ফিরব আমি, চিন্তা কোরো না।'

লি-কে অনুসরণ করে চলল ওরা। ডাইনিং হল, জেরিকো কন্ট্রোল ল্যাব ছাড়িয়ে অনুমান প্রায় পাঁচশো গজ এগিয়ে থামল। শেষ হয়ে গেছে করিডর। বন্ধ এক্সিটওয়েরে সামনে দাঁড়িয়ে আছে চিনা দানব এবং অচেনা আরেকজন–সম্ভবত 'কপ্টার পাইলট। কালো ট্রাউজার, হাফ হাতা সাদা শার্ট পরনে তার। বুক পকেটে সান গ্লাস।

দ্রুত হিসেব কষল রানা, প্যাসেজওয়েটা বাড়ি থেকে সোজা দক্ষিণে এসে শেষ হয়েছে, অর্থাৎ সিকি মাইলেরও কিছু বেশি জায়গা নিয়ে তৈরি এ বাড়ি। ওদিকে তুঙকে দ্রুত নির্দেশ দিতে শুরু করেছে লি ক্যান্টনিজে। একনাগাড়ে দু'মিনিট কথা বলে থামল সে। মাথা ঝাঁকিয়ে 'হ্যাঁ' সূচক একটা শব্দ করল তুঙ, শোনাল অনেকটা 'আইচ'-এর মত।

ভাষাটা একেবারেই বোঝে না রানা। মনে মনে প্রার্থনা করল যেন ওর কথাগুলোই লোকটাকে জানিয়ে থাকে লি। কোনমতেই ব্যাঙ্কে যাওয়া চলবে না লোকটার। কারণ ওখান থেকে ওকে ফোনে কথা বলতে হবে ক্যারিয়ারের সঙ্গে। রানার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল লি, অর্থাৎ এবার রওনা হতে পারেন। দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা তিনজন। চেরি আর চ্যাঙ লি দাঁড়িয়ে থাকল আগের জায়গায়।

সিঁড়ির মাথায় অস্বাভাবিক পুরু কাঠের দরজা, ইলেক্ট্রোনিক বোল্টের সাহায্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে তার। পাশেই একটা চৌকো ফোকর, ওর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে চাপ দিল তুঙ, ডিঅ্যাকটিভেট করা হলো বোল্ট। শেষবারের মত পিছনে তাকাল রানা, মুখ তুলে ওকেই দেখছে চেরি। ওর উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা, বেরিয়ে এল কড়া রোদে। হাতে উপযুক্ত জিনিস থাকলে এই দরজা উড়িয়ে দিতে এক মিনিটও লাগবে না ওর, ভেবে সন্তুষ্টি বোধ করল রানা।

রানা আর পাইলট হাঁটছে পাশাপাশি হাঁটু সমান লম্বা ঘাস মাড়িয়ে। তুঙ রয়েছে পিছনে। ওদের বাঁ দিকে মাটি আর পাথরের বিশাল স্তূপ, কাৎ হয়ে উঠে গেছে ওপরে। আশেপাশেই রয়েছে সাগর, বাতাসে লোনা পানির গন্ধ পাচ্ছে রানা। অনেক দূর থেকে ট্রাফিকের মৃদু শব্দও ভেসে আসছে।

এক্সিট ছেড়ে শ'খানেক গজ এগোতে বড় বড় গাছপালা ঘেরা এক বাগান পড়ল। ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে বুঝল রানা, ইচ্ছেকৃতভাবে এলোমেলো একটা বৃত্ত রচনা করা হয়েছে গাছ দিয়ে। বৃত্তের ভেতরে অনেকখানি জায়গা মোটা তারের জাল দিয়ে উঁচু করে ঘেরা। সবুজ লতাপাতা দিয়ে চতুরতার সঙ্গে মুড়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে জালটা যাতে মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকেও বোঝা না যায়।

এক জোড়া গাছের মাঝখানে পড়ে থাকা বড়সড় একটা ডাল টেনে সরাল পাইলট। ওপাশে দু'জন পাশাপাশি ঢোকা যায় এমন এক খোলা দরজা দেখা গেল। তুঙের ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। বিশাল এক অপারেশনাল

হ্যাঙ্গার এটা, ফ্লোরে দুই মানুষ সমান বড় সাদা অক্ষরে ইংরেজি 'H' লেখা। ফ্রান্সের তৈরি একটা এ এস থ্রী ফিফটি অ্যাকুরিয়াল বা স্কুইরেল হেলিকপ্টার বসে আছে এইচের ওপর। কাছেই একটা ওয়ার্কিঙ টুলে কভারল পরা তিন মেকানিক বসে গল্প করছে। ওরা ভেতরে প্রবেশ করতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল লোকগুলো।

পাইলটের ইশারায় উঠে দাঁড়াল তারা। একজন রওনা হলো দেয়ালের গায়ে বসানো একটা ফিউজ বক্স লক্ষ্য করে, অন্য দুজন টুলটা সরিয়ে নিয়ে গেল 'কপ্টারের কাছ থেকে। ওটার দরজা মেলে ধরে রানা ও তুঙকে উঠে পড়তে বলল পাইলট। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল রানা, ফিউজ বক্সে ফিট্ করা একটা লিভার ধরে নিচের দিকে টান দিল প্রথম মেকানিক।

মৃদু গোঁ গোঁ আওয়াজ উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মাথার ওপরে হ্যাঙ্গারের বিশাল ছাত মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে ধীরগতিতে উঠে যেতে শুরু করেছে ওপরদিকে। একটু একটু করে উন্মুক্ত হচ্ছে আকাশ প্লানেটোরিয়ামের মত। পাইলটের ঠিক পিছনে বসল মাসুদ রানা। দানব বসল ওর বাঁয়ে। স্টার্ট নিল 'কপ্টার। রোটর পূর্ণ গতি পাওয়ার আগেই পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে গেছে ছাত।

খাড়াভাবে ক্যামোফ্লেজড্ হ্যাঙ্গার ছেড়ে আকাশে উঠে এল অ্যাকুরিয়াল। এক হাজার ফুট উঠে উপকূলীয় এলাকার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল পাইলট। এই সময় ডানদিকে খানিকটা কাৎ হয়ে গেল 'কপ্টার, পাশ ফিরে নিচে তাকাল রানা। চ্যাঙ লি-র হাইড আউটের পুরোটাই পরিষ্কার দেখা গেল। দ্রুত আশপাশটাও দেখে নিল রানা এর অবস্থান মনে রাখার মত কিছু একটার খোঁজে।

কিন্তু গাছের বৃত্ত আর মাটি-পাথরের মাঝারি পাহাড়টা ছাড়া তেমন আর কিছুই চোখে পড়ল না। ওতেই চলবে, ভাবল মাসুদ রানা। দূরে চলমান গাড়ির জানালায় প্রতিফলিত আলো চোখে পড়েছে ওর, সম্ভবত ওটা মনটেরি অথবা বিগ সার হবে। যে জায়গাই হোক, প্রয়োজনে খুঁজে বের করে নিতে বেশি সময় লাগবে না।

সামান্য নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। পাইলটের কাঁধের ওপর দিয়ে প্যানেল কম্পাসে কাঁটা কোন দিক নির্দেশ করছে দেখে নিল চট করে, তারপর সন্তুষ্ট মনে সিগারেট ধরাল। কোস্টলাইন ধরে চলছে অ্যাকুরিয়াল। কয়েক মিনিট পর মনটেরি অতিক্রম করল ওরা। ঝলমলে রোদ। মেঘ বা কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই আজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই দূরে সান ফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট পার্ক আর প্রেসিডিও দেখতে পেল রানা। সেই সঙ্গে গোল্ডেন গেট ব্রিজের আউটলাইন।

এরপর শহরের অন্য সব ল্যাণ্ড মার্ক- টেলিগ্রাফ হিল, কোইট টাওয়ার, সূঁচোলো প্রান্তওয়ালা ট্রান্স আমেরিকা পিরামিড প্রভৃতি চোখে পড়তে লাগল একে একে।

সিগারেট টানায় মন দিল রানা। ওয়ালথার বের করে চিনা ষাঁড়টার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে দমন করতে নিজের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে ওকে। চাইলেই কাজটা করতে পারে, পাইলটকে বাধ্য করতে পারে 'কপ্টার নিয়ে সোজা

ট্রেজার আইল্যাণ্ড গিয়ে ক্যারিয়ারের ডেকে অবতরণ করতে, ভেবে খানিক আত্মপ্রসাদ লাভ করল মাসুদ রানা।

যদিও পরক্ষণেই নিজেকে বোঝাল, কাজটা একেবারেই উচিত হবে না। কারণ ফিশারম্যান'স হোয়ার্ফের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা, দূর থেকে নিশ্চয়ই 'কপ্টারটিকে দেখা যাচ্ছে। এ সময় 'কপ্টারের গতিপথ বদলে গেলে আর কিছু না হোক, চেরির দুঃখের অন্ত থাকবে না।

হেলিপ্যাডটা চোখে পড়ল রানার। এটাতেও বড় করে এইচ লেখা। উচ্চতা কমিয়ে আনতে শুরু করল পাইলট। কাৎ হয়ে এগোচ্ছে প্যাডের দিকে। একটা বেল হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে প্যাডে। পরমুহূর্তে অবাক হয়ে গেল রানা অন্য এক দৃশ্য দেখে। অ্যাকুরিয়ালের ল্যাণ্ডিঙ স্পেসের কাছেই সেদিনের সেই লিমুজিনটি দাঁড়িয়ে, যেটায় করে স্যালিনাস থেকে চ্যাঙ লি-র ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওদের। ওটার বনেটে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো মাও চিন। অ্যাকুরিয়ালের অবতরণ দেখছে মন দিয়ে।

ল্যাণ্ড করল 'কপ্টার। এঞ্জিন অফ করে হেডসেট খুলল পাইলট। 'কতক্ষণ লাগবে আপনার ফিরতে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল সে রানাকে।

'সঠিক বলা মুশকিল। তবে এক ঘণ্টা ধরে রাখতে প্যারেন।'

তুঙের পিছন পিছন নেমে পড়ল মাসুদ রানা। 'গাড়িতে উঠুন,' নির্দেশের সুরে বলল লোকটা ওকে।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার লি-র নির্দেশ মনে আছে আপনার?'

'নিশ্চয়ই মনে আছে। ব্যাঙ্কের ভেতর আমাকে যেতে নিষেধ করেছেন তিনি। বাইরে অপেক্ষা করব আমি।'

'গুড!'

গাড়ির দিকে ওদের এগোতে দেখে প্যাসেঞ্জার ডোর মেলে ধরল মাও চিন। বিনয়ের সঙ্গে রানার উদ্দেশে বলল, 'আপনাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে প্রস্তুত আমি, স্যার।' দাঁত বের করে বিচ্ছিরি করে হাসল লোকটা। তার নাটুকে মন্তব্য, হাসি কোনটাই পছন্দ হলো না মাসুদ রানার। আসলে বিনয় নয়, ইয়ার্কি মারছে হারামজাদা, ভাবল ও। হয়তো বোঝাতে চাইছে রানা নয়, নির্দেশ-টির্দেশ যা দেয়ার ওরাই দেবে। রানাকে তা পালন করে যেতে হবে। সন্দেহ হলো, কেবল ব্যাঙ্কের বাইরে থাকার নির্দেশই নয়, হয়তো আরও কোন নির্দেশ আছে ওদের ওপর।

এক পা পিছিয়ে এল রানা। 'রওনা হওয়ার আগে একটা কথা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে চাই, আমার সঙ্গে কোনরকম চালবাজির চেষ্টা যেন কেউ না করে। যদি করা হয়, সাঙ্ঘাতিক রেগে যাবেন মিস্টার লি। মাথা আস্ত থাকবে না একজনেরও। ব্যাঙ্কের কেউ যেন তোমাদের শ্রী চেহারা দেখার সুযোগ না পায়। ক্লীয়ার?'

একজন আরেকজনের দিকে তাকাল ওরা, তারপর একযোগে রানার দিকে ফিরল। কথা বলল না কেউ।

'আবারও সতর্ক করছি, কেউ যদি সামান্যতম ভুল করো, পরিণতি হবে মারাত্মক। কারণ সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে না আমাকে।'

'ঠিক আছে,' মাথা দুলিয়ে সায় জানাল বোন বেগুার। 'ঠিক আছে। মনে থাকবে আমাদের। এখন বলুন, কোথায় যেতে হবে।'

'ক্যানারি, বিচ অ্যাণ্ড হাইডের কাছে। নো পার্কিং এরিয়া ওটা।'

'কোন অসুবিধে নেই। ওখানেই অপেক্ষা করব আমরা।'

'যদি সন্দেহ থাকে, ওখানকার ছোট একটা ব্যাঙ্কেই যাব আমি, দূর থেকে লক্ষ রাখতে পারবে তোমরা আমার ওপর। একটা প্রাইভেট ব্যাঙ্ক ওটা।'

'ওকে। যাওয়া যাক।' মাও চিনের দিকে ফিরল বোন বেগুার। দ্রুত কিছু বলল ক্যান্টনিজে। মাথা দোলাল চিন।

উঠে পড়ল ওরা। মাঝারি গতিতে চলতে শুরু করল লিমুজিন। পাঁচ মিনিট পর বিচ স্ট্রীটে রানার নির্দেশিত স্থানে পার্ক করল মাও চিন।

'কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?' প্রশ্ন করল ডিঙ।

'পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে আসব আমি।'

'এর মধ্যে যদি না আসেন, তাহলে ব্যাঙ্কে ঢুকব আমরা।'

'ঢুকতে পারো, তবে সে ক্ষেত্রে লাশ হয়ে বেরোতে হবে দু'জনকেই,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। নেমে এসে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা তুঙের মুখের ওপর। ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পা চালাল হাইড স্ট্রীটের দিকে। তারপর রাস্তা পার হয়ে সাইনো-রিপাবল্লিকান ব্যাঙ্ক সাইনবোর্ড ঝোলানো একটা ভবনের দিকে এগোল।

সাইনবোর্ডটা ঝকঝকে নতুন। মাসুদ রানা জানে, মাত্র বেয়াল্লিশ ঘণ্টা আগে জেরাল্ড হিকির লোকেরা চালু করেছে এ ব্যাঙ্ক, কেবলমাত্র এই একটি ব্যাঙ্কার্স ড্রাফটই ইস্যু করা হবে এখান থেকে এবং তারপরই পটল তুলবে সাইনো-রিপাবলিকান। মেইন এন্ট্রান্সের গাঢ় টিনটেড গ্লাস ডোরের সামনে থেমে দাঁড়াল ও। চাপ দিল সিকিউরিটি বাযারে।

'হু কামস্?' ভেতর থেকে প্রশ্ন করল একটা ক্যানকেনে গলা।

'কাস্টডিয়ান।'

লক বাযার বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা। গোটা দশেক চেয়ার টেবিল আর সেই পরিমাণ 'স্টাফ' আছে ভেতরে। দুটো কম্পিউটরও দেখা গেল দুজনের সামনে। হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। সবচেয়ে কাছেরজন উঠে এল চেয়ার ছেড়ে। 'আসুন আমার সঙ্গে।' ওকে রুমের পিছন দিকে নিয়ে এল লোকটা। 'ম্যানেজার' লেখা ছোট একটা ঘষা কাঁচের পার্টিশন ডোর মেলে ধরে বলল, 'ভেতরে যান।'

রানা ঢুকতে দরজা লাগিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। ঘষা কাঁচে তার ছায়া দেখা যাচ্ছে। রুমে কেউ নেই। এক কোণে একটা স্ট্যাণ্ডে টেলিফোন ছাড়া আর কোন আসবাবও নেই। ওপরদিকটা ফাঁকা পার্টিশনের। রিসিভার তোলার আগে বলল ও, 'গ্রীন অ্যাণ্ড গ্রীন কর্পোরেশনের ওপর তৈরি করুন ড্রাফট।'

'ঠিক আছে.' ওপাশ থেকে বলল একজন কম্পিউটর অপারেটর, টপাটপ

আঙুল চলতে শুরু করল তার কী বোর্ডে। একটুপর থেমে পর্দার দিকে তাকাল সে। তারপর বিড় বিড় করে পড়তে লাগল, 'গ্রীন অ্যাণ্ড গ্রীন, হংকং বেজড়। ট্রেডিং কোম্পানির সাবসিডিয়ারি।'

মুখস্থ নাম্বারটা টিপল মাসুদ রানা, একবার রিঙ হলো ও মাথায়। পরক্ষণেই শোনা গেল মেজর জেনারেল রাহাত খানের কণ্ঠ। 'ইয়েস?'

'কাস্টডিয়ান, স্যার।'

'কোথায়?'

'ব্যাঙ্কে, স্যার। চেকলিস্ট এখনও আমাদের বন্ধুর ওখানে আছে। লোকেশন...'

'দরকার নেই। আমরা জানি কোথায়।'

'কোথায়?'

'মনটেরির পাঁচ মাইল পুবে।'

'কি করে জানলেন, স্যার? হোমার?'

'হ্যাঁ। বিল ট্যানার পিক্ করেছে ও দুটোর অবস্থান।'

'ভালই হলো।'

'শোনো, রানা, ওর আস্তানায় আক্রমণ চালানোর জন্যে অ্যাসল্ট টীম...এক মিনিট...।' পাশে বসা কারও সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন বৃদ্ধ। কে হতে পারে, ভাবল রানা, হিকি, বুল না বিল ট্যানার? 'ওখানে কত মানুষ আছে কোন ধারণা দিতে পারো, রানা?'

'বডিগার্ড, শেফ মিলে লি-র ঘনিষ্ঠ পাঁচ-ছয়জন হবে। বন্দী আছে কয়েকজন। ওদিকে অপারেশন জেরিকো ল্যাবরেটরিতে আছে কম করেও আরও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশজন। স্যার, আপনার অনুমান সঠিক। জেরিকোর কাজ কিছু কিছু শুরু হয়ে গেছে এরইমধ্যে। খুব শিগ্‌গিরই পুরো চালু হয়ে যাবে কার্যক্রম।'

'ওদের সাফল্য কামনা করি,' প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল বৃদ্ধের কণ্ঠে। 'বিমান থেকে ও বাড়ির ছবি তোলা হয়েছে। ওতে দেখা গেছে ওর আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাঙ্কারে প্রচুর হিট সোর্স রয়েছে।' এবার আর কেউ কথা বলে উঠল পাশ থেকে, রানার মনে হলো ওটা বুলের গলা। কি যেন জিজ্ঞেস করল সে রাহাত খানকে। 'রানা, ওদের লড়াই করার মত অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ কি পরিমাণ?'

'জানার সুযোগ হয়নি, স্যার।'

'ছবিতে বাড়িটার দুটো এক্সিটওয়ে দেখা গেছে। একটা দক্ষিণে, ক্যামোফ্লেজড় হেলিপ্যাডের কাছে, আরেকটা উত্তরপ্রান্তে। অ্যাসল্ট টীম যদি একসঙ্গে দুই পয়েন্ট দিয়েই ঢোকে...'

'উত্তরের এক্সিটওয়ের ব্যাপারে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই, স্যার, দক্ষিণেরটার কথা জানি, ওই পথেই বেরিয়েছি আমি।'

'হ্যাঁ, ইনফ্রা রেড ছবি আছে আমার সামনে দুটোরই। অ্যাসল্ট টীমের ব্যাপারে তোমার কি মত?'

'ওয়েল-অর্গানাইজড় চার্জ হলে এক্সিট দুটো উড়িয়ে দেয়া সম্ভব খুব সহজেই।

স্যার, উত্তর এক্সিটওয়ের কাছাকাছি কোন হিট্ সোর্স নেই?'

'তিন চারটে আছে মাত্র।'

'সে ক্ষেত্রে দক্ষিণেরটার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন বৃদ্ধ। 'আরেকটা ব্যাপার। ওদিকে একটা ডগ পেন মত দেখা যাচ্ছে হেলিপ্যাডের কাছে, ব্যাপারটা কি?'

'ওটা উলফ্ পেন, স্যার। ভদ্রলোকের পোষা কিছু নেকড়ে আছে, সো-কলড় বিশ্বাসঘাতকদের দিয়ে মাঝেমধ্যে ওগুলোর উদর পূর্তির ব্যবস্থা করে থাকেন তিনি।' ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা, ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'স্যার, আমাকে যেতে হয় এবার।'

'কোথায়?'

'বাইরে বন্ধুর বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। ড্রাফট্ নিয়ে ওদের সঙ্গে ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

'না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন রাহাত খান। 'তোমাকে যেতে হবে না আর ওখানে।'

অবাক হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'স্যার!' গলা শুনে মনে হলো বৃদ্ধের নির্দেশ বুঝতে পারেনি ও।

'তোমাকে যেতে হবে না ওখানে। ফিরে এসো। ওদিকের ব্যবস্থা আমি করছি।'

'তা হয় না, স্যার,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ড্রাফট নিয়ে ফিরে না গেলে বিগড়ে যাবে চ্যাঙ লি। অকথ্য নির্যাতন শুরু করবে সু মিঙের ওপর। যেতেই হবে আমাকে।'

থমথমে হয়ে উঠল বৃদ্ধের কণ্ঠ। 'রানা, ফিরে এসো! এটা আমার অফিশিয়াল নির্দেশ।'

'কিন্তু, স্যার…'

'দুপুরের মধ্যেই স্পেশাল অ্যাসল্ট টীম হামলা করবে লি-র ঘাঁটি। বাকি কাজ ওরাই করবে, সোজা ক্যারিয়ারে ফিরে এসো তুমি। গিরারদেল্লি স্কোয়্যারে তোমার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে। তোমাকেও ইনক্লুড করা হয়েছে ওই টীমে। কাজেই অনর্থক সময় নষ্ট না করে যা বলছি তাই করো।'

তর্ক করতে শুরু করল মাসুদ রানা। 'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন, স্যার। আমার ওখানে যাওয়া দরকার। মিরার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে, দু'দিন ধরে মেয়েটির ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে লি। ওর বুড়ো বাপকে আজ সকালে নেকড়ের খাঁচায় ফেলে হত্যা করা হয়েছে। আমার দেরি দেখলে সাইকোপ্যাথটা সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে।'

সামান্য বিরতি দিলেন রাহাত খান। মনে হলো রাগ সামলাবার চেষ্টা করছেন। যখন মুখ খুললেন, মনে হলো কথা নয়, বাতাসে চাবুকের তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠছে। 'রানা! অহেতুক তর্ক করে সময় নষ্ট করছ তুমি, সোজা ব্যাপারটা জটিল করে তুলছ। তোমাকে অ্যাসল্ট টীমে রাখা হবে কি না, নতুন

করে ভাবতে হবে আমাকে। শেষ বারের মত বলছি, রানা, ফিরে এসো।'

'ডক্টর এনামুল হক, প্রফেসর রণজিৎ সাহাসহ লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র অন্যরা সবাই ওখানে আছেন, স্যার। আমি আগে গেলে ওঁদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে পারতাম।'

'পনেরো মিনিটের মধ্যে তোমাকে ক্যারিয়ারের ডেকে দেখতে চাই আমি,' সহজ কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ, রাগের কোন আভাস পাওয়া গেল না এবার। 'গাড়িতে ব্যয় হবে পাঁচ মিনিট, কপ্টারে দশ মিনিট। বুঝতে পেরেছ? পনেরো মিনিট।'

আবারও মুখ খুলেছিল রানা, কিন্তু লাইন কেটে গেছে বুঝতে পেরে বুজে ফেলল। ফোন রেখে দিয়েছেন রাহাত খান। শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রিসিভারের দিকে চেয়ে থাকল রানা, তারপর রেখে দিল ক্রেড্‌লে। দোটানায় পড়ে গেছে, কোনদিকে যাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। বিড়বিড় করে বুড়োর পিণ্ডি চট্‌কাল কিছুক্ষণ। 'টেবিলে বসে হাতী ঘোড়া মারে, ফিল্ড অপারেটরের মতামত পাত্তা দেয় না, যা খুশি তাই অর্ডার করে বসে,' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঠিক করল ক্যারিয়ারেই ফিরে যাবে ও। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। বেরিয়ে এল রানা। 'ড্রাফট রেডি?'

'রেডি।'

একটা পুরু কাগজের খামে পুরে ওটা তুলে দেয়া হলো মাসুদ রানার হাতে। জ্যাকেটের সাইড পকেটে ঢোকাল রানা খামটা। ভেতরের পকেটে রাখা চেরির সঙ্গে বার্তা বিনিময়ের কাগজগুলো ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দিল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। 'রিয়ার এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে গিরারদেল্লি স্কোয়্যারে যেতে চাই আমি। সম্ভব?'

মাথা দোলাল প্রথমজন। 'আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি পথ।'

ত্রিশ সেকেণ্ড পর বেরিয়ে এল রানা সাইনো-রিপাবলিকান ব্যাঙ্কের পিছনের লারকিন স্ট্রীটে। ওটা পার হয়ে ক্লক টাওয়ার আর একটা ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের পাশ ঘেঁষে গিরারদেল্লি স্কোয়্যারে পড়ল ও। জায়গাটা একটা শপিং মল, ইটালিয়ান এক ব্যবসায়ী, ডোমিঙ্গো গিরারদেল্লির নামে নামকরণ করা হয়েছে। ১৮৪৯ সালে নেপলি থেকে সান ফ্রান্সিসকো এসেছিলেন গিরারদেল্লি উৎপাদনমুখী কিছু করার আশায়।

দু'বছর চেষ্টার পর এখানে ছোটখাট একটা চকলেট কারখানা স্থাপন করেন তিনি। কয়েক বছরের মধ্যে সে কারখানার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে সারা আমেরিকায়। নিত্য নতুন পদের গিরারদেল্লি চকলেট রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করে বসে সার্বক্ষণিক চুইংগাম, চকলেট ভোজী মার্কিনীদের মধ্যে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চকলেট কারখানা ঘিরে গড়ে ওঠা শপিং মলটির এই নাম রাখা হয়।

এখানকার সব ভবনই পুরানো, ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের ভেতরে নির্মিত। সে চকলেট কোম্পানি যদিও নেই এখন, তবে ভবনটি আছে। নতুন করে সংস্কার করে গিরারদেল্লি জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে তাকে। এখানকার আর সব দোকানের বেশিরভাগই খেলনার। দেখতে লাগে অনেকটা লণ্ডনের কভেন্ট গার্ডেন

শপিঙ এরিয়ার মত। দুপুর বলে এ মুহূর্তে ক্রেতাদের তেমন একটা ভিড় নেই মলে।

স্কোয়ার পেরিয়ে এসে ওয়েস্ট প্লাজায় পা রাখল মাসুদ রানা। পরমুহূর্তে জমে গেল পিছন থেকে তুঙকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনে। 'আই! আবেলার! ইউ স্টপ, আবেলার!'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ও, মাত্র বিশ গজ পিছনে রয়েছে দানবটা। ছুটে আসছে কোটের প্রান্ত উড়িয়ে। হাতে রানার ওয়ালথারের চারগুণ বড় কি এক অস্ত্র। যে কয়জন মেয়ে-পুরুষ ছিল আশেপাশে, বিপদ বুঝে দৌড়ে পালাতে শুরু করেছে। রানা ঘুরে তাকাতেই গুলি করল তুঙ, পর পর দুটো। কানের পাশ দিয়ে বোল্‌তার 'গুণ্‌ণ্‌' আওয়াজ তুলে ছুটে গিয়ে ওপাশের একটা বিল্ডিঙের দেয়ালে বিদ্ধ হলো বুলেট দুটো।

ওকে আহত করার জন্যে ছোঁড়া হয়নি গুলি, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। ভয় দিয়ে থামাতে চাইছে ওকে দানব। লাফ দিল মাসুদ রানা। দুই লাফে কাছের একটা উলের দোকানের পাশে গিয়ে আশ্রয় নিল। আগেই হাতে চলে এসেছে ওয়ালথার। লম্বা করে দম নিয়ে প্রস্তুত হলো মাসুদ রানা। ধুপ্‌ ধাপ্‌ পা ফেলে ছুটে আসছে তুঙ নিশ্চিন্ত মনে। রানার তরফ থেকে বাধা আসতে পারে, হয়তো চিন্তা করারও প্রয়োজন মনে করছে না।

ওয়ালথার দু'হাতে শক্ত করে ধরে ঝট করে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। আট গজের মধ্যে এসে পড়েছে তুঙ। অস্ত্রসহ রানাকে বেরিয়ে আসতে দেখেই কুঁতকুঁতে চোখ কপালে উঠল তার, প্রাণপণ চেষ্টা করল লোকটা কড়া ব্রেক কষার, রাস্তার ওপর ফুট দুয়েক স্কিড করল তার হিল। হাতের হ্যাণ্ড গানটা তুলছে সে রানাকে লক্ষ্য করে, এই সময় গুলি করল ও।

রানারও ইচ্ছে নেই লোকটাকে হত্যা করার। চাইছে সামান্য আহত হোক, তাহলে ওকে পথে বসিয়ে নিরাপদে সরে যেতে পারবে সে। মাজ্‌ল নিচু করে লোকটার পায়ে গুলি করল ও দু'বার। কিন্তু লাগল না একটাও। ট্রিগারে ওর আঙুল চেপে বসতে দেখে দু'বারই বাঁদরের মত অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে সরে গেল লোকটা ওয়ালথারের লাইন অভ ফায়ারের সামনে থেকে।

আবার ট্রিগারে টান দিতে গেল মাসুদ রানা, কিন্তু সুযোগ পেল না। পিছন থেকে অচেনা একটা কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল, 'স্টপ! এফবিআই! ড্রপ দা গান!'

বেকুবের মত ঘুরে তাকাল ও, পরমুহূর্তে হাত থেকে ছেড়ে দিল অস্ত্রটা। সেই দুই এজেন্ট, রবার্ট আর ম্যালোনি। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, রানার মেরুদণ্ড এবং শোল্ডার ব্লেড সই করে ধরা তাদের দুই রিভলভার। 'ওয়েল, ওয়েল, মেজর মাসুদ রানা,' দাঁত বের করে হাসল ম্যালোনি। 'ভেবেছিলাম, এতদিনে বিহিত একটা হয়েছে আপনার। না হওয়াতে অবশ্য হতাশ হইনি আমরা, বরং খুশিই হয়েছি ভাগ্যগুণে সুযোগটা আমাদের ভাগ্যেই জুটল দেখে।'

পাশাপাশি এগিয়ে আসছে লোক দুটো ওর দিকে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এই সময়ই কোত্থেকে এসে হাজির হলো এরা।

ভাব দেখে মনে হলো আগে থেকেই করা ছিল সেট আপ। দৌড়ে চলে এল তুঙ, ওয়ালথারটা কুড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে লাগল।

'একে তোমার চাই, তুঙ?' জানতে চাইল রবার্ট।

'ইয়েস ইয়েস! ভেরি ব্যাডলি।'

'জ্যান্ত না মৃত?'

'পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায়। নইলে কাজের আনন্দই মাটি হয়ে যাবে আমার।'

'অল রাইট, নিয়ে যাও। তবে বসকে বোলো এবারের খামটা যেন একটু মোটা হয়। কেমন?'

'নিশ্চই বলব। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের।' পিছন থেকে রানার জ্যাকেট আর শার্টের কলার মুঠো করে ধরল বোন বেগুার। কানের কাছে মধুর কণ্ঠে বলল, 'পা চালাও!' বলেই হ্যাণ্ড গানের নল দিয়ে ওর নিতম্বে, মেরুদণ্ডের ওপর ভয়ঙ্কর এক গুঁতো মারল সে।

যন্ত্রণায় চেহারা বিকৃত হয়ে গেল মাসুদ রানার।

সাত

'মাই গড!' চেঁচিয়ে উঠল কমাণ্ডার বিল ট্যানার। 'এই পরিস্থিতিতে কি করে রানাকে ফিরে যেতে দিলেন, জেনারেল?'

রাহাত খানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী ইন্টেলিজেন্স অফিসার। দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে বৃদ্ধকে দেখছে সে। ওদিকে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তায় চেহারা কালো হয়ে আছে রাহাত খানের। নাকের ওপরের অংশের কপাল কুঁচকে উঠে গেছে ওপর দিকে। কাঁচাপাকা চওড়া ভুরুজোড়া দেখতে হয়েছে ঠিক ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মত। খালি গাড়ি ফেরত এসেছে একটু আগে, আসেনি মাসুদ রানা। কেন আসেনি, জানতে বাকি নেই বৃদ্ধের। জবাব না পেয়ে অসহায়ের মত ঘরের অন্য প্রান্তে ব্যস্ত বুল আর জেরাল্ড হিকির দিকে তাকাল ট্যানার। ওর দিকে নজর নেই কারও, দু'জনে দুই টেলিফোনে কথা বলছে।

'না, কমাণ্ডার। আমি যেতে দিতে চাইনি মাসুদ রানাকে। বরং ক্যারিয়ারে ফিরে আসতে বলেছিলাম ওকে। গাড়িও পাঠিয়েছিলাম ওর জন্যে। কিন্তু খালি গাড়ি ফিরে এসেছে।'

'কেন?'

'চ্যাঙ লি-র লোকেরা গেরারদেল্লি স্কোয়্যার থেকে ধরে নিয়ে গেছে ওকে। এফবিআইয়ের সেই দুই এজেন্ট সাহায্য করেছে তাদের এ কাজে।'

'আশ্চর্য!'

'ভেব না,' রিসিভার রেখে বলল বুল। 'কড়ায় গণ্ডায় এর শোধ নেয়া হবে।'

আনমনে গাল ডলতে লাগল বিল ট্যানার। 'সে তো পরের কথা। এ

মুহূর্তে…মাসুদ রানার উপকার হয়, এমন কোন কাজ যদি করা যেত…'।'
'যেমন?' কপাল আরও কুঁচকে উঠল বিসিআই প্রধানের।
'না, মানে, অ্যাসল্ট টীম চ্যাঙ হারামজাদার ঘাড়ে পা দেয়ার আগেই ওখানে গিয়ে যদি ওর জন্যে একটা কিছু করা যেত…।' হঠাৎ বৃদ্ধের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখে থেমে গেল কমাণ্ডার। 'মানে, যাতে ওর সাহায্য হয় আর কি!'
'আপনি সিরিয়াস, কমাণ্ডার?'
'পার্ডন!'
'সত্যিই কিছু করতে চান আপনি মাসুদ রানার জন্যে?'
'নিশ্চই! একশোবার!'
'তাহলে উপায় একটা আছে।' ততক্ষণে হিকিরও ফোনালাপ শেষ হয়েছে। বুলের মত সে-ও বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে রাহাত খানকে। 'যদি সফল হতে পারেন,' বললেন তিনি, 'হয়তো…'
'হয়তো মানে!' লাফিয়ে উঠল কমাণ্ডার। 'হতেই হবে সফল! বলুন, জেনারেল। কি করতে হবে আমাকে?'

মাসুদ রানার এক হাত আর্ম লকে ধরে রেখেছে তুঙ শক্ত করে। ওর ঘাড়ে চড়ে রয়েছে লোকটা। ভোঁশ ভোঁশ গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছে কানের ওপর। পিছন পিছন আসছে রবার্ট আর ম্যালোনি। গান ফাইট শেষ, অতএব আড়াল ছেড়ে একজন দু'জন বেরিয়ে আসছে মানুষ। তাদের কেউ কেউ উৎসাহী হয়ে অনুসরণ করছে ওদের দূর থেকে।
বোন বেণ্ডারের দানব আকার আর চেহারা দেখে বেশি কাছে এগোতে সাহস পাচ্ছে না তারা। দলটা একটু একটু করে ক্রমেই ভারি হচ্ছে দেখে ঘুরে দাঁড়াল দুই এফবিআই, চেহারাতেই পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল আর এগোনো ঠিক হবে না। থেমে পড়ল সবাই।
সুবোধ বালকের মত হাঁটছে মাসুদ রানা। জানে, এখন নিজেকে মুক্ত করার কোনরকম প্রচেষ্টা মারাত্মক পরিস্থিতি ডেকে আনতে পারে। তাই সুযোগের অপেক্ষায় আছে ও, এক মুহূর্তের ভগ্নাংশের একটা সুযোগ। এখন না হোক, গাড়িতে। অথবা কপ্টারে ওঠার সময়, একসময় না একসময় আসবেই সুযোগ। সময়মত কাজে লাগাতে হবে সুযোগটা, সদ্ব্যবহার করতে হবে।
এজেন্ট দুটোর সহায়তায় কাজটা খুব সহজ হয়ে গেল তুঙের। দুই মিনিট পুরো হওয়ার আগেই রানাকে গাড়িতে ঠেলে তুলে ফেলল সে। গাড়ি ছাড়ল মাও চিন। তাকে দেখে মনে হলো একটুও অবাক হয়নি। যেন হরদম এরকম দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত সে। কি ঘটেছে জানতে চাওয়া দূরে থাক, ভাল করে রানার দিকে একবার তকাল না পর্যন্ত। গাড়িতে বসেও আর্ম লকে বিন্দুমাত্র ঢিল দিল না তুঙ, ধরে থাকল শক্ত করে।
দূর থেকে ওদের আসতে দেখে কপ্টারের এঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে পাইলট। মাসুদ রানাকে যখন ধরেবেঁধে তোলা হলো ওতে, ততক্ষণে পূর্ণ গতি লাভ করেছে

রোটর। গলার রগ ফুলিয়ে মাও চিনের সঙ্গে কি নিয়ে কথা বলল তুঙ। মাথা নাড়ল চিন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে চলল গাড়ির দিকে। কপ্টারের দরজা লাগিয়ে দিল তুঙ, একটু পর প্যাড ত্যাগ করল অ্যাকুরিয়াল।

ঠেলে মাসুদ রানাকে ডানদিকের দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসতে বাধ্য করল দানব। ছেড়ে দিল আর্ম লক। চেঁচিয়ে বলল, 'বোকার মত কিছু করে বসার চেষ্টা করবেন না, মেজর। তেমন দেখলে আপনাকে হত্যা করতে বাধ্য হব আমি। চুপচাপ জার্নি উপভোগ করুন। আনারস্ট্যান?'

মুখ বিকৃত করে কাঁধ ডলতে ডলতে মাথা দোলাল রানা। 'আনারস্ট্যান।'

'গুড। আপনাকে নিয়ে যা করার মিস্টার লি-কেই করতে দিন, আই?'

'আই।' মনে মনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে লাগল মাসুদ রানা। ওয়ালথারটা ওর একেবারে সহজ নাগালের মধ্যেই রয়েছে। নিজের ডান ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজেছিল ওটা তুঙ, এখনও সেখানেই আছে। কোট সরে গেছে লোকটার, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে রানা অস্ত্রটা, মাত্র দেড় হাত ব্যবধানে। তবে এখনই নয়, আরও ভাল সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করবে রানা।

এ মুহূর্তে পুরোপুরি সতর্ক রয়েছে দানবটা। ডান হাতে ধরে রেখেছে নিজের ভোঁতা নাকের এস অ্যাণ্ড ডব্লিউ চীফ'স স্পেশাল। পুরানো কিন্তু ভয়ঙ্কর। ওর পয়েন্ট থ্রীএইট স্পেশাল বুলেট দেহে বিদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেলে ছোটখাট ফুটবল আকারের গর্ত করে বেরিয়ে যাওয়ার শক্তি রাখে। সতর্ক থাকো, নিজেকে বলল মাসুদ রানা, পূর্ণ সতর্ক থাকো। যদি মুহূর্তের জন্যেও বাম্প করে কপ্টার, সুযোগটা নিতে দেরি হয় না যেন।

কিন্তু সুযোগ আর আসে না। ভেতরে ভেতরে মরিয়া হয়ে উঠেছে রানা। ততক্ষণে প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করে এসেছে অ্যাকুরিয়াল। কোস্ট লাইন ধরে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে। অবশেষে এল সুযোগটা, কপ্টার তখন তার ঘাঁটি থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে। কোস্টলাইন ছেড়ে বাঁ দিকে নাক ঘুরিয়েছে সবে, এই সময় এয়ার ব্যাঙ্কে পড়ল ওরা, সামান্য কাৎ হয়ে ঝপ্ করে ফুট পাঁচেক নেমে গেল কপ্টার খাড়াভাবে।

বাঁ দিকে কাৎ হয়ে ছিল যন্ত্রটা বাঁক নিতে গিয়ে, ওই অবস্থায়ই পড়েছে ব্যাঙ্কের খপ্পরে, কাজেই নিজেকে সামাল দেয়ার জন্যে বাধ্য হয়েই ওপাশের দরজা আঁকড়ে ধরতে হলো তুঙকে বাঁ হাতে। বাঁ কনুই বাড়িয়ে তার পাঁজরের ওপর আছড়ে পড়ল মাসুদ রানা। 'ঘোঁৎ' করে উঠল দানব ব্যথায়। ওই ফাঁকে হ্যাঁচকা টানে ওয়ালথারটা বের করে নিয়েছে ও লোকটার ওয়েস্টব্যাণ্ড থেকে, এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওটার বাঁট ঘুরিয়ে ধাঁই করে মেরে বসেছে তার হ্যাণ্ড গান ধরা হাতের কব্জিতে।

প্রচণ্ড ব্যথায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল তুঙ, হাত থেকে খসে পড়ল হ্যাণ্ড গান ফ্লোর কেবিনে। কোনরকম ডিফেন্স না নিয়ে সেই মুহূর্তেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত ঝুঁকে পড়ে ওটা তুলে আনতে গেল দানব, সঙ্গে সঙ্গে আবার মারল রানা। গায়ের জোরে বাঁটটা বসিয়ে দিল তুঙের খুলির পিছন দিকে।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো কিছুই হয়নি লোকটার এই আঘাতে। কেবল বাড়ানো হাতটা থেমে গেল, ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। মুখে অদ্ভুত এক হাসি। 'তুমি ভেবেছ ওই খেলনার আঘাতে অজ্ঞান করা যাবে বোন বেগুারকে? অসম্ভব!' বলতে বলতেই চোখ উল্টে গেল লোকটার। দড়াম করে লুটিয়ে পড়ল সে মেঝেতে। অদ্ভুত হাসিটা তখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি।

লাফিয়ে আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। ওয়ালথার চেপে ধরল পাইলটের মাথার পিছনে। 'চপার ঘোরাও!' হুঙ্কার ছাড়ল ও। 'সোজা ফিরে চলো সান ফ্রান্সিসকো। মুভ!'

ভয়ে ভয়ে মাথা দোলাল পাইলট। 'রা-রাইট, স্যার!'

জয়ের আনন্দে লক্ষই করেনি রানা কখন লি-র ক্যামোফ্লেজড্ হ্যাঙ্গারের একেবারে মাথার ওপর এসে পড়েছে ওদের কপ্টার। ছাতও পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে গেছে ওদের অবতরণের জন্যে। অ্যাকুরিয়ালের বড়জোর চল্লিশ গজ নিচে হাঁ করে আছে প্রকাণ্ড হ্যাঙ্গার, যেন গিলে খাবে ওদের। আঁতকে উঠল মাসুদ রানা।

'চপার ওপরে তোলো!' চেঁচিয়ে উঠল ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। 'তোলো ওপরে!' সেই সঙ্গে পাইলটের ঘাড়ে ওয়ালথারের নল দিয়ে রাম খোঁচা মারল।

ও ব্যাটাও সম্ভবত তাল হারিয়ে ফেলেছিল, নইলে প্রথম খোঁচা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চতা বাড়ানো উচিত ছিল তার। কিন্তু তা না করে যন্ত্রটা ঘোরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জঘন্য একটা গালি বেরিয়ে এল রানার মুখ থেকে। আবার খোঁচা মারল একই কায়দায়। 'ওপরে তোল্ চপার, হারামজাদা!'

হুঁশ হলো পাইলটের, পিচ্ কন্ট্রোলের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করে দিল সে। দ্রুত উচ্চতা বাড়তে লাগল অ্যাকুরিয়ালের। কিন্তু পঁচিশ গজও উঠতে পারল না, আচমকা দেখা দিল নতুন বিপদ। হ্যাঙ্গার ঘিরে থাকা গাছের বড় বৃত্তটার ওপাশে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল মাসুদ রানার। একই সঙ্গে পাইলটও দেখতে পেয়েছে ব্যাপারটা।

সম্ভবত লি-র বাড়ির ছাত থেকে, জলহস্তীর মত থ্যাবড়া মুখওয়ালা বিকট চেহারার আরেকটা কপ্টার অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সাঁ করে উঠে পড়ল আকাশে। আকারে অ্যাকুরিয়ালের তিনটের সমান হবে ওটা—পুরানো মডেলের একটা বলকো কাওয়াসাকি ওয়ান সেভেনটিন। তেরছাভাবে ওদের দিকেই তেড়ে আসছে। বুক ধড়াশ করে উঠল রানার ওটার পিছনের বাঁ দিকের স্লাইডিং দরজাটা খোলা দেখে। একটা হেভি মেশিনগানের মোটা নলের অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে ওখান থেকে। পিছনে হারনেসে বসা গানারকেও পরিষ্কার দেখতে পেল রানা।

ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না। তটস্থ হয়ে অস্ত্রটা দিয়ে আরেক জোর গুঁতো লাগাল সে চালকের মাথার পিছনে। 'কুইক! জলদি পালাও! ফর গডস্ সেক, বাঁচতে চাইলে…হাইট বাড়াও! মুভ ইট, মুভ ইট!'

কিন্তু এবারও সময়মত নির্দেশটা কানে গেল না তার। এদিকে পিস্তল, ওদিকে মেশিনগান, দুইয়ে মিলে স্থবির করে ফেলেছে লোকটাকে। সম্মোহিতের মত ছুটে আসা আগ্রাসী কাওয়াসাকির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে বিস্ফারিত

চোখে।

'পালাবার চেষ্টা করো, গাধা কোথাকার!' আতঙ্কে, রাগে চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা। যদিও নিশ্চিত জানে উপায় নেই। গাছের মাথা পর্যন্ত পৌঁছতে হলে আরও দশ-পনেরো গজ উঠতে হবে অ্যাকুরিয়ালকে। অথচ ওদিকে প্রায় পৌঁছে গেছে দ্রুতগতি কাওয়াসাকি, এসে পড়েছে বৃত্তের প্রান্তে, এখনই বাধা হয়ে দাঁড়াবে মাথার ওপর।

তবু শেষ চেষ্টা করল পাইলট, ফুল থ্রটল্ দিয়ে কোনাকুনিভাবে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশে পৌঁছার চেষ্টা করল সে। কিন্তু কাজ হলো না শেষ পর্যন্ত। জায়গামত পৌঁছে গেছে কাওয়াসাকি। থেমে পড়তে বাধ্য হলো স্কুইরেল। তবু হাল ছাড়ল না পাইলট, একবার এদিক একবার ওদিক করাতে লাগল সে যন্ত্র ফড়িংটাকে।

কাওয়াসাকির পাইলটও সেয়ানা কম নয়, নিচেরটা যেদিকে যায়, সে-ও তৎক্ষণাৎ সেদিকে সরে গিয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দূর থেকে মনে হচ্ছে অদ্ভুতদর্শন দুই পতঙ্গ কত্থক নাচছে যেন মনের আনন্দে। বেশ অনেকক্ষণ চলল নাচ। সুবিধে করতে না পেরে বিকৃত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রানার পাইলট। কিন্তু কি বলল বোঝা গেল না। ঘেমে নেয়ে উঠেছে লোকটা, আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে চেহারা। ঘন ঘন ঢোক গিলছে। এমন সময় ওদের পিলে চমকে দিয়ে গর্জে উঠল কাওয়াসাকির মেশিনগান।

কোনদিকে গেল গুলিগুলো, বোঝা গেল না। ওদের ভয় দেখানোর জন্যে লক্ষ্য স্থির না করেই ট্রিগার টেনে দিয়েছিল বোধহয় মেশিনগানার। হঠাৎ করে ডানদিকে উদয় হলো কাওয়াসাকি, যদিও উচ্চতা কমায়নি মোটেও। পরমুহূর্তে আবার ঝলসে উঠল মেশিনগানের মাজ্‌ল। মাসুদ রানা, পাইলট, দু'জনেই শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল ব্যাপারটা। প্রাণান্ত চেষ্টায় মাথা ঠাণ্ডা রাখার কসরৎ করতে করতে থ্রটল ধরে হ্যাঁচকা এক টান মারল পাইলট, প্রায় পিছলে গুলির সামনে থেকে সরে এল অ্যাকুরিয়াল। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো, কাত হয়ে গেল বিপজ্জনক ভঙ্গিতে।

মনে হলো যন্ত্রটাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখার ক্ষমতা হারিয়েই ফেলেছে রোটর। থ্রটল্ পিচ্ কন্ট্রোল ধরে এলোপাতাড়ি টানাটানি করতে করতে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত চেঁচিয়ে উঠল চালক, 'পারছি না!' ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'কথা শুনছে না হারামজাদী! ওহ্, গড! ওহ্, গড! গুলি করে ফেলে দেবে ওরা আমাদের।'

শুনতে পায়নি মাসুদ রানা। ওয়ালথার বাগিয়ে জানালা দিয়ে মাথা বের করে খুঁজছে শত্রুকে, ইচ্ছে গানারকে ঠাণ্ডা করা। কিন্তু নেই ওটা। হাওয়া হয়ে গেছে আবার। এক লাফে অন্যদিকের জানালার সামনে চলে এল ও, ব্যস্ত চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। নেই এদিকেও। হাওয়া হয়ে গেছে যেন। এই সময় হঠাৎ করেই বোধদয় হলো রানার, কি ভাবে যেন বুঝে ফেলল কোথায় আছে যন্ত্রদানবটা। ঝট করে মুখ তুলল ও। হ্যাঁ, ঠিক ওদের মাথার ওপর রয়েছে ওটা।

একটু একটু করে দুটোর ব্যবধান কমে আসছে। অ্যাকুরিয়ালের মাথার ওপর

চেপে বসতে চাইছে বলকো কাওয়াসাকি। তার বিশাল পেট ঢেকে ফেলেছে পুরো আকাশ। পিস্তল তুলল মাসুদ রানা, কিন্তু ওই পর্যন্তই, ট্রিগার টানার সুযোগ হলো না। উল্টে জানালার ফ্রেম এক হাতে আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠেছে ওদের কপ্টার।

চোখের পলকে একেবারে ওদের ঘাড়ে চেপে বসেছে কাওয়াসাকি, অ্যাকুরিয়ালের রোটর প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে তার পেট। অস্বাভাবিক গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে ওদেরটার অল্প শক্তির এঞ্জিন। সর্বশক্তি ব্যয় করেও সুবিধে করতে পারছে না সে, ভাসিয়ে রাখতে পারছে না নিজেকে। অসহায় করে তুলেছে তাকে ওপরের দৈত্যাকার রোটরের ঝোড়ো ডাউনওয়াশ, দুলে উঠেই সবেগে নেমে যেতে আরম্ভ করল অ্যাকুরিয়াল। ঝড়ে পড়া ডিঙি নৌকোর মত দুলতে দুলতে ক্রমেই নেমে চলেছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে আবার পিস্তল তুলল মাসুদ রানা। বিন্দুমাত্র বিরতি না নিয়ে অত্যন্ত দ্রুত চার-পাঁচটা গুলি ছুঁড়ল কাওয়াসাকির পেট লক্ষ্য করে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়েছে বলে মনে হলো না, নড়ল না দানব জায়গা ছেড়ে। বুঝে ফেলল রানা, আর উপায় নেই। টার্বুলেন্সের অসহ্য চাপে যে কোন মুহূর্তে তাল হারিয়ে ফেলবে এখন অ্যাকুরিয়াল, গুলিবিদ্ধ পাখির মত আছড়ে পড়বে গিয়ে মাটিতে।

'নো গুড!' চিৎকার করে প্রায় কেঁদে উঠল পাইলট। 'ইট'স নো গুড! কপ্টার সামলে রাখতে পারছি না আমি!'

গাছের বৃন্তটাকে মনে হচ্ছে বড়সড় একটা টিউব। বড়টি গিলে ফেলবে, এই ভয়ে নিরাপদ নয় জেনেও নিচের দিকে নেমে যেতে বাধ্য হচ্ছে ছোট পতঙ্গটি। অমোঘ নিয়তির মত নেমেই চলেছে অ্যাকুরিয়াল। দীর্ঘ গাছের টিউবটা ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে। খাঁচায় পোরা বাঘের মত অসহায় চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মাসুদ রানা, একেবারে শেষ মুহূর্তে পলকের জন্যে বাইরে হ্যাঙারের উন্মুক্ত ছাতটা দেখতে পেল। একই লেভেলে ওদের নামিয়ে এনেছে কাওয়াসাকি।

মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে ঝুলছে ওরা একই জায়গায়। তারপর আচমকা লাফ দিল অ্যাকুরিয়াল, ছাতের প্রান্তে বাড়ি খেয়েছে একটা রোটর ব্লেড। চোখের সামনে বিদ্যুৎবেগে ঘুরপাক খেতে শুরু করল সব। পেটের নাড়ীভুঁড়ি লাফিয়ে উঠে এল রানার গলার কাছে, ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। পিস্তল ফেলে অন্ধের মত ঝাঁপ দিল ও কিছু একটা অবলম্বনের খোঁজে, কিন্তু হাতে বাধল না কিছুই। মুখের একটা পাশ ভয়ঙ্করভাবে বাড়ি খেলো শক্ত কিছুর সঙ্গে।

পরমুহূর্তে মাটিতে আছড়ে পড়ল অ্যাকুরিয়াল। ভয়াবহ সংঘর্ষে কেঁপে উঠল পুরো এলাকা। ইস্পাত কাটাছেঁড়ার অপার্থিব আওয়াজ, এঞ্জিন অয়েল, গ্যাসোলিনের গন্ধ, তারপর গাঢ় অন্ধকার। শেষ মুহূর্তে হাতঘড়ির ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে বারোটা।

ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে পুরোটা দৃশ্য অবলোকন করল কাওয়াসাকির মেশিনগানার। হাসিমুখে পিছন ফিরে কাউকে কিছু বলল লোকটা, তারপর অদৃশ্য

হয়ে গেল দরজার সামনে থেকে। ওপরে উঠতে শুরু করল দৈত্যাকার যন্ত্র ফড়িঙ। গাছের ওপর দিয়ে চলে গেল ওপাশে।

আট

ভোর হচ্ছে। ঠাণ্ডা মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, মিষ্টি কোরাস গাইছে পাখিরা গাছে গাছে, নানান সুরে। অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ। ঝড় উঠল আচমকা। থেমে গেল পাখিদের গান। থামেনি কেবল একটি পাখি। নাম না জানা এক গাছের ডালে নিঃসঙ্গ বসে গাইছে সে। তবে কণ্ঠটা যেন কেমন। পাখির নয়, মনে হয় যেন মানুষের।

তার গানও যেন গান নয়, করুণ সুরে বিলাপ করে কাঁদছে যেন। কি পাখি ওটা? নড়েচড়ে উঠল মাসুদ রানা, অজান্তেই গলা দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে এল। এবং বিলাপটা পরিষ্কার শুনতে পেল ও। 'রানা! রানা, ওঠো! ওহ্, গড! ওঠো, রানা! প্লি-ই-জ!' মৃদু ঝাঁকি অনুভব করল রানা দু'কাঁধে।

দু'চোখের পাতায় মনে হলো দশ মণি দু'টো পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে কেউ। বহু কষ্টে ও দু'টো সরিয়ে আস্তে আস্তে তাকাল মাসুদ রানা। অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ে যেতে চাইছে মাথা। ঝাপসা দৃষ্টি। দেখতে পাচ্ছে না কিছু। চোখ বুজল রানা। পাতা কিছুক্ষণ জোরে চেপে ধরে রেখে আবার তাকাল। এবার দেখতে পেল। ওর মাথার কাছে চেরির রূপ ধরে বসে আছে পাখিটা। কাঁদছে, ফোঁপাচ্ছে, গোঙাচ্ছে।

প্রবল এক ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হলো মাসুদ রানা। উঠে বসতে চাইল ধড়মড় করে, কিন্তু পরমুহূর্তে কাতর আর্তনাদ বেরিয়ে এল বুক চিরে। বাধ্য হলো ও শুয়ে পড়তে। সামলে নিয়ে চেরির দিকে তাকাল। দু'হাতের কবজিতে চামড়া ছড়ে যাওয়ার পুরু লালচে দাগ তার। ব্রা আর শর্টস ছাড়া পরনে নেই কিছু। সারা দেহে সরু, লম্বা, অসংখ্য কালসিটে। কোন কোনটা মাংস কেটে বসে গেছে ভেতরে, রক্ত গড়াচ্ছে। চাবুক পেটা করা হয়েছে মেয়েটিকে।'

আতঙ্ক, উদ্বেগ আর চোখের পানি মিলেমিশে মিষ্টি চেহারাটা কালো হয়ে গেছে চেরির। রানাকে চোখ মেলতে দেখে পরম স্বস্তির আভাস ফুটল ওর মুখে। 'থ্যাঙ্ক গড, রানা! বেঁচে আছো তুমি!'

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে মাসুদ রানার। কথা বলতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো ও। ইশারায় পানি চাইল মেয়েটির কাছে। চোখের সামনে এখনও সব ঘুরছে ওর। ভীষণ দুর্বল লাগছে। ছোট একটা প্লাস্টিক কাপে করে পানি নিয়ে এল চেরি, খাইয়ে দিল রানাকে পরম যত্নে। এখন আর কাঁদছে না মেয়েটি, থেকে থেকে নাক টানছে কেবল।

পানি পেটে যেতে স্বর ফুটল রানার। 'কি হয়েছে, চেরি?' কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'কি ঘটেছে এখানে?'

'লি সব জেনে গেছে, রানা। তুমি যাওয়ার পরপরই...'

'কি করে!'

মাথা দোলাল চেরি। 'জানি না, বলেনি। শুধু বলেছে ও জানতে পেরেছে তুমি-আমি ভুয়া।'

'তারপর?'

'আমি অস্বীকার করেছিলাম। কিন্তু লোকটা... লোকটা...।'

'কি করেছে লি?' অনেক কষ্টে উঠে বসল মাসুদ রানা।

'আমাকে মুখ খুলতে বাধ্য করেছে।'

একটু একটু করে শক্তি ফিরে পাচ্ছে রানা। বন্ধ হয়ে গেছে মাথা ঘোরা।

'অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমি...রানা...।' আবার কাঁদতে শুরু করল মেয়েটি। ঝরঝর করে পানি গড়াতে লাগল গাল বেয়ে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে নাকের ডগা।

'শান্ত হও, চেরি! কান্নাকাটির সময় নয় এটা। তাড়াতাড়ি বলো কি ঘটেছে।'

'আমি মুখ না খোলা পর্যন্ত চ্যাঙ লি আমাকে সিলিঙের সঙ্গে ঝুলিয়ে চাবুকপেটা করেছে। তবু সহজে মুখ খুলিনি আমি। দু'বার...দু'বার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আমি। কিন্তু চ্যাঙ লি ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা সইতে পারিনি, তাই...। আমি দুঃখিত, রানা।'

'এ জন্যে দুঃখিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই চেরি,' একটা হাত রাখল রানা ওর কাঁধে। লক্ষ রেখেছে যাতে কোন আঘাত পাওয়া স্থানে ছোঁয়া না লাগে। 'তুমি ঠিকই করেছ। ও পথে তোমার মুখ খোলাতে না পারলে হয়তো আরও কোন ভয়ঙ্কর পথ বেছে নিত লি। আর কি কি ঘটেছে খুলে বলো।' চ্যাঙ লি কি করে জানল ওরা নকল, ভেবে পেল না মাসুদ রানা।

'তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর স্যুইটে গিয়েছিলাম আমি হাতে কাজ নেই বলে। ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ ঘরে ঢুকল চ্যাঙ লি। কোন কথা না বলে জোর করে আমাকে বিছানায় নেয়ার চেষ্টা করল। আমি বাধা দেই, উপায় না দেখে হাঁটু দিয়ে আঘাত করি লোকটার কুঁচকিতে। রেগেমেগে বেরিয়ে যায় সে। আবার আসে দশ-পনেরো মিনিটের মাথায়। বলে, সে জানতে পেরেছে আমরা আসল অ্যাবেলার্ড দম্পতি নই, ভুয়া। তারপর...'

'বলে যাও।'

'হুমকি দেয় লি সত্যি কথা না বললে ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে আমার। অস্বীকার করলাম আমি। এরপর আণ্ডারগ্রাউণ্ডের এই সেলে এনে ঢোকানো হয় আমাকে। শুরু হয় নির্যাতন।'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ডের কোনদিকে এই সেল? ডাইনিঙ রূমের দিকে?'

'না, উল্টোদিকে। বেশ কয়েকটা সেল আছে এখানে। আমার মুখোমুখি সেলে লর্ডস অ্যাণ্ড লর্ডস ডে-র ওঁদের সবাইকে আটকে রেখেছে লি। আমি দেখেছি।'

'জায়গাটা কেমন?'

'খুব সরু একটা করিডর দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে। ক্যামোফ্লেজড

করিডর। বাঁ দেয়ালের নিচের দিকের একটা ইঁটে লাথি মারলে সরে যায় ইঁটের দরজা। এপাশে আরেকটা বেশ চওড়া করিডর। তার দু'পাশে সেল। বেশ কিছু গার্ড আছে দেখলাম এখানে।'

'সরু করিডরে কোন পথে ঢোকানো হয়েছিল তোমাকে?'

'যে পথে ডাইনিং হলে যাওয়া-আসা, তার ঠিক উল্টোদিকের আরেক ফল্‌স্‌ দরজা দিয়ে। চিনা অ্যান্টিকসের শো-কেস দিয়ে ঢাকা গুপ্তপথ। শো-কেসের পিছনে দেয়ালের সঙ্গে আছে ওটার সুইচ। চিনে রেখেছি আমি।'

'আচ্ছা। বলে যাও।'

'কতক্ষণ পর মনে নেই, হঠাৎ তুঙ এসে ঢুকল সেলে। তোমার শুশ্রূষা করতে হবে বলে ধরে নিয়ে এল এখানে আমাকে। বলল, হেলিকপ্টার অ্যাকসিডেন্টে তুমি জখম হয়েছ। সে নিজেও হয়েছে। পাইলট লোকটা মারা গেছে। আমাকে শাসিয়ে গেছে তুঙ, যে করেই হোক বাঁচাতে হবে তোমাকে।'

মাথার ডান পাশে হাত বোলাল মাসুদ রানা। ব্যথায় দপ্‌ দপ্‌ করছে জায়গাটা। 'কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম আমি?'

'আমাকে দুই-আড়াই ঘণ্টা আগে আনা হয়েছে এখানে। তুঙের কথায় মনে হয়েছে তার আগে ওরা নিজেরাও চেষ্টা করেছে তোমার জ্ঞান ফেরানোর। পারেনি। আমিও যদি ব্যর্থ হই, লি বলেছে, আমাকেও তোমার সঙ্গে জ্যান্ত কবর দেয়া হবে। কোনমতেই মরতে দেয়া চলবে না তোমাকে।'

'দেই কি করে, বলুন?' দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে চ্যাঙ লি কখন যেন। মুখে তেমনি অমায়িক হাসি। শান্ত, সৌম্য চেহারা। 'ওর মত এমন এক মহারথী আমারই আশ্রয়ে শিয়াল কুকুরের মত মারা যাবে, কি করে সহ্য করব আমি সে দুঃখ? আর তাছাড়া ওর সঙ্গে আমার কাজও তো শেষ হয়নি পুরোপুরি। না কি বলেন, মিস্টার ক্যাম্পবেল, ওরফে অ্যাবেলার্ড, ওরফে মেজর মাসুদ রানা? নতুন পরিচয়ের সূত্রে এই অধমের অভিবাদন গ্রহণ করুন, মেজর। আপনার সত্যিকার পরিচয় পেয়ে যার পর নাই খুশি হয়েছি আমি।'

ঘটনা তাহলে সত্যি, ভাবল রানা, যে করেই হোক ওদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। কিভাবে? লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার সু চি হো জানিয়ে দিয়েছে? নইলে আর কিভাবে হতে পারে?

ব্যাঙ্কার্স ড্রাফট্‌টা চোখের সামনে তুলে ধরে পরখ করল চ্যাঙ লি। 'ধরে নিতে পারি এটা অর্থহীন, কি বলেন, মেজর?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল মাসুদ রানা। 'একেবারেই। তোমার আর সব যেমন অর্থহীন হয়ে পড়েছে এখন, ঠিক তেমনি।'

ঠোঁট বাঁকাল লি। 'তাই ভাবছেন বুঝি? আমি তা মনে করি না, কিছুই অর্থহীন হয়ে পড়েনি আমার। হবেও না কোনদিন। বাই দ্য ওয়ে, কিভাবে আপনাদের সত্যি পরিচয় জেনেছি আমি জানতে চাইলেন না?'

চুপ করে থাকল রানা। ওর ফিরে না যাওয়াটাকে রাহাত খান কিভাবে নিয়েছেন ভাবছে। অবাধ্যতা হিসেবে ধরে নিয়েছেন নিশ্চয়ই। নাকি জেনে গেছেন

তিনি কি ঘটেছে গেরারদেস্কি স্কয়্যারে? অ্যাসল্ট টীম এখনও আসছে না কেন? কখন আসবে?

বুঝল লি, ব্যাপারটা নিয়ে মাসুদ রানার কোন মাথা ব্যথা নেই। 'অল-রাইট,' বলল সে। 'পরিচয় করিয়ে দেয়া যাক,' এক পাশে সরে দাঁড়াল, ভেতরে ঢুকল মাঝারি উচ্চতার এক চিনা। পরনে বিজনেস স্যুট। হাতে ছড়ি। বাঁ চোখে কালো সিল্কের পট্টি। চেহারায় বিস্ময়ের কোন চিহ্ন ফুটতে দিল না মাসুদ রানা। 'ইনি জেনারেল তিয়েন শিয়েন।'

'কোন দরকার নেই পরিচয় করিয়ে দেয়ার। আমি চিনি এঁকে।'

'দুর্ভাগ্য আপনাদের,' হাসল লি। 'ভদ্রলোক নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই এসে পড়েছেন বলে ফেঁসে গেলেন।'

জেনারেলের দিকে তাকাল রানা। শক্তপোক্ত, মেদহীন দেহ, বয়স বোঝার উপায় নেই। ভদ্রলোক হার্টের রুগী, জানা আছে ওর। 'এরকম পরিবেশ পরিস্থিতিতে আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো, ব্যাপারটা…কি বলব, খুব কৌতুক বোধ করছি আমি,' ঝরঝরে ইংরেজিতে বললেন তিয়েন শিয়েন। 'অনেক নাম শুনেছি আপনার। কিন্তু…সে যাক, এ ধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম আমার। ভেরি ইন্টারেস্টিং! আপনাদের পুরো সেট্ আপ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তবে শেষ রক্ষা করতে পারলেন না, এই যা দুঃখ। তাছাড়া, বাংলাদেশ আমাদের অনেক পুরানো বন্ধু, অতীতে অনেক উপকার পেয়েছি আমরা আপনার কাছ থেকে। সেই আপনিই কি না আজ…' মাথা দোলালেন জেনারেল। 'আফসোস!'

'দুঃখ-আফসোস সব নিজের আর চ্যাঙ লি-র জন্যে তুলে রাখুন জেনারেল,' বলল মাসুদ রানা। 'একটু পরেই কাজে লাগাতে পারবেন।'

হাসলেন তিয়েন শিয়েন। 'আপনার দুঃসাহসকে শ্রদ্ধা করি আমি। তুঙের মত দানবকে পর্যন্ত অজ্ঞান করে কেটে পড়তে চেয়েছিলেন কপ্টার নিয়ে, ভাবাই যায় না। দুর্ঘটনায় আপনার যদি মৃত্যু হত, আমি মনে করি সেটাই শুভ হত আপনার জন্যে। কারণ এরকম দুর্বল অবস্থায় এখনই আবার আমাদের ইন্টারোগেশনের মুখোমুখি হতে হবে আপনাকে। সত্যিই দুঃখ হচ্ছে আমার।

'জানি আপনার মুখ খোলানো সহজ হবে না। ফলে নির্যাতন চলতেই থাকবে। যতক্ষণ না জানতে পারছি আমাদের এই ঘাঁটির অবস্থান সম্পর্কে আপনার ওপরওয়ালাদের আপনি জানিয়েছেন কি না, এবং অপারেশন জেরিকো সম্পর্কে কিছু তারা জানে কিনা। এসব জানা অত্যন্ত জরুরী। জানতেই হবে আমাকে।'

'ঠিক, মিস্টার রানা,' বলল চ্যাঙ লি। 'আমারও জানা চাই এসব। আপনার জন্যে ভাল হবে আমাদের সত্য জানতে সাহায্য করা। বিনিময়ে যতটা সম্ভব দ্রুত ও কম কষ্টের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে আপনাদের। বলতে আপনাকে হবেই। তবে যত তাড়াতাড়ি মুখ খুলবেন, ততই লাভ আপনার।'

'কিসে আমার লাভ, কিসে লোকসান, কম বুঝি না আমি, লি। অনর্থক সময় নষ্ট করছ তুমি। মুখ আমি খুলব না।'

জেনারেল তিয়েন শিয়েন কাঁধ ঝাঁকালেন লি-র দিকে ফিরে। 'এর পিছনে বেশি সময় নষ্ট করতে রাজি নই আমি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুখ খোলাবার ব্যবস্থা করুন।'

'অবশ্যই, জেনারেল,' বিনয়ের সঙ্গে বলল সে। 'আমি নিজে সে ব্যবস্থা করব।' রানার দিকে ফিরল। 'তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে, মাসুদ রানা। স্বেচ্ছায় মুখ খুললেই বোধহয় ভাল করতে। কারণ এমনিতেও বেশি কিছু বলার তোমার নেই। কথা সামান্যই। তোমার ওপরওয়ালারা জেরিকো সম্পর্কে কিছু জানে কি না, এবং তুমি তাদের আমার এই জায়গার হদিস দিয়েছ কি না, ব্যস।

'ব্যাঙ্কে প্রবেশ করা থেকে গিরারদেল্লিতে ধরা পড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত পুরো সময়টাই তোমার ওপর নজর রেখেছে তুঙ আর মাও চিন। তুঙের সঙ্গে আমি একমত, ওপরওয়ালার সঙ্গে যদি তোমার কোন কথা হয়ে থাকে, সেটা হয়েছে তোমার ব্যাঙ্কে অবস্থানের সময়টুকুর মধ্যে। কি করেছ তুমি? নিশ্চয়ই টেলিফোনে কথা বলেছ তাদের সঙ্গে, তাই না? তোমার বেরিয়ে আসার পরপরই ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গেছে সো-কলড্ সাইনো রিপাবলিকান ব্যাঙ্কের সব স্টাফ। খোঁজ নিয়েছি আমি, কেউ নেই। কিচ্ছু নেই। তার মানে কি দাঁড়াল?'

'এতকিছু যখন জেনেই গেছ, বাকিটুকুও না হয় অনুমান করে নাও। আমার ধারণা, পারবে তুমি চেষ্টা করলে।'

'তার মানে তুমি মুখ খুলবে না। এই তো?'

'বুদ্ধি আছে তোমার। প্রশংসা করতেই হচ্ছে।'

টিটকিরির ভঙ্গিতে হাসল লোকটা মাথা দুলিয়ে। 'সত্যিই আছে। আছে বলেই তোমার আর মেয়েটির জন্যে অভাবনীয় শাস্তির আয়োজন করেছি। আগে অবশ্য তোমারটা কার্যকর করা হবে। কারণ তুমি পুনঃব্যবহারযোগ্য নও। আমার কোন কাজেই তুমি লাগবে না। তাই, পিটার অ্যাবেলার্ড...ভাল কথা, রানা, পিটার অ্যাবেলার্ডের ইতিহাস জানা আছে তোমার? পিটার অ্যাবেলার্ড আর হেলোইজের ইতিহাস? কি পরিণতি হয়েছিল তাদের, জানো?'

'মোটামুটি। পুরোটা জানি না।'

মাথা দোলাল চ্যাঙ লি করুণ চেহারা করে। 'সে বড় দুঃখের ইতিহাস, মাসুদ রানা। বড় কষ্টের। একাদশ শতাব্দীতে, নোটর ডেম শহরের এক নামকরা ঈশ্বরতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক ছিল পিটার অ্যাবেলার্ড। ক্যানন ফুলবার্ট নামে ওই শহরেরই আরেক নামকরা ধর্মজাযকের সুন্দরী ভাগ্নি হেলোইজকে গোপনে ভালবেসে ফেলেছিল সে। বিয়ে করবে বলে মনস্থির করে ওরা। কিন্তু দুর্ভাগ্য পিটার-হেলোইজের। জানাজানি হয়ে গেল সব।

'নানানরকম নোংরা, মুখরোচক কাহিনী ছড়াতে লাগল মানুষ ওদের নামে। যাকে বলে ঢি ঢি পড়ে গেল সারা শহরে। তারপর একদিন প্রেম করার অপরাধে বিচারের সম্মুখীন হতে হলো ওদের দু'জনকে।' চওড়া হাসি ফুটল লি-র মুখে। 'বিচারে রায় দেয়া হলো, নপুংসক করে দেয়া হবে অ্যাবেলার্ডকে। পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হবে তার। এবং বেচারী হেলোইজ! তাকে চিরকুমারী থাকতে হবে

আজীবন। তাই হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। শেষ দিন পর্যন্ত সেইন্ট ডেনিস অ্যাবিতে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়েছে খোজা পিটার অ্যাবেলার্ডকে।

'ইতিহাস দুঃখজনক হলেও অ্যাবেলার্ডকে পুরুষত্বহীন করার ব্যাপারটা খুব মনে ধরেছিল আমার। ঠিক করেছি, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে তোমারও ওই অবস্থা করব আমি। আর হেলোইজ,' চেরির দিকে ফিরে মিষ্টি করে হাসল চ্যাঙ লি। ভয় পেয়ে গেল মেয়েটি। সরে এল রানার আরও কাছে। '...সে পরে ভেবে দেখা যাবে। প্রথমে তোমার ব্যবস্থা।'

গলা শুকিয়ে আবার কাঠ হয়ে গেছে মাসুদ রানার। চিকন ঘামে ভিজে উঠেছে কপাল। কোন রকমে একটা ঢোঁক গিলল ও। চেরির কাঁধে আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল হাতটা।

'এবার, মাসুদ রানা, শেষবারের মত তোমার ভালর জন্যেই বলছি, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। বলো, আমার ব্যাপারে কি কি জানিয়েছ তুমি তোমার ওপরওয়ালাকে। এখানকার লোকেশন, অপারেশন জেরিকো, এসব বিষয়ে কতখানি জানে তারা। বেশি না, কেবল এ দুটো প্রশ্নের উত্তর দাও। শান্তির মৃত্যু বেছে নাও।'

জেনারেল তিয়েন শিয়েনকে মনে হলো বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। ঘন ঘন এক পা থেকে অন্য পায়ে দেহের ভার স্থানান্তর করছেন তিনি। তবে চেহারা দেখে মনে হয় আশায় আছেন রানার মুখ খোলার।

'তোমার যা খুশি তাই করতে পারো, লি। আমি মুখ খুলছি না,' বলল মাসুদ রানা। ভয় পেয়েছে ও লি-র পরিকল্পনা শুনে, কিন্তু মুখ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। মনে আশা, যে কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে অ্যাসল্ট টীম। তাই অনবরত নিজেকে সাহস জুগিয়ে চলেছে ও।

'দুঃখজনক ব্যাপার, রানা। কারণ কাজটা সারার পর অ্যাবেলার্ডের মত তোমার মুখ লুকানোর জন্যে কোন অ্যাবির ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। অবশ্য...,' থেমে কানের লতি চুলকাল চ্যাঙ লি। 'ততক্ষণে তোমার কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে, সেটাও একটা ব্যাপার। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত মত বদলায় কি না তোমার।'

পিছন ফিরে হাত ইশারায় কিছু নির্দেশ করল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল দুই সশস্ত্র চিনা গার্ড। হালকা ছাই রঙের ইউনিফর্ম পরনে তাদের।

'বিদায় জানাও, পিটার অ্যাবেলার্ড। বিদায় জানাও প্রিয়তমা হেলোইজকে। এর পর আর কোনদিন তোমাদের দু'জনের সাক্ষাৎ হবে বলে আমি মনে করি না। নাও, জলদি করো।'

আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে চেরি। তাড়াতাড়ি রানার একটা হাত চেপে ধরল ও। 'বলে দাও, রানা। এখন কি আর আসবে যাবে বললে? বলো, রানা, প্লীজ!'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। হাত ধরে চেরিকেও তুলল। কাছে নিয়ে এসে আদর করে তার কপালে লেপটে থাকা কয়েক গোছা চুল সরিয়ে দিল পিছনে। 'বলে দিলেও কোন লাভ হবে না, চেরি। যা করার তা ও করবেই।

তাররে' মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুকে গ্রহণ করাই ভাল। যদিও আমি জানি ওর পরিকল্পনা কোনদিন সফল হবে না। কিছুই করতে পারবে না ও আমার। ধৈর্য ধরো, শিগ্‌গিরই আবার দেখা হবে আমাদের।'

হা হা করে গলা ছেড়ে হেসে উঠল চ্যাঙ লি। 'হবে বৈকি। নিশ্চই হবে। তবে সে সময় যে কখন আসবে বলা মুশকিল। দু'জনের একসঙ্গে মৃত্যু হলে হয়তো শিগ্‌গিরই হত, কিন্তু সে সুযোগ দেয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আপাতত একাই তোমাকে স্বর্গে যেতে হচ্ছে, মাসুদ রানা। ওকে এখনই যেতে দিচ্ছি না আমি। নিয়ে যাও একে।'

ধাক্কা মেরে চেরিকে মাসুদ রানার কাছ থেকে সরিয়ে দিল এক গার্ড। তারপর ঠেলে কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে গেল দুজনে মিলে। এর মধ্যে আরও কিছু সশস্ত্র গার্ড জড়ো হয়েছে এসে করিডরে। ভিড় লেগে গেছে রীতিমত। সংখ্যাটা ভাবনায় ফেলে দিল রানাকে। আর কত গার্ড আছে লি-র? ওদের পিছন পিছন লি আর জেনারেলও বেরিয়ে গেলেন। বাইরে থেকে ঘরের দরজা লাগিয়ে দিল লি দড়াম করে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হড়বড় করে ক্যান্টনিজে কী সব বলল সে প্রথম দুই গার্ডকে। মাথা দোলাল গার্ড দুটো, তারপর দু'দিক থেকে দুই বাহু ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল রানাকে। পিছনে থাকল আরও দুই গার্ড। লি-র স্টাডি হয়ে ডাইনিং হলে যাওয়ার করিডরে ঢুকল ওরা, তারপর সোজা হাঁটতে লাগল দক্ষিণ এক্সিটওয়ের দিকে, যে পথে সকালে বেরিয়েছিল রানা দানব তুঙের সঙ্গে।

ওদিকে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে বুঝতে পারছে না মাসুদ রানা। লি-র নোংরা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাই যদি এদের লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে বাইরে যাওয়ার কি প্রয়োজন? ক'টা বাজে জানার উপায় নেই। কপ্টার দুর্ঘটনার সময় বরবাদ হয়ে গেছে ওর হাতঘড়িটা। অ্যাসল্ট টীম পৌঁছার আর কত দেরি? দুপুরের মধ্যেই ওরা পৌঁছে যাবে বলেছিলেন রাহাত খান, কিন্তু কই?

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা, বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। হাঁটতে লাগল ক্যামোফ্লেজড্ হেলিপ্যাডের দিকে। ওখানে আরও দশ বারোজন গার্ড দেখা গেল, অ্যাকুরিয়ালের ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজে ব্যস্ত। দেখে বিশ্বাস করা কঠিন কোনকালে ওটা একটা হেলিকপ্টার ছিল, আকাশে উড়ত। দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছেতাই অবস্থা। ওর মধ্যে থেকে কি করে তুঙ আর ও বেঁচে গেল ভাবতে অবাক লাগল রানার।

প্যাড ঘুরে ওপাশে নিয়ে চলল ওকে গার্ড দুটো। এইবার অনুমান করতে পারল রানা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গলা শুকিয়ে উঠল ওর, ঘাম দেখা দিল কপালে। বহু কষ্টে ঢোক গিলল একটা রানা। পিছনে গলার আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল। তুঙ আর লি জোর পায়ে এদিকেই হেঁটে আসছে পাশাপাশি। ওদের মাঝখানে রয়েছেন তিয়েন শিয়েন। ওদের তুলনায় অস্বাভাবিক রোগা আর খাটো লাগছে জেনারেলকে।

দুর্ঘটনার পর এই প্রথম দেখল রানা বোন বেণ্ডারকে। তার ঘাড় আর মাথার

পিছনটা বেড় দিয়ে বড়সড় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হাঁটার সময় স্থির থাকছে লোকটার ঘাড়, রোবটের মত। কৃত্তিত্বটা ওর ওয়ালথারের ভেবে খানিকটা তৃপ্তি পেল মাসুদ রানা। অবশেষে রানাকে নিয়ে জায়গামত পৌঁছল গার্ড দুটো। টালু পাথুরে মেঝের ওপর তৈরি বেশ দীর্ঘ নিচু ছাতওয়ালা একটা বিল্ডিং। ওর এক মাথায় ত্রিশ ফুট মত জায়গা দেয়ালবিহীন।

দেয়ালের বদলে জায়গাটা মোটা স্টীল নেট দিয়ে ঘেরা। ছাতও নেটের। নেকড়ের খাঁচা! আবার ঢোক গিলল মাসুদ রানা। ভেতরে দশ গজ পর পর দুটো পার্টিশন আছে নেটের, ওঠানো-নামানো যায়। এ মুহূর্তে ওঠানো রয়েছে দুটোই। খাঁচার তিন দিকে তিনটে দরজা, মোটা শেকল দিয়ে পেঁচিয়ে বড় তালা ঝুলিয়ে রাখা আছে তিনটেতেই।

চোখ স্থির হয়ে গেল মাসুদ রানার। ভেতরে এখানে-ওখানে বুক সমান উঁচু ঝোপ রয়েছে বেশ কয়েকটা। তেল চকচকে নধর দেহের তিনটে নেকড়ে বেরিয়ে এল ওর একটার আড়াল থেকে। স্বাভাবিকের তুলনায় আকারে বেশ বড় জন্তুগুলো। মানুষের গন্ধ নাকে যেতে মুখ তুলে এদিকে তাকাল সব ক'টা। ঘাড় কাৎ করে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর খাঁচা প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করল।

মোট সাতটা নেকড়ে আছে, সকালে বলেছিল চ্যাঙ লি। বাকি চারটে কোথায়? ভাবতে ভাবতেই খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল সেগুলোও। স্থির হয়ে ওদের দেখল কয়েক মুহূর্ত, তারপর প্রথম দলটিকে অনুসরণ করল। পায়চারি করে বেড়াতে লাগল খাঁচার এ মাথা ও মাথা। বিরামহীন। থেকে থেকে মুখ তুলছে, নাকের পেশী কুঁচকে বাতাসে খাদ্যের গন্ধ পাওয়া যায় কি না শুঁকছে।

হাঁটার ধরনটা অদ্ভুত ওদের। মুখ নিচু করে ছোট ছোট পায়ে দ্রুত পা ফেলছে, হাঁটার সময় কাঁধের পেশী ছাড়া দেহের আর কোন পেশী নড়ছে না তেমন একটা। সামনের পা দুটো যতবার আগু-পিছু করছে, ততবারই ঢেউয়ের মত উঠছে আর নামছে দুই শক্তিশালী পেশী। গায়ে কাঁটা দেয়া ভঙ্গি। জন্তুগুলোর, মধ্যে কিছু একটা অস্বাভাবিকতা আছে, ভাবল মাসুদ রানা। অনবরত হাঁটছে ওরা ঠিকই, কিন্তু তাতে স্বাভাবিক প্রাণশক্তির ঘাটতি রয়েছে যেন। কোন কারণে মনে হয় একটু যেন দুর্বল।

আসলেই কি তাই? ভাবল মাসুদ রানা, না ওর দেখার ভুল? না, ওই তো! হাঁটতে হাঁটতে কেমন টলে উঠল একটা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল চট করে। মনে হলো অদৃশ্য কোন দেয়ালে বাধা পেয়েছে। কি ব্যাপার! আর কারও চোখে পড়ল না ব্যাপারটা। ওদের দিকে তাকাচ্ছেই না কেউ তো পড়বে কি!

রানাকে নিয়ে বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকে পড়ল দলটা। পার্টিশনবিহীন লম্বা একটা ঘর, ভেতরে চর্বি-মাংসের নাড়ি ওল্টানো বোটকা দুর্গন্ধ ছাড়া কিছুই নেই। ঘরের যে মাথায় খাঁচা শুরু, সেখানে দশ-বারো ধাপের একটা কংক্রীটের সিঁড়ি, খাঁচার ওপরে পৌঁছে শেষ হয়েছে। ওখানে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ছয় ফুট চওড়া দীর্ঘ এক প্ল্যাটফর্ম, সোজা চলে গেছে খাঁচার মাঝ পর্যন্ত।

সিঁড়ির গোড়ায় ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা শেলফ। দু'তিনটে মাঝারি

সাইজের বালতি আর করোগেটেড পেপারের ছোট একটা বাক্স রাখা আছে ওটার মাঝের তাকে। তার সামনে থেমে পড়ল দলটা চ্যাঙ লি-র নির্দেশে।

'মেজর মাসুদ রানা, আপনি এখনও নিশ্চিত যে মত পাল্টাবেন না কিছুতেই?' বলল লি। 'ম্যাও চি হো-কে খেয়েও ওগুলোর পেট ভরেনি মনে হচ্ছে। আপনাকেও সাবাড় করে ফেলবে ভেতরে ঢোকানো মাত্র। তবে প্রথমে আপনার পুরুষাঙ্গেই আক্রমণ করবে ওরা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারপর তাজা রক্তমাংসের সুগন্ধে···এখনও সময় আছে, ভেবে দেখুন আরেকবার।'

'অনর্থক সময় নষ্ট করছ তুমি,' বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দিল মাসুদ রানা। 'আমি এক বিষয়ে দু'বার সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত নই।' এখানেই যদি মৃত্যু লিখে থাকে ওর নিয়তি, তাহলে মাথা উঁচু করে তাকে বরণ করে নেবে ঠিক করেছে ও। ভদ্রলোকের মত মরবে। মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে।

রাহাত খানের চেহারা মনের পর্দায় ভেসে উঠল মাসুদ রানার। বিসিআই-এ যোগ দেয়ার পর যেদিন প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয় ওকে, ব্রিফিঙের শেষ পর্যায়ে রাহাত খান বলেছিলেন, 'সব সময় মনে রাখবে তুমি একজন ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের মত বাঁচার চেষ্টা করবে। যখন মৃত্যু আসবে, ভদ্রলোকের মতই তাকে আলিঙ্গন করবে।'

'বেশ। তাই হোক।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কিছু নির্দেশ দিল লি। রানাকে শক্ত করে ধরে রাখল দুই গার্ড। বোন বেঙ্গার এগিয়ে এসে ওর পরনের সব কাপড়-চোপড় খুলে ফেলল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেলল রানাকে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল মাসুদ রানা, বাধা দেয়ার উপায় নেই। দুই গার্ড হাত ধরে রেখেছে। অন্য দুই গার্ড বুট পরা পায়ে ওর খালি পা মাড়িয়ে ধরেছে, ইচ্ছে থাকলেও কিছু করার নেই রানার। এবার করোগেটেড বক্স থেকে একজোড়া সার্জিকাল দস্তানা বের করে পরল দানব। একটা বালতি নিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। মেটে রঙের থকথকে কী এক পদার্থ রয়েছে ভেতরে। বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

'জিনিসটা আমার নেকড়েদের খুবই পছন্দের অ্যানিমেল ফ্যাট,' ব্যাখ্যা করল চ্যাঙ লি। 'ভারি ভক্ত ওরা এর। যে খাদ্যই দেয়া হয় ওদের, তাতে এ জিনিসের প্রলেপ থাকে।' লি-র কথার ফাঁকে দ্রুত হাত চালাচ্ছে তুঙ। এক খাবলা ফ্যাট তুলে মাসুদ রানার তলপেট, দুই উরু আর পুরুষাঙ্গে ঘসে ঘসে মাখিয়ে দিল সে ভাল করে। কাজটা করতে গিয়ে ইচ্ছে করেই ওর স্পর্শকাতর জায়গায় দু'চারটে গুঁতোও মেরে বসল লোকটা। তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল মাসুদ রানা। কিন্তু পাল্টা কিছু করার সুযোগ পেল না।

'গন্ধটা সহ্য করতে হয়তো একটু কষ্ট হবে,' বলে চলেছে লি। 'সে জন্যে আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা। কিন্তু প্রথমেই ওই জায়গাটায় আক্রমণ করতে ওদের প্রলুব্ধ করাবার আর কোন উপায় নেই। ব্যস, ব্যস!' তুঙকে বলল সে। 'ওতেই চলবে, আর দরকার নেই। মিস্টার রানা, আপনি কি এখনও সিদ্ধান্তে অটল? কিছুতেই বলবেন না?'

'কিছুতেই না।'

'কেন জেদ করে এমন কষ্টকর মৃত্যু ডেকে আনছেন, জেন্টলম্যান?' এক পা এগিয়ে এলেন জেনারেল তিয়েন শিয়েন। এতক্ষণ ভেবেছিলেন চ্যাঙ লি-র কর্মকাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে নিশ্চয়ই মত পাল্টাবে রানা। কিন্তু তেমন কোন ইচ্ছে ওর নেই দেখে যার পর নাই অবাক হয়েছেন জেনারেল। 'তারচে' বলে ফেলাই কি ভাল ছিল না?'

উত্তর দিল না রানা। মুখ ঘুরিয়ে খাঁচার ভেতরে নজর বোলাল। জন্তুগুলো টের পেয়ে গেছে আরেক দফা ভোজের আয়োজন হচ্ছে ওদের জন্যে। তাই ছোঁক ছোঁক করছে এ পাশের তারের জালের কাছে এসে। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে লাগল ও। বুকের খাঁচায় ঢপ্ ঢপ্ বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

'বুঝলাম,' বলল লি। 'তবে একটা কথা বলে রাখি, মিস্টার রানা, ভেতরে ঢোকানোর পরও যে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টাবার ইচ্ছে হবে আপনার, মানে যদি হয় আর কি, হাত তুলে সঙ্কেত দেবেন। জন্তুগুলোকে ফিরিয়ে নেব আমি। ওরা আমার কথা শোনে।'

'শুনবেই তো। তুমি ওদেরই জাতভাই যে!'

সার্বক্ষণিক স্মিত হাসিটা সামান্য হোঁচট খেলো লি-র। 'কতখানি আপনার সহ্য ক্ষমতা, দেখার জন্যে অপেক্ষা করব আমি, মিস্টার রানা। গুড বাই।'

ওকে আগে নিয়ে সিঁড়ির মাথায় উঠে এল দলটা। প্ল্যাটফর্ম ধরে এগিয়ে গেল খাঁচার মাঝামাঝি পর্যন্ত। ফ্যাটের বালতিটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তুঙ, ওটা নিয়ে প্ল্যাটফর্মের মাথার দিকে চলে গেল সে। লোকটার ওপর চোখ রেখে সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে জন্তুগুলো, ওরা জানে কি আছে বালতিতে। খুশিতে গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করছে ওরা।

নেটের ফাঁক দিয়ে এক মুঠো ফ্যাট ভেতরে ফেলে দিল তিঙ। পরমুহূর্তে ভীষণ হুটোপুটি পড়ে গেল নিচে। এই ফাঁকে পিছিয়ে এসে প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে বাঁধা একটা দড়ি খুলে দিল তুঙ, ঝপ্ করে নেমে গেল মাঝের একটা পার্টিশন। খাঁচার শেষ কম্পার্টমেন্টে আটকা পড়ে গেল জন্তুগুলো।

এবার এপাশের সিলিঙের জানালার মত চৌকো একটা অংশ তুলে ফেলল লোকটা। মাসুদ রানাকে ঠেলে নিয়ে আসা হলো তার সামনে। নিচে তাকাল ও। আট ফুট নিচেই খাঁচার নোংরা ফ্লোর। হাত-পায়ের কব্জি বেঁধে ফেলা হলো এবার রানার। অনুমোদনের আশায় চ্যাঙ লি-র দিকে তাকাল তুঙ।

মাথা দোলাল সে। 'ফেলে দাও।'

ডান হাতের তালু দিয়ে রানার ঘাড় ধরে ধাক্কা মারল দানব। মোটামুটি তৈরিই ছিল ও, ফলে আছড়ে পড়ে হাত-পা ভাঙার মত পরিস্থিতি এড়ানো গেল। পায়ের পাতা দিয়েই পড়ল রানা, তবে দেহের ওপরের অংশের ভারে হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল পরমুহূর্তে। চিত হয়ে পড়ে গেল ও। ঝুঁকে চেয়ে আছে লি ওর মুখের দিকে।

পার্টিশনের ওপাশে আবার শুরু হয়ে গেছে হুটোপুটি। ছুটে এসে ওখানে জড়ো হয়েছে নেকড়েগুলো। সামনের পা তুলে আঁচড় কাটছে নেটের পার্টিশনে।

কলজে কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল ওদের একটা।

'জেনারেলের অনুরোধে আরেকটা সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে, মেজর মাসুদ রানা,' নেকড়ের গলা ছাপিয়ে উঠল লি-র কণ্ঠ। 'এখনও সময় আছে। বলুন, মত পাল্টাবেন কি না।'

'জাহান্নামে যাও তুমি, চ্যাঙ লি। চিনা দর্জি ব্ল্যাকফুট বেশ্যার বাচ্চা!'

এই প্রথম রেগে উঠতে দেখা গেল চ্যাঙ লি-কে। চেহারা বদলে গেল মুহূর্তে। উন্মত্ত ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'পার্টিশন তুলে দাও!'

পার্টিশনের দিকে তাকাল রানা মুখ ঘুরিয়ে, সাঁ করে উঠে গেল ওটা। ছুটে আসছে ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল। সভয়ে চোখ বুজল মাসুদ রানা।

নয়

'এর ফলে অন্তত একদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে,' পাইপ টানায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাহাত খান।

আপনমনে মাথা দোলাতে লাগল কমাণ্ডার। 'রাইট, স্যার। আপনার আইডিয়াটা চমৎকার।'

'তবে দেরি করার ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। সিদ্ধান্ত নিতে হবে খুব দ্রুত।'

'মেজর জেনারেল!' বলে উঠল বুল। সে আর জেরাল্ড হিকি চুপ করে শুনছিল এতক্ষণ বৃদ্ধের পরিকল্পনা। ব্যাপারটা দু'জনেরই মনে ধরেছে বেশ। 'আপনি কি মনে করেন সত্যিই এমন কিছু করবে লি?'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ, করি। ওর কাছে সু চি হো-র বাবা আর মাসুদ রানায় বেসিক্যালি কোন তফাত নেই, ওরা দু'জনেই তার শত্রু, বিশেষ করে মাসুদ রানা। কাজেই ম্যাঙ সঙ-কে যদি সে নেকড়ের খাঁচায় ফেলে দিয়ে থাকতে পারে, রানাকে কেন নয়? ফেলবেই, এমন কথা আমি বলছি না। বলছি, সম্ভাবনা আছে।'

ব্যাপারটা নিয়ে খানিক ভাবল কমাণ্ডার বিল ট্যানার। সার্ভিসে অনেক ধরনের কাজ তাকে করতে হয়েছে, কিন্তু এমন কিছু করতে হতে পারে ভাবেনি কখনও। সেটা অবশ্য বড় কথা নয়, এসব কখনও বলে-কয়ে আসে না। প্রয়োজনের খাতিরে মানুষকে কখনও কখনও অনেক অকল্পনীয় কাজও করতে হয়। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ বটে, তবে অসম্ভব নয়। ও যদি...।

'ওয়েল!' বলল বুল। 'দেরি কিসের তাহলে, কমাণ্ডার? বীরদর্পে পিছিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছ না তো?'

ধোঁয়ার আড়ালে হাসি চাপলেন রাহাত খান। জেরাল্ড হিকি বলল, 'যত দেরি হবে, ততই বিপদ। যা করবে তাড়াতাড়ি করো, প্লীজ!'

'অল রাইট,' কটমট করে বুলের দিকে তাকাল ট্যানার। 'আমি রেডি।'

'ব্রেভ কিড্।' আসন ছাড়ল বুল।

শেষ পর্যন্ত দেরি হয়নি কমাণ্ডারের, সময়মতই পৌঁছতে পেরেছে সে। রওনা

হওয়ার আগে নিজ হাতে ক্যামোফ্লেজড ফেটিগ পরিয়ে, চোখেমুখে কালি মাখিয়ে তৈরি করে দিয়েছে তাকে ইন্টারোগেটর। একটা এম ফর্টি এ ওয়ান মেরিন স্নাইপার তুলে দিয়েছে হাতে। অবিশ্বাস্যরকম সংক্ষিপ্ত এক ট্রেনিং কোর্সে শিখিয়ে দিয়েছে, কি করে সাইটের ক্রসে চোখ রেখে দূরের লক্ষ নির্ধারণ করতে হয়। দেখে গেছে ট্যানার চুপচাপ, শুনে গেছে।

'এবার আমাকে দেখাও কি করে গুলি ছুঁড়তে হয়,' নিশ্চিত হওয়ার জন্যে বলেছিল বুল।

পাত্তা দেয়নি বিল। পন্ত্রীর মুখে রাইফেলটা বিযুক্ত করে কেসে ভরল। তারপর ঘুরে তাকাল বুলের দিকে। 'সন, আমি যখন খুব ছোট, ডাইনিং টেবিলে বসার সময় চেয়ারে দুটো বালিস রেখে তার ওপর বসাতেন আমাকে মা, তখন থেকেই প্রত্যেক রোববার আইওয়ার জুবেল জংগলে শিকারে যেতে শুরু করি আমি বাবার সঙ্গে। এবং মাত্র এক বছর ট্রেনিঙের পর পঞ্চাশ গজ দূরের এক খরগোশের চোখে গুলি লাগিয়ে পঞ্চাশ ডলারের বাজিতে হারিয়ে দিয়েছিলাম বাবাকে।'

হেসে ফেলল জেরাল্ড হিকি। 'ব্যস ব্যস! আর বলতে হবে না।'

এরপর একটা নাইন এম এম ডিএ ওয়ান ফর্টি অটোমেটিক দিল তাকে বুল। বিখ্যাত ব্রাউনিং হাইপাওয়ারের লেটেস্ট সংস্করণ। সঙ্গে একটা আলট্রা লাইট বিনকিউলার এবং একটা কম্পাস।

সাজগোজ শেষ হতে আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ট্যানার। 'বেশ গেরিলা গেরিলা মনে হচ্ছে।'

'ভুল,' ফোড়ন কাটল অপেক্ষাকৃত ছোটখাট হিকি। 'গরিলা গরিলা মনে হচ্ছে।'

এবার আর না হেসে পারলেন না রাহাত খান। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হলো পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এরা, অথচ ভাবসাব, কথাবার্তা শুনে মনে হয় যেন কতদিনের চেনা। আসলে স্বার্থ যেখানে সমষ্টির, সেখানে এমনিই হয়। অজানা-অচেনা সহকর্মীও নিমেষে আপন হয়ে ওঠে একে অন্যের। সঙ্গীর সমস্যাকে নিজের সমস্যা ভাবতে শুরু করে তারা।

ক্যারিয়ারের ডাক্তারের সঙ্গে মিনিট পনেরো কথা বললেন এরপর বৃদ্ধ। সব শুনে মাথা দুলিয়েছেন ভদ্রলোক। 'খুব পারা যাবে। দশ মিনিটে লাশ হয়ে যাবে সব ক'টা।'

'দেন ডু ইট, প্লীজ। যত তাড়াতাড়ি পারেন।'

বড় এক ব্যাকপ্যাকে মালপত্তর ঢুকিয়ে সেটা পিঠে ঝুলিয়ে তৈরি হয়ে নিল কমাণ্ডার বিল ট্যানার। ডাক্তার আসল জিনিস সরবরাহ করলেই রওনা হবে। প্যাডে কপ্টার রেডি। ছোটখাট, চৌকো একটা টিনফয়েলের প্যাকেট নিয়ে ফিরে এলেন ডাক্তার।

'খুব সতর্ক থাকবেন এগুলোর ব্যাপারে,' ট্যানারকে বললেন তিনি। 'প্রচুর পরিমাণে ক্লোরাল মেশানো আছে এতে, এক প্লাটুন সৈন্যকে পুরো এক সপ্তা ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট। জন্তুগুলোর স্ট্যামিনা কি রকম কে জানে, তাই ডোজ

একটু বেশিই দিয়ে দিলাম। অবশ্য খাওয়ামাত্র ফল ফলবে এমনটা আশা করবেন না। পাঁচ থেকে দশ মিনিট লাগবে এর অ্যাকশন শুরু হতে, ব্যাটাদের স্ট্যামিনা বুঝে।'

প্যাকেটটা ডান হাতের মস্ত থাবায় নাচাতে লাগল কমাণ্ডার ওজন বোঝার জন্যে। 'কাজ হবে তো?'

'ওতে কাজ না হলে আর কিছুতেই হবে না। শুধু খেয়াল রাখবেন মাংসের খণ্ডগুলো যেন পেটে যায় ওদের, ব্যস।'

এর দশ মিনিট পর কমাণ্ডারকে নিয়ে ক্যারিয়ার ডেক ত্যাগ করল হেলিকপ্টার। খুব নিচু দিয়ে উড়ে লি-র ঘাঁটির পাঁচ মাইল দক্ষিণে এসে পৌঁছল ওটা। মেইন ডোর দিয়ে দড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হলো, তরতর করে নেমে গেল বিল ট্যানার। মাটি স্পর্শ করল পাকস্থলীতে কেমন একটা খাঁ খাঁ অনুভূতি নিয়ে। মুহূর্তে সেঁধিয়ে গেল পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা বিরান প্রান্তরে।

দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে বেশ কষ্ট হলো অনভ্যস্ত কমাণ্ডারের। আকাশ থেকে যেমন মনে হয়েছে, তার সঙ্গে নিচের তফাত আকাশ-পাতাল। ভীষণরকম রুক্ষ, এবড়োখেবড়ো মাটি, সতর্ক থাকা সত্ত্বেও কতবার যে পা ভাঙার জোগাড় হলো ট্যানারের, হিসেব নেই। তারওপর সারাক্ষণ চারদিকে কড়া নজর রাখতে হয়েছে চ্যাঙ লি-র গার্ড বা লুক-আউটের সন্ধানে।

শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু চোখে পড়েনি বিল ট্যানারের। কেন পড়েনি, তা-ও বুঝল সে চ্যাঙের ক্যামোফ্লেজড্ হ্যাঙ্গারের মাথার ওপরে পৌঁছে। দশ-বারোজন ছাইরঙা ইউনিফর্ম পরা গার্ডকে ওখানে একটা কপ্টারের ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজে ব্যস্ত দেখল ট্যানার। নিশ্চয়ই জঙ্গলে-পাহাড়ে ছড়ানো-ছিটানো লুকিং পোস্ট থেকে ডেকে এনে এ কাজে লাগানো হয়েছে লোকগুলোকে।

কিন্তু পরক্ষণেই আরেক দুশ্চিন্তায় পড়ল কমাণ্ডার। ওটা কোন্ কপ্টার? যেটায় রানা সান ফ্রান্সিসকো গিয়েছিল? দুর্ঘটনার সময় রানা ছিল ওটায়? ভাবতে ভাবতে বড় একটা বোল্ডারের পিছনে বসে পড়ল সে। সন্ধে হতে এখনও দু'ঘণ্টা দেরি। বিনকিউলারে চোখ রেখে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বোলাতে শুরু করল কমাণ্ডার। ওর ডানদিকে, আন্দাজ চারশো গজ নিচে নেকড়ের খাঁচা। দূরত্বটা একটু বেশি হয়ে গেল। সময়মত দ্রুত ওখানে পৌঁছানো মুশকিল হতে পারে।

তাই আরেকটা সুবিধেজনক বসার জায়গা খুঁজতে শুরু করল ট্যানার ওখানে বসেই। পাওয়া গেল জায়গা। ও যেখানে বসা, তার শ'তিনেক গজ নিচে, সামান্য বাঁ দিকে। আধ ঘণ্টা বুকে হেঁটে পৌঁছল সে জায়গামত। খালি চোখেই এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় খাঁচা। কিন্তু ওর চারদিক বেশ খোলামেলা। মন দমে গেল কমাণ্ডারের। ধরা না পড়লেও ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে কারও চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যদিও হ্যাঙ্গার থেকে জায়গাটা দেখা যায় না। তবুও ঝুঁকি আছে।

কিন্তু এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। ঘড়ি দেখল কমাণ্ডার

বিল ট্যানার। এতক্ষণে নিশ্চয়ই রওনা হয়ে গেছে ফোর্স। আরও আগেই আসার কথা ছিল, কিন্তু কি এক ঝামেলার কারণে যাত্রা করতে দেরি হয়ে গেছে। আলামেডা থেকে আসছে ওরা, ইউএস নেভির স্পেশাল ফোর্স।

রাইফেলের কেসটা পাশে নামিয়ে রাখল বিল ট্যানার। ব্যাকপ্যাকও নামাল। ওটার পকেট থেকে এক জোড়া সার্জিক্যাল গ্লাভস্ বের করে পরল ধীরেসুস্থে, তারপর 'ফড়াৎ' করে ছিঁড়ে ফেলল টিনফয়েলের প্যাকেটটা। ভেতরে পলিথিনের আরও একটা প্যাকেট আছে। ওর ভেতর রয়েছে আসল জিনিস। আধ হাত লম্বা ফালি করে কাটা ক্লোরাল মেশানো শুয়োরের মাংস।

খাঁচার ভেতর প্রায় চক্রাকারে ঘুরছে নেকড়েগুলো। থেকে থেকে একটা আরেকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, খেলায় মেতে উঠছে। পড়ন্ত রোদে এত দূর থেকেও ওদের ধারাল দাঁত ঝিকিয়ে উঠতে দেখছে ট্যানার ক্ষণে ক্ষণে। সঙ্গে পিস্তল আর মাংসের প্যাকেটটা নিয়ে উঠে পড়ল কমাণ্ডার। আর দেরি করা ঠিক হবে না। বড় বড় বোল্ডার, ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে যথাসম্ভব সাবধানে পা বাড়াল খাঁচার উদ্দেশে।

ওকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল জন্তুগুলো। দাঁত বের করে রাগে গর গর করতে লাগল কুকুরের মত। স্থির দাঁড়িয়ে দেখছে ট্যানারের কুঁজো হয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসা। কি এক চৌম্বক শক্তি আছে ওদের চোখে, ভাবল কমাণ্ডার, দৃষ্টি ফেরানো যায় না। জন্তুগুলো বিশাল একেকটা। লি-র রাজকীয় খানাপিনা পেয়ে গা দিয়ে তেল যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

খাঁচার ছয় ফুটের মধ্যে পৌঁছে থামল বিল ট্যানার। বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। এ পর্যন্ত নিরাপদেই আসতে পেরেছে সে। কেউ দেখেনি তাকে। দেখে থাকলে বসে থাকত না চুপ করে, নিশ্চয়ই ধাওয়া করত। তবু, শেষ মুহূর্তে আরও একটু নিশ্চিত হয়ে নেয়া ভাল। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল সে পায়ের শব্দ বা আর কোন অস্বাভাবিক শব্দ শোনা যায় কি না কোনদিক থেকে। না, নেই। এবার নিশ্চিন্তে পলিথিন প্যাকের ভেতর থেকে বের করে আনল ট্যানার এক টুকরো রক্ত আর ক্লোরাল মাখা মাংস। কাছে গিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দিল টুকরোটা। এক সঙ্গে সব ক'টা নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার পর।

কার পেটে গেল টুকরোটা দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না কমাণ্ডার। খাঁচার গা ঘেঁষে প্রায় ছুটতে লাগল, সেই সঙ্গে পাঁচ-ছয় ফুট পর পর একটা করে টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে ভেতরে। গোটা বিশেক ফালি ছিল ব্যাগে, তিন মিনিটে ভেতরে চালান করে দিল সবগুলো। কাজের ফাঁকে কড়া নজর রেখেছে বিল নেকড়েগুলোর ওপর। কম করেও দুটুকরো করে মাংস পেটে গেছে সবার, কোন কোনটা বেশিও খেয়েছে।

কাজ সেরে এক সেকেণ্ডও দাঁড়াল না সে। সতর্কতার সঙ্গে দ্রুত ফিরে গিয়ে বসে পড়ল আগের জায়গায়। পলিথিন ব্যাগ আর গ্লাভস জোড়া পাথর চাপা দিয়ে স্নাইপার রাইফেলটা জোড়া লাগাল। এবার অপেক্ষার পালা। দেখা যাক কি ফলাফল দাঁড়ায়। সাইটে চোখ রেখে নেকড়েগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল

কমাণ্ডার। কিন্তু পাঁচ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরও কিছুই বোঝা গেল না।

কোন লক্ষণ নেই ক্লোরালজনিত প্রতিক্রিয়ার। আগের মত একই রকম আচরণ করছে জন্তুগুলো। ঘুরছে, খেলছে, ছোটাছুটি করছে। হাল প্রায় ছেড়েই দিতে বসেছিল বিল ট্যানার, কারণ ততক্ষণে বারো মিনিট কেটে গেছে। কিছুই ঘটছে না খাঁচার ভেতর। এই সময় দৃশ্যটা চোখে পড়ল তার, ধড়াশ করে লাফিয়ে উঠল কলজে। হাঁটতে হাঁটতে আচমকা যেন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেলো ওদের একটা, দাঁড়িয়ে গেল চট করে।

বাকিগুলো আগের মত বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন আসর নেই। এই সময় কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ কানে এল কমাণ্ডারের। রাইফেল নামিয়ে দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল সে। পরমুহূর্তে দেখতে পেল ওদের। দশজনের একটা দল, হ্যাঙ্গারের পাশ দিয়ে ঘুরে এদিকেই আসছে।

প্রথমেই নজর পড়ল তার মাসুদ রানার ওপর। নিঃশব্দে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। বেঁচে আছে তাহলে লোকটা এখনও! ওকে কেন নিয়ে আসা হচ্ছে এদিকে বুঝতে পেরে হাসিটা আরও প্রসার লাভ করল কমাণ্ডারের। ছাইরঙা ইউনিফর্ম পরা দুই গার্ড দুই দিক থেকে ধরে রেখেছে রানাকে, দ্রুত হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে।

ওদের পিছনে আরও দুই গার্ড। দু'জনের হাতেই রয়েছে হ্যাণ্ডগান। এদের পিছনে স্বয়ং চ্যাঙ লি এবং জেনারেল তিয়েন শিয়েন। ডান হাতে বৃদ্ধের বাহু ধরে রেখেছে লি, হাঁটতে সাহায্য করছে। জেনারেলের পায়ে পায়ে রয়েছে তুঙ। লোকটার ঘাড়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখে বিস্মিত হলো কমাণ্ডার। কি হয়েছে ওর!

একদম পিছনে আরও দুই ছাইরঙা। ওপাশ দিয়ে আয়তাকার ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ল দলটা। তারপর আর খবর নেই। মিনিট পাঁচেক পর দেখা গেল আবার ওদের, খাঁচার ওপরের প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়াল। মাসুদ রানাকে পুরোপুরি দিগম্বর দেখে হেসে ফেলল ট্যানার। পরক্ষণেই রেগে উঠল লি-র ওপর। ঝট্ করে রাইফেল তুলল সে। অ্যাডজাস্টিঙ নব ঘুরিয়ে তার বড়সড় মাথাটা পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলল সাইটে।

না, এখনই কিছু করা ঠিক হবে না, নিজেকে বোঝাল কমাণ্ডার। মাসুদ রানা বন্দী ওদের হাতে। চ্যাঙের কিছু হলে ওকে ছেড়ে দেবে না তার লোকেরা। তার চেয়ে বরং অপেক্ষা করে দেখা যাক পরের দৃশ্যগুলো। রানাকে ফেলে দেয়া হলো খাঁচায় হাত-পা বেঁধে। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কি যেন বলল লি ওকে। ওদিকে মানুষের সাড়া পেয়ে আবার উত্তেজিত হয়ে পড়েছে হিংস্র নেকড়ে।

'জাহান্নামে যাও তুমি, চ্যাঙ লি!' ঢালে বাড়ি খেয়ে উঠে আসা রানার চিৎকারটা পরিষ্কার শুনতে পেল কমাণ্ডার বিল ট্যানার। 'চিনা দরজি ব্ল্যাকফুট বেশ্যার বাচ্চা!'

পরমুহূর্তে লি-র উন্মত্ত চিৎকার। 'পার্টিশন তুলে দাও!'

সর্বনাশ! আঁতকে উঠল বিল, এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে জন্তুগুলো মাসুদ রানার ওপর। বোঝাই যায় ক্লোরালে তেমন একটা কাজ হয়নি। ব্যস্ত হাতে রাইফেল তুলে কাঁধে ঠেকাল সে। আর অপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু ট্রিগার টানতে গিয়েও

শেষ মুহূর্তে থেমে গেল দ্বিধাগ্রস্তের মত। ছুটে আসতে গিয়ে হোঁচট খেলো ওদের একটা, দাঁড়িয়ে পড়ল রানার পাঁচ-ছয় গজের মধ্যে পৌঁছে।

মাথা দুলছে এদিক-ওদিক, নাক তুলে শ্বাস টানছে ওটা। আরও দু'পা এগোল জন্তুটা মাতালের মত এলোমেলো পায়ে, তারপর পড়ে গেল কাত হয়ে। আকাশের দিকে মুখ করে কান্নার মত একটা ডাক ছাড়ল সে। নিঃসাড় হয়ে গেল পরমুহূর্তে। প্রায় একই সঙ্গে বাকিগুলোও আক্রান্ত হলো ক্লোরালের ক্রিয়ায়। প্রথম দুটো পার্টিশনের এপাশে আসারই সুযোগ পেল না, লুটিয়ে পড়ল সটান।

বাকিগুলোর একটার চোখ সম্ভবত ধাঁধিয়ে গেল সরাসরি খাঁচার ওপর পড়া দিনের পড়ন্ত আলোয়। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল ওটা কয়েক মুহূর্ত। দেহের ভার ধরে রাখতে পারছে না তার পা, কাঁপছে থর থর করে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বহু কষ্টে সিঁড়ির নিচের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল সে, শুয়ে পড়ল আস্তে করে। বাকিগুলোও এগোচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কোনদিকে যাচ্ছে হুঁশ নেই।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাঁটছে তারা। দেখে মনে হয় কোথায় যাবে, কি করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। যেন নিজেদের কোন ইচ্ছে নেই, পা উঠছে, তাই চলেছে। চিৎকার করে কি যেন বলছে লি পশুগুলোর উদ্দেশে। সমানে হাত পা ছুঁড়ছে। মনে হলো ওদের শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিচ্ছে সে। কিন্তু কেউ তার নির্দেশ মানছে না দেখে অস্থির হয়ে উঠল লোকটা। ঝট করে ফিরল সে তুঙের দিকে। কিছু জিজ্ঞেস করল।

উত্তরে মাথা দোলাল দানব। চেঁচিয়ে বলল, 'সকালের পরে আর কিছু খাওয়ানো হয়নি।'

সাফল্যের খুশিতে মাড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল কমাণ্ডার বিল ট্যানারের। 'কে বলে হয়নি?' আপনমনে মাথা ঝাঁকাল সে। যদিও হাসি থামিয়ে সিরিয়াস হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, তুলে নিল রাইফেল। শেষ নেকড়েটা তখনও এগোচ্ছে। প্রায় পৌঁছে গেছে মাসুদ রানার কাছে। অবস্থা সঙ্গিন, তবুও প্রায় হামা দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটু একটু করে। রানার একেবারে এক হাতের মধ্যে পৌঁছে শক্তি ফুরিয়ে গেল জন্তুটার। শুয়ে পড়ল আস্তে করে।

রাইফেলের নল এক চুল উঁচু করল কমাণ্ডার, সাইটের ক্রস হেয়ার স্থির করল চ্যাঙ লি-র বাঁ হাঁটুতে। হত্যা করা যাবে না লোকটাকে, তবে আহত করা যাবে পাকড়াও করার সুবিধার্থে। নির্দেশটা মেজর জেনারেল রাহাত খানের। কাজেই এই সুযোগে...সরে গেল চ্যাঙ লি, দ্রুত পা বাড়াতে গেল সিঁড়ির দিকে, এই সময় দূর থেকে ভেসে এল বিস্ফোরণের শব্দ।

জমে গেল চ্যাঙ লি সহ অন্যরা। চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল বিস্ফোরণের উৎসের দিকে। চেহারায় থতমত খাওয়া ভাব। বাড়ির উত্তর বাঙ্কারের কাছেই ঘটেছে ব্যাপারটা, আকাশ ছেয়ে গেছে ধোঁয়ায়। পরমুহূর্তে আরেকটা বিস্ফোরণ। এবার দক্ষিণ দিকে। হ্যাঙ্গারের আশেপাশেই কোথাও। লেজে আগুন ধরে গেছে যেন, লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লি। বিপদ টের পেতে দেরি হয়নি বিন্দুমাত্র।

জেনারেল তিয়েন শিয়েন আহাম্মকের মত চেয়ে আছেন তার মুখের দিকে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল লি, দ্রুত নির্দেশ দিতে লাগল গার্ডদের। ঝড়ের গতিতে ঝুড়ি লক্ষ্য করে ছুটল লোকগুলো। গুলি করল বিল ট্যানার। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ছেড়ে সরে পড়ল লি, জেনারেলকে টানতে টানতে এক লহমায় চলে গেল চোখের আড়ালে। অপেক্ষা করতে লাগল বিল লোকগুলোর খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসার। কিন্তু এল না তারা। কোনদিক থেকে কোনদিক চলে গেল দলটা বুঝতেই পারল না বিল।

দশ

হেলিকপ্টারের শব্দে ঘুরে তাকাল কমাণ্ডার। দুটো বিশাল ব্ল্যাকহক, গাছপালার মাথা ডিঙিয়ে পলকে পৌঁছে গেল উত্তর আর দক্ষিণ বাঙ্কারের দুই এক্সিটওয়ের একেবারে কাছে। ভেতর থেকে দড়ি ছুঁড়ে ফেলা হলো ঝপাঝপ্, বাঁদরের মত সড়সড় করে নেমে আসতে শুরু করল ক্যামোফ্লেজড্ ড্রেস পরা ইউএস মেরিন স্পেশাল ফোর্স। পেট খালি করে ওপরে উঠে গেল যন্ত্রদানব দুটো, জায়গা করে দিল অপেক্ষমাণ আরও দুই ব্ল্যাকহককে।

ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে প্রথম দলটা। কিছুক্ষণ তুমুল গোলাগুলির আওয়াজ পেল কমাণ্ডার, তারপর শুধু চিৎকার আর ছোটাছুটি। উঠে পড়ল কমাণ্ডার তড়াক করে, খাঁচা লক্ষ্য করে ছুটল তীরবেগে। রানার পাশে লাফিয়ে নামল সে ওপরের ফোকর গলে। নিমেষে কেটে দিল ওর বাঁধন।

'ধন্যবাদ, বিল,' ফ্যাসফেঁসে স্বর ফুটল মাসুদ রানার কণ্ঠে। উঠে বসল ও। লক্ষ করল বিল, মৃদু মৃদু কাঁপছে রানার সারা দেহ। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল ও, বুঝল কমাণ্ডার। সময়মত নেকড়েগুলো অকেজো না হয়ে গেলে এতক্ষণে বড় ধরনের শক পেয়ে বিকল হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যেত রানার মোটর নার্ভ। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেতে পারত মাসুদ রানা চিরতরে।

পরিস্থিতি সহজ করে তোলার জন্যে বলল বিল, 'মাই গড, রানা! তোমার গা থেকে পোলক্যাটের গন্ধ ছড়াচ্ছে! কি কেমিক্যাল মাখিয়েছে লি?'

'বলতে পারি না। জলদি চলো।' লাফিয়ে উঠে ফোকরের কিনারা ধরল মাসুদ রানা, এক ঝাঁকি মেরে উঠে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। 'কাম, কুইক!' বলেই ছুটল সিঁড়ির দিকে।

বিল পৌঁছার আগেই শার্ট-প্যান্ট পরে ফেলেছে ও। এর মাঝেও ব্যাপারটা বিস্মিত করল কমাণ্ডারকে, এ কাজ এত দ্রুত আর কাউকে সারতে দেখেনি সে কখনও। জুতো পায়ে গলিয়ে থাবা দিয়ে হোলস্টার থেকে বিলের পিস্তলটা ছিনিয়ে নিল রানা। 'এটা আমার কাছে থাক,' বলল ও। 'তুমি রাইফেল দিয়ে কাজ চালাও।' বিল্ডিঙ থেকে বেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল দু'জনে হ্যাঙ্গারের দিকে।

আরও কয়েকটা চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ উঠল। স্টান গ্রেনেড, বুঝল রানা। যুদ্ধ ততক্ষণে প্রায় শেষ। মাঝেমধ্যে আড়াল থেকে এক-আধটা গুলি ছুঁড়ছে

লি-র গার্ডরা, মেশিন গানের ব্রাশ ফায়ার করে স্পেশাল ফোর্স তার জবাব দিচ্ছে। গাছের বৃত্তের ভেতর ঢুকে পড়ল ওরা, হ্যাঙ্গার পাশ কাটিয়ে ছুটল বাঙ্কারের এক্সিটওয়ের সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে বাধার সম্মুখীন হলো দু'জনে। দরজার সামনে গ্যাস মাস্ক পরা দুই গার্ডের একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'হল্ট!' হাতের স্যাব মেশিনগান মাসুদ রানার বুক সোজা তুলে ধরেছে লোকটা। 'ড্রপ দ্যা গান! এক্ষুণি!'

'কাস্টডিয়ান!' গার্ডের ধমকের উত্তরে বলল রানা। আশা করছে স্পেশাল ফোর্সকে নিশ্চয়ই ওদের কোড নাম জানানো হয়েছে।

ঠিক তাই। অস্ত্রের নল ওপরদিকে উঠে গেল গার্ডের। 'ওকে, স্যার। মেজর কে?'

'রানা। মেজর মাসুদ রানা। ভেতরে ঢুকতে দিন আমাকে।'

'এই জিনিস ছাড়া ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না, স্যার,' নিজের মাস্ক দেখাল গার্ড। 'ভেতরে টিয়ার গ্যাস মারা হয়েছে।' ওটার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন স্পীকার ডিভাইস জোড়া আছে, ভাবল মাসুদ রানা। মুখ চাপা থাকলেও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও লোকটার কথা।

'মিস্টার রানা!'

ডাক শুনে ঘুরে তাকাল ও। ছুটে আসছে বুল। সে নিজেও পরে আছে ক্যামোফ্লেজড় ফেটিগ, ডান হাতে পিস্তল। 'ধরে ফেলেছি প্রায় সবগুলোকে,' বলল সে। 'আর বেশি বাকি নেই। আপনি ভেতরে ঢুকতে চান?'

'হ্যাঁ। একটা মাস্ক জোগাড় করুন, প্লীজ। আমি নিজে চেক করে দেখতে চাই ভেতরে গিয়ে।'

পিছনে বেল্টের সঙ্গে ঝুলছিল নিজের মাস্ক, এগিয়ে দিল ওটা বুল। পকেট থেকে স্পেশাল ফোর্সের একটা আর্মব্যাণ্ড বের করে পরিয়ে দিল রানার বাহুতে। 'যান। কমাণ্ডার, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

দেরি করল না মাসুদ রানা। মাস্ক পরেই ছুটল। দরজা খুলে সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়েও থেমে পড়ল ও। জেরিকো ল্যাব ইন চার্জ বিশালদেহী কেনেথ এবং আরও কয়েকজনকে বের করে নিয়ে আসছে স্পেশাল ফোর্স। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেছে দলটা, এখনই উঠতে শুরু করবে। ওরা উঠতে শুরু করলে নামা যাবে না, কারণ সিঁড়ি অপ্রশস্ত।

'অপেক্ষা করুন,' হাঁক ছাড়ল রানা। 'আগে নামতে দিন আমাকে।'

'হু ইজ আস্কিং?'

'কাস্টডিয়ান!'

'ওকে, স্যার, ইউ আর ক্লিয়ারড়।'

নেমে এল মাসুদ রানা। সার দিয়ে দাঁড়ানো বন্দীদের ওপর নজর বোলাল দ্রুত। ল্যাবের কন্ট্রোল রুমের চারজন ছাড়া সবাই অপরিচিত। চ্যাঙ লি, জেনারেল তিয়েন শিয়েন বা বোন বেণ্ডার কেউ নেই। নেই চেরি বা দুই বাঙালী বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরাও।

'আর কাউকে পাননি ভেতরে?' গার্ডদের কমাণ্ডিং অফিসারকে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'না, স্যার।'

'অল রাইট, অফিসার।' করিডর ধরে ছুটল ও। জেরিকো ল্যাব আর ডাইনিং হলটা চেক করে দেখল ভাল করে। ফাঁকা। কেউ নেই। ওপরে, লি-র স্টাডিতে নেভির কয়েকজন অফিসারকে দেখা গেল, টেবিলে এ বাড়ির বাঙ্কারের বড় একটা ড্রইং বিছিয়ে চোখ বোলাচ্ছে। তাদের কেউ মাস্ক পরে নেই দেখে বোঝা গেল এদিকে টিয়ার গ্যাস মারা হয়নি। নিজেরটাও খুলে ফেলল মাসুদ রানা।

ঘুরে তাকাল সবাই ওর দিকে। কেউ জিজ্ঞেস করার আগেই নিজের পরিচয় দিল রানা। 'আপনারা উত্তর বাঙ্কার চেক করে দেখেছেন?'

'না, মেজর। ওদিকে যাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছি না,' হতাশ ভঙ্গি করল একজন কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

'ফলো মি!' বলেই এ ঘরের তৃতীয় গুপ্তপথের সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ওকে যখন এই বাঙ্কারে ঢোকানো হয়, অজ্ঞান ছিল রানা। দেখতে পায়নি কোনদিক দিয়ে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখেছে ও, চিনেও রেখেছে পথটা। তাছাড়া চেরিও পথটার ব্যাপারে জানিয়েছে ওকে।

কেউ ওকে অনুসরণ করছে কিনা দেখার গরজ বোধ করল না রানা। অত্যন্ত দামী কিছু চিনা অ্যান্টিকের বড়সড় একটা শো-কেসের পিছনে পথটা। গেস্ট স্যুইটে যাওয়ার গুপ্তপথের মাত্র পাঁচ-ছয় হাত তফাতে। একই দেয়ালের গায়ে। শো-কেসের পিছনে উঁকি দিতেই বোতামটা চোখে পড়ল। টিপে দিল ওটা মাসুদ রানা।

সিঁড়ির শেষ মাথায় দু'দিকে দুটো করিডর। কোথায় গেছে জানে না ও, জানার দরকারও নেই। যেটা সোজা চলে গেছে ইংরেজি 'টি'-এর দণ্ডের মত, সেটা ধরে ছুটল রানা। এই পথেই বের করে আনা হয়েছিল তখন ওকে। দুইশো গজমত সোজা গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে গেছে টানেল। এবং মাত্র ছয় ফুট এগিয়েই শেষ হয়ে গেছে আচমকা। সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে নিরেট ইঁটের দেয়াল। প্লাস্টার করা নেই এই ছোট্ট প্যাসেজটার কোনদিকেই।

কি যেন বলেছিল তখন চেরি? বাঁ দিকের দেয়ালের নিচের অংশে চোখ বোলাতে লাগল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়ল জিনিসটার ওপর। দেয়ালের একটা ইঁট সিকি ইঞ্চিমত বেরিয়ে আছে সামনের দিকে। বিলের ডিএ ওয়ান ফর্টি অটোমেটিকের সেফটি ক্যাচ অফ করল মাসুদ রানা। ওপাশের পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে জুতোর ডগা দিয়ে মাঝারি গোছের একটা লাথি মেরে বসল ইঁটটার ওপর।

সরে গেল দেয়াল। আরেকটা আলোকিত টানেল দেখা গেল সামনে। পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে, এদিকে পিছন ফিরে একটা সেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ফক্স। নিউ ইয়র্ক থেকে এই লোক আর তুঙ নিয়ে এসেছিল ওদের এখানে। টানেলে পা

রাখল মাসুদ রানা, এবং দেয়ালের ঘড় ঘড় শব্দে একই সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল ফক্স। সেই সঙ্গে তার হাতে ধরা হ্যাণ্ডগানের মাজ্‌ল উঠে এসেছে রানার ঊরু বরাবর, আরও উঠছে।

গুলি করল মাসুদ রানা। দু'বার। প্রথম গুলি লোকটার অ্যাডামস্ অ্যাপেল বিদীর্ণ করে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে। নাইন এমএম বুলেটের জোরাল ধাক্কায় তীব্র একটা ঝাঁকি খেলো লোকটার মাথা। প্রায় একই মুহূর্তে তার হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিল দ্বিতীয় বুলেট। উড়ে পাঁচ-ছয় হাত পিছিয়ে গেল ফক্স, হাত-পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ল দড়াম করে। প্রাণ হারিয়েছে শূন্যে থাকতেই। সেলের ভেতর খুশিতে হৈ হৈ করে উঠল কয়েকজন বন্দী।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'ওদিকে যান! ওদিকে, মেয়েটির সেলে! তুঙ ঢুকেছে ওটায় একটু আগে।'

মাঝের বিশ ফুট মত ব্যবধান প্রায় উড়ে পেরিয়ে গেল মাসুদ রানা। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে চেরির কান্না শুনতে পেল। পিছিয়ে এসে কাঁধ দিয়ে আছড়ে পড়ল রানা দরজার ওপর, পরমুহূর্তে বুলেটের বেগে ঢুকে গেল ভেতরে। উত্তেজনার মাথায় দরজা খোলা থাকতে পারে এই সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তাই করেনি ও। ভেড়ানো পাল্লা হাঁ হয়ে যাওয়ামাত্র ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল মাসুদ রানা। হুমড়ি খেয়ে পড়া থেকে নিজেকে সামলাতে সামলাতেই পৌঁছে গেল ঘরের মাঝখানে।

চোখের কোণ দিয়ে চেরিকে এক পলক দেখতে পেল রানা। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে ফেলা হয়েছে মেয়েটিকে। তুঙ কোথায় গেল! চিন্তাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এল রানার মাথায়। এবং উত্তরটাও পেয়ে গেল পরক্ষণেই। বাইরে গুলির শব্দেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল দানব, চেরিকে ছেড়ে দিয়ে দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল তখন থেকে।

ভাবনা শেষ করতে পারেনি রানা, দড়াম করে প্রচণ্ড এক ফ্লাইং কিক্ মেরে বসল সে রানার কব্‌জিতে। পাখির মত উড়ে গেল মুঠোয় ধরা অটোমেটিক। ব্যথায় কাৎরে উঠল মাসুদ রানা। হাতটা মনে হলো ভেঙেই গেছে। জায়গাটা চেপে ধরে দু'পা পিছিয়ে গেল ও, বিকৃত হয়ে উঠেছে চেহারা। অস্ত্রটা কোথায় পড়ল দেখার সুযোগ হয়নি।

দাঁত বের করে হাসল দানব। পরনে জাঙ্গিয়া ছাড়া কিছু নেই তার। 'এবার তুমি বুঝবে কেন বোন বেণ্ডার বলা হয় আমাকে,' হিস্‌হিস্ করে উঠল লোকটা সাপের মত। বিপদ বুঝে সামনে থেকে সরে আসার চেষ্টা করল মাসুদ রানা, কিন্তু আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে অত ভারি দেহটা নিয়ে শূন্যে উঠে গেল ডিঙ। পরমুহূর্তে বুকের ওপর তার ভয়ঙ্কর এক নিনজা কিক্ খেয়ে পাখা গজাল মাসুদ রানার।

'ভুশ' করে ভেতরের সব বাতাস বেরিয়ে গেল, উড়ে গিয়ে দেয়ালে আছড়ে পড়ল রানা পিঠ দিয়ে। মাথাও ঠুকে গেল ভীষণ জোরে। দেয়াল ঘষে মেঝেতে পড়ল ও, পরক্ষণেই দাঁড়িয়ে গেল তড়াক করে। বুঝে গেছে, খালি হাতেই খুন করতে যাচ্ছে ওকে তুঙ। ওর হেভিওয়েট বক্সিং বা জুডো কারাতে বিদ্যেয় কাজ

হবে না কিছুই, পনেরো সেকেণ্ডও টিকতে পারবে না রানা এই নির্লজ্জ দানবের সামনে।

ওকে ঠেকাতে অস্ত্র চাই। ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে মাসুদ রানার এক চোখ, খোয়া যাওয়া অটোমেটিকটা খুঁজছে। অন্য চোখের সতর্ক দৃষ্টি সেঁটে আছে তুঙের ওপর। সুস্থির হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ দিল না ওকে লোকটা, আবার উঠে পড়েছে শূন্যে। মুহূর্তের ব্যবধানে তার দু'পায়ের দুই সাইড কিক্ হজম করতে হলো রানাকে, প্রাণপণ চেষ্টা করেও সময়মত সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হলো ও।

চিত হয়ে পড়ে গেল মাসুদ রানা। মনে হলো আগুন ধরে গেছে বুকে। দম নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তবু হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল রানা। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ব্রুস লি স্টাইলে নাচতে শুরু করল তুঙ এবার, ঘুরছে রানার চারদিকে। আক্রমণ করার জায়গা খুঁজছে। চেরির দিকে নজর দিতে পারছে না রানা, সময় নেই। নিজের জান নিয়েই অস্থির। ওকে যে অটোমেটিকটা খুঁজে দিতে বলবে, তারও উপায় নেই। বুঝে ফেলবে দানব, জায়গা ছেড়ে নড়ার চেষ্টা করলেই খুন করে ফেলবে মেয়েটিকে চোখের পলকে।

দানবটাকে পাল্টা আঘাত করার উপায় খুঁজতে শুরু করল মাসুদ রানা। ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুরতে লাগল। সতর্কতার সঙ্গে লোকটার নাচের ভঙ্গি লক্ষ করছে। দু'পা প্রায় জোড়া লেগে আছে তুঙের, একই সঙ্গে শূন্যে উঠছে, মাটিতে পড়ছে। এই ওঠা-নামার সময়ের ব্যবধান বুঝে নিয়ে মনে মনে হিসেব কষতে বসে গেল মাসুদ রানা। লোকটা তখন প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে পরবর্তী আঘাত হানার, তার মুখ দেখেই টের পেল ও। নাচের ফাঁকেই একটু একটু করে এগিয়ে আসছে লোকটা। এসে পড়েছে চার হাতের মধ্যে।

সময় হয়েছে, সঙ্কেতটা ঠিক সময়ই মস্তিষ্কে পৌঁছে দিল রানার অবচেতন মন। ফুটবলের রাফ ট্যাকলিঙের মত হিলের পিছনদিকে ভর দিয়ে মেঝের ওপর আচমকা শুয়ে পড়ল রানা সড়াৎ করে। ব্যাপারটা এতই দ্রুত ঘটে গেল যে তুঙ পর্যন্ত তাজ্জব হয়ে গেল, সামাল দেয়ার সুযোগই পেল না সে। মেঝেতে পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রানার জোড়া পায়ের লাথি এসে পড়ল তার ডান পায়ের কব্জিতে। ডান পায়ের ধাক্কায় বাঁ পা-টাও উঠে গেল দানবের মাটি ছেড়ে।

ঘরদোর কাঁপিয়ে দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল তুঙ কাত হয়ে, হাত দিয়ে পতন ঠেকাবার সময়টাও পেল না। পরমুহূর্তে চোখে আঁধার দেখল কানের পাশে মাসুদ রানার সর্বশক্তি দিয়ে হাঁকা সবুট লাথি এবং নাকের ওপর আড়াআড়িভাবে মারা জুডো চপ্ খেয়ে। ব্যথায় রাগে হুঙ্কার ছেড়ে উঠল দানব। দ্রুত এক গড়ান দিয়ে সরে গেল রানার পায়ের নাগাল থেকে। উঠে পড়ল তড়াক করে।

রানা উঠে পড়েছে আগেই। নাক দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত পড়ছে দানবের। লাথির ফলে কান-গালের চামড়া থেঁৎলে গেছে। এখন আর আগের হামবড়া ভাবটা নেই তুঙের মধ্যে, উবে গেছে পাল্টা মার খেয়ে। বাঁ হাতে নাকের রক্ত নিয়ে

জাঙ্গিয়ায় মুছল সে ডলে ডলে।

ওরা কেউই লক্ষ করেনি, এই কয়েক সেকেণ্ডের অমূল্য সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ফেলেছে চেরি। তুঙের আছাড় খাওয়ার মুহূর্তে এক ছুটে গিয়ে অটোমেটিকটা তুলে নিয়েছে সে। দু'হাতে ওটা দানবের বুক বরাবর ধরে আছে এই মুহূর্তে। দু'চোখ দিয়ে তীব্র ঘৃণা উপচে পড়ছে চেরির। গুলি করতে চাইছে, কিন্তু মাঝে রানা বাধা হয়ে থাকায় পারছে না।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। 'রানা! সরে যাও সামনে থেকে!'

রানার সহজাত প্রবৃত্তি এবারও সময়মতই সাড়া দিল। বুঝল ও, ব্যাপার যাই হোক দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। বসে পড়ল ও ঝপ্ করে। এবং সামনের আড়াল সরে যেতেই চেরির ওপর চোখ পড়ল বোন বেগুার তুঙের। প্রথমে বিস্ময়, তারপরই ভয়ঙ্কর ক্রোধ দানা বাঁধল তার কুঁতকুঁতে চোখে। রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হয়েছিল লোকটা, একেবারে শেষ মুহূর্তে গন্তব্য পাল্টাল সে।

মনে হলো রকেট প্রপেলার জোড়া আছে তার সঙ্গে। সম্ভাব্য গুলি এড়ানোর লক্ষ্যে বাঁ দিকে খানিকটা ঝুঁকেই চেরির উদ্দেশে উড়াল দিল সে। চোখের নিমেষে অতিক্রম করে গেল অর্ধেক দূরত্ব।

'চেরি!' আতঙ্কে ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেল রানার। চিৎকার করে উঠল ও, 'গুলি করো!'

কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না। দানবটাকে উড়ে আসতে দেখে ভয় পেয়ে দেয়াল ঘেঁষে কুঁকড়ে বসে পড়লেও ঠিক সময়মতই গুলি চালাল মেয়েটি। খুদে রুমে বিকট আওয়াজ তুলে ফুটল ডিএ অটোমেটিক। চোখ বুজে পর পর চারটা গুলি করল চেরি, সবগুলোই বিশাল বুক পেতে গ্রহণ করল দানব। কিন্তু এতগুলো নাইন এমএম বুলেটও তার গতিপথ রোধ করতে পারল না।

একইভাবে চেরির দিকে উড়ে আসতে থাকল তুঙ। ছোট ছোট দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত। পিস্তল ফেলে দু'হাতে মাথা আড়াল করে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করল চেরি। পরমুহূর্তে থেমে গেল চিৎকার। পায়ের সামনে তুঙের বিশাল দেহটা ধড়াশ্ করে আছড়ে পড়তে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল চেরি, পা তুলল ছুটে পালাবার জন্যে।

কিন্তু যখন খেয়াল হলো নড়ছে না দেহটা, চিত হয়ে মুখ হাঁ করে মরে পড়ে আছে ওর এক হাতের মধ্যে, ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে কেবল। সারা দেহ কাঁপছে তার। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ওকে নিজের শার্টটা পরিয়ে দিল মাসুদ রানা। সস্নেহে চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'ভয় নেই। ঝামেলা শেষ।'

'মোটেই না। ঝামেলা সবে শুরু হলো।' বিল ট্যানারের গলা শুনে ফিরে তাকাল ওরা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে এবং বুল।

'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল রানা।

'আসুন এদিকে.' বলল বুল। 'দেখে যান।'

পা বাড়াতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, বাধা দিল চেরি। টেনে ধরল হাত। 'না, রানা, প্লীজ! যেয়ো না!'

'কোন ভয় নেই। কমাণ্ডার থাকছে এখানে। আমি ফিরে আসব এখনই।'

রুম থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে উত্তর দিকে চলল ওরা। দু'পাশে মোট চারটা সেল, সব খালি। ভেতরের সবাইকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিছুদূর এগোতে ডানে সিঁড়ি। উঠে এল বুল ও রানা। শেষ মাথার বন্ধ দরজা একটা কীপ্যাডের সাহায্যে খুলল বুল। বোঝা গেল আগেই সফর করে গেছে সে এদিকে।

খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। সূর্য ডুবতে এখনও বাকি আছে এক ঘণ্টা মতন। দাঁড়িয়ে পড়ল মাসুদ রানা। বুলের দিকে তাকাল। এখানে নিয়ে আসার কারণ জানতে চায়।

'লোকটাকে ধরা গেল না। পালিয়ে গেছে।'

'চ্যাঙ লি?'

মাথা দোলাল বুল।

'আর জেনারেল?'

'দু'জনেই পালিয়েছে,' হতাশ কণ্ঠে বলল বুল। কালো হয়ে গেছে চেহারা। 'এত কষ্ট সব বিফলে গেল।'

'বেশি দূর যেতে পারেনি, নিশ্চই,' বুলকে নয়, যেন নিজেকেই বুঝ দিতে চাইল মাসুদ রানা। 'ভালমত খুঁজলে...'

'এদিকে আরও একটা হেলিকপ্টার হ্যাঙ্গার আছে। একটা কপ্টারও মজুত ছিল ওখানে, প্রমাণ পাওয়া গেছে। স্পেশাল ফোর্সের দু'জন বলল, অপারেশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই এদিক থেকে একটা কপ্টার উড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনেছে তারা।'

চুপ করে গেল মাসুদ রানা। মূল কাজ ছিল চ্যাঙ লি-কে আটক করা, সেটাই হলো না। অর্ধ সমাপ্ত থেকে গেল অপারেশন কার্ভ।

'ধারেকাছের সব রাডার স্টেশন আর এফএফএ-কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ওটাকে খুঁজে বের করতে কয়েকটা ফাইটারও স্ক্র্যাম্বল করছে আলামেডা থেকে,' কাঁধ শ্রাগ করল বুল। 'বাট সো ফার, কোন খবর নেই।'

এগারো

রাত এগারোটা। সান ফ্রান্সিসকো। ফিরে এসেছে ক্যারিয়ারে সবাই। অপারেশন কার্ভ-এর অস্থায়ী সদর দফতরে প্রকাণ্ড কনফারেন্স টেবিল ঘিরে বসে আছে। মেজর জেনারেল রাহাত খান, জেরাল্ড হিকি, বুল, মাসুদ রানা, বিল ট্যানার, চেরি এবং আরও কয়েকজন। চেহারায় সুস্পষ্ট হতাশার ছাপ সবার—এখন পর্যন্ত চ্যাঙ লি-র কোন খবর পাওয়া যায়নি।

যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে আর চিনা জেনারেল। সন্ধের দিকে সান ফ্রান্সিসকোর পাঁচ মাইল উত্তরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে ওদের বলকো কাওয়াসাকিটি। ওটায় করেই সবার নাকের ডগা দিয়ে এ দেশে ঢুকেছেন তিয়েন শিয়েন হংকঙের এক ব্যবসায়ীর ছদ্মপরিচয়ে।

তাঁর কাগজপত্রের রেকর্ড পরে পরীক্ষা করে দেখেছে সিআইএ, সব ভুয়া। জাল। কি করে কন্টারটা যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকল, এ কাজে এটিসি'-র কেউ জড়িত আছে কি না তা বের করার চেষ্টায় আছে ওরা। পুলিস এবং গোয়েন্দা বাহিনীর প্রত্যেকের হাতে পৌঁছে গেছে লি আর জেনারেলের ছবি, যে কোন মূল্যে ধরা চাই ওদের। গোপন সার্কুলারে বলা হয়েছে ওরা দু'জন আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড পার্সন।

ওদিকে স্পেশাল ফোর্সের উদ্ধার কাজ শেষ হওয়ার পরপরই জরুরী ভিত্তিতে নেভাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার সু চি হো-কে। প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক আঘাতে প্রায় বিকল হয়ে গেছে বেচারীর মোটর নার্ভ। তাকে যখন উদ্ধার করা হয়, কাউকেই চিনতে পারছিল না। এমন কি বিল ট্যানারকেও নয়। দৈহিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সময় বেশি না লাগলেও ওর মেন্টাল স্টেট কতদিনে স্বাভাবিক হবে, বা আদৌ হবে কিনা কোনদিন, নিশ্চয় করে বলতে ব্যর্থ হয়েছে মেডিকেল বোর্ড।

মাসুদ রানা আর চেরিকেও শরণাপন্ন হতে হয়েছে চিকিৎসকের। চেরির চাবুকের ক্ষতগুলো পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সঙ্গে ঘা শুকোবার জন্যে কিছু ক্যাপসুল-ট্যাবলেট, সাত দিন নিয়ম মেনে খেতে হবে। আর রানার প্রেসক্রিপশন কেবল সাত দিনের পূর্ণ বিশ্রাম।

ডান হাতের মধ্যমার নখ পরীক্ষা করছিল কমাণ্ডার বিল ট্যানার। অন্যমনস্ক। মুখ তুলল সে। আক্ষেপের সুরে বলল, 'ওদের কি সত্যিই হারালাম আমরা?'

'চেষ্টার কোন ক্রটি রাখছি না আমরা,' বলল হিকি। 'আমি আশা ছাড়তে রাজি নই এখনই।'

আবার নীরবতা। নিজের ভাবনায় ডুবে আছে মাসুদ রানা। মন ভাল নেই। দায়িত্ব পুরো পালন করতে পারেনি বলে। রাহাত খানের চোখের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না। যদিও কেউ দায়ী করেনি ওকে। বরং ওরকম পরিস্থিতিতে রানা যে সাধ্যের বাইরে চেষ্টা করেছে তা নিয়ে অন্যরা প্রশংসাই করেছে। এমন কি রাহাত খান পর্যন্ত স্বভাবসুলভ দু'চার কথায় অন্যদের প্রতিধ্বনি করেছেন, তবু মন প্রবোধ মানছে না।

রানার ধারণা, ও যদি আরেকটু সতর্ক হত, ত্বরিত হত, তাহলে নিরাপদ দূরত্বে থাকতেই অ্যাকুরিয়ালের নিয়ন্ত্রণ কবজা করতে সক্ষম হত। সে ক্ষেত্রে কাওয়াসাকির হামলার মুখে পড়তে হত না। স্বাভাবিকভাবে ফিরে এসে অসতর্ক অবস্থায় চ্যাঙ লি-কে পাকড়াও করতে পারত। সঙ্গে চিনা জেনারেলকেও। অ্যাকুরিয়ালের এয়ার পকেটে পড়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকা মস্ত ভুল হয়ে গেছে রানার, বোকামি হয়ে গেছে। এই দুঃখ ভুলতে পারছে না ও।

কমিউনিকেশনস অফিসারের ডাকে আসন ছেড়ে উঠে পড়ল জেরাল্ড হিকি। ঘরের ও-মাথার কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে গিয়ে বসল। নিচু কণ্ঠে অফিসারের সঙ্গে মিনিট তিনেক কথা বলে ফিরে এল সে আগের জায়গায়, মেজর জেনারেলের ডান দিকের চেয়ারে। পাশে ঝুঁকে কিছু একটা জানাল সে বৃদ্ধকে। শুনে মনে হলো খানিকটা আশ্বস্ত হলেন তিনি। চোখ তুলে এক এক করে দেখলেন সবাইকে। পাইপটা নিভে গিয়েছিল। মুখ খোলার আগে ওতে নতুন তামাক ভরে ধরিয়ে নিলেন।

'মিশনের যে পরিস্থিতি, তাতে কার্ভের বিলুপ্তি ঘোষণা করা এ মুহূর্তে সম্ভব নয়,' বললেন বৃদ্ধ। 'সিআইএ, এফবিআই চ্যাঙ লি-কে ট্রেস করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। ফল কি হবে জানি না, কিন্তু তবু আরও দু'দিন অপেক্ষা করে দেখতে চাই আমি। কাল রোববার। কার্ভ সদস্যদের সবার জন্যে ছুটি মঞ্জুর করা হলো কালকের জন্যে, অবশ্য কমিউনিকেশনস ডিউটি অফিসার বাদে। আমি ক্যারিয়ারেই আছি। পরশু, সোমবার, সন্ধের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাব আমি। আপনারা যে যেখানেই থাকুন, কম-অফিসারকে যার যার ফোন নাম্বার জানিয়ে রাখবেন,' পাইপ কামড়ে ধরে আসন ছাড়লেন মেজর জেনারেল। 'ডিসমিস।'

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। কাজেই রাতটা জাহাজেই কাটাল সবাই। সকালে নাশতার পর ডাইনিং হলে নিভৃতে মাসুদ রানাকে পাকড়াও করল লেফটেন্যান্ট ম্যান সঙ হিঙ। 'রানা, আমার সঙ্গে যাবে, প্লীজ?' লাজুক হেসে বলল সে। 'আমার ওখানে দিনটা কাটাব আমরা একসঙ্গে?'

'কিন্তু…।'

'কোন কিন্তু নয়, রানা, প্লীজ!'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু সুযোগ হলো না। বুটজুতোর মশমশ আওয়াজ তুলে কাছে এসে দাঁড়াল কমাণ্ডার বিল ট্যানার। 'হাই, রানা! চলো, আজ আমার ওখানে কাটাবে তুমি। সময় কাটানোর দারুণ একটা জিনিস আছে ওখানে।'

'কি জিনিস?'

'আমার মেয়ে,' হাসল ট্যানার। 'চমৎকার ঠাণ্ডা সূপ বানাতে পারে। অ্যাপেল পাই তৈরিতেও দারুণ ওস্তাদ। অবশ্য সবচে' ওস্তাদ ও কথায়।'

'ধন্যবাদ, বিল। যেতে পারলে সত্যিই খুশি হতাম। কিন্তু তোমার আগেই আরেকজনের নিমন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছি। ভাবছি…!'

'আচ্ছা!' একটা ভুরু তুলে চেরিকে দেখল কমাণ্ডার। 'আহ্, গড ব্লেস ইউ, মাই চিলড্রেন। দীর্ঘ হোক তোমাদের আজকের দিনটা, রাত হোক দীর্ঘতর।' পকেট থেকে নিজের একটা নেম কার্ড বের করল সে, এগিয়ে দিল রানার দিকে। 'এটা রাখো, কাজে লাগতে পারে।' চলে গেল ট্যানার।

'আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছ বলে ধন্যবাদ, রানা। চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

'একটু অপেক্ষা করো। মেজর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'অল রাইট। কিন্তু পাঁচ মিনিট।'

হাসল মাসুদ রানা। 'জো হুকুম।'

পাঁচ মিনিটই ব্যয় করল ও রাহাত খানের কেবিনে। 'না, রানা,' ওর অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে জানালেন বৃদ্ধ। 'বাতাসে মিলিয়ে গেছে চ্যাঙ লি। কোন খবর নেই ওদের। আর শোনো, তোমার সারাক্ষণ অপরাধীর মত চেহারা করে থাকার কোন কারণ দেখি না আমি। যা ঘটে গেছে, তা নিয়ে কেউ তোমাকে বিন্দুমাত্র দায়ী করেনি। করবেও না। বরং যা করেছ, অনেক করেছ। সহজ হওয়ার চেষ্টা করো। অতীত নিয়ে এত খুঁতখুঁত করলে সামনে এগোবে কি করে? যাও, বাইরে কোথাও ঘুরেফিরে বেড়াও গিয়ে। ভাল লাগবে মনটা।'

বুড়োকে আশীর্বাদ করতে করতে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। চেরিকে নিয়ে তার ইউনিয়ন স্ট্রীট অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশে রওনা হলো। অ্যাপার্টমেন্টটা মাঝারি গোছের। বড় লিভিং-কাম-ডাইনিং, এক বেড, দুই বাথ। বেডরূমের সঙ্গে একটা ঝুল বারান্দা। আসবাব সবই নতুন, চমৎকার সাজানো-গোছানো। প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়ে গেল রানার।

'সবে উঠেছি,' ওকে এঘর ওঘর করতে দেখে বলল ম্যান সঙ হিঙ। 'এখনও পুরো গুছিয়ে নিতে পারিনি। আরও কিছু ফার্নিচার কেনা বাকি আছে।'

'তোমার পছন্দ দারুণ,' নিখাদ প্রশংসা ফুটল মাসুদ রানার কণ্ঠে। 'খুব সুন্দর করে সাজিয়েছ ঘর।'

'সত্যি!' খুশিতে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেরির। 'পছন্দ হয়েছে তোমার?'

শুনতে পায়নি রানা। বেডরূমের বিশাল পিকচার উইণ্ডো দিয়ে অনেক দূরের গোল্ডেন গেট ব্রিজ দেখছে ও। হঠাৎ করে আনমনা হয়ে পড়েছে আবার। কফি বানিয়ে আনল চেরি, গল্পে মেতে উঠল দু'জনে। দশটার দিকে হুঁশ হতে লাফিয়ে আসন ছাড়ল চেরি। 'তুমি বিশ্রাম করো, রানা। আমি একটু আসছি।'

'কোথায় যাবে?'

'কাছেই। লাঞ্চের জন্যে কিছু কেনাকাটা করতে হবে।'

'আমার মনে হয় তোমারই বরং বিশ্রাম দরকার। কাজেই তুমি থাকো। আমি যাচ্ছি।'

হাসল চেরি সুন্দর করে। 'নিজেকে খুব সুস্থ মনে করো তুমি? চেহারা দেখে তো মনে হয় এইমাত্র মাইক টাইসনের সঙ্গে চার রাউণ্ড লড়ে এসেছ।'

রানা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে দরজার সামনে। 'তবু তোমার থেকে ভাল আছি। যাও, বিছানায় যাও। ট্রেতে সাজিয়ে ওখানেই তোমার লাঞ্চ সার্ভ করব আমি।'

'শুধু লাঞ্চ?' ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি মেয়েটির। 'আর কিছু নয়?'

'অধৈর্য হয়ো না। উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করো।'

গল্পে, হাসি-ঠাট্টায় দুপুর গড়িয়ে গেল। রাজকীয় লাঞ্চ সেরে আবার নিজেদের নিয়ে মেতে উঠল দু'জনে। কখন ঘুম জুড়ে বসল ক্লান্ত চোখের পাতায়, টেরই পেল না কেউ। যখন ভাঙল ঘুম, তখন রাতের আঁধার নেমেছে। ঝুল বারান্দায় বসে কফি খেলো ওরা। গল্প ফুরোতে চায় না চেরির। বকবক করে চলেছে সে

বিরতিহীন। থেকে থেকে অল্পেতেই হেসে উঠছে খিলখিল করে।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল হলো, কথা সে একাই বলছে। কাছে থেকেও যেন হাজার মাইল দূরে রয়েছে মাসুদ রানা, ওর দিকে খেয়াল নেই মানুষটার। মনটা তার কোথাও হারিয়ে গেছে। অপরূপ আলোকসজ্জায় সজ্জিত গোল্ডেন গেট ব্রিজ দেখছে ও আপনমনে।

থেমে গেল চেরি। ব্যাপারটা সারাদিন ধরেই লক্ষ করছে ও। কথা বলতে বলতে কোথায় যেন হারিয়ে যায় মাসুদ রানা। খেই হারিয়ে থেমে যায়, বেখেয়াল হয়ে পড়ে। কি হয়েছে ওর? রানাও সচকিত হলো হঠাৎ করে। খেয়াল হলো কথা বলছে না চেরি, থেমে পড়েছে কখন যেন। ঘুরে তাকাল রানা, চোখাচোখি হলো দু'জনের। ওকেই দেখছে চেরি একদৃষ্টে।

'দুঃখিত, চেরি। খুব দুঃখিত, আমি অন্য একটা কথা ভাবছিলাম।'

'চ্যাঙ লি-র কথা?'

'হ্যাঁ। ওর পালিয়ে যাওয়াটা সহজভাবে মেনে নিতে পারছি না। সেই জন্যেই...'

'আমি কিছু মনে করিনি, রানা। পুরানো একটা প্রবাদ আছে, খুব সম্ভব চিনা: "দোজ হু হ্যাভ লাভ নিড নো প্র্যাটল"। যারা ভালবাসে, তাদের বেশি কথা বলার প্রয়োজন হয় না।'

সুন্দর করে হাসল মাসুদ রানা। 'প্র্যাটল চিনা শব্দ বুঝি?'

'হতে পারে ইংরেজি। চ্যাঙ লি-র ওখানে সেদিন সকালে যখন ঘুম ভেঙে দেখি বাইরে ভার্জিনিয়া ব্লু রিজ, পাশে তাকিয়ে দেখি তুমি নেই, কেন যেন একটা কবিতা বারবার মনে পড়ছিল আমার। জীবনে এত সুন্দর কবিতা আর পড়েছি বলে মনে হয় না।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। ভার্জিনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রবেশ পথে পাথরে খোদাই করা আছে কবিতাটা।'

'বুঝতে পেরেছি।'

বিস্মিত হলো চেরি। 'তুমি জানো?'

'জানতাম। অনেক বছর আগে দেখেছি। ভুলে গেছি।'

'আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। জীবনেও ভুলব না।'

'বলো তো, শুনি!'

শুরু করল চেরি:

'টাইম ইজ
টূ পো ফর দোজ হু ওয়েট,
টূ সুইফট ফর দোজ হু ফিয়ার,
টূ লঙ ফর দোজ হু গ্রীভ,
টূ শর্ট ফর দোজ হু রিজয়েস,

বাট ফর দোজ হু লাভ, টাইম ইজ
ইটারনিটি।
আওয়ারস ফ্লাই,
ফ্লাওয়ারস ডাই,
নিউ ডেজ,
নিউ ওয়েজ,
পাস বাই।
লাভ স্টেজ।"

'সত্যিই চমৎকার,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'তোমার সঙ্গে কতক্ষণেরই বা পরিচয়, অথচ মনে হয় হাজার বছর ধরে তোমাকে চিনি। যখনই তোমার কথা ভাবি, তখনই কেন যেন কবিতাটা মনে পড়ে যায়।' ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল মেয়েটি। 'যাই। মনের মত ডিনার তৈরি করব আজ নিজ হাতে, তোমার সম্মানে। সবই আছে কিচেনে, শুধু একটা জিনিস বাদে।'

'কি সেটা?'

'ওয়াইন।'

'একদিন ওয়াইন না হলেও চলে। তবু যাই দেখি, নিয়ে আসি।'

'দাঁড়াও। কাপড়টা বদলে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'ওরে বাপ্‌রে!' আঁতকে ওঠার ভান করল মাসুদ রানা। 'ওই কাজ শেষ করতে মেয়েদের এক সপ্তাহ লাগে। আমি একাই চললাম, তুমি কিচেনের কাজ শুরু করে দাও।' বালিশের তলা থেকে নিজের ওয়ালথারটা বের করে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। নবে হাত রেখে ঘুরে দাঁড়াল কি খেয়াল হতে। 'চেরি, নক্ শুনেই হুট করে দরজা খুলে বোসো না। পাসওয়ার্ড শুনে...'

'পাসওয়ার্ড!'

'রাইট। লাভ।' ওকে হাসিতে ভেঙে পড়তে দেখে যোগ করল, 'হেসো না। সতর্ক থাকলে বিপদের আশঙ্কা কমে যায়। সময়মত এড়ানো যায় বিপদ।'

'ওকে, থাকব সতর্ক। লাভ, না?'

'হ্যাঁ। ওয়ানটাইম পাসওয়ার্ড।'

আধঘণ্টা পর ফিরল মাসুদ রানা ছয় বোতলের এক কেস ক্যালিফোর্নিয়ান শ্যাম্পেন নিয়ে। লিফটে পা রাখতেই কেমন যেন খটকা লাগল ওর। মনে হলো ওর অনুপস্থিতিতে কিছু একটা ঘটে গেছে ওপরে। কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ লিফটের ভেতরে। নাক টানল মাসুদ রানা। গন্ধটা খুব পরিচিত লাগছে। কোথায় যেন...?

আঁতকে উঠল রানা। ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে। গন্ধটা চিনতে পেরেছে! চ্যাঙ লি-র প্রিয় এয়ারফ্রেশনার এটা। তার হাইড আউটের সর্বত্র দু'ঘণ্টা পর পর স্প্রে করা হয় এই সেন্ট। ছিটানো হয় তার লিমুজিনেও। ফরাসী এয়ারফ্রেশনার। লিফটে এই গন্ধ কেন! তাড়াতাড়ি চেরির ফ্ল্যাটে পৌঁছার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। আশঙ্কায় হিম হয়ে আসছে হাত-পা।

লিফট থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়াল রানা। দরজা খোলা চেরির। ফাঁক হয়ে আছে পাল্লাটা ইঞ্চি তিনেক। হাত থেকে কেসটা খসে পড়ল রানার। এক ঝটকায় পিস্তলটা বের করেই সামনে ঝাঁপ দিল ও। শূন্য লিভিংরুম উপহাস করল যেন, কেউ নেই ভেতরে। নেই, তবে ছিল। তার চিহ্ন বহাল। দক্ষযজ্ঞ ঘটে গেছে যেন রুমটায়।

চুরমার হয়ে আছে একটা কুশন চেয়ার। উল্টে পড়ে আছে সোফা। গ্লাস টপ সেন্টার টেবিলের একদিকের দুই পায়া শুয়ে পড়েছে ফ্লোরে, কাঁচ ফেটে গেছে লম্বালম্বি ভাবে। ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে পড়ে আছে ভারি পিতলের একটা পেডেস্টাল ল্যাম্প, ঘাড় বেঁকে আছে ওটার। নিঃশব্দ পায়ে দৌড়ে বেডরুমে চলে এল মাসুদ রানা। এবং জমে গেল দোরগোড়ায়।

বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে লেফটেন্যান্ট ম্যান সঙ হিঙ। একটা সুতোও নেই পরনে। বুকে আমূল বিঁধে আছে একটা চকচকে ছুরি। হাতলে তার খোদাই করা লাল ঈগল। তাজা রক্তে থৈ থৈ করছে বিছানা। এখনও গড়াচ্ছে রক্ত। চোখ দুটো আধবোজা চেরির, তাকিয়ে আছে এদিকেই। মনে হলো যেন দেখছে রানাকে।

বোধশক্তিহীন রোবটের মত আড়ষ্ট পায়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। পলক নেই চোখে। বুকে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল ঢেউ উঠছে নামছে, অথচ মুখ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। মেয়েটির বুকে গালে অসংখ্য রক্তাক্ত কামড়ের দাগ। হত্যা করার আগে ধর্ষণ করা হয়েছে চেরিকে। অমানুষিক ইচ্ছেশক্তি খাটিয়ে নিজেকে শান্ত রাখল মাসুদ রানা।

চেরির পাশেই এক টুকরো কাগজ পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল। ছোট্ট একটা বার্তা আছে ওতে:

মাসুদ রানা, এবার তোমার পালা
চ্যাঙ লি

গভীর মমতার সঙ্গে চেরির চোখ দুটো আলতো করে চেপে বুজে দিল মাসুদ রানা। গা এখনও যথেষ্ট গরম মেয়েটির। কতক্ষণ আগে হত্যা করা হয়েছে ওকে? দশ মিনিট? পনেরো মিনিট? চেস্ট অভ ড্রয়ার থেকে একটা চাদর বের করে মৃতদেহটা ঢেকে দিল রানা। তারপর পায়ে পায়ে ফিরে এল লিভিংরুমে। বাইরের দরজা বন্ধ করে খুঁজেপেতে সোফার নিচ থেকে টেলিফোন সেটটা উদ্ধার করল ও। সামনে অনেক কাজ। হায় আফসোস করার সময় নেই।

রিসিভার তুলে ডায়াল করতে গিয়েও থেমে গেল রানা। বলা যায় না, লাইনটা হয়তো ট্যাপ করা হচ্ছে, ওর বক্তব্য শুনে ফেলবে চ্যাঙ লি বা তার লোকেরা। উঠে পড়ল মাসুদ রানা। আর নয়। আর কোন সুযোগ দেবে না ও তাকে। বেরিয়ে এল রানা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস থেকে। রাস্তার একটা পাব থেকে ফোন করল কমাণ্ডার বিল ট্যানারের নাম্বারে।

'তোমাকে এই মুহূর্তে প্রয়োজন আমার, বিল।' কোনরকমে কথাগুলো উচ্চারণ

করল রানা।
ঠাট্টার ছলে কিছু একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিল ট্যানার। থেমে গেল রানার কণ্ঠে অস্বাভাবিকতা টের পেয়ে। 'কি হয়েছে, রানা?' প্রশ্নটা করেই বেকুব হয়ে গেল সে। লাইন কেটে গেছে।
ওদিকে ক্রেডলে টোকা দিয়েই কার্ভ-এর কমিউনিকেশনস অফিসারের নাম্বার ঘোরাল রানা। 'দিস ইজ কাস্টডিয়ান, মেজর জেনারেলকে দিন। হারি আপ, প্লীজ!'
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের ভরাট গলা ভেসে এল। 'রানা!'
'জ্বি, স্যার! স্যার, অপারেশন কার্ভ কল অফ করতে পারেন আপনি,' ভীষণ রকম ঠাণ্ডা স্বরে বলল মাসুদ রানা। 'লি-র খোঁজ পাওয়া গেছে।'
'কি!' যেন হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্ খেয়েছেন, এমন ভাবে চমকে উঠলেন রাহাত খান। 'কোথায়…!'
'ওয়াশিংটন স্টেট। আমি যাচ্ছি…'
'তুমি যাচ্ছ!' ধমকের সুরে বললেন তিনি। 'মানে? তুমি একা?'
'হ্যাঁ, স্যার। একা।'
'রানা! তোমার কি…'
'আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবেন না, স্যার,' থমথমে গলায় বলল ও। 'দিলেও লাভ হবে না, আমি যাবই। ইচ্ছে করলে আপনাকে না জানিয়েই চলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি, বুঝতেই পারছেন।'
ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়েছেন রাহাত খান। রানার এই স্বভাব তাঁর খুব ভালই জানা আছে। পরিণতি না ভেবে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার সর্বনেশে প্রবণতাটা চাড়া দিয়ে উঠেছে ওর মধ্যে। এখন রানাকে সামাল দেয়া এমন কি তাঁর পক্ষেও সম্ভব নয়, পাত্তাই দেবে না ও তাঁর নির্দেশ। 'সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু…' এবারও কথা শেষ করতে দিল না রানা বৃদ্ধকে।
'আমি একাই ওর মোকাবেলা করতে চাই।'
'কার্ভের সাহায্য কেন নিচ্ছ না?'
'লি-র সঙ্গে বোঝাপড়াটা আমার ব্যক্তিগত, তাই। ও আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে, স্যার, তাই নিচ্ছি না।'
'চ্যালেঞ্জ করেছে!'
'চেরিকে খুন করেছে ও, স্যার।'
চমকে উঠলেন রাহাত খান। 'অ্যাঁ!'
'স্যার, আশা করি আমাকে বাধা দিয়ে নিজেকে আমার কাছে ছোট করবেন না আপনি। ফোনের কাছে থাকুন, স্যার। আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার যোগাযোগ করব আমি।'
'রানা!' থেমে গেলেন বৃদ্ধ। আর কি বলবেন ভেবে পেলেন না।
'আমি জানি আমার অনুরোধ ফেলবেন না আপনি, স্যার। এখন রাখছি।'
বুদ থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ঠাণ্ডা বাতাস চোখেমুখে মৃদু পরশ

ঝুলিয়ে দিল। ঘড়ি দেখল ও। আশ্চর্য! এক ঘণ্টাও পুরো হয়নি চেরির সঙ্গে শেষ কথা হয়েছে রানার। এই সামান্য সময়ের মধ্যে কত বদলে গেছে পৃথিবী। কত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা।

ফিরে এল রানা চেরির অ্যাপার্টমেন্টে। মৃতদেহটার দিকে একবারও তাকাল না, পায়ে পায়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। কি ঝড় বইছে বুকের ভেতর, তা ও-ই জানে। সন্দেহ থাকলেও এমন কিছু সত্যিই ঘটতে পারে, কল্পনাও করেনি মাসুদ রানা। করলে ঘর ছেড়ে বের হত না কখনোই। সকালেও বাইরে গিয়েছিল রানা, এ ঘটনা তখনও ঘটতে পারত। ঘটেনি বলেই আবারও বেরোতে সাহস করেছিল ও, যার চরম মূল্য দিতে হলো ম্যান সঙ হিঙ্ককে।

আবার বইল জোরাল বাতাস। মাসুদ রানার কানে কানে ফিসফিসিয়ে শুনিয়ে গেল চেরি প্রিয় কবিতার শেষ ক'টি লাইন:

আওয়ারস ফ্লাই
ফ্লাওয়ারস ডাই
নিউ ডেজ,
নিউ ওয়েজ,
পাস বাই,
লাভ স্টেজ।

বারো

লবিতে হাঁটাহাঁটি করছে মাসুদ রানা। অপেক্ষায় আছে কমাণ্ডার বিল ট্যানারের। ঠিক পনেরো মিনিট পর ঝড়ের বেগে পৌঁছল সে। গাড়ির দরজা দড়াম করে আছড়ে বন্ধ করে ছুটে এগোল লিফটের দিকে। খেয়াল নেই কোনদিকে। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় হুঁশ হলো তার রানাকে লবির বাঁ প্রান্তে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ব্রেক কষল কমাণ্ডার, দিক বদল করল।

'কি হয়েছে, রানা?' ওর চেহারা দেখে অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল তার। 'এখানে কেন তুমি? চেরি কোথায়?'

চেষ্টা করেও গলায় স্বর ফোটাতে ব্যর্থ হলো মাসুদ রানা। ইশারায় ওকে অনুসরণ করতে বলল তাকে রানা। লিফট থেকে বেরিয়েই অস্ফুটে আঁতকে উঠল কমাণ্ডার আধখোলা দরজা দিয়ে ভেতরে চেরির লণ্ডভণ্ড লিভিংরুম চোখে পড়তে। 'এ-এসব কি! রানা, কি হয়েছে?' গলা চড়ে গেছে তার আপনাআপনি।

থুতনি তাক করে বেডরুম দেখাল রানা। 'দেখে এসো।'

'কি!' বলল ট্যানার। তারপর রানার ওপর চোখ রেখে এক পা এক পা করে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। এগিয়ে গেল বেডরুমের দিকে। পিছন পিছন রানাও এল। পুরো মেলা ছিল দরজা। বিছানার ওপর চাদর ঢাকা ওটা কি হতে পারে

ভাবল হয়তো কয়েক মুহূর্ত বিল, পরক্ষণেই আপাদমস্তক চমকে উঠল তার। 'ও মাই গড! ও মাই গড!!' দুই লাফে চেরির শিথানে পৌঁছে গেল ট্যানার। ঝটকা মেরে সরিয়ে ফেলল চাদর মুখের ওপর থেকে।

বিস্ফারিত চোখে একভাবে তাকিয়ে থাকল কমাণ্ডার মেয়েটির ফ্যাকাসে মুখের দিকে। চাউনিতে দুনিয়ার অবিশ্বাস। চাদর ধরা আঙুলগুলো শিথিল হয়ে এল তার, খসে পড়ল চাদর। 'কি ভাবে···?' প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল সে, যদিও জানে উত্তর কি হবে। দৃষ্টি আনত। 'কে, রানা?'

লি-র চিরকুটটা কমাণ্ডারের হাতে তুলে দিল মাসুদ রানা। 'কয়েক মিনিটের জন্যে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি···।'

অপ্রত্যাশিত ধাক্কাটা সামলে উঠতে প্রচুর সময় লাগল বিল ট্যানারের। এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে বিশ্বাসই করতে পারছে না সে। থেকে থেকে অস্ফুটে বিরতিহীন, 'মাই গড! মাই গড!' করে চলেছে। সাহায্য পাওয়ার আশায় তাকে ডেকেছিল মাসুদ রানা। এখন উল্টে ওকেই কমাণ্ডারকে স্বাভাবিক করে তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হলো। বোঝাই যায় খুন-খারাবির ব্যাপারে মানুষটার অভিজ্ঞতা তেমন একটা নেই। তাই অল্পেতেই বেহাল দশা।

হাত ধরে তাকে লিভিংরুমে নিয়ে এল মাসুদ রানা। ওল্টানো বড় সোফাটা সিধে করে তার ওপর বসল দু'জনে। 'শোনো, বিল, নষ্ট করার মত সময় নেই এখন। একটা ব্যাপারে সাহায্য প্রয়োজন, তাই ডেকেছি তোমাকে। ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী।'

ঘাড় নিচু করে দু'হাতের তালু পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল কমাণ্ডার। 'বলো,' বলেই মুখ তুলল। 'কতক্ষণ আগে ঘটেছে ব্যাপারটা, রানা?'

'আধঘন্টা হবে বড়জোর।'

'বাইরে কেন গিয়েছিলে তুমি? কোথায় গিয়েছিলে?'

বলল মাসুদ রানা।

চোখ বুজে বসে থাকল কমাণ্ডার। 'পুলিসে খবর দিয়েছ?'

'না!' কঠিন গলায় বলল ও।

'কেন?' তাকাল ট্যানার। 'হোমিসাইডাল কেস যখন···' রানাকে চট করে আসন ছাড়তে দেখে থেমে গেল সে।

'পুলিসকে জানাবার আগে জরুরি কিছু কাজ সেরে নিতে হবে আমাকে,' একই রকম কঠোর গলায় বলল মাসুদ রানা। 'তাই।'

'কি কাজ?'

'বলব বলেই তো ডেকেছি তোমাকে। তোমার সাহায্য প্রয়োজন আমার।'

'বলো। বলো, কি সাহায্য চাই। সাধ্যের বাইরে হলেও সাহায্য করব আমি তোমাকে।'

'কিছু তথ্য দরকার আমার বিল,' একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'আমার ধারণা কাজটা তোমার অসাধ্য কিছু হবে না।'

একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মেরিন। চেহারায় অধৈর্য আগ্রহ।

'ওয়েল?'
'কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমি সান ফ্রান্সিসকো ত্যাগ করার আগে এসব কাউকে জানাবে না তুমি। কাউকে না। বিশেষ করে, রিপিট, বিশেষ করে কার্ডের কাউকে।'
'ইউ মীন, বাইরে কোথাও যাচ্ছ তুমি?'
'হ্যাঁ।'
'কোথায়? কখন?'
'প্রথম প্রশ্নের উত্তর একটু পরে দিচ্ছি। দ্বিতীয়টির উত্তর, তোমার সাহায্য পেলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই।'
চোখ কুঁচকে কার্পেট দেখল কিছুক্ষণ কমাণ্ডার। 'আর একটা প্রশ্ন।'
'কি?'
'সাহায্য আমি কাকে করব? মাসুদ রানাকে, না কাস্টডিয়ানকে?'
'দু'জনকেই, বিল। দু'জনকেই।'
'ঠিক আছে। এবার বলো।'
কমাণ্ডারের পাশে বসল রানা। নিচু গলায় এক নাগাড়ে দশ মিনিট কথা বলে গেল। যখন থামল ও, বিলের বিস্ময় তখন চরমে। অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাতে দোলাতে বলল সে, 'ঝামেলার কাজ। তবে অসম্ভব নয়।'
'কতক্ষণ লাগবে?'
'ঘণ্টাখানেকের মত।' খানিক উসখুস করল ট্যানার। 'রানা, হঠাৎ এই ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারে এত কিছু জানার আগ্রহ কেন হলো তোমার, জানতে পারি? আসলে তুমি কি করতে চাইছ?'
অপলক চোখে কমাণ্ডারের দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। 'খুব সোজা। চ্যাঙ লি-র মুখোমুখি হতে চাইছি আমি। আগের অসমাপ্ত হিসেব আর চেরি হত্যার হিসেব, দুটোরই বিহিত করতে চাইছি।'
'তুমি ভাবছ ওখানে পাওয়া যাবে লোকটাকে?'
'আমার সেরকমই ধারণা।'
'ধারণা! রানা, তুমি ভালই বুঝতে পারছ পরিস্থিতির গুরুত্ব। এটা ধারণা বা অনুমানের সময় নয় মোটেই। সময় এখন...' রানাকে হাত তুলতে দেখে থেমে গেল সে।
'ওখানেই আছে লি। আমি নিশ্চিত, বিল। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারব, ততই মঙ্গল। আমি রওনা হয়ে গেলে মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করবে তুমি। পুলিসকে...'
'দাঁড়াও! তুমি একা যেতে চাইছ লি-র মোকাবেলা করতে?'
'হ্যাঁ।'
'পাগল, না মাথা খারাপ? না জানলে এক কথা ছিল। কিন্তু জেনেশুনে তো আমি তা হতে দিতে পারি না।'
'বিল!'

'ফালতু কথা বাদ দাও। সিদ্ধান্ত পাকা, আমি না গেলে তোমারও যাওয়া হবে না। কিন্তু তা-ও হতে পারে না। কাজেই যদি যেতেই হয়, আমরা দু'জনেই যাব।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই। আমিও যাচ্ছি!' মেঝেতে পায়ের পাতা ঠুকল কমাণ্ডার। পরক্ষণেই, 'হেই!' বলে এক লাফে দাঁড়িয়ে গেল। 'কি ওটা?'

বিস্মিত হলো রানা। 'কোনটা?'

উত্তর দিল না বিল ট্যানার। দ্রুত এগিয়ে গেল ফ্ল্যাটে ঢোকার মূল দরজার দিকে। দরজার পিছনে, কার্পেটের ওপর দেয়ালে পিঠ দিয়ে ছোট, চকচকে কি একটা পড়ে আছে। তুলল ওটা কমাণ্ডার। তার কাছে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা, দেখল জিনিসটা। একটা স্টিক পিন। মাঝখানে খুদে তিনটে অক্ষর খোদাই করা রয়েছে ওটার—এফ. বি. আই।

'সো!' এক ভুরু তুলে তাকাল মেরিন। 'আমাদের কলিজার দোস্ত রবার্ট আর ম্যালোনিও...? ওয়েল ওয়েল ওয়েল! দেখলে তো? এরাও তাহলে ছিল লি-র সঙ্গে! দলে ওরা অনেক ভারি। একসঙ্গে এতগুলোকে সামাল দেয়া তোমার একার পক্ষে সম্ভব হত? তার ওপর লি-র রিজার্ভেশনের অন্যরা তো রয়েইছে।'

আনমনে গাল চুলকাতে লাগল রানা। 'ঠিকই বলেছ তুমি। অল রাইট, চলো তাহলে।'

'আমি যাই। আগের কাজ সেরে আসি আগে। কাজ হয়ে গেলে ফোন করব আমি তোমাকে। না, ফোন নয়, চলেই আসব সরাসরি।'

'কিন্তু বিল, যা বললাম মনে থাকে যেন। কেউ যেন কিছু টের না পায়।'

'পাবে না। নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু যাওয়া কিসে?'

'সে ব্যবস্থা করে রাখব আমি। তুমি যাও।'

'বেশ।' ঘাড় ঘুরিয়ে বেডরুমের দিকে তাকাল কমাণ্ডার। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দেড় ঘণ্টা পর, রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ফিরল সে। বলল, রানা যা যা জানতে চেয়েছিল, সবই জেনে এসেছে।

'জিনিসপত্র জোগাড় হয়েছে সব?'

'সব।'

'চলো তাহলে। বেরিয়ে পড়ি।'

'কিন্তু চেরির মৃতদেহের ব্যবস্থা করতে হবে না?'

'চলো, করছি।' কমাণ্ডারকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে আগের সেই বুদে এসে ঢুকল মাসুদ রানা। ফোন করল ক্যারিয়ারে। ফোনের কাছেই উদগ্রীব হয়ে বসেছিলেন রাহাত খান। রানা নিজের পরিচয় জানানো মাত্র তাঁর কণ্ঠ শোনা গেল।

'ইয়েস!'

'চেরির মৃতদেহের ব্যবস্থা করুন, স্যার। আমি চললাম।'

'কিন্তু...' থেমে গেলেন বৃদ্ধ। লাইন কেটে দিয়েছে মাসুদ রানা। 'টুঁ-উঁ-উঁ,' আওয়াজ করছে লাইন।

গাড়িতে উঠল এসে মাসুদ রানা। ওর নির্দেশে গাড়ি ছাড়ল বিল ট্যানার। 'কাল আমাদের ক্যারিয়ারে রিপোর্ট করার কথা সবার,' বলল সে। 'কার্ডের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন মেজর জেনারেল। তার কি হবে?'

'আমার মনে হয় এতক্ষণে সে কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি।'

'কিসের কথা বলছ?'

'বলছি, অতদূর গড়াবে না সময়। বড়জোর আর ঘন্টাখানেক লাগবে, এর মধ্যে কার্ড কল অফ করবেন মেজর জেনারেল।'

'মানে?' রাস্তা ছেড়ে রানার মুখের ওপর এসে স্থির হলো মেরিনের দু'চোখ।

'সামনে নজর দাও। তাঁকে চেরির ব্যাপার জানিয়ে অপারেশন কল অফ করার অনুরোধ জানিয়েছি আমি।'

'অ্যাঁ! কখন?'

'তোমাকে ফোন করার পরই।'

'গুড লর্ড! আর কি জানিয়েছ?'

'সব।'

'সব মানে?'

'সব মানে সব।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল বিল ট্যানার। 'তুমি...মানে, আমরা কোথায় চলেছি তাও জানেন তিনি?'

'অফ কোর্স! অবশ্য তুমিও যে যাচ্ছ, তা জানেন না।'

'আশ্চর্য! ভদ্রলোক রাজি হলেন তোমাকে একা যেতে দিতে?'

'উপায় ছিল না তাঁর।'

'তাহলে তখন কেন বললে এসব গোপন রাখতে, কার্ডের কাউকে না জানাতে?'

'আমি আসলে হিকি আর বুলকে মীন করেছিলাম। ওরা নিশ্চয়ই বাধা দিত আমাকে, একা যেতে দিত না। অন্তত মুখে মুখে রাজি হলেও অজান্তে পিছনে ফোর্স পাঠিয়ে দিত। ওতে আমার আপত্তি বলেই গোপন রাখতে বলেছি।'

'তুমি কি মনে করো মেজর জেনারেল তেমন কিছু করবেন না?'

'মনে-টনে করার কিছু নেই, বিল। আমি জানি তিনি করবেন না,' দৃঢ় আস্থার সুরে বলল মাসুদ রানা।

নীরবে ড্রাইভ করে চলল ট্যানার। হঠাৎ হেসে উঠল কি ভেবে। 'কিন্তু ধরো যদি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি এখন? সব জানিয়ে দিই তাঁকে?'

হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখেও। কিন্তু চোখ পর্যন্ত পৌঁছল না তার রেশ। বাইরে তাকিয়ে মাথা দোলাল ও। 'পারবে না।'

'বাধাটা কোথায়?'

'তোমার পাশেই বসা।'

'তুমি বাধা দেবে?'

'শুধু বাধা নয়, এ মুহূর্তে প্রয়োজনে তোমাকে হত্যা করতেও একচুল হাত

কাঁপবে না আমার।'

ড্যাশ বোর্ডের সবুজ আলোয় রানার মুখটা দেখল কমাণ্ডার। কি দেখল সে-ই জানে, মুখের হাসি পানসে হয়ে গেল মুহূর্তে। 'ইউ মাস্ট বি জোকিং? আমি তোমার বন্ধু, রানা। হাউ ইউ···?'

নড়েচড়ে আয়েশ করে বসল মাসুদ রানা। 'সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কখনও ঠাট্টা করি না আমি।'

গম্ভীর হয়ে গেল মেরিন। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। বাঁক নিয়ে এয়ারপোর্ট রোডে উঠল ওরা। অনেক দূরে দালান-কোঠার আড়ালে-আবডালে থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে সান ফ্রান্সিসকো ইন্টারন্যাশনাল। পথের নির্দেশ আগেই পেয়েছে কমাণ্ডার, কাজেই কোন প্রশ্ন করল না। এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে আরও উত্তরে চলল সে।

'এইবার বলো,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল মাসুদ রানা। 'কি কি জেনেছ?'

'চেলান মাউন্টেন ওয়াশিংটন স্টেটের উত্তরে,' কথা বলার সুযোগ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন ট্যানার। 'খুব হাইল্যাণ্ড। জায়গাটার আরেক নাম ভ্যাকেশন ল্যাণ্ড। উইনাটচি থেকে হেঁটে বা গাড়িতে পৌঁছানো যায়।

'শীতকালে প্রচুর মানুষ যায় ওখানে স্কি করতে। এখন অবশ্য বরফ নেই, তবু ভীষণ ঠাণ্ডা। ওর কাছেই রয়েছে বিখ্যাত চেলান লেক। তুমি যে রিজার্ভেশনের কথা বলেছ, সেটা আধা-সরকারী। শুধু ব্ল্যাকফুটরাই নয়, আরও কয়েক গোত্রের ইণ্ডিয়ানও থাকে ওখানে।'

চুপ করে আছে মাসুদ রানা। চ্যাঙ লি-র সেদিনের কথাগুলো কানে বাজছে: '···ওরাই তো আমার সব। তাই তো সময়-সুযোগ পেলেই ছুটে যাই ওদের মাঝে, কিছুদিন বেড়িয়ে ব্যাটারি চার্জ করিয়ে আসি। ওয়াশিংটন স্টেটের চেলান মাউন্টেনে সুখে-শান্তিতে বাস করছে আমার ব্ল্যাকফুট সম্প্রদায়।···কী যে শান্তি ওখানে, বোঝানো যাবে না কাউকে। দু'দিন ওখানে থাকলে দু'বছর আয়ু বেড়ে যায় আমার।'

রানার দৃঢ় বিশ্বাস, কোথাও যখন পাওয়া যায়নি, তখন নিশ্চয়ই তার 'সুখ শান্তির' চেলানেই গা ঢাকা দিয়েছে চ্যাঙ লি। ওখানেই পাওয়া যাবে লোকটাকে। এ মুহূর্তে আইনের হাত থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার জায়গা সারা আমেরিকায় তার ওই একটাই আছে। যেখানে নিজের 'ব্যাটারি চার্জ' করিয়ে নেয়ার ফাঁকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ পাবে লি।

মাসুদ রানা প্রাণের শত্রু, ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি লোকটা। তাই কাল সকালে নাশতার টেবিলে গল্পচ্ছলে যা যা বলেছিল চ্যাঙ লি, তার মধ্যে মিথ্যে থাকার কোন কারণ নেই। থাকতে পারে না। এ সম্ভাবনার কথা মনেই পড়েনি রানার গত দুটো দিন। পড়েছে চেরি নিহত হওয়ার পর। আচমকা। হয় এরকম কখনও কখনও। প্রয়োজনীয় কথাটা প্রয়োজনের সময় মনে পড়ে না, পড়ে অসময়ে। চেলানেই আছে চ্যাঙ লি, এ ব্যাপারে রানার মনে তিল পরিমাণ সন্দেহ নেই।

'অন্য ইণ্ডিয়ানরাও থাকে?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কমাণ্ডার। 'আগে অবশ্য ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ানরাই থাকত শুধু। বছর দশ-বারো আগে আরও কয়েক উপজাতি এসে জোটে। চিয়েন্নি, সিওক্স, ক্রো, ম্যানডানস উপজাতি।'

'আচ্ছা! আমি তো শুনেছি ওরা একে অন্যকে সহ্যই করতে পারে না। কেউ কারও ছায়া মাড়ালেই যুদ্ধ বেধে যায়।'

'ঠিক, কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম। পুরো এলাকাটা ব্ল্যাকফুটদের অধীনে ছিল, এখনও আছে। অন্যরা যেচে এসে তাদের সঙ্গে থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। আপত্তি করেনি ব্ল্যাকফুটরা, তবে শপথ করিয়ে নেয় তাদের প্রত্যেককে। নিয়ম মেনে চলতে হবে, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, যুদ্ধ-বিগ্রহ চলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এ পর্যন্ত কেউ শপথ ভঙ্গ করেছে বলে শোনা যায়নি, ভালই মিলেমিশে আছে।'

অন্যদের প্রসঙ্গে কিছুই বলেনি লি, ভাবছে মাসুদ রানা, বলেছে কেবল ব্ল্যাকফুটদের কথা। ব্যাপারটা সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে। এতগুলো উপজাতি, তার মানে সংখ্যায় ওরা অনেক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে কি না ভেবে উদ্বেগ বোধ করল সে।

'বিমানের ব্যবস্থা?' প্রশ্ন করল কমাণ্ডার।

'টেলিফোনে চার্টার করেছি। লিয়ার জেট।'

'ওরা তোমার পরিচিত?'

'মোটামুটি।'

কিন্তু বিমান কোম্পানিটির ম্যানেজারকে মাসুদ রানার সঙ্গে যে ভাবে হেঁ হেঁ করতে দেখল মেরিন, তাতে বোঝা গেল মোটামুটি নয়, ভালই পরিচিত রানা এদের। এসএফও-র মাইল দশেক উত্তরে বড় রাস্তার পাশেই ধপধপে সাদা রঙ করা লম্বাটে এক ভবন। বাইরে নিওন সাইন জ্বলছে: ওয়েদারপ্রূফ এয়ার সার্ভিসেস।

গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকল ওরা। কুশল বিনিময়ের পর ড্রয়ার থেকে চার্টার ডকুমেন্টস বের করল ম্যানেজার। গৎ বাঁধা ঘরগুলো দ্রুত পূরণ করতে লাগল। এক সময় মুখ তুলল লোকটা। 'ঘণ্টা দুয়েক আগে আরেক পার্টি ওদিকেই গেল, স্যার। সরকারী।'

'ওদিকে মানে?' জানতে চাইল কমাণ্ডার।

'উইনাটচি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'তুমি জানো কি করে?' ঘুরে তাকাল বিস্মিত ব্লিল।

উত্তর না দিয়ে ম্যানেজারের দিকে ফিরল রানা। 'ক'জন ছিল ওরা?'

'তিনজন, স্যার। একজন তো ইয়া লম্বা চওড়া। পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা নাক।'

'চিনেছি,' বলল রানা। 'আমার বন্ধু মানুষ।'

'সঙ্গী দু'জন নিশ্চয়ই এফবিআই?' সবজান্তার হাসি কমাণ্ডারের মুখে। বুঝে

নিয়েছে সে ভেতরের ব্যাপার।

'রাইট, স্যার। এফবিআই।'

ডকুমেন্টস এগিয়ে দিল ম্যানেজার। কোথায় কোথায় সই করতে হবে দেখিয়ে দিল। সই করল মাসুদ রানা। আমেরিকান এক্সপ্রেস ক্রেডিট কার্ডে বিমান ভাড়া পরিশোধ করল।

আধঘণ্টা পর মাটি ত্যাগ করল ওদের লিয়ার জেট।

উইনাটচি। ভোর তিনটে পঁচিশ। এয়ারপোর্টটা ছোট। টার্মিনাল ভবনের কাছে উজ্জ্বল ফ্লাড লাইটের নিচে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে একটা ডিসি-থ্রী। চ্যাঙ লি-র ভাড়া করা বিমান।

মাসুদ রানার নির্দেশে ওটার শ'খানেক গজ দূরে লিয়ার দাঁড় করাল পাইলট। ডিসির ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হলো না। তবু ভাল করে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। তারপর বেরিয়ে এল। ডিসির ক্রু-দের সন্ধানে গেল কমাণ্ডার বিল ট্যানার, রানা চলল কাছের এক কার রেন্টাল সার্ভিসে। একটাই মাত্র গাড়ি আছে ওদের এ মুহূর্তে, একটা ইসুজু ট্রুপার।

মাসুদ রানার গন্তব্য জেনে নিয়ে অভয় দিল সার্ভিসের রিসেপশনিস্ট। 'কোন চিন্তা নেই, স্যার। পাহাড়ে চড়ার ব্যাপারে ল্যাণ্ড রোভারের মতই ওস্তাদ ইসুজু। আর গাড়িটাও একদম নতুন।'

'ওকে, কি আর করা!'

তিনটে পঁয়তাল্লিশে এয়ারপোর্ট ত্যাগ করল ওরা। গাড়ি চালাচ্ছে বিল ট্যানার। চওড়া, পাকা রাস্তা ধরে উল্কার বেগে উত্তরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সে ইসুজু ট্রুপার। পাশে বসে তারই সংগ্রহ করে আনা চেলানের রুট ম্যাপে চোখ বোলাচ্ছে মাসুদ রানা।

'ওরা ফিরে আসবে যে কোন মুহূর্তে,' বাঁক নিয়ে গাড়ি সোজা করতে করতে বলল কমাণ্ডার।

'কিছু বললে?' মন দিয়ে ম্যাপ দেখছে রানা, শুনতে পায়নি কথাটা।

'বলছি, ওরা ফিরে আসবে যে কোন সময়ে।'

'কারা?'

'কারা আবার! রবার্ট আর ম্যালোনি।'

'স্বাভাবিক।'

'সঙ্গে আরও একজন থাকবে।'

'জেনারেল তিয়েন শিয়েন নিশ্চই?'

আড়চোখে ওকে দেখল কমাণ্ডার। 'কি করে বুঝলে?'

'অনুমান।'

'লি-কে যে চেলানে পাওয়া যাবে সেটাও কি অনুমান ছিল তোমার?'

ম্যাপ ভাঁজ করল মাসুদ রানা। 'অনেকটা।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল মেরিন। 'ডিসির পাইলটকে পয়সা খাইয়ে

প্রয়োজনীয় খবর আদায় করে নিয়েছি আমি।'

'যেমন?'

'রবার্ট বা ম্যালোনি যে-ই হোক, তাকে জানিয়েছে এক অসুস্থকে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা।'

'জেনারেল অসুস্থ?'

'যে শেয়ালতাড়া খেয়েছে তারপরও অসুস্থ না হয়ে উপায় আছে? বিশেষ করে তার মত হার্টের রোগীর?'

'হুঁম! আর কিছু?'

'এখান থেকে লস এঞ্জেলেসের ব্র্যাকেটফিল্ড যাবে ওরা।'

কলাম্বিয়া নদী ডানে রেখে ছুটছে ওরা। বাঁয়ে গভীর বন-পাহাড়শ্রেণী। এক নাগাড়ে দেড় ঘণ্টা চলার পর ঘুমে বিভোর চেলান শহর পৌঁছল ওরা। শহর ছাড়িয়ে আরও পাঁচ মাইল এসে গাড়ির গতি কমাল বিল রানার নির্দেশে। ঢুকে পড়ল একটা সরু পাথুরে রাস্তায়। রাস্তা না বলে ট্র্যাক বলাই ভাল, যেমন সরু, তেমনি এবড়োখেবড়ো। পাঁচ মিনিটেই পেটের নাড়ীভুঁড়ি হজম হয়ে গেল ঝাঁকিতে। খরগোশের মত লাফাতে লাফাতে এগোচ্ছে ইসুজু ট্রুপার। পাহাড়ে উঠছে।

হেডলাইট অফ করে দিল কমাণ্ডার। গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা, এখন কোনরকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না। সাইড লাইটের ভরসায় চলছে গাড়ি। আরও আধ ঘণ্টা পর ওগুলোও নিভিয়ে দিল সে। ফিকে হতে শুরু করেছে রাতের আঁধার। মোটামুটি দেখা যায় রাস্তা। গাড়িটা হঠাৎ করেই দেখতে পেল ওরা। একটা ল্যাণ্ড রোভার, দাঁড়িয়ে আছে ওদের গজ পঞ্চাশেক সামনে। একটা বাঁক ঘুরতেই গাড়িটার ওপর চোখ পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ট্রুপার দাঁড় করিয়ে ফেলল বিল।

ব্যাক গীয়ার দিয়ে পিছিয়ে আসতে শুরু করল। অ্যাক্সিলারেটর চাপার দরকার হলো না, ঢাল বেয়ে আপনিই গড়াতে লাগল গাড়ি। সদ্য ফেলে যাওয়া বাঁকে থামল কমাণ্ডার। বড় বড় গাছ ছাড়াও প্রচুর ঝোপ-ঝাড় বাঁকের মুখে, সম্পূর্ণ আড়াল হয়ে গেছে ওরা। ওপর থেকে দেখতে পাওয়ার উপায় নেই কারও।

পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা বোঁচকা তুলল মাসুদ রানা। ছোট, কিন্তু ওজন খুব বোঁচকাটার। ভেতরে রয়েছে একটা পয়েন্ট থ্রী ফিফটি সেভেন ম্যাগনাম রিভলভার। ছয় ইঞ্চি লম্বা নল। চেহারা দেখলেই চমকে ওঠে পিলে। এবং একজোড়া উজি মেশিন পিস্তল। এক্সট্রা ক্লিপ রয়েছে তিনটেরই। আর আছে চারজোড়া হাতকড়া। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ওভারকোটের সবগুলো বোতাম এঁটে নিল ওরা। স্কার্ফ পেঁচাল চোখের নিচ পর্যন্ত। তারপর বোঁচকা নিয়ে সন্তর্পণে এগোল ল্যাণ্ড রোভারের দিকে। ততক্ষণে যথেষ্ট ফর্সা হয়ে উঠেছে, চারদিকের অনেকটা জায়গা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। প্রস্তুত হয়ে কে কোথায় অবস্থান নেবে ভাবছে।

হঠাৎ করেই দূর থেকে মানুষের গলা কানে এল ওদের। কথা বলতে বলতে এদিকেই আসছে। চ্যাঙ লি-র গলা! দেহের সব রক্ত একযোগে মাথার দিকে ছুটল

মাসুদ রানার। স্থান পছন্দের সময় নেই, বাধ্য হয়ে ল্যাণ্ড রোভারের দু'পাশের দুই মোটা কাণ্ডের গাছের আড়ালে ঝটপট গা ঢাকা দিল ওরা। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে লি। মাঝেমধ্যে অন্য দুয়েকটা কণ্ঠও কানে আসছে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকগুলো। চ্যাঙ লি, জেনারেল তিয়েন শিয়েন এবং দুই এফবিআই এজেন্ট, রবার্ট ও ম্যালোনি। দেখেই বোঝা গেল জেনারেলের অবস্থা শোচনীয়। চেহারা ভীষণরকম ফ্যাকাসে লাগছে। হাঁটতে পারছেন না তিনি। দুই এজেন্টের কাঁধে ভর দিয়ে প্রায় ঝুলে আছেন। তাঁর ছড়িটা ম্যালোনির হাতে।

সবার আগে রয়েছে চ্যাঙ লি। হাতে একটা ব্রিফকেস। এক নাগাড়ে কথা বলে চলেছে সে, দুনিয়াদারির কোন খেয়াল নেই। দেখতে দেখতে এসে পড়েছে ওদের দশ গজের মধ্যে। '...পৌঁছেই খবর দেবেন দয়া করে। বিকেল পর্যন্ত আছি আমি এখানে। সন্ধেয় সান ফ্রান্সিসকো যাব। মাসুদ রানার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর...।' ল্যাণ্ড রোভারের কাছে এসে থামল সে।

'সে জন্যে কষ্ট করে অতদূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই, লি।'

প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল সবাই। লি সামলে উঠল সবার আগে। চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল কণ্ঠস্বর লক্ষ করে। আড়াল থেকে ম্যাগনাম হাতে স্বয়ং মাসুদ রানাকে বেরিয়ে আসতে দেখে পলকে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল চেহারা। আঙুলের ফাঁক গলে ধপ্ করে ব্রিফকেসটা পড়ে গেল। বরফের মত জমে গেছে প্রত্যেকে।

'কোনরকম চালাকি করতে যেয়ো না, লি,' গম্ভীর, ভরাট গলায় বলল রানা। 'তোমার মত নরকের নোংরা কীটকে গুলি করতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করব না আমি।'

পিছনে খুক খুক কাশি শুনে সাবধানে ঘাড় ঘোরাল চ্যাঙ লি। উজি হাতে কমাণ্ডার বিল ট্যানার নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে দেখে আশার শেষ বিন্দুও উবে গেল ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ানের চেহারা থেকে।

'আর তোমরা,' দুই এফবিআইয়ের উদ্দেশে বলল রানা। 'চোখের পলক ফেললেও গুলি খাবে, পরিষ্কার?'

এক দৃষ্টে মাসুদ রানাকে দেখছিলেন চিনা জেনারেল। হাঁ হয়ে ঝুলে পড়েছে চোয়াল। ঘেমে নেয়ে উঠেছেন একেবারে। আচমকা গুঙিয়ে উঠলেন তিনি, বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা, তীব্র এক ঝাঁকি খেলো তাঁর আপাদমস্তক। দু'হাতে বুক চেপে ধরে হুড়মুড় করে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়লেন তিনি। লক্ষণটা চিনতে অসুবিধে হলো না রানার। হার্ট অ্যাটাক করেছে জেনারেলের।

আগুপিছু না ভেবেই সামনে লাফ দিল কমাণ্ডার। বৃদ্ধকে সরিয়ে আনতে চায়। 'না!' চিৎকার করে উঠল মাসুদ রানা। 'কাছে যেয়ো না, বিল!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে, বোকামি যা করার করে ফেলেছে কমাণ্ডার। ঝুঁকে পড়ে জেনারেলের হাত ধরতে গেল সে, সবার বাঁয়ে দাঁড়ানো ম্যালোনি, তার মাত্র দু'হাত সামনে রয়েছে বিলের অরক্ষিত থুমনি। সুযোগটা চিনতে এক মুহূর্তও দেরি হলো না লোকটার। চোখের পলকে বিলের উজি ধরা হাতের কবজিতে প্রচণ্ড

এক লাথি ঝেড়ে দিল ম্যালোনি। উড়ে গেল বিলের অস্ত্র। পরমুহূর্তে আরেক লাথি মেরে বসল সে তার থুতনিতে। এই ফাঁকে ডান হাত পৌঁছে গেছে ম্যালোনির শোল্ডার হোলস্টারে। কাৎরে উঠে শুয়ে পড়ল কমাণ্ডার।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় প্রথম গুলিটা করল মাসুদ রানা। ম্যাগনামের হেভি ক্যালিবার বুলেট চুরমার করে দিল ম্যালোনির থাই জয়েন্ট। আহত স্থান চেপে ধরে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল লোকটা। চেঁচাতে লাগল আধা জবাই হওয়া ষাঁড়ের মত।

'খবরদার, লি!' চোখের কোণ দিয়ে লোকটাকে নড়ে উঠতে দেখে সতর্ক করল রানা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। কিন্তু গণ্ডগোল হয়ে গেল এবারও। ও একা, আর প্রতিপক্ষ দু'জন, পরিস্থিতি বুঝে নিতে দেরি হলো না দ্বিতীয় এফবিআইয়ের। রানার মনোযোগ লি-র ওপর বুঝতে পেরে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার দেহে, পলকে একটা বেরেটা অটোমেটিক বেরিয়ে এল হাতে। ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই রানার কোমর বরাবর তুলে ফেলেছে সে ওটা। গুলি করতে যাচ্ছে।

চিতাবাঘের মত লাফ দিল মাসুদ রানা। একই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীরবেগে ছুট লাগাল চ্যাঙ লি। প্রাণপণে পালাচ্ছে। গুলি করল ও। প্রায় একই সঙ্গে তার জবাব এল বেরেটার তরফ থেকে। কিন্তু সময়ের চুল পরিমাণ ব্যবধানে জিতে গেল মাসুদ রানা। গলায় বুলেট বিদ্ধ হলো রবার্ট, ফলে শেষ মুহূর্তে কেঁপে গেল হাত। রানার কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বেরেটার ছোঁড়া বুলেট। কোমরের ওপরের অংশ পিছন দিকে জোর এক ঝাঁকি খেলো রবার্টের, অস্ত্র ছেড়ে গলা খামচে ধরল সে। বিস্ফারিত দু'চোখে অবিশ্বাস। রক্তে ভেসে যাচ্ছে হাত, বুক।

এদিকে নজর দেয়ার সময় নেই। লি-র পিছন পিছন ছুটল মাসুদ রানা। বেশ এগিয়ে গেছে লোকটা এরই মধ্যে। দৌড়ের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে উন্মাদের মত। লোকজন ডাকছে।

'লি! থামো! নইলে গুলি করতে বাধ্য হব আমি!' চেঁচিয়ে বলল রানা।

কিন্তু কাজ হলো না। শুনলই না সে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে ছুটছে সমান তালে। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। দৌড়ের ফাঁকে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলো রানা, লোকটার কাছে কোন অস্ত্র নেই। থাকলে এতক্ষণে অবশ্যই বের করত। প্রায় পৌঁছে গেছে রানা লি-র ঘাড়ের ওপর। পা বাড়িয়ে ল্যাং মারতে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে আচমকা ঘুরে দাঁড়াল লি। ডান হাতে কি যেন ঝিলিক মেরে উঠল তার।

আঁতকে উঠল মাসুদ রানা। সতর্ক হওয়ার বিন্দুমাত্র সময়ও পেল না, বাঁ বাহুতে ঘ্যাচ করে বিঁধে গেল একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি। তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল ও, আঁধার দেখল চোখে। আঘাতটা করেছিল লি রানার বুক সই করে, কিন্তু লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারেনি। লাগাতে পারেনি জায়গামত। এক হ্যাঁচকা টানে ছুরিটা বের করে নিয়েই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল চ্যাঙ লি। দু'চোখে পানি এসে গেছে রানার ব্যথায়, দেখতে পাচ্ছে না পরিষ্কার। পায়ের পিছনে পা বাধিয়ে আছড়ে ফেলল ওকে ব্ল্যাকফুট, পর মুহূর্তে চেপে বসল বুকের ওপর। বাঁ হাতে সর্বশক্তিতে গলা

চেপে ধরেছে রানার।

এর মধ্যেও অস্ত্র ছাড়েনি মাসুদ রানা, এখন একচুল এদিক-ওদিক হলেই সব শেষ হয়ে যাবে, জানে ও। কিন্তু কোন কাজে আসছে না ওটা এ মুহূর্তে · নিজেরই পিঠের নিচে অস্ত্র ধরা ডান হাতটা চাপা পড়ে গেছে ওর, বের করতে পারছে না রানা। ওদিকে বাঁ হাত প্রায় অকেজো। বিপদ টের পেয়ে শিউরে উঠল রানা। শূন্যে ঝিকিয়ে উঠল লি-র উদ্যত ছুরি।

ভেতর দিকে বাঁকা করে বাঁ পা-টা ওপরে তুলল রানা চট করে, ঢুকিয়ে দিল লি-র গলার নিচে, পরমুহূর্তে পিছনদিকে হেলে পড়ল লোকটা রানার পায়ের ওপরমুখো চাপে। ছুরির কোপটা লক্ষ্যে পৌছতে ব্যর্থ হলো তার। এবার ডান হিল দিয়ে লি-র নাকের ওপর ভয়ঙ্কর এক লাথি মেরে বসল মাসুদ রানা।

ভর্তা হয়ে গেল ব্ল্যাকফুটের দীর্ঘ বাঁকা নাক। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল চ্যাঙ লি। কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না একটুও। চেপে বসে থাকল পাথরের মত। মরীয়া হয়ে উঠল মাসুদ রানা, টেনে হিঁচড়ে ডান হাত বের করে ফেলল পিঠের নিচ থেকে। কিন্তু অস্ত্রটা তোলার সুযোগ পেল না। বাঁ হাতে থাবা চালাল লি, ছুটে গেল ম্যাগনাম। তখনও রানার বাঁ পা লি-র থুতনির নিচে। মুখটা তার আরেকটু পিছনে ঠেলে নিয়ে ফের লাথি চালাল ও। আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। ছুরি পড়ে গেল হাত থেকে।

কোথায় পড়ল দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না চ্যাঙ লি। রানার হাতে অস্ত্র নেই, জানে সে। বাঁ দিকে যথাসম্ভব বাঁকা হয়ে ডান হাতের এক হ্যাঁচকা টানে থুতনির নিচ থেকে রানার পা সরিয়ে দিল। পরমুহূর্তে দু'হাতে ওর গলা চেপে ধরল লি। অ্যাডামস অ্যাপেলের ওপর সাঁড়াশির মত চেপে বসেছে তার আঙুল, জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা হলো রানার প্রথম ধাক্কায়ই। জান উড়ে গেল মাসুদ রানার। খালি হাতেই ওকে খুন করতে যাচ্ছে ব্ল্যাকফুট লোকটা।

কয়েক মুহূর্ত হাত দুটো ছাড়াবার জন্যে টানা হ্যাঁচড়া করল ও প্রাণপণে। কোন লাভ হলো না, উল্টে আরও চেপে বসল আঙুলগুলো। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চাপ আরও বাড়িয়ে দিল চ্যাঙ লি। চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার জোগাড় রানার। ওদিকে বিল ট্যানার ব্যস্ত ম্যালোনিকে সামাল দিতে। গড়াগড়ি খাওয়ার ফাঁকে তার হাতছাড়া হয়ে যাওয়া উজিটা তুলে নিয়েছিল সে, সময়মত দেখতে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্যানার। ওটার দখল নিয়ে নীরবে যুঝছে সে ম্যালোনির সঙ্গে। ওদের পাশেই নিথর পড়ে আছে রবার্ট ও তিয়েন শিয়েন।

অসুরের শক্তি লি-র দেহে। দশ আঙুলে পুরো গলা বেষ্টন করে ধরেছে সে রানার। অনেকভাবে চেষ্টা করেও একচুলও শিথিল করা গেল না চাপটা। ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল মাসুদ রানা। শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে দ্রুত। পরাজয় মেনে নেয়ার আগমুহূর্তে ছুরিটার কথা মনে পড়ল মাসুদ রানার। কাছেই কোথাও পড়েছিল ওটা, দেখেছে রানা তখন, কোথায়? আহত বাঁ হাত দিয়ে পাগলের মত জিনিসটা খুঁজতে লাগল ও। নড়াচড়ায় খচ্ খচ্ করে উঠছে ক্ষতস্থানটা। মনে হলো যেন এক যুগ পেরিয়ে গেল, পাত্তা নেই ছুরির। সত্যিই

কাছেই পড়েছিল, নাকি ভুল দেখেছিল রানা?

হাল পুরোপুরি ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, এই সময় মধ্যমায় ঠাণ্ডা ইস্পাতের ছোঁয়া পেল মাসুদ রানা। কয়েকবারের মরীয়া প্রচেষ্টায় জিনিসটা মুঠোয় পুরে নিতে সক্ষম হলো ও। মাথা ঠাণ্ডা রাখো, নিজেকে বোঝাল মাসুদ রানা, তোমার বাঁ হাত অকেজো। ও হাতে আঘাত করতে যেয়ো না, তাতে শেষ আলোর বিন্দুটাও বিলীন হয়ে যাবে।

দুই যুগের প্রাণান্ত চেষ্টায় চ্যাঙ লি-র পেটের তলা দিয়ে ছুরিটা ডান হাতে চালান করে দিতে সক্ষম হলো রানা। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠল ওর দু'চোখ। হাতে ধরেই টের পেয়েছে, ছুরিটার বাঁটে কিছু একটা খোদাই করা আছে। ঈগলের মনোগ্রাম! চেরির মুখটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে, পরমুহূর্তে চার ইঞ্চি তীক্ষ্ণধার ফলাটা লি-র হৃৎপিণ্ড বরাবর পিঠে আমূল বসিয়ে দিল মাসুদ রানা। আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটা, চাউনি পাল্টে গেল মুহূর্তে।

কিন্তু গলার চাপ তাতে কমল না একটুও, বরং বেড়ে গেল আরও। হ্যাঁচকা টানে ছুরিটা বের করে নিয়ে আবার কোপ চালাল রানা। আবার! আবার! উন্মত্তের মত আঘাতের পর আঘাত করেই চলেছে ও, সেই সঙ্গে দুর্বল বাঁ হাতে গলায় বসে যাওয়া লি-র আঙুল ছাড়াবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ করেই কনুই ভেঙে গেল চ্যাঙের, রানার কপালে থুতনি দিয়ে আছড়ে পড়ল সে। পড়েই থাকল নিথর।

ছুরি পড়ে গেল রানার হাত থেকে। চেষ্টা করেও গলার চাপটা কমাতে পারল না ও, তারওপর জগদ্দল পাথরের মত বুকের ওপর চেপে থাকল ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ান। নিস্তেজ হয়ে পড়ল ও চোখের সামনে পৃথিবী আউট অভ ফোকাস হয়ে যাওয়ার আগমুহূর্তে আকাশের গায়ে কার যেন বড়সড় একটা মুখ দেখল রানা, তারপর তলিয়ে গেল অতল অন্ধকারে।

চুলের মুঠি ধরে লি-র নিষ্প্রাণ দেহটা ওর বুক থেকে নামিয়ে দিল ঘর্মাক্ত কমাণ্ডার ট্যানার। হাঁপাচ্ছে হাপরের মত। রানার দু'গালে ব্যস্ত হাতে মৃদু চাপড় মারতে লাগল সে। 'ওহ্, গড! রানা, ওঠো! ফর গডস্ সেক, রানা! লি মরে গেছে! ওঠো!'

গুঙিয়ে উঠে পাশ ফিরল মাসুদ রানা। বমি করে দিল গল গল করে। ধাতস্থ হয়ে বহু কষ্টে উঠে বসল ও অনেকক্ষণ পর, অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকল কমাণ্ডারের দিকে। যেন চিনতে কষ্ট হচ্ছে। এক হাতে গলা ডলছে। মৃত লি-কে দেখল ও। পড়ে আছে কাৎ হয়ে, পিঠে বিঁধে আছে ছুরিটা। রক্ত মেখে জ্বলজ্বল করছে ব্ল্যাকফুট প্রতীক। দু'চোখ জ্বলছে যেন ওটার।

'জেনারেল?' ভাঙা গলায় অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল ও।

দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মেরিন। 'নেই। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক ছিল।'

তার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। সারাদেহ কাঁপছে থর থর করে। এই সময় পুব চেলানের আড়াল ছেড়ে উকি দিল নতুন সূর্য।

***